কাব্যসমগ্র ।২। মহাদেব সাহা

কাব্যসমগ্র । ২

ম হা দে ব সা হা

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

উৎসর্গ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

অস্তমিত কালের গৌরব

আমূল বদলে দাও আমার জীবন

একা হয়ে যাও

যদুবংশ ধ্বংসের আগে

কোথায় যাই, কার কাছে যাই

সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া, গোলাপের বিরুদ্ধে হুলিয়া

এসো তুমি পুরাণের পাখি

বেঁচে আছি স্বপ্নমানুষ

বিষাদ ছুঁয়েছে আজ, মন ভালো নেই

তোমার জন্য অন্ত্যমিল

আকাশের আদ্যোপান্ত

ভুলি নাই তোমাকে রুমাল

তুমিই অনন্ত উৎস

কেউ ভালোবাসে না

অস্তমিত কালের গৌরব

তাহলে কি ঢেকে যাবে পৃথিবীর মুখ

ভীষণ তুষার-ঝড় বয়ে যায় পৃথিবীর মানচিত্রে আজ
এই শতকের শেষে নামে শৈত্য, হিমপ্রবাহ এখানে
এশিয়া ও ইওরোপ কাঁপে শীতে, বৃক্ষপত্র ঝরে যায়
ইতিহাস থেকে টুপটাপ খসে পড়ে পাতা ;
এই ভয়ানক দুঃসময়ে কার দিকে বাড়াই বা হাত
বন্ধুরাই শত্রু এখন, হৃদয়েও জমেছে বরফ।
বরফে পড়েছে ঢাকা বার্চবন, তৃণভূমি, বার্লিনের ব্যথিত আকাশ,
মানুষের কীর্তিস্তম্ভ, মানবিক প্রীতি-ভালোবাসা—
অনেক আগেই ঢাকা পড়ে গেছে মূল্যবোধ নামক অধ্যায়,
অবশেষে বিশ্বাস ও সাহসের জাহাজটি বরফে আটকে গেছে দূরে
তাহলে কি পৃথিবীর মানচিত্রই ক্রমশ ঢেকে যাবে উত্তাল বরফে,
ঢেকে যাবে পৃথিবীর চোখ, মুখ, মাথা?

আর কতো জ্বলবে মানুষ

আর কতো জ্বলবে মানুষ,
মানুষের বুকে চিরকাল কেন এই দাহ?
কেন সে কোথাও কোনো ছায়া পায় না
এমন দাহ বুকে নিয়েও বলে, বেশ আছি।
কেন এমন করে কষ্ট পাবে মানুষ
ভাঙবে বুক, রক্ত ঝরবে মনে?
কেন মানুষ কোথাও সুখ পাবে না এতোটুকু,
এতো দুঃখ বুকে নিয়েও বলতে হবে, সুখে আছি।
আর কতো এইভাবে পুড়বে মানুষ
এই ধিকিধিকি তুষের আগুন কি কোনোদিন নিভবে না?

টিভিতে লেনিনের মূর্তি অপসারণের দৃশ্য দেখে

এই মূঢ় মানুষেরা জানে না কিছুই, জানে না কখন তারা
কাকে ভালোবাসে, কাকে করে প্রত্যাখান,
না বুঝেই কাকে বা পরায় মালা,
কাকে ছুঁড়ে ফেলে!

এই মূঢ় মানুষেরা বোঝে না কিছুই,
মূর্তি ভাঙে, উন্মত্ত উল্লাসে মাতে
এমনকি ফেলে না চোখের জল
যার জন্য প্রকৃতই হাজার বছর কাঁদবার কথা ;
বিশ শতক শেষের এই পৃথিবীকে আজ
বড়ো অবিশ্বাসী বলে বোধ হয়,
মানুষের কোনো মহৎ কীর্তি আর ত্যাগের স্বাক্ষর
ধারণ করে না এই কুটিল সময়—
আজ সে কেবল শূন্যতাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে,
পৃথিবীর এই আদিম আঁধারে বুঝি যায়, সবই অস্ত যায়।

মানুষের এই দুঃসময়ে

আজ আর থাকবে না মানুষের কিছুই সম্বল
কোনোখানে দাঁড়াবে না জল,
গলবে মোমের মতো সবকিছু, ইট-কাঠ, কঠিন পাথর
হৃদয়ও রাখবে না ধরে প্রিয় আদ্যক্ষর ;
উথালপাতাল এই যুগের হাওয়ায়
মানুষের যা কিছু সঞ্চয় উড়ে যায়—
ধসে যায় দেশ-জাতি, কীর্তি, ইতিহাস
এই ধ্বংসস্তূপে মানুষ তবুও করে উন্মত্ত উল্লাস,
মানুষ তবুও করে মিথ্যে অভিনয়,
জানে না মানুষ তার কী যে দুঃসময়!
আজ তার কোথাও পায়ের নিচে থাকবে না মাটি
সেই প্রাচীন আঁধার সর্বত্র ফেলেছে নগ্ন ঘাঁটি,
এই অন্ধকারে কিছুই পড়ে না আর চোখে
আমাদের এই মর্ত্যলোকে
এখন সহসা শুনি মধ্যরাতে ডেকে ওঠে কাক
চরাচর স্থবির, নির্বাক ;
শুধু মাঝে মাঝে প্রেতের করুণ কান্না শোনা যায়
কিছুই থাকবে না এই অসংলগ্ন যুগের হাওয়ায়,
মুছে যাবে সব কীর্তি, নাম
ফুটবে না ভোরের আলো, ক্রিসানথিমাম।

কেন আঁধি

কেন আমার দুচোখ জুড়ে তবু নামে এমন আঁধার
আশার উজ্জ্বল আলো কেন ঠিক ঝলসে ওঠে না,
কেন ঘুম পায়, কেন অবসাদ জাগে,
কেন মৃতের হাতের মতো এভাবে এলিয়ে পড়ে আমার আঙুল!
আমার এ বুক কেন তবু এতো আশঙ্কায় কাঁপে,
হয়ে ওঠে খাঁখাঁ মরুর মধ্যাহ্ন, কেন, কেন?
এখন তো ঠিক আমারও উৎসবে মেতে উঠবারই কথা
ওড়াবার কথা আমারও এখন যতো রঙিন ফানুস,
আকাশে মেলার কথা পাখিদের মতো দুই পাখা
তবু কেন কোনো গানে মেলাতে পারিনে আমি গলা—
কেন ফের বিষণ্ণতা গ্রাস করে আমাকে এমন,
কেন আমার বুকের মধ্যে অবিরাম পাতা ঝরে যায়!
তাহলে কোথাও কী ভীষণ কোনো কুটিলতা ফণা তুলে আছে
এখনো কোথাও আছে ঘাসের ভেতর ঘুণপোকা,
আমি তাই এখনো হয়তো দেখি সেইসব অন্ধকার রাত
সেইসব ভয়াল লোমশ হাত, নিঃশব্দ গোপন আনাগোনা!
তাই আমার দুচোখ জুড়ে এখনো কুয়াশা-মেঘ, আঁধি
আমার বুকের মধ্যে থইথই নদীর ভাঙন।

পৃথিবীর চোখে কবে আলো দেখতে পাবো

আমার চোখে কি মরুভূমির লক্ষকোটি বালিকণা
কাঁদানে গ্যাস, চৈত্রের ধুলো
নাকি সমস্ত মোটরগাড়ি, আর কারখানার ধোঁয়া,
তা না হলে যেদিকেই চাই কেন এই অন্ধকার, অন্ধকার!
কোথাও কিছুই আর চোখে পড়ে না আজ
পৃথিবী জুড়ে কী ভয়ঙ্কর নিষ্প্রদীপ মহড়া
কোথাও কোনো আলো নেই
শুধু অনিঃশেষ লোডশেডিং আর ব্ল্যাক আউট।
এই অন্ধকারের মধ্যে মানুষের কণ্ঠস্বর কী কর্কশ মনে হয়
কী লোমশ মনে হয় মানুষের হাত
মৃতদেহের মতো কী শীতল মনে হয় তার স্পর্শ
আর কী ভয়াবহ রকম সন্দেহজনক মনে হয় কোনো পদশব্দ।

এই অন্ধকারের মধ্যে আমরা কোথায় যাবো
মাঝে মাঝে তাই চিৎকার করতে ইচ্ছা করে—
তবু কোথাও কোনো একটা শব্দ হোক, আর্তনাদ হোক
এই নৈঃশব্দ্য আরো বেশি ভয়ঙ্কর,
তার চেয়ে কোনো কান্না, কোনো কোলাহল কিংবা গর্জনও যদি শুনি-
হায়, এই পৃথিবীর চোখে কবে আলো দেখতে পাবো!

তবে কি তোমার উত্থান নেই

ভেবেছিলাম এবার দেখতে পাবো আলোকিত ভোরের আকাশ
আঁধারপুরীতে এবার ভাঙবে ঘুম,
এবার জাগবে মরা নদীতে কল্লোল
দেখবো এবার প্রত্যাশিত সুন্দরের মুখ।
ভেবেছি এখন থেকে শুনবো না তক্ষকের ডাক
কোথাও দেখবো না কোনো নেকড়ের থাবা,
নিশাচর পিশাচের পদশব্দ শুনবো না আর
লোভী জিরাফেরা বাড়াবে না গ্রীবা!
এবার তোমার চোখে বুনে দেবো স্বপ্ন আর আশা,
শহরের মোড়ে মোড়ে এবার উড়বে প্রিয় প্রাণের পতাকা
ভেবেছি এবার আমাদের হারানো স্বপ্নের হবে পুনরাভিষেক।
কিন্তু আজো তোমার তো দেখা নেই কাঙ্ক্ষিত সুন্দর
আজো তো শুনি না তোমার নামে কোনো জয়ধ্বনি,
এ দেশের পতাকার প্রতি যারা বৈরী ও বিমুখ
এখনো তো সেইসব শকুনেরই নিঃশব্দ পদচারণা শোনা যায়।
তবে কি তোমার উত্থান নেই, জাগরণ নেই,
এই মানচিত্র জুড়ে শুধু গোধূলি-কুয়াশা দেখে যাবো?

কেন ফিরি নাই

কেন আমি দুহাতে মাখলাম এতো কালি
কেন তর্ক-কোলাহল আর কলহ-কোন্দলে কাটালাম বেলা,
ভাঙলাম দুধের বাটি, স্বহস্তে নিলাম তুলে বিষের পেয়ালা
কেন নিজেই আমি খুঁড়লাম নিজের কবর।
কী এমন দরকার ছিলো চিৎকারে মাতালাম পাড়া

কেন নিজেকে দিলাম ঠেলে ক্রমাগত এই দুর্বিপাকে,
কেন নিজেই নিজের বুকে তুললাম ঝড়
স্বেচ্ছায় নিলাম কাঁধে জগদ্দল এমন পাথর!
কেন আমি এরূপ অন্ধের মতো ঘুরলাম পথে
সকল ত্রুটির ভার নিলাম মাথায়,
কেন মুখ বুজে শুনলাম মিথ্যার এই প্রগল্‌ভতা
কেন অকারণ কুড়ালাম যতো নিন্দার বোঝা!
কেন আমি জেনেশুনে আগুনে দিলাম হাত
কেন করলাম বারবার সেই একই ভুল,
কেন নিজেকে তবুও জড়ালাম এই নিষ্ফল হুল্লোড়ে
নিজেই নিজের হাতে পরালাম অদৃশ্য শৃঙ্খল।
কেন আমি এখনো এসব কিছু ঝেড়ে ফেলে বসিনি উঠোনে
কেন দাঁড়াইনি বোধিবৃক্ষের ছায়ায়,
এই কালিঝুলি ধুয়ে কেন নিষ্পাপ শিশুর মতো ফিরি নাই ঘরে
কেন অনুশোচনায় হই নাই দগ্ধ ধ্যানমগ্ন ব্যথিত বাল্মীকি!

কোথাও কোনো ভালোবাসা নেই

শেষ পর্যন্ত এ আমি কোথায় এসে দাঁড়ালাম
ছায়া পাবো বলে তবে কি ভুল গাছের নিচে,
গাছ আমাকে কোনো ছায়া দিলো না
তার নিঃশ্বাসে বিষ, বাতাসে আগুন।
তাহলে আমি এ কোথায় এসে দাঁড়ালাম
তৃষ্ণা মেটাবো বলে এ কোন ভুল নদীর কাছে,
নদী আমাকে একফোঁটা তৃষ্ণার জল দিলো না
তার বুকে দেখি শুধু বালি আর কাঁকর।
আমি হাঁটতে হাঁটতে শেষে এ কোথায় এসে দাঁড়ালাম
তৃষ্ণার্ত বালক অঞ্জলি ভরে জল পান করবো বলে,
পাহাড়ী ঝর্নার ধারে এসে এ কী দেখতে পাচ্ছি আমি
এই ভুল ঝর্নায় কোনো জলস্রোত নেই,
এখানে বয়ে চলেছে শুধু রক্তধারা, শুধু রক্তস্রোত
এই রক্তঝর্না কেন দেখতে হবে আমাকে!
এ আমি কোথায় এসে দাঁড়ালাম তাহলে
এ কোন মরু উদ্যানের কাছে,

তার ফুলে কাঁটা, ফলে বিষ
তার চোখমুখে হিংসার অনল।
আমি তাহলে হাঁটতে হাঁটতে এ কোথায় এসে দাঁড়ালাম
এ কোন ভুল পাহাড়ের পাদদেশে,
এখানে আমার পায়ের নিচে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি
এখানে আমার চারপাশে কাঁটাবন।

তাহলে আমি চলতে চলতে এ কোথায় এসে দাঁড়ালাম
এ কোন ভুল আকাশের নিচে,
এই আকাশ আমাকে কোনো স্নিগ্ধ মেঘের ছায়া দিলো না
সে কেবল শূন্যতার হাহাকার উপহার দিলো আমাকে।

আমি এভাবে ছুটতে ছুটতে শেষে এ কোথায় এসে দাঁড়ালাম
এ কোন ভুল ঠিকানায়
কেউ আমাকে এখানে আঁজলা ভরে একটু জল দেবে না
কোনো দুয়ার খোলা নেই এখানে ;
তাহলে আমি এ কোথায় এসে ভালোবাসা চেয়ে দুহাত পেতে দাঁড়ালাম
বারেবারেই কেবল এই ভুল জায়গায়,
ভুল বৃক্ষের কাছে, ভুল নদীর কাছে
এই ভুল আকাশ আর এই ভুল হৃদয়ের কাছে!
এতোবার ঘুরে ঘুরেও আমি কেন বুঝলাম না
এখানে কোথাও কোনো ভালোবাসা নেই।

বুঝবে না কেউ

বুঝবে না কেউ কেন যে এমন
পাখায় করেছি ভর,
দাঁড়াবার মতো মাটি নেই কোনো
বসবার মতো ঘর।

বুঝবে না কেউ কেন যে এমন
আকাশে উড়েছি একা,
পাইনি কোথাও তৃষ্ণার জল
পাইনি মেঘের দেখা।

কেন যে এমন দিয়েছি মাশুল
দুহাতে ঢেকেছি মুখ,
বুঝবে না কেউ সে-কথা কখনো
কোথায় দুঃখ-সুখ।

বুঝবে না কেউ কেন যে এমন
নিজেই ছিঁড়েছি মালা,
কখনো কখনো কাঁটার চেয়েও
ফুলেই বিষম জ্বালা।

জানাজানি

তোমাকে দেখে এমন কেন হয়
সহসা আমি হারিয়ে ফেলি কথা,
মনের মাঝে কী যেন ঝড় বয়
জাগে বুকে এ কোন ব্যাকুলতা!

তোমার কাছে কেন এমন বলো
বলতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলি সব,
কেন আমার দুচোখ ছলছল
বুকের মাঝে নিঝুম কলরব?
তোমার কাছে হয় না কিছুই বলা
কতো কথাই বলবো ভেবে রাখি,
চোখে তোমার এ কোন শিল্পকলা
দেখে অসম্ভবের কেবল ছবি আঁকি।

জানি আমার এমনি যাবে বেলা
তোমার কোনো নাই যে অবসর,
আকাশ করে মেঘকে অবহেলা
মেঘ তবুও আকাশে বাঁধে ঘর।
তোমাকে আমি বোঝাবো বলো কী
আমার কথা আমিই কি সব জানি,
তোমাকে আর জানাবো বলো কী
না বলে যদি না হয় জানাজানি।

মানুষ কেন ব্যাখ্যা খোঁজে

অনেক কিছুর ব্যাখ্যা হয় না কোনো
তবু মানুষ ব্যাখ্যা কেন খোঁজে,
সহজ-সরল অর্থখানি ফেলে
কেন এমন ভিন্ন মানে বোঝে !

দেখেও এমন দুচোখ ভরা জল
তবু কারো কাঁদে না এই মন,
তবু কেন হয় না মনে কারো
বুকেই যে এই গভীর ক্রন্দন!

মানুষ বৃথাই অর্থ এতো খোঁজে
ঘাঁটে এমন বিপুল অভিধান,
হৃদয়ে সে পায়নি খুঁজে যা
কোথায় পাবে আর খুঁজে সেই গান!

এই জীবনে

এই একরত্তি জীবনে বলো না কীভাবে সম্ভব ভালোবাসা
তার জন্য চাই আরো দীর্ঘ অনন্ত জীবন,
ভালোবাসা কীভাবে সম্ভব, অতিশয় ছোটো এ জীবন
একবার প্রিয় সম্বোধন করার আগেই
শেষ হয় এই স্বল্প আয়ু—
হয়তো একটি পরিপূর্ণ চুম্বনেরও সময় মেলে না
করস্পর্শ করার আগেই নামে বিচ্ছেদের কালো যবনিকা ;
এতো ছোটো সামান্য জীবনে কীভাবে হবেই ভালোবাসা
ভালোবাসি কথাটি বলতেই হয়তোবা কেটে যাবে সমস্ত জীবন,
হয়তোবা তোমার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই
লেগে যাবে অনেক বছর
হয়তো তোমার কাছে একটি প্রেমের চিঠি লিখতেই
শেষ হয়ে যাবে লক্ষ লক্ষ নিদ্রাহীন রাত ;
তোমার সম্মুখে বসে প্রথম একটি শব্দ উচ্চারণ করতেই
শেষ হয়ে যাবে কতো কৈশোর-যৌবন,

ঘনাবে বার্ধক্য, কেশরাজি উড়াবে মাথায়
সেই ধূসর পতাকা ;
এইটুকু ছোট্ট জীবন, এখানে সম্ভব নয় ভালোবাসা
তার জন্য চাই আরো অনেক জীবন, অনন্ত সময়
তোমাকে ভালোবাসার জন্য জানি তাও খুবই স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত মনে হবে।

দয়ার্দ্র আঁচল

তুমি তো জানো না তোমার আঁচলখানি কতো বেশি নিরাপদ তাঁবু
শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় এখানে বাঁচাতে পারি মাথা
লজ্জা-ভয়ে এখানে লুকাতে পারি মুখ,
এই নিবিড় আশ্রয় আর কোনখানে পাবো।
সবখানে যখন আমার নামে রটে কুৎসার কালি
সবাই নিন্দায় ওঠে মেতে, ছিছি করে, টিটকারি দেয়
যখন আমাকে এই অশ্লীল বিদ্রূপ আর শীতল উপেক্ষা
করে মর্মাহত, তখনো দাঁড়াই এসে এই আঁচলের
স্নিগ্ধ ছায়ায়।
যখন দেখতে পাই কোথাও যাবার মতো কোনো স্থান নেই
কেউ ফিরে তাকায় না আর, খোলে না দরোজা
যখন দুচোখে কেবল আমি অন্ধকার দেখি
তখনো কেবল তোমারই আঁচলখানি হয়ে ওঠে দয়ার্দ্র, কোমল।
তোমার আঁচলখানি তখন মুছিয়ে দেয় মুখ
সকলের উপেক্ষার ধুলোবালি খুব যত্নে ঝেড়ে মুছে দেয়,
আমার রক্তাক্ত বুকে বেঁধে দেয় নরম ব্যান্ডেজ
তোমার আঁচলখানি সেই গ্রীষ্মে হয়ে ওঠে ছাতা।
যখন দেখেছি আমি সবখানে ভয়ানক কাঁটা, কারো কাছে
মেলে নাই ঠাঁই,
কারো চোখে দেখি নাই সামান্যও করুণার ধারা
একবারও কেউ বাড়ায়নি স্নেহমাখা একখানি হাত,
তখন আবার আমি রোদে পুড়ে ফিরে আসি তোমারই ছায়ায়।
তোমারই আঁচলখানি মুছে দেয় সেই ব্যর্থতার গ্লানি
আর ক্লান্তির ঘাম,
হয়ে ওঠে এই রুক্ষ মরুভূমি ঢেকে এক রম্য তৃণাঞ্চল।

রাজনীতি

ফুল-পাখি, ভাত-মাছ এইসবই আমার রাজনীতি
এইসবই আমার কবিতা ; আমার রাজনীতি এই
ফুল-পাখি, চাঁদ-মেঘ বাদ দিয়ে নয়,
আমার কবিতা দুধভাত বর্জন করে না।
উন্মুক্ত আকাশ আমি চিরদিন খুব ভালোবাসি
ফুলও আমার খুব প্রিয় ; তাই বলে আমি
ভাতের সরল গদ্য কোনোদিনই উপেক্ষা করি না
আমি বুঝি শুধু ইট-কাঠ-লোহাই রাজনীতি নয়।
আমি বুঝি রাজনীতি মানেই মানুষ, তার মন
তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা, তার শরীর-জীবন,
তার বেঁচে থাকা, রক্ত-মাংস, প্রেম-ভালোবাসা
রাজনীতি মানুষের চালডাল, নুনতেল, চাঁদ-পাখি, ফুল।
আমি বুঝি রাজনীতি নারী আর পুরুষের শ্রম, মেধা, ঘাম
উলঙ্গ শরীর, প্রেমিকের গভীর চুম্বন,
রাজনীতি মানুষের সবচেয়ে স্বপ্নময় সবুজ অঞ্চল
আমি বুঝি রাজনীতি শিল্প ও শস্যের অগাধ খামার।
আমি তাই কিছুতে বুঝি না স্বপ্নহীন চোখ কেন রাজনীতি হবে,
অস্ত্র কেন রাজনীতি হবে, নিপীড়ন রাজনীতি হবে?
বিদ্রোহীর চাপা অভিমান, প্রেমিকার ছলছল চোখ,
ফুল-পাখি, প্রেমের কবিতা কেন রাজনীতি তাহলে হবে না?
কেন দেয়াল-প্রাচীর তবে রাজনীতি হবে,
কেন কোকিলের গান, কৃষ্ণচূড়া, উষ্ণ ঠোঁট রাজনীতি কিছুতে হবে না?
কেন দুঃখ আর স্বপ্ন কোনো হবে না রাজনীতি,
কেন কালো কৃষকের হাত হবে না কবিতা ?
কেন মানুষ হবে না রাজনীতি, ইট-কাঠ হবে,
ফুল-পাখি, চাঁদ-মেঘ শুনলেই রাজনীতি কেন এমন ফিরিয়ে নেবে মুখ?
কেন ক্ষুধু-তৃষ্ণা, চালডাল কবিতা হবে না,
কেন রাজনীতি শুনলেই চমকে উঠবে বিশুদ্ধ কবিতা?

কেনাকাটা

মানুষ সবচে' বুঝি কেনাকাটা করে সুখ পায়
মনে হয় মানুষ দোকানে যেতে খুব ভালোবাসে,

শপিং সেন্টারে প্রত্যহ ঘুরে ঘুরে কেনে জামা, প্রিয় প্রসাধনী
মানুষের কতো যে কেনার আছে মানুষ জানে না।
মানুষ কিনতে খুব ভালোবাসে তা সে যা কিছুই হোক
মানুষের বাঁচা মানে এই কেনা আর বেচা
মানুষ যে এইভাবে প্রতিদিন নিজেকেই বেচে আর কেনে
পণ্যের বিপুল ভিড়ে সেই কথা মানুষ বোঝে না।
যা কিছুই হোক মানুষের নিয়মিত কেনাকাটা চাই
কেনাবেচা ছাড়া বুঝি কোনো মানুষ বাঁচে না,
মানুষ কিনতে চায় দুচোখে যা দেখে তা-ই
পণ্যের বাজারে মানুষ শিশুর মতো, বয়স বাড়ে না।

শিশুদের মতো মানুষ পছন্দ করে রঙিন দোকান
মানুষ খাবার কেনে, বাড়ি-গাড়ি, আসবাব কেনে,
জুয়েলারী শপে যায়, ফুটপাতে এটাসেটা খোঁজে
মানুষ কতো যে কেনে জুতো, গেঞ্জি, থালাবাটি, গ্লাস।

পৃথিবী ছেয়েছে আজ এইসব পণ্যের বাজার
ব্যাঙের ছাতার মতো সবখানে সুপার মার্কেট
নিওন আলোর নিচে অতিব্যস্ত ছুটছে মানুষ
মার্কেটিং ব্যাগে তার চাই আরো কেনাকাটা চাই।
মানুষ কিনতে বড়ো ভালোবাসে, কেনাকাটা চায়
কেনাবেচা ছাড়া আজ মানুষের দুদণ্ড চলে না,
মানুষ কেবল চায় যেন তার কেনাবেচা ঠিকমতো চলে
মানুষের টাকা চাই, কেনাকাটা চাই।

কিছুটা সময় চাই

কিছুটা সময় চাই একান্ত আমার
খুব ধীরস্থির, কোনো তাড়াহুড়ো নেই
গড়িয়ে গড়িয়ে যাক এই অবসন্ন বেলা
আমি দৌড়-ঝাঁপ কিছুই করবো না।
কিছুটা সময় চাই, অবসর চাই
এই হইচই থেকে, এই কোলাহল থেকে
আমি দূরেই দাঁড়িয়ে থাকি একা
সব কাজ ফেলে এই সূর্যাস্তের দৃশ্য শুধু দেখি।

সময় চাই শুধু তোমাকে দেখার,
তোমার চোখের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকার।

আড্ডা

গান শুনেছি কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আর নেই
নেই আমাদের সেই আড্ডাও,
অনেক আগেই সে সংসারের খাঁচায় বন্দী
তার এখন আটপৌরে গৃহপালিত জীবন।

আড্ডা এখন ঘরের কোণে ঝিমোয়
আড্ডা এখন একলা বসে কাঁদে,
আড্ডা এখন সংসারের খাঁচায় বন্দী
আড্ডা এখন দুজন মিলে দ্বন্দ্ব।

এখন কোনো আড্ডা নেই, আছে বিতণ্ডা
তর্ক নেই, আছে কলহ,
এখন আড্ডার বদলে দেখি বাণিজ্য
সেই চায়ের কাপে তুফান নেই তো আর।

তবু এখনো আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি তাকে
এখনো আমরা আড্ডা জমাই কখনো কাজের ফাঁকে
যদিও এখন তোলে না তেমন ঝড়,
লজ্জানম্র বধূটির মতো তোমার কণ্ঠস্বর।

তুমি

তুমি ও তোমাকে নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক কবিতা
আজ এই মুহূর্তেও তুমিই আমার কবিতার বিষয় ;
কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাকে নিয়ে
এই কবিতাই পৃথিবীর প্রথম ও শেষ কবিতা।
এ-কথাও অবশ্য পৃথিবীর সব কবিই বলেছেন,
তাই বলে কি তোমাকে নিয়ে
আর কোনো কবিতা লেখা হবে না?
এ-কথা মানার আগে কবির মৃত্যু হওয়াই তো ভালো।

তুষার-ঝড়

আকাশে জমেছে প্রচীন কালের মেঘ
আবহাওয়া অফিস মাপে বাতাসের বেগ,
টেলিপ্রিন্টার রটায় বার্তা তার
তবুও দেখেছি জীবন বাঁচানো ভার।

এই দুর্যোগে প্রাণের সমূহ ক্ষতি
ভীষণ পতন মেলে না অব্যাহতি,
ভেঙে যায় আজ সকল মূল্যবোধ
প্রেম পরাজিত, উদ্যত প্রতিশোধ।

কোথাও কিছুর সামান্য স্থিতি নেই
সবখানে লোকে হারায় মনের খেই,
তোমার আমার বাড়ে শুধু ব্যবধান
এই দুর্দিনে কোথা খুঁজে পাই গান।

পৃথিবী জুড়েই এখন তুষার-ঝড়
বলো এইখানে বাঁধবো কোথায় ঘর?
ভর দুপুরেই মিলায় দিনের আলো
প্রাচীন আঁধারে আকাশ আবারি কালো।

এক অভিভূত কৃষকের আত্মকথা

বন্ধুরা সফল চাষী, ঘরে তোলে সমস্ত ফসল
হয় না সামান্য ক্ষতি ঝড়-জল, বন্যায়-প্লাবনে,
যেটুকু আবাদ করে তার চেয়ে বেশি তোলে ফল
মেঘের করে না ভয় কভু তারা আশ্বিনে-শ্রাবণে।
নিজেরা করে না চাষ এইসব চতুর কৃষক
বর্গা দেয় জমিজমা কিন্তু চায় দ্বিগুণ ফসল,
শিকড়ে দেয় না জল, ফল পাড়া শুধু তার শখ
অভিভূত চাষী, এক যাত্রায় পৃথক তার ফল।
চাষ করে রুক্ষ জমি, জল সেচে সারাদিন ভর
ক্ষেতে শুয়ে আল দিয়ে উদ্দালক রোধ করে জল
শস্যহীন তবুও খামার তার, শূন্য তার ঘর,

সতর্ক কৃষক ঠিকই জানে কিসে উঠবে ফসল।
কেউ কেউ এমনকি কেটে নেয় অপরের ধান
জোর করে নিয়ে যায় সব শস্য, ভরে তোলে গোলা,
অভিভূত চাষী করে আজীবন হতাশার গান
চাষ করে রুক্ষ মাটি জানে না ফসল ঘরে তোলা।
যে করে মাছের চাষ সে দেখে না কোনো মৎস-পোনা
ভাগ্যে জোটে বিড়ম্বনা, ব্যর্থতার বিষণ্ন শিকার,
খনিতে নেমেও সে পায় না রৌপ্য কিংবা সোনা
তারাই শিরোপা পায়, তার জোটে নিন্দা ও ধিক্কার।
চাষবাস করে না কিছুই যারা তারা ভালো চাষী
জানে বা না জানে চাষ, করায়ত্ত শস্যের ভাণ্ডার
পরিশ্রমী কৃষকের জন্যে তার মুখে বক্র হাসি—
মূর্খ শুধু খেটে মরে, পায় না কিছুই মূল্য তার।
সাবধানী চাষী সব, কেউ তাই পোষে লাঠিয়াল
ঠোঁট-ভারাটিয়াদল রাখে, করে অদম্য প্রচার,
অপরের শস্য লোটে, অন্যের জমিতে কাটে খাল
এভাবে বাড়ায় তারা ভূ-সম্পত্তি, জমির বিস্তার।
তাদেরই তালুক-মুলুক আজ, ভোগ ও বিলাস
নিখরচার জলমহাল ও তার পাইক-প্রহরী,
প্রকৃত কৃষজ দেখে শূন্য ক্ষেতে শস্যের বিনাশ
তবু তার স্বপ্ন চোখে, শোধ করে খাজনার কড়ি।

এই গান

বসেছি ঘরের কোণে একা
পাই বা না পাই কারো দেখা,
নিজেকে অন্তত হবে খোঁজা
এভাবে যেটুকু যায় বোঝা।
সবাই দুয়ারে দিক খিল
আমি খুঁজি আমার নিখিল,
এর বেশি চাই না কিছুই
যদি তার হাতখানি ছুঁই!
যদি তাকে চোখ মেলে দেখি
একটি পঙ্ক্তি আরো লেখি

অবশেষে শুনে এই গান,
কাঁদে বুঝি পৃথিবীর প্রাণ!

কবির অপেক্ষা

তোমার দিকে তাকিয়ে থাকা আসলে মূর্খতা
না তাকানো আরো,
কিন্তু তেমনি মূর্খতা বন্ধ খাতার সামনে বসে থাকা
তখন সবকিছুই কেবল অন্ধকার, অন্ধকার।
বন্ধ খাতায় কখনো ফুল ফোটে না
চাঁদের কিরণ পড়ে না,
মৌমাছি গুঞ্জন করে না কোনোদিন
প্রজাপতি উড়ে এসে বসে না কখনো
কবিতার বন্ধ খাতা জুড়ে কেবল সূর্যাস্তের ছায়া,
শীতপ্রধান দেশের দীর্ঘ শীতকাল ;
সেই হিম আর বরফের মধ্যে
কবিতার একেকটি চমৎকার উপমা ও চিত্রকল্প
আর্তনাদ করতে করতে হারিয়ে যায়।
বন্ধ কবিতার খাতা কী নিদারুণ দুঃখ যে চেপে রাখে
তার প্রতিটি পাতা একেকটি শস্যহীন মাঠ
একটি ঘাসফুলও নেই সেখানে ;
কোনো বোধ নেই, কোনো স্বপ্ন নেই, অনুভূতি নেই
কোনো দুঃখ নেই, সুখ নেই, অশ্রু নেই, ভালোবাসা নেই,
এই বন্ধ খাতার সামনে কবি ছাড়া কে এমন
মূর্খের মতো বসে থাকে?
কিন্তু অপেক্ষা করাই তো কবির কাজ
অপেক্ষা করতে জানাই তো শিল্প, শ্রেষ্ঠ শিল্প।

নদী, তোমার কোনো কষ্ট হয় না

বড়ো ইচ্ছে করে, নদী, কিছুক্ষণ তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াই
শৈশবে মন খারাপ হলে যেমন তোমার কাছে
গিয়ে দাঁড়াতাম,

একবার বুক উজাড় করে সব কথা তোমাকে বলি
দুহাতে এই মুখ ঢেকে কতো যে কাঁদি, কেউ জানে না।
কী যে ভালো হয় আজ যদি তোমার জলে
সব কলঙ্ক ধুয়ে ফেলি
আবার সেই স্কুল-পালানো দুপুর বুকে নিয়ে
নিষ্পাপ কিশোর তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াই,
বলি, শিশুর মতো তোমাকে সব খুলে বলি।
আজ এভাবে আর কারো কাছে মনের কথা বলা হয় না
ছোটোবেলায় মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে
সব সুখদুঃখের কথা বলতাম,
তখনো কি কিছুই লুকায়নি, ছবিকে দেখে যেদিন
প্রথম মন খারাপ হয়ে গিয়েছিলো—
আজ মনে পড়ছে সে কথা মাকেও বলিনি,
এক বৃষ্টির দিনে যখন অনেক সময় ধরে কী সব
গল্প করেছিলাম আমরা
তাও কি বলতে পেরেছি মাকে, নাকি বলা যায়!
আজ সেসব কথাও তোমার কাছে বলতে ইচ্ছে করছে
নদী, তোমার কি কোনো স্মৃতিকথা নেই?
মানুষের লেখা নদীর কতো মিথ্যা আত্মকথাই না পড়লাম
নদীর নাম দিয়ে বোধ হয় যে যার আত্মকথাই
বলতে চায় মানুষ।
মানুষ আসলে খুব অসহায়, খুব দুঃখী
এই মানুষের জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়, চোখে জল আসে,
নদী, তোমার কোনো কষ্ট হয় না,
কেন হয় না, বলতে পারো, কেন হয় না?

কবির জীবন

কবি বোঝে কবির ব্যর্থতা : তার নিজের পতন
তার চেয়ে কে বলো অধিক দেখতে পারে আর,
মূর্খ গোরখোদকের মতো আজীবন খুঁড়ে চলে
নিজের কবর
এই সত্য বলো তার চেয়ে কে আর অধিক ভালো জানে!
এই কবির জীবন এ কোনো সুখের নয়,
সুখী মানুষের নয়,

মানুষের হয় না কখনো এই বেমানান, বিধ্বস্ত জীবন
কেবল কবিই জানে এই কবির জীবন কতোখানি কষ্টকর
বয়ে বেড়াতে বেড়াতে তার ভেঙে যায়
শিড়দাঁড়া, ছিঁড়ে যায় নাড়ি,
ঝলসে যায় সমস্ত শরীর, চোখেমুখে পড়ে যেন
বিষাদের কালি
ভেঙে যায় বুক, পদক্ষেপ কোথাও মেলে না
কণ্ঠস্বর বেখাপ্পা কর্কশ হয়ে যায়, মনে হয়
এ যেন পৃথক মানুষ এক, দুরারোগ্য ব্যাধির বাহক।
সে ভালোই জানে কী সুখ বয়ে বেড়ানো এই
কবির জীবন
একটি মুহূর্ত শুধু জ্বলে ওঠা, তারপর দীর্ঘ মূকাভিনয়।

এই দুঃখ একমাত্র কবি ছাড়া কে আর অধিক বলো জানে
এই অশ্রুজল একমাত্র কবি ছাড়া শিশিরের মতো
আর কার দুই চোখে জমে
কবির জীবন সে কোনো সুখের নয় ;
এই ছন্নছাড়া সুখের জীবন বয়ে বেড়াতে বেড়াতে
অকালবার্ধক্য, চোখে ছানি, উপদংশ, মৃত্যু, মনস্তাপ
এর চেয়ে কী আর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হতে পারে
কবির জীবনে!
এই সুখের জীবন নিয়ে তাকে প্রিয়তমা নারীকেও
দিতে হয় নির্দয় কঠিন দণ্ড
বর্জন করতে হয় আত্মীয়-বান্ধব, বৈরী হয়
প্রিয়-পরিজন,
এই অসম্ভব সুখের জীবনে এমনকি সন্তানকেও
জড়িয়ে বুকে নিয়ে
পারে না কখনো প্রাণ ভরে তার গালে চুমু খেতে ;
এই অভিশপ্ত কবির জীবন, এর কথা
খুব বেশি জানতে চেয়ো না,
দূরে থেকে কেউ ভালোবাসো, কেউ ঘৃণা করো
কবিকে ডেকো না খুব কাছে, কবিকে থাকতে দাও
তার মতো,
কখন কবির চোখে নামে সন্ধ্যা, ঘনায় আঁধার
দুই চোখে জমে মেঘ বুকে জমে দীর্ঘশ্বাস,
কীভাবে যে ভীষণ শূন্যতা ক্রমান্বয়ে গ্রাস করে তাকে

এই কবির ব্যর্থতা কবি ভালো জানে, অন্য
কেউ তা জানে না।

সবাই ধ্বংসের মুখে

প্রতিহিংসাপরায়ণ এই কাল, এই নিষ্ঠুর সময়
তার হাত থেকে কেউ নিস্তার পাবে না ;
তার কাছে পাবে না সামান্য দয়া, স্নেহপ্রীতি কিংবা করুণা
এই কুটিল সময় তোমাকে আমাকে ছিঁড়ে খাবে।
সে আসলে কোনোদিন কাউকে করেনি ক্ষমা, দেয়নি রেহাই
অন্ধ গ্রীক দেবতার মতো নির্বিকার, দয়ামায়াহীন!
এই হিংসাপরায়ণ কাল অতিশয় ক্ষুব্ধ যেন আজ
আমরা সবাই তাই তার হাতে অসহায় কালের পুতুল
আমাদের স্বপ্ন বলে কিছু নেই, ইচ্ছা-অনিচ্ছাও নেই,
এই নিষ্ঠুর সময় সকলেরই অদৃশ্য শাসক ;
এই প্রতিহিংসাপরায়ণ কাল, এই কালের মানুষ কেউ
তার হাতে রেহাই পাবো না, আত্মকলহে সমূলে ধ্বংস হবো।

ইতিহাস অন্তরে ধারণ করে

ইতিহাস কারো প্রতি কোনো অবিচার কখনো করে না
যার যা প্রাপ্য তা তাকে দেয়, করে না
সামান্য পক্ষপাত,
কারো নাম লিখেও থাকে না, মুছলেও আবার
মোছে না কোনো নাম,
কোনো কোনো নাম ইতিহাস অন্তরে ধারণ করে রাখে।
মানুষের বিস্মৃতির পালা যতো শুরু হয়
ইতিহাস করে ততোই স্মরণ
তার বুকে ততোই উজ্জ্বল হয় সেই নাম, সেইসব স্মৃতি
কারো মুখ চেয়ে সে কখনো করে না বিচার, দেয় না স্বীকৃতি,
ইতিহাস ভীষণ দয়ার্দ্র, ভীষণ নিষ্ঠুর।
তার কাছে অর্থ, খ্যাতি, ক্ষমতার সিংহাসন এসব কিছুই নয়
সে কোনো নেয় না ভেট, উপহার, কিংবা কোনো
উৎকোচ কখনো,

স্তাবক ও তোষামোদকারীদের গড়া ভাবমূর্তি টেকে না সেখানে
তার বুকে লেখা থাকে উপেক্ষিত অনিবার্য নাম ;
তাই যারা মূর্তি ভাঙে, নাম মুছে ফেলে, তারা
জানে না মোটেই—
ইতিহাস কী অমোচনীয় কালির অক্ষর,
কী স্থায়ী বর্ণমালা!

ছোঁয়ালে তোমার এই হাতখানি

কী এমন হয় ছোঁয়ালে তোমার এই হাতখানি
জ্বরতপ্ত আমার কপালে
একবার মুছে দিলে এই দুচোখের জল
কী হয় এমন আরো দুই ফোঁটা অধিক শিশির তুমি দিলে!
এমন কী ক্ষতি হয় তোমার বলো না
আমার উত্তপ্ত বুক করুণায় সামান্য ভেজালে
একদিন পাশে বসে কিছু স্বপ্ন করলে রচনা
আমার মাথায় এই খর চৈত্রে নীলিমার মতো দিলে ছায়া
বলো কী এমন ক্ষতি হয় কার, ঘটে
কোন মহাবিপর্যয়,
জগৎ সংসারে কোথায় কী ওলটপালট হয়ে যায়!
আমার বিশুষ্ক ওষ্ঠে দিলে একটি চুম্বন,
হলে কিছু বৃষ্টিপাত
বলো না কোথায় কী এমন সর্বনাশ হয়ে যাবে!

মানুষ

মানুষ ঘৃণার যোগ্য মানি, ভালোবাসার যোগ্যও মানুষ
কুকুর-বিড়াল পোষ মানে, তার বেশি কিছুই হয় না,
অরণ্য-পাহাড় কিছুক্ষণ ঠিকই ভালো লাগে
বেশিদিন সেখানে যায় না বাস করা ;
মানুষের মাঝে থেকে মানুষ খারাপ লাগে ঠিক
কিছু ছেড়ে গেলে বোঝা যায় মানুষ কেমন!
মানুষ খারাপ এ-কথাও বলতে হয় মানুষের কাছে
পশুপাখি কিংবা উদ্ভিদের কাছে তা বলা না বলা সমান।

মানুষ ঘৃণার যোগ্য, তবে মানুষের তুলনায়ই মানুষ ঘৃণার যোগ্য,
ঘৃণার যোগ্য না হলে সে ভালোবাসার যোগ্যও হতো না।

মানুষ ও পাথর

ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের শব্দগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে মানুষকে বিদ্ধ করা যায়
মানুষের বিরুদ্ধেই করা যায় তীব্র বিষোদ্গার,
তাতেও সম্পূর্ণ ফিরিয়ে নেয় না মুখ কখনো মানুষ
কিন্তু ভালোবেসে ডাকলেও পাথর ভ্রূক্ষেপহীন, কেবল পাথর।
মানুষকে বিদ্রূপ করার চেয়ে সহজ ও নিরাপদ কাজ কিছু নেই
এই নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধাচরণ করে কেউ কেউ সুখ পায়,
মানুষের মুণ্ডুপাত করা কারো কারো প্রিয় শখ
কারো কারো অতিশয় লাভজনক ব্যবসা এই মানুষ ঘায়েল করা।
কারো কারো কাছে সবচেয়ে উপেক্ষার এই মানুষ কথাটি
মানুষকে কটাক্ষ করা খুবই সহজ, ভালোবাসা বড়োই কঠিন।

মনের ভেতর

মনের ভেতর মাঝে মাঝে উল্টোপাল্টা কী হাওয়া বয়ে যায়
সবকিছু তছনছ করে দেয়, হঠাৎ ঘনায় নিম্নচাপ,
ঘূর্ণিঝড় ছিন্নভিন্ন করে ফেলে এই সত্তা, এই উপকূল
দেখি আমার প্রকৃতি জুড়ে শূন্যতার দীর্ঘ ছায়া পড়ে থাকে।

সামান্য আগেও ছিলো না ঝড়ের পূর্বাভাস, মেঘের বিস্তার
সত্তার উঠোনে এই অকস্মাৎ সূর্যাস্তের নামেনি আঁধার,
কোথায় ঘটলো কী যে এমন উঠলো ঝড় এই মনের আকাশে
দারুণ দুর্যোগে তাই একে একে নিভে গেলো সব সন্ধ্যাতারা।

সাগরে কখন উঠলো উন্মত্ত ঢেউ, এই ভীষণ গর্জন
মুহূর্তে ডুববে বুঝি আমার জাহাজ সব স্বপ্ন বুকে নিয়ে ;
আবার এসব কিছু নাও হতে পারে, দেখা দিতে পারে চাঁদ
অন্ধকার ঘরে সে এসে জ্বালাতে পারে মাটির প্রদীপ।
এর কোনোটাই ঘটবে না হয়তোবা এতো নাটকীয়ভাবে
তবুও মনের ভেতর এলোমেলো চিন্তার হাওয়া বয়ে যায়।

চিরকুট

হঠাৎ সেদিন হাতে পেয়ে চিরকুট
নিমিষে সময় হয়ে গেলো যেন লুট :
পার হয়ে বহু বছরের ব্যবধান
কানে ভেসে এলো হারানো দিনের গান।

মনে পড়ে গেলো তোমার প্রথম খাম
আদ্যক্ষরে লেখা ছিলো শুধু নাম,
একটি গোলাপ আঁকা ছিলো এককোণে
র-ফলাবিহীন প্রিয় লেখা পড়ে মনে :

খুব সাধারণ খাতার কাগজে লেখা
লুকিয়ে পড়েছি, হয়নি সেভাবে দেখা
তবু মনে আছে কোথায় কী ছিলো তাতে,
এতোদিন পর চিরকুট পেয়ে হাতে
আবার হঠাৎ কেঁপে ওঠে যেন বুক
নিজেই তখন লুকাই নিজের মুখ :

এই বয়সেও একখানি চিরকুট
তোলে শিহরন, কম্পিত করপুট!

অন্তরাল

মানুষের ভিড়ে মানুষ লুকিয়ে থাকে
গাছের আড়ালে গাছ,
আকাশ লুকায় ছোট্ট নদীর বাঁকে
জলের গভীরে মাছ :
পাতার আড়ালে লুকায় বনের ফুল
ফুলের আড়ালে কাঁটা,
মেঘের আড়ালে চাঁদের হুলস্থুল
সাগরে জোয়ারভাটা।
চোখের আড়ালে স্বপ্ন লুকিয়ে থাকে
তোমার আড়ালে আমি,
দিনের বক্ষে রাত্রিকে ধরে রাখে
এভাবে দিবসযামী।

অস্তমিত কালের গৌরব

বিশ শতকের এই গোধূলিবেলায় হঠাৎ কেমন এলোমেলো ধূলিঝড়
কেমন উদ্ভট উল্টোপাল্টা হাওয়া,
যেন ঝরে যায় সব মানবিক মূল্যবোধ, ইতিহাসের
স্বর্ণাক্ষরে লেখা একেকটি পাতা।
এ কী দৈত্যপুরী থেকে যুদ্ধ জয় করে ফিরে-আসা
লালকমল ও নীলকমলের মুখ
অকস্মাৎ ভীষণ পাণ্ডুর বর্ণ হয়ে ওঠে
হঠাৎ গোলাপ চারাগুলো এ কী ঢলে পড়ে,
জুঁই আর চন্দ্রমল্লিকার বন
এ কেমন ছেয়ে যায় ফণিমনসার ঝাড়ে ;
কবিতার প্রিয় পাণ্ডুলিপি জুড়ে
হঠাৎ কেমন ধূসর কুয়াশা নেমে আসে,
প্রেমিকার উষ্ণ হাত মনে হয় যেন নিরুত্তাপ, অনুভূতিহীন
এ কী শীতপ্রাসাদে আবার জমে বরফের স্তূপ ;
আর তাতে ঢাকা পড়ে যায় মানুষের
আশা ও স্বপ্নের মুখ, ধসে পড়ে
তার সব মহিমা ও কীর্তির মিনার।
বিশ শতকের এই গোধূলিবেলায় এ কেমন এলোমেলো ধূলিঝড়
এ কেমন সমস্ত আকাশ ছেয়ে কালো মেঘের আঁধার
কিছুই পড়ে না চোখে, কোনো আলো,
কোনো উজ্জ্বলতা—
মনে হয় বুঝি এই গোধূলিতে অস্তমিত কালের গৌরব।

কাকে বলা যাবে এইসব কথা

আমার এমন কী থাকতে পারে কথা, কী এমন
জরুরী বিষয় যা বলতে হবে সভা ডেকে,
আসলে এসব বলার নয় মোটে
কাউকেই বুঝিয়ে যাবে না বলা।
আমার যা বলার তা সকলের অগোচরে
হয়তো শূন্যতার কানে কানে বলা যেতে পারে,
বহুদিন বহুরাত্রি ধরে একটি বৃক্ষের কাছে
নতজানু হয়ে এইসব কথা হয়তো বলতে হবে।

কোনো গোলাপ ফুলের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে সবিস্তারে
ব্যাখ্যা করে হয়তো বোঝাতে হবে—
একবিন্দু ভোরের শিশির খুঁজে নিয়ে
তাকে আদ্যোপান্ত এসব শোনাতে হবে দীর্ঘক্ষণ ধরে,
কুয়াশায়-ভেজা একটি কাকের কাছে
হয়তো বলতে হবে এইসব কথা।
শৈশবের প্রিয় নদীটির দেখা পেলে
তার কাছে সবকিছু খুলে বলা যাবে
কখনো কখনো এইসব এলোমেলো কথা
বলা যাবে কেবল নিজের কাছে ;
বড়ো জোর কোনো সহৃদয় কোমল পাঠিকা পেলে
করজোড়ে তার দুটি পায়ে পড়ে বলা যাবে এইসব অর্থহীন কথা।

কবিকে দুঃখ দাও, দণ্ড দিও না

বড়োই কোমল এই কবির হৃদয়
কেন যে সেখানে এতো রক্তপাত হয়,
ঝড় ওঠে, মেঘ জমে বৃষ্টি নেমে আসে
গভীর আঁধার নামে কবির আকাশে!
কবিকে দিও না ফুল, দিও না উদ্যান
দিও না সান্নিধ্য তাকে, একমুষ্টি ধান
কবিকে থাকতে দাও দূরে আরো দূরে
বিষাদ বিছাক শয্যা তার অন্তঃপুরে।

কবিকে দিও না সুখ, দিও ভালোবাসা
দিও না স্বর্ণমুদ্রা, জাগাও পিপাসা,
কবিকে পুড়তে দাও, ভস্ম হতে দাও
কবির অগ্নিতে করো ঘৃতাহুতি, নাও
তার ঘরবাড়ি, এই দাম্পত্য সংসার
আবার সন্ন্যাসী করো কবিকে তোমার,
কবিকে দিও না সুখ, তাকে দুঃখ দিও
কেবল শূন্যতা দিও, শূন্য হাত দিও।

কবিও মানুষ তার দুঃখ জমে বুকে
কবিও থাকতে চায় স্বাচ্ছন্দ্যে ও সুখে,

'সন্তানের গালে সেও চুমু খেতে চায়
হাতছানি দিয়ে স্বপ্ন তাকে ডাকে, আয়
কবিও মানুষ তার লোভমোহ আছে
দুহাত বাড়িয়ে সেও তাই টানে কাছে,
কবির ধরো না দোষ, ক্ষমাঘেন্না করো
দণ্ড দেয়ার আগে পঙ্‌ক্তি দুটি পড়ো।

বার্লিন, তোমার চোখে কি অশ্রু জমে না

বার্লিন, এখন কি তোমার কোনো বিষণ্নতা নেই
তুমি কি এখন খুবই সুখী,
তোমার প্রসন্ন দুই চোখে
এখন কি কেবলই উজ্জ্বলতা খেলা করে, সারাক্ষণ
লেগে থাকে আলো?
আজ খুব আলোকিত তোমার আকাশ
খুব স্রোতস্বিনী নদী,
বার্চবন খুবই কি হাওয়ার হুল্লোড়ে নাচে ;
বার্লিন, বলো না তোমার কি আজ আর কোনো দুঃখ নেই?
তোমার ব্যাকুল দুই চোখে
হারানো স্বপ্নের জন্যে একফোঁটা অশ্রুও জমে না?
কিন্তু তুমি কি জানো না
প্রাচীর ভাঙার পরও থেকে যায় অনন্ত প্রাচীর
তারপরও মানুষের ক্ষুধা থাকে, ক্ষুধা
স্বপ্ন থাকে, স্বপ্ন বেঁচে থাকে,
আর শোনো মানুষের সেই স্বপ্ন কখনো মরে না।

আমূল বদলে দাও আমার জীবন

আমূল বদলে দাও আমার জীবন

পরিপূর্ণ পাল্টে দাও আমার জীবন, আমি ফের
বর্ণমালা থেকে শুরু করি—
আবার মুখস্থ করি ডাক-নামতা, আবার সাঁতার শিখি
একহাঁটু জলে ;
তুমি এই অপগণ্ড বয়স্ক শিশুকে মেরেপিটে
কিছুটা মানুষ করো,
খেতে দাও আলুসিদ্ধ দুটি ফেনা ভাত।
আবার সবুজ মাঠে একা ছেড়ে তাও তাকে,
একটু করিয়ে দাও পরিচয় আকাশের সাথে
খুব যত্ন করে সব বৃক্ষ ও ফুলের নাম শিখি।
আমূল বদলে দাও পুরনো জীবন, ভালোবেসে
আবার নদীর তীরে নরম মাটিতে শুরু করি চলা
বানাই একটি ছোটো বাংলো খড়ের কুঁড়েঘর ;
পুরোপুরি পাল্টে দাও আমার জীবন, আমি ফের
গোড়া থেকে শুরু করি—
একেবারে পরিশুদ্ধ মানুষের মতো করি
আরম্ভ জীবন ;
এভাবে কখনো আর করবো না ভুলভ্রান্তি কিছু
এবার নদীর জলে ধুয়ে নেই এই পরাজিত মুখ,
ধুয়ে নেই সকলের অপমান-উপেক্ষার কালি।
একবার ভালোবেসে, মাতৃস্নেহে
আমূল বদলে দাও আমার জীবন
দেখো কীভাবে শুধরে নেই জীবনের ভুলচুকগুলি।

কবিকে বোঝে না কেউ

কবিকে বোঝে না কেউ, শুধু তুমি ছাড়া,
শুধু তুমি তার বোঝো দুঃখ-সুখ, বোঝো জলবায়ু
মা যেমন শিশুর কান্না বোঝে তুমিও তেমনি তার
দুচোখের অশ্রুজল বোঝো।
আর কেউ তোমার মতন তার দুঃখ বোঝে না—
'তোমার আঙুলে যতো সহজেই ধরা পড়ে
রক্তচাপ, নাড়ির স্পন্দন

আর কোথাও হয় না এমন নিখুঁত মাপ ;
কপালে ছোঁয়ালে হাত তুমি যতো সহজেই বোঝো
শরীরের তাপমাত্রা,
সবচে' নিপুণ থার্মোমিটারেও ততোটা সঠিক
ধরা পড়ে না কখনো ;
তার শুষ্ক চোখমুখ দেখে যতোখানি বিগলিত হয়
তোমার হৃদয়—
বর্ষার সজল মেঘ থেকে কভু হয় না তেমন বর্ষণ।
একমাত্র তুমি ছাড়া কবিকে বোঝে না কেউ
আত্মীয়, বান্ধব, বহু বছরের সঙ্গী,
বিদ্বান, সজ্জন, নিজের সংসার—
তাকে যেটুকু বোঝে ভোরের শিশির
মাঘনিশীথের বিরহী কোকিল, তৃণক্ষেত্র
ততোটাও বোঝে না এই রাজনীতি, সংসদ,
শহর, সভ্যতা—
কবিকে বোঝে না কেউ, শুধু তুমি বোঝো,
আদ্যোপান্ত বোঝো।

তোমার টেবিলঘড়ি

এখন ঘুমিয়ে গেছে হয়তো আকাশ
আরো বহু আগে নিভে গেছে তোমার রুমের মৃদু আলো,
এতো কম আলোতে যে কীভাবে পড়ো না তুমি বই
সে-কথা জানতে চেয়ে টেলিফোন তুলে হই বোকা!
এখন ঘুমিয়ে গেছে শহরের সবচেয়ে উঁচু ইমারত
হয়তো ঘুমিয়ে গেছে দেবদারু, অন্ধকার নগ্ন ফুটপাত,
উদ্যান, এভেন্যু, পার্ক সকলেই পড়েছে ঘুমিয়ে—
এখন ঘুমিয়ে গেছে লোকালয়, তোমার টেবিল
কেবল মাথার পাশে তোমার টেবিলঘড়ি
সারারাত জেগে থাকি আমি।

কেন মন খারাপ হয়

কেন মন খারাপ হয়, তাহলে কেন মেঘ করে
ফুলদানিতে শুকিয়ে যায় ফুল,

কেন আকাশ কাঁদে মুখ লুকিয়ে একা
নিথর বাড়ি ফেলে চোখের জল?
মানুষ আমি—পাথর হলেও মাঝে মাঝে দুঃখ পেতাম
তাই দুঃখ পাই, মন খারাপ হয়,
বলতে পারো কিসের এতো দুঃখটুঃখ
কিসের এতো মন খারাপ—
তাতে কিছু আমার করার নেই, করার নেই
যাই বলো, যা কিছুই না বলো, আমার দুঃখ হয়
মন খারাপ হয়,
সবার হয়, সব মানুষের হয়।
ক্যামেরা ভর্তি ফিল্ম নিয়ে ছবি তোলার পর যদি দেখো
একেবারে শাদা, একটিও ছবি ওঠেনি তাতে
কিংবা ডাকবাক্সে ফেলা সবগুলো চিঠি যদি
ভুল ঠিকানায় চলে যায়,
সারারাত টেলিফোনে কথা বলে
তারপর যদি শুনতে পাও রং নাম্বার, তাহলে?
তাহলেও মন খারাপ হবে না মানুষের—
পাথরেরও হয়, মানুষের হবে না?

কোথায় পেয়েছো তুমি

কোথায় পেয়েছো তুমি এই হাসি, প্রাণ কেড়ে
নেয়া এই দুটি চোখ—
কোন বনহরিণীর কাছ থেকে পেলে এই চকিত চাহনি!
এই চোখ দেখে আমি বহুদিন খুঁজেছি উপমা
কখনো সবুজ বন, কখনো উদার আকাশ—
কোনোদিন জলভরা মেঘ তোমার চোখের সাথে
মনে মনে মিলিয়েছি আমি,
কিন্তু তোমার চোখের কাছে দেখেছি এসব কিছুই স্তিমিত।
তোমার হাসির যোগ্য একটি উপমা খুঁজে আমি
চঞ্চল ঝর্নার কাছে গেছি,
কখনোবা গেছি শস্যময় সবুজ মাঠের কাছে
কিংবা কোনো সমুজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাত্রির কাছে গিয়ে
খুঁজেছি তোমার এই হাসির উপমা—

কিন্তু তোমার হাসির কাছে তারা বড়ো
নিষ্প্রভ, মলিন।
তাহলে কোথায় পেলে এই হাসি, এই
চারুশিল্পময় চোখ,
যেদিকে তাকিয়ে আমি এই ব্যর্থ জীবনের
ভুলেছি সকল দুঃখ, শোক।

আমার পা চিরদিন বাইরের দিকে

ঘরে না বাইরে ঠিক কোথাও আমি পায়ের তলায়
খুঁজে পাইনি মাটি—
বাইরে যেমন ঠিক ঘরেও তেমনি আমি ছিন্নমূল ;
আমার কোথাও শিকড় গজালো না কোনোদিন—
বারেবারে মূলসুদ্ধ উপড়ে এলো আমার জীবন
আমি তাই ঘরে বাইরে সমান ছন্নছাড়া।
আমি ঘরে থাকি কিন্তু আমি ঘরের মানুষ নই,
বাইরে গিয়েও আমি নিজের মতো ঘর বানাতে পারিনি
ঘরে বাইরে সবখানেই আমি উদ্বাস্তু ;
কিন্তু কেউ আমার এই দুঃসহ জীবন বুঝলো না
বাইরের লোকে ভাবলো আমি ঘরের মানুষ,
ঘর জানে আমি কখনো ঘরের মানুষ নই
ঘরে না বাইরে ঠিক কোথাও মিললো না আমার জীবন
আমি তো জানি ঘরে থেকেও আমার পা
চিরদিন কতোটা বাইরের দিকে।

তোমার জন্য

কখনো তোমার জন্য আনিনি দুহাত ভরে
স্বর্ণচাঁপা অথবা গোলাপ,
নিজেই তোমার জন্য খুব সন্তর্পণে ফুটিয়েছি
হৃদয় নামক পদ্মটিকে ;
কোনো কোমল কার্পেট কখনো তোমার জন্য
বিছাইনি আমি—
কেবল চেয়েছি আমি নিজে হই
[illegible] পায়ের যোগ্য তৃণের [illegible]চা!

তোমার তৃষ্ণার জন্য বিশুদ্ধ পানীয় আমি
খুঁজিনি কোথাও
ভেবেছি তোমার জন্য আমার হৃদয় হবে
স্বচ্ছ সরোবর ;
তোমাকে দেইনি ফুল, দেইনি ফুলের
কোনো মালা
তোমার মালার জন্য হৃদয়ে চেয়েছি আমি
নিরিবিলি ফোটাতে বকুল।

আমার দুচোখে মেঘ

আমার দুচোখে জলভরা শ্রাবণের মেঘ,
বুকে অতিশয় স্পর্শকাতর অ্যান্টেনা
আমি এখনো রুমাল ছাড়া কোনোদিন নাটক দেখি না—
খুব কাঁচা পাঠকের মতো এখনো আমার
দুচোখের জলে উপন্যাসের পাতা ভিজে যায়!

কোথাও ঘটলে কিছু, বৃক্ষের শরীরে হলে বজ্রপাত
রোদে সামান্য পুড়লে মাটি, জ্বললে কোথাও দাবানল,
ইয়াসির আরাফাতের বিমান পড়লো কখনো মরুঝড়ে
কিংবা হঠাৎ কোথাও বোমারু বিমান উড়লে আকাশে—
স্বয়ংক্রিয় র‍্যাডারেরও আগে ধরা পড়ে
আমার অনুভূতির সূক্ষ্ম অ্যান্টেনায়।
আবহাওয়া অফিসের বিপদ-সঙ্কেতগুলি
যখন কেবলই হয় ভুল,
দমকলবাহিনীর টেলিফোনগুলি যখন অচল হয়ে পড়ে
সব পুলিশবেষ্টনী ভেদ করে আততায়ী যখন ফুলের মধ্যে
লুকিয়ে নেয় বোমা—
তখন সবার আগে আমার বুকের মধ্যে
বেজে ওঠে দুরন্ত সাইরেন,
আমার বুকের মধ্যে জ্বলে ওঠে রেড সিগন্যাল,
দশ নম্বর বিপদ-সঙ্কেত।
আমার দুচোখে শ্রাবণের মেঘ, বুকে অনন্ত অ্যান্টেনা
আমি তাই সারারাত মানুষের গভীর কান্নার শব্দ শুনি।

এক কোটি বছর তোমাকে দেখি না

এক কোটি বছর হয় তোমাকে দেখি না
একবার তোমাকে দেখতে পাবো
এই নিশ্চয়তাটুকু পেলে—
বিদ্যাসাগরের মতো আমিও সাঁতরে পার হবো ভরা দামোদর
কয়েক হাজার বার পাড়ি দেবো ইংলিশ চ্যানেল ;
তোমাকে একটি বার দেখতে পাবো এটুকু ভরসা পেলে
অনায়াসে ডিঙাবো এই কারার প্রাচীর,
ছুটে যাবো নাগরাজ্যে পাতালপুরীতে
কিংবা বোমারু বিমান ওড়া
শঙ্কিত শহরে।
যদি জানি একবার দেখা পাবো তাহলে উত্তপ্ত মরুভূমি
অনায়াসে হেঁটে পাড়ি দেবো,
কাঁটাতার ডিঙাবো সহজে, লোকলজ্জা ঝেড়ে মুছে
ফেলে যাবো যে-কোনো সভায়
কিংবা পার্কে ও মেলায় ;
একবার দেখা পাবো শুধু এই আশ্বাস পেলে
এক পৃথিবীর এটুকু দূরত্ব আমি অবলীলাক্রমে পাড়ি দেবো।
তোমাকে দেখেছি কবে, সেই কবে, কোন বৃহস্পতিবার
আর এক কোটি বছর হয় তোমাকে দেখি না।

মানুষ যে যার মতো তৈরি করে জীবন

মানুষ যে যার মতো তৈরি করে জীবন—
কারো জীবনের সঙ্গে কারো জীবন মেলে না।
সবাই নিজের মতো এই জীবন সাজায় কিংবা ভেঙে ফেলে
তাই কেউ যখন এক ধরনের দুঃখে লাসভেগাসে ডলার উড়ায়,
তখন কেউ আবার সন্তানের মুখে অন্ন যোগানোর জন্যে ঘানি টানে।
আসলে এরই নাম জীবন, এ নিয়ে দুঃখ করা বোকামি
আমাদের কারো জীবন কারো মতো নয়,
সবাই যে যার মতো দুঃখী, যে যার মতো সুখী ;
তাই আমরা কেউ যখন মদের গ্লাসে দুঃখ ভুলি—
তখন গৌরাঙ্গ আর [illegible]লের করাত টানে অবিরাম।

সবার দুঃখ এক ধরনের নয়, একরকম নয়,
আমরা যে যার মতো তৈরি করি জীবন, তৈরি করি মৃত্যু।

কেন চাও নিবিড় আকাশ

এই নিষ্ঠুর পৃথিবী, হায়, তুমি
কোথায় করছো অভিমান,
সরল শিশুর মতো না খেয়ে পড়ছো ঘুমিয়ে—
এখনো ভাবছো তোমার জন্য কারো বুকে জমবে শিশির,
তোমার দুঃখে একবারও কারো ভিজবে চোখের
দুটি পাতা?
কার কাছে তোমার দুঃখের কথা বলবে বলে দাঁড়িয়েছো এসে,
কোথায় লুকিয়ে মাথা বসে আছো ছায়া পাবে বলে—
এখানে কোথাও কোনো বৃক্ষ নেই, বনভূমি নেই
এতোটুকু ছায়া পেতে হলে সহস্র আলোকবর্ষ
পার হতে হবে।
লক্ষ লক্ষ মাইল বিস্তৃত এখানে কেবল মরুভূমি
কারো বুকে এখানে জমে না কোনোদিন এককোঁটা করুণার জল,
সহানুভূতির মেঘ এইখানে জমে না আকাশে—
এইসব রোবট-মানুষ দেখেও কেন স্নেহ চাও,
ভালোবাসা চাও?
ভাবছো তোমার দুঃখে কারো বুক ভিজবে কখনো
সবখানে সবদিকে শুধু ঝাঁকে ঝাঁকে ফতুর মানুষ—
তার কাছে কেন চাও স্নিগ্ধ ঝর্নার জল, ছায়াভরা
নিবিড় আকাশ ?

দূরে থাকা ভালো

কাছে গিয়ে আহত হওয়ার চেয়ে দূরে থেকে
কষ্ট পাওয়া ভালো,
তারও পৃথক সৌন্দর্য আছে. সেই দূরত্বের স্নিগ্ধ বিষণ্নতা
আমি পেতে চাই, কাছে গিয়ে কারো
মুখ অকারণ কালো হোক কুঞ্চিত হোক ভ্রূ

কপালে পড়ুক পুরু ভাঁজ,
আজ আর আমি কিছুতে চাই না, চাই না।
তার চেয়ে দূরে থেকে এই দুঃখ ভালো
নিরিবিলি অশ্রুপাত ভালো,
আর আমি ভাঙতে চাই না কারো আনন্দের জমাট আসর
করতে চাই না কারো রসভঙ্গ,
চাই না ঘটাতে বিঘ্ন ভরা জলসায়
আমি ঠিক এসবের যোগ্য নই, বেমানান, খুব খাপছাড়া।
আমি গেলে ঘরে বেড়ে যাবে তাপমাত্রা, উঠবে
ভীষণ ধূলিঝড়
কোমল কার্পেট মনে হবে কঠিন কংক্রিট,
দেয়ালের সুদৃশ্য পেইন্টিংগুলো হয়ে যাবে বিবর্ণ ধূসর
নিভে যাবে ঝাড়বাতি, থেমে যাবে কলহাস্য সব
আমি কেন কাছে গিয়ে বাড়াবো উৎপাত
অযথা করবো কোলাহল
তার চেয়ে দূরে থাকা ভালো, দূরে থেকে দুঃখ পাওয়া ভালো।
দূরে থেকে দুঃখ পাই সেই ভালো, কাছে গিয়ে
আর দুঃখ দেবো না
আমার ঝরুক রক্ত তবু যেন কারো বুকে আঁচড় না লাগে,
কাছে গিয়ে কেন বিসংবাদ, তার চেয়ে দূরে থাকা ভালো।

কাফকার বিমর্ষ পৃথিবী

একদিন ভোরবেলা যদি সন্ধ্যা হয়
কিংবা মধ্যরাতে ওঠে হঠাৎ ভোরের সূর্য
এই পুরনো মলিন চাঁদ তরল সোনার মতো
গলে গলে পড়ে,
জলাশয়ে পাখিরা সাঁতার কাটে
জলের রুপালি মাছ সহসা হাঁটতে থাকে
এই ফুটপাতে,
তাহলে কি এই দৃশ্যগুলো খুবই উদ্ভট বেখাপ্পা
মনে হবে?

একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হবে এই ভোর
হঠাৎ এমন সন্ধ্যা হয়ে গেলে—

মধ্যরাত হয়ে গেলে রৌদ্রতপ্ত দিন,
জলাশয়ে পাখিরা সাঁতার কেটে স্বচ্ছন্দে বেড়ালে
কিংবা মাছগুলি ফুটপাতে যদি হেঁটে যায়!

অথবা হঠাৎ কেউ ঘুম থেকে উঠে যদি দেখে
তার গায়ে পশুর মতন লোম, বাঘের মতন থাবা
মুখে সিংহের ধারালো দাঁত—
কিংবা এই উচ্ছ্বসিত নৃত্যের আসর যদি হয়ে যায়
দুর্গম প্রাচীন দুর্গ,
পৌরাণিক অভিশাপ যদি হঠাৎ আবার
সত্য হতে থাকে।

কেউ হয় নিশ্চল পাষাণ,
কেউ দৈত্য, কেউ বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট,
তাহলে কি খুবই বিস্ময় ঘনাবে দুই চোখে,
মনে পড়ে যাবে কাফকার বিমর্ষ পৃথিবীর কথা?
কিন্তু এই মনোরম পৃথিবীতে কোথাও কি ঘটছে না
এইসব কিছু, কারো হাত, কারো মুখ,
কারো কারো চোখ
সিংহ ও ব্যাঘ্রের নখদন্তের চেয়েও কি ভয়ঙ্কর নয়?
পৃথিবীতে কাফকার অনুরূপ এই পৃথিবী দেখেও তবু কেন
লাগে না মোটেও ধাঁধা আমাদের চোখে!

পান করি তোমার অমৃত

সারাদিন এই খাঁখাঁ শূন্যতা পাহারা দিয়ে বসে থাকি আমি
আমার টেবিল জুড়ে খররৌদ্র, মরুর নিঃশ্বাস
নিস্তব্ধ সময় কাটে, অলস স্থবির—
কী যে ভাবি কী যে করি কিছুই জানি না ;
প্রতিটি মুহূর্ত ভাবি তোমার বিষয়, মনে মনে
জপ করি নাম,
তুমি শুধু জপমন্ত্র, তুমিময় সবটা সময়
এভাবে গড়ায় বেলা, দুপুর বিদায় নেয় অপরাহ্নে
সারাদিন অনাহারী আমি শুধু পান করি তোমার [illegible]

কেমন ফিরিয়ে দিলে জীবনের মোড়

কেমন ঘুরিয়ে দিলে তুমি এই জীবনের মোড়
পাল্টে দিলে বিশুষ্ক নদীর গতিপথ—
এখন ভাসিয়ে দিয়ে অরণ্য-পর্বত
অবিরাম ছুটে যাই মোহনার দিকে ;
কীভাবে ফিরিয়ে দিলে তুমি এই জীবনের গতি
কেমন বদলে দিলে বাঁধাধরা ছক,
সমুদ্রে ঝড়ের মুখে নাবিক যেমন
সহসা ঘুরিয়ে নেয় নির্ধারিত পথ
তুমিও তেমনি সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিলে এই জীবনের চাকা
চোখ মেলে দেখি তাই জীবনের অন্য এক মানে।
কখন জাগিয়ে দিলে শুষ্ক বুকে অন্তহীন আশা
কখন বইয়ে দিলে ভীষণ মরুর বক্ষে
শীতল বাতাস,
এই মরা নিশ্চল নদীতে নিয়ে এলে কখন জোয়ার
আর কখন বা এই মেঘে ঢাকা আকাশে চন্দ্রিমা ;
কেমন ফিরিয়ে দিলে তুমি এই জীবনের মোড়—
নিয়ে এলে অন্য ঋতু, জীবনের অন্য এক ভোর।

কবিতা-ক্রিকেট

আমিও নেমেছি মাঠে ষাট দশকের কোন ধূসর বেলায়
আহারের সামান্য বিরতি ছাড়া অবসর মোটেও পাইনি
দিনরাত্রি একাকী আগলে আছি পিচ,
শেষে মুহূর্তের ভুলে কখন বা ঘটে মর্মান্তিক বিষণ্ন বিদায়।

কতোবার শারজার মরুতপ্ত মাঠে পিপাসায় ফেটে যায় বুক
কখনোবা সিডনীর জমাট খেলায় অকস্মাৎ বৃষ্টি নেমে আসে,
এভাবে কখনো হিম কখনোবা রৌদ্রের কামড় সয়ে সয়ে
এই সেঞ্চুরীবিহীন কবিতার মাঠে পড়ে আছি।
হাতে নিয়ে ঐতিহ্যের পুরাতন ব্যাট
ভেবেছি এতেই আমি একেকটি অব্যং
বাউন্ডারি পার করে দেবো.

ঝলসাবে ছক্কার দ্যুতি, চারের বিদ্যুৎ
গ্যাল্যারি উঠবে জমে গানে-শিসে, নৃত্যে-কোলাহলে।
ক্রিকেটের কবি জানে ইডেন উদ্যানে স্বপ্ন তার
হবে হার্দ্য ফুল
গাঁথবে জয়ের মালা, আনন্দের কুড়াবে বকুল,
শব্দের খেলায় মত্ত কবি কোনো বিজয় দেখে না
একেকটি জয়ের পরই শত শত পরাজয় গ্রাস করে তাকে।

আমিও নেমেছি মাঠে হাতে নিয়ে ব্যর্থ পাণ্ডুলিপি
এই অক্ষরবৃত্তের চার, মাত্রার নিপুণ ছয় আর স্বরের একক
কিন্তু তাতে হয়নি কখনো অর্ধশত রানের সঞ্চয়,
এই দুঃসাধ্য খেলায় কোনোমতে ক্রিজে থাকাই বুঝেছি সফলতা।

এইটুকু সাফল্যের তৃপ্তি নিয়ে কতো শব্দক্রীড়ামত্ত
কবির জীবন চলে যায়
খোলে না রানের খাতা কপিলের মতো শততম রানের গৌরবে।

আমিও নেমিছি মাঠে সেই কবে, অনেক আগেই গাভাস্কার
কখন ছেড়েছে মাঠ
কিন্তু আমি আজো ছাড়িনি তবুও এই কবিতা-ক্রিকেট ;
ছাড়িনি এখনো নীলিমার দিকে চেয়ে চেয়ে
মেঘেদের পশ্চাদ্ধাবন
পাখির নির্জন আনাগোনা লক্ষ করে উদাসীন একা বসে থাকা
ক্রিকেটের মাঠে চোখ রেখে কবিতার স্বপ্ন দেখে বাঁচা।

তবুও ক্রিকেট ভালো, কবিতার চেয়ে ঢের ভালো,
এই সন্ধ্যাবেলা বিশ্বকাপ হঠাৎ চমকালো
তবে কি কবিতা ক্রিকেট নয় কিংবা ক্রিকেট কবিতা
মেলবোর্ন নিশ্চয় তার সব অর্থ জানে।

ভুলে-ভরা আমার জীবন

ভুলে-ভরা আমার জীবন, প্রতিটি পৃষ্ঠায় তার
অসংখ্য বানান ভুল,

এলোমেলো যতিচিহ্ন ; কোথাও পড়েনি ঠিক
শুদ্ধ অনুচ্ছেদ
আমার জীবন সেই ভুলে-ভরা বই, প্রুফ দেখা
হয়নি কখনো।
প্রতিটি পাতায় তার রাশি রাশি ভুল, ভুল
কাজ, ভুল পদক্ষেপ
আমার জীবন এক আগাগোড়া ভুলের গণিত
এই ভুল অঙ্ক আমি সারাটি জীবন ধরে কষে কষে
মেলাতে পারিনি
ফল তার শুধু শূন্য, শুধু শূন্য, শুধু শূন্য।

আমি সব মানুষের মতো মুখস্থ করিনি এই জীবনের
সংজ্ঞা, সূত্র আর ব্যাকরণ
রচনা বইয়ে পড়া মহৎ জীবনী দেখে আমি
কোনোদিন শুরু করিনি জীবন,
দেখেছি প্রত্যহ আমি সকালের কাজ বিকেলে
কীভাবে পুরোপুরি ভুল হয়ে যায়
বিকেলের কাজ রাতের আগেই মনে হয়
ভুলের ধুলোতে ছেয়ে গেছে।

আমার জীবন এই ভুলে-ভরা দিনরাত্রির কবিতা
অসংখ্য ভুলের নুড়ি ও পাথর
হয়েছে থলিতে তার জমা
আমার জীবন একখানি স্বরচিত ভুলের আকাশ
আমি তার কাছ থেকে কুড়াই দুহাত ভরে
কেবল স্বপ্নের হাড়গোড়।

গচ্ছিত রাখতে চাই

আর কারো কাছে এই ঝাঁপি খুলিনি কখনো
এই গুপ্তধন কেবল তোমার কাছে
গচ্ছিত রাখতে চাই—
ইচ্ছে নামক সোনার মোহর, দুঃখ নামের
হীরক খণ্ডগুলি

স্বপ্ন আর অনুভূতি নামে এই মূল্যবান মণিমুক্তোরাশি
আমি গচ্ছিত রাখতে চাই নিরাপদ তোমার সিন্দুকে
আর কারো কাছে খুলতে চাই না এই
স্বপ্নবেদনার গোপন কৌটোটি।
এই দুঃখের ঝাঁপিটি খুলে কার কাছে
বলো মেলে ধরতে পারি
কে আর এমন সমবেদনায় তার বিশুষ্ক শিকড়ে দেবে জল,
কার কাছে হৃদয় নামের এই অতিশয় স্পর্শকাতর
বস্তুটি গচ্ছিত রাখা যায় ;
আমি এই গোপন দুঃখের ঝাঁপি, এই অশ্রুচোখ
কেবল নিজেই বয়ে বেড়িয়েছি একা।
শুধু তোমার কাছেই এই গোপন দুঃখের কৌটো
এই পুরানো স্মৃতির ঝাঁপি সন্তর্পণে
সকলের চোখের আড়ালে রেখে দিতে চাই।

আর কবে পাবো তোমার টেলিফোন

এক লক্ষ আশি হাজার বছর আমি তোমার
টেলিফোনের আশায় বসে আছি
না, তোমার ডায়াল ঘুরলো না আমার দিকে ;
পৃথিবীর সব ঘড়ির কাঁটা কতো লক্ষবার
উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু ঘুরে এলো
কলম্বাসের জাহাজ কতোবার ফিরে এলো
আমেরিকা আবিষ্কার করে,
তবু একবার সিক্স ডিজিট সাঁকো
অতিক্রম করতে পারলে না তুমি।
তোমার একটি টেলিফোনের অপেক্ষায়
আকাশের সব তারা গুনে শেষ করলাম
শেল্‌ফের একই বই কতোবার
হাতে উঠলো আমার,
তবু তুমি একবার ঘুরাতে পারলে না তোমার টেলিফোন।
কিন্তু এর মধ্যে কতো অসংখ্যবার
ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিলো ব্রজেন দাস,
তুমি এই সামান্য দূরত্বটুকু

অতিক্রম করতে পারলে না।
তুমি যখনই টেলিফোন তোলো
তখনই নাকি পৃথিবীর সব টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়
এক লক্ষ বছরেও কখনোই নাকি ডায়ালটোন পেলে না তুমি,
অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যস্ততম নগরীর
রাজপথেও এর মধ্যে কতো লক্ষ যানজট খুলে গেলো।
তোমার একটি টেলিফোনের জন্যে
কতো সহস্রবার জরুরী বার্তা পাঠালাম নিসর্গলোকে
টিঅ্যান্ডটির অভিযোগ খাতার সব পৃষ্ঠা ভরে গেলো
না, তারপরও তোমার ডায়াল ঘুরলো না,
তোমার স্বর্গীয় টেলিফোন আর কবে পাবো!

নীতিশিক্ষা

আমাকে এখন শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়
শহরের বখাটে মাস্তান,
আধুনিকতার পাঠ নিতে হয় প্রস্তরযুগের
সব মানুষের কাছে ;
মাতালের কাছে প্রত্যহ শুনতে হয় সংযমের কথা
বধ্যভূমির জল্লাদেরা মানবিক মূল্যবোধ সতত শেখায়,
জলদস্যুদের কাছে আমাকে শুনতে হয়
সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ—
মানবপ্রেমের শিক্ষা নিতে হয় শিশুহত্যাকারীদের কাছে।
কিন্তু আমার শেখার কথা নদী ও বৃক্ষের কাছে
ধৈর্য-সহিষ্ণুতা,
বিবেক, বিনয়, বিদ্যা আমাকে শেখাবে এই উদার আকাশ
জুঁই আর গোলাপের কাছ থেকে সৌহার্দের মানবিক রীতি,
অথচ এখন প্রতিদিন ঘাতকের কাছে
আমাকে শুনতে হয় মহত্ত্বের কথা ;
মূর্খ ইতরের কাছে নিতে হয় বিনয়ের পাঠ
দেশপ্রেম শিক্ষা দেয় বিশ্বাসঘাতক বর্বরেরা,
ক্ষমা আর উদারতা শিক্ষা দেয় হিংস্র
নখদাঁতবিশিষ্ট প্রাণীরা
স্নেহ ও প্রীতির সুমধুর গান গায় সব ধূর্ত কাক।

আমার প্রেমিকা

আমার প্রেমিকা—নাম তার খুব ছোটো দুইটি অক্ষরে
নদী বা ফুলের নামে হতে পারে
এই দ্বিমাত্রিক নাম,
হতে পারে পাখি, বৃক্ষ, উদ্ভিদের নামে
কিন্তু তেমন কিছুই নয়, এই মৃদু সাধারণ নাম
সকলের খুবই জানা।
আমার প্রেমিকা প্রথম দেখেছি তাকে বহুদূরে
উজ্জয়িনীপুরে,
এখনো যেখানে থাকে সেখানে পৌঁছতে
এক হাজার একশো কোটি নৌমাইল পথ পাড়ি দিতে হয় ;
তবু তার আসল ঠিকানা আমার বুকের ঠিক বাঁ পাশে
যেখানে হৃৎপিণ্ড ওঠানামা করে
পাঁজরের অস্থিতে লেখা তার টেলিফোন নম্বরের
সব সংখ্যাগুলি :
আমার চোখের ঠিক মাঝখানে তোলা আছে
তার একটিমাত্র পাসপোর্ট সাইজের শাদাকালো ছবি
আমার প্রেমিকা তার নাম সুদূর নীলিমা,
রক্তিম গোধূলি,
নক্ষত্রখচিত রাত্রি, উচ্ছল ঝর্নার জলধারা
উদ্যানের সবচেয়ে নির্জন ফুল, মন হুহু করা বিষণ্নতা
সে আমার সীমাহীন স্বপ্নের জগৎ :
দুচোখে এখনো তার পৃথিবীর সর্বশেষ রহস্যের মেঘ,
আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া—
আমার প্রেমিকা সে যে অন্তহীন একখানি বিশাল গ্রন্থ
আজো তার পড়িনি একটি পাতা শিখি নাই
এই দুটি অক্ষরের মানে ;

প্রেমপর্ব

আকাশের অপর নাম সকলেরই জানা, তাকে
বলি আমরা শূন্যতা—
কিন্তু শূন্যতারই আরেক নাম যে ভালোবাসা খুব বেশি
তা কেউ জানে না,

সেকথা জেনেও আমি তাকে তুমি বলে সম্বোধন করি
সে আমাকে এই সর্বনাম পদটিতে একবার ডাকে যদি
লক্ষবার প্রত্যাখ্যান করে ;
এই হচ্ছে আমাদের প্রেমপর্ব, আমাদের ভালোবাসাবাসি
আমাদের আকাশকুসুম—
নিতান্তই মূর্খ ছাড়া আকাশকে কে এমন প্রিয়া বলে ডাকে,
তাকে খোঁজে, তার কাছে টেলিফোন করে!
পাখির বিরহগাথা নিয়ে হয়তো লিখবে কেউ প্রেমের কবিতা
কিন্তু মানুষের বিরহ-বিচ্ছেদে কেউ ফেলবে না
একটু চোখের জল,
মানুষের কাছে মানুষের ভালোবাসা সবচেয়ে মিথ্যে মনে হয়
আমার শিখবো কেউ দৌড়, লং জাম্প, শ্যুটিং
বা ডাইভিং—
শুধু আর শিখবো না হৃদয় নামক একটি শব্দের যোগ্য মানে।
তাই আকাশকে তুমি বলে সম্বোধন করা কেবল বোকামি,
মানুষ তবুও দেখি এই বোকা হতে খুব ভালোবাসে।

একেবারে ডুবে যেতে চাই

কবিতার মদে ডুবে যেতে চাই, নিমজ্জিত
হয়ে যেতে চাই—
আপাদমস্তক ডুবে যেতে চাই এই ঘোরে,
টাইটানিকের চেয়েও বেশি অতল গভীরে
পুরোপুরি নিমজ্জিত হয়ে যেতে চাই—
গলুই-মাস্তুলসহ একেবারে ডুবে যেতে চাই এই জলে।
এই জলে সম্পূর্ণ হারাতে চাই আমার ঠিকানা
সম্পূর্ণ ডোবাতে চাই আমার শরীর,
একেবারে এই জলে, এই অতল গভীরে, মিশে যেতে চাই।
একেবারে ডুবে যেতে চাই, ডুবে যেতে চাই
বুকের গভীরে, আটলান্টিকের চেয়েও
গভীর গভীর তলদেশে।
পুরোপুরি ডুবে যেতে চাই এই কবিতার মদে, এই ওষ্ঠে,
সমুদ্রের চেয়েও বড়ো একটি কাচের গ্লাসে—
আপাদমস্তক ডুবে যেতে চাই এই ঘোরে, এই আচ্ছন্নতায়
মেঘে, গোধূলিতে।

আমি এখন তাই

একসময়ের প্রিয় মুখগুলোর দিকে না তাকিয়ে
আমি এখন বনজঙ্গলের দিকে তাকাই
সেখানে হিংস্রতা অনেক কম
তাদের সান্নিধ্যের চেয়ে তাই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য
এখন অধিক নিরাপদ মনে হয়,
তাদের কুটিলতা যেমন দূষিত করে জলবায়ু
তার কাছে এমনকি পারমাণবিক দূষণও নেহাৎ সামান্য।
চেরনোবিলের তেজস্ক্রিয়তার চেয়েও অনেক বেশি ক্ষতিকর
তাদের ঈর্ষা,
মরুঝড় কিংবা জলোচ্ছ্বাসের বিপর্যয়ের চেয়েও
তাদের কপটতার অদৃশ্য বিপদ অনেক বেশি ভয়ঙ্কর
আমি তাই ঘন্টায় একশো মাইল বেগে বয়ে যাওয়া
টর্নেডোর মধ্যে বরং হেঁটে যেতে পারি—
কিন্তু তাদের কাছে যেতে ভয় পাই ;
তাদের কুটিল চোখের আগুনে চৈত্রের দাবদাহের
চেয়েও অনেক বেশি ঝল্‌সে গেছে আমার শরীর,
তাদের কুৎসিত আলোচনা আর কটাক্ষে
দেখেছি প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য কতোখানি বিনষ্ট হয় ;
তাদের অশ্লীল অট্টহাসির তেজস্ক্রিয়ায়
অস্ট্রেলিয়ার বনভূমিতে হঠাৎ দাবানল জ্বলে ওঠার মতো
দগ্ধ হয়েছে আমার মনের বিস্তৃত তৃণভূমি—
কোনো কোনো মুখের দিকে না তাকিয়ে আমি এখন তাই
বনজঙ্গলের দিকে তাকাই।

শুধু এই কবিতার খাতা

এই কবিতার খাতা ছাড়া আর কার কাছে এমন অঝোরে
অশ্রুপাত করা যায়
কার কাছে প্রাণখুলে লেখা যায় চিঠি,
বলা যায় সব দুঃখ, পাপ, অধঃপতনের কথা
আর কার বুকে আঁকা যায় রবীন্দ্রনাথের মতো
অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত ছবি!

একমাত্র কবিতার খাতা ছাড়া কোথায় লুকানো যায় মুখ
আর কোন নীলিমায় এমন স্বচ্ছন্দ ওড়া যায়
কোন স্বচ্ছতোয়া নদীজলে ধোয়া যায় সমস্ত কালিমা
বুক ভরে আর কোন উদার প্রান্তরে নেয়া যায় বিশুদ্ধ বাতাস!
শুধু এই কবিতার খাতা বিরহী যক্ষের মতো সযত্নে
আগলে রাখে স্মৃতি
বহু নিদ্রাহীন রাত্রির দুঃস্বপ্ন, অনন্ত দুঃখের দাহ
আর কতো নীরব নিবিড় অশ্রু বর্ষার মেঘের মতো অবিরাম ঝরে
একমাত্র এই কবিতার খাতা আপাদমস্তক ব্যর্থ মানুষের
চাষযোগ্য একখণ্ড জমি।
এ তার সবচে' বিশ্বস্ত গৃহ, অন্তরঙ্গ নারী
এই কবিতার খাতা তার একমাত্র নিজস্ব আকাশ,
কেবল নিজের নদী, কেবল নিজের নারী, নিজের সংসার
এই কবিতার খাতা রক্তমাংস স্বপ্নময় শুদ্ধ ভালোবাসা।
এখানেই শুধু অশ্রু সোনালি ডানার চিল হয়ে যায়
দুঃখ হয়ে যায় মেঘ, স্বপ্ন হয়ে যায় শৈশবের ঘুড়ি,
নিঃসঙ্গতা হয়ে ওঠে মনোরম হার্দ্য বেলাভূমি
উপেক্ষার ধূলি হয়ে ওঠে মুহূর্তে রঙিন স্নিগ্ধ ফুল।
এই কবিতার খাতা শুধু সহ্য করে অবৈধ মৈথুন
সহ্য করে ব্যভিচার, পরকীয়া প্রেমের সান্নিধ্য,
এই কবিতার খাতা নিমজ্জমানের একমাত্র ভেলা
শুধু তার কাছে ফেলা যায় দুচোখের জল, বলা যায় হৃদয়ের কথা।

এখন আমার সঙ্গী

এখন আমার সঙ্গী অনন্ত শূন্যতা, তারই
নিবিড় সান্নিধ্যে দিন কাটে—
এই আকাশের সাথে যা কিছু আমার বাক্যালাপ হয়,
আমরা দুজন পরস্পর শুধাই কুশল, প্রত্যহ
শুভেচ্ছা বিনিময় করি—
বলা যায় তার সাথেই আমার সম্পর্কের শেষ সূত্রটুকু
অবশিষ্ট আছে।
দীর্ঘদিনেও আমাদের এই সম্পর্কে কোথাও কোনো
লাগেনি কালিমা,

জমেনি কখনো কারো চোখে বিন্দুমাত্র বিদ্বেষের কালি ;
এখন আমার সঙ্গী এই অনন্ত শূন্যতাবাহী উদার আকাশ
তার চোখে আমার মতোই অবিরল বর্ষণের ধারা,
কেন যে আকাশ কাঁদে আমি জানি, আমি শুধু জানি
সে বড়োই দুঃখী, একা, নিঃসঙ্গ, বিরহী।
এখন কেবল আমি প্রাণ খুলে এই আকাশের সাথে
কথা বলি—
নিঃশব্দ মৌনতা আমাদের দুজনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ-মাধ্যম,
চারপাশে এই মানুষ কেবল বেশি কথা বলে
নিরর্থক বাচালতা যেন তাদের স্বভাব ;
আকাশের মতো এই অটল মৌনতা মানুষ জানে না
শেখেনি কখনো তারা মৌনতার লাবণ্যমণ্ডিত
অপরূপ ভাষা।
সুদূর আকাশ একা, খুব একা,
আমি তার অঝোর বর্ষণ দেখে বুঝি এ যে তার
ব্যথিত আত্মার গভীর ক্রন্দন।

আমার দুচোখে

সকলের চোখে নেমেছে মদির ঘুম
আমার দুচোখ জুড়ে অনিদ্রার কাঁটা ;
কতো রাত আমাকে জাগিয়ে রাখে একটি সামান্য শব্দ

তার খোঁজে কেটে যায় প্রহরের পর সুদীর্ঘ প্রহর,
সুফী দরবেশ যেমন থাকেন বসে অনন্তের ধ্যানে।
কোনোদিন হয়তোবা একফোঁটা অশ্রুজল

আমার চোখের কোণে সারারাত জমা হয়ে থাকে,
কোনোদিন ঘুমাতে দেয় না
একটি সঠিক শব্দ খুঁজে না পাওয়ার দুঃখ ;
মুগ্ধ শিকারীর মতো ধাবমান হরিণের পিছু ছুটে
অবশেষে তীরবিদ্ধ করি হৃদয় নামক এই
নিভৃত কোমল স্থানটিকে—

ক্ষতস্থান থেকে অবিরল ঝরতে থাকে রক্তধারা
ক্রমাগত দীর্ঘশ্বাস উঠতে থাকে বুকের গভীর থেকে,

এই অবিশ্রান্ত রক্তধারা আর তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
আমাকে জাগিয়ে রাখে কতো লাস্যময় রাত!

একটি হারানো থীম কতো রাত আমাকে জাগিয়ে রাখে একা
একটি বিস্মৃত শব্দ, ভুলে যাওয়া একটি লাইন
এভাবে কতো যে রাত্রি আমাকে কাঁদায়—
একটি শব্দের জন্যে জোড়হাত করে বসে থাকি
আকাশের কাছে ;

মাঘনিশীথের শিশির-জড়ানো তৃণ-উদ্ভিদের কাছে
কোনো স্বর্ণচাঁপা, ব্যথিত বকুল
কিংবা চিরপ্রবাহিণী নদীটির কাছে—
এইভাবে সারারাত একটি শব্দের জন্যে মোনাজাত করি।

ভাঙাইনে কারো ঘুম, গোলাপের গাঢ় নিদ্রা
কোকিলের রাত্রির বিশ্রাম,
সকলের চোখে নামে শান্তি ও স্বস্তির স্নিগ্ধ ঘুম
আমার দুচোখে এই অনিদ্রার কাঁটা ও কাঁকর।

তোমার রুমাল

বুকের মধ্যে পুড়ছে রুমাল, একখানি
স্মৃতির রুমাল
তুমি কেন দিয়েছিলে এই মেঘ, কোমল আঙুল,
দিয়েছিলে একফোঁটা স্নেহের অনল, আমি সেই পুড়ছি আগুনে।
তোমার রুমালখানি খুব ছোটো, ঈষৎ রঙিন
সামান্য হাতের কাজ করা, আর কিছু লেখা নেই—
এককোণে যদিও সেখানে নেই কোনো আদ্যক্ষর, নামমাত্র
কারুকাজ তাতে
তবু তাকে বলা যায় কোনো প্রাচীন কবির সমিল পদ্যের
অতিশয় তরল বিষয়,
কিন্তু এই সাধারণ একটি রুমালে দেখি ফুটে আছে
সবচেয়ে নিবিড় বকুল
লেগে আছে অনাবিল স্বর্গীয় সুঘ্রাণ—
কারো কারো চুল থেকে, মুখ থেকে

পদ্মফুলের এমন মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে ;
তোমার রুমাল আমি আর কখনো নেইনি হাতে,
বুক-পকেটেও রাখিনি কখনো,
ড্রয়ারের একপাশে পড়ে আছে পুরনো রুমাল
তবু তার অনন্ত আগুনে প্রত্যহ পুড়ছি আমি।
এই বিষণ্ন রুমাল কেন দিলে, কেন দিলে স্মৃতির আকাশ
আমি তার ভীষণ খরায় পুড়ি, অঝোর বর্ষণে ভিজে যাই
তোমার রুমালখানি বলো কোনখানে রাখি!
যতোদূরে যেখানেই রাখি, বাক্সে, ড্রয়ারে, হ্যান্ডব্যাগে
আমার বুকের মধ্যে জলতে থাকে অদৃশ্য রুমাল
কেন একটি রুমালে এতো দুঃখ, অশ্রুজল দিলে,
ভালোবাসা দিলে—
শ্রাবণের বৃষ্টিধারার মতো তোমার রুমাল থেকে সেই মেঘ
অবিরাম ঝরে।

আত্মদণ্ডিত আসামীর জবানবন্দি

আর কী করতে হবে আমাকে, আমি তো
ছেড়ে এসেছি সব—
সভা, মঞ্চ, করতালির সাদর অভ্যর্থনা
এমনকি মুখর আড্ডার লোভনীয় মুহূর্ত ;
পরাজিত মানুষের মতো নিঃশব্দে সবার অলক্ষ্যে চলে গেছি
যেমন করে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ব্যর্থ প্রেমিক
ভালোবাসা বুকে নিয়ে দূরে চলে যায়—
কিংবা পলাতক আসামী যেমন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা
মাথায় নিয়ে বেড়ায় পালিয়ে
আমিও তেমনি এই আত্মদণ্ডিত আসামীর জীবন বেছে নিয়ে
এইভাবে আছি।
এই স্বেচ্ছানির্বাসিতের নির্জন কারাবাসে
আত্মদণ্ডিত কয়েদীকে
বলো আর কী করতে হবে, আর
কতো ক্ষত-বিক্ষত করতে হবে বুক,
আর কতো রক্তাক্ত করতে হবে নিজের হৃদয়?
আর কী করতে হবে তাহলে আমাকে, নিতে হবে
এর চেয়ে আর কী কঠিন শাস্তি,

আর কতো গভীর অতলে ডুবে যেতে হবে!
নিজেকে দিয়েছি প্রায় জীবন্ত কবর—
বলো আর কতো মাটির অধিক নিচে নেমে যেতে হবে?
ছেড়েছি সকল সজ্ঘ, সঙ্গ ও আসর
সান্ধ্য কিংবা দ্বিপ্রাহরিক পানশালা—
সুন্দরীদের দুর্লভ সান্নিধ্য, উষ্ণ ঠোঁটের আহ্বান,
তবু আর কতো করতে হবে কঠিন চীবরদান,
হতে হবে বৃক্ষের বল্কল পরে নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী?
আমি তো ছেড়েছি সব, সবকিছু,
তবু কেন নিভলো না তোমাদের দুচোখের হিংসার আগুন!

তোমার সলজ্জ টেলিফোন

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে হঠাৎ উঠলো বেজে
আমার নিথর টেলিফোন
রিসিভার তুলে শুনলাম খুব মৃদু স্বরে যখন একটি ছোট নাম....
মনে হলো এই সূর্যাস্ত উঠলো ভরে ফের ভোরের আলোয়
প্রায় অস্তমিত আমি পুনরায় হয়ে উঠলাম যেন উদিত সকাল ;
কতোকাল নিথর নীরব পড়ে থাকা এই ব্যর্থ টেলিফোন
কানায় কানায় ভরে গেলো, হয়ে উঠলো মুহূর্তে যেন চঞ্চল হরিণ ;
মনে হলো এই টেলিফোনে একসঙ্গে বেজে ওঠে হাজার তারের বীণা
বিসমিল্লা খাঁর স্পন্দিত সানাই,
হেমন্তের সব অপূর্ব লাবণ্যময় গান—
সহসা আমার মাথার ওপরে মনে হলো এক দিব্য ছায়াময়
স্নিগ্ধ নীলাকাশ।
বুঝি আর কখনো আমার বুকে ওঠেনি এমন তোলপাড় করা ঝড়
চারদিক ঢেকে অঝোর ধারায় নামেনি বর্ষণ।
টেলিফোন তুলে শুনি এ যে স্বপ্নপুরীর রহস্যবার্তা একে একে
কবিতার অপরূপ শব্দরাজি সদ্যফোটা শিউলির মতো
টেলিফোন বেয়ে টুপটাপ শুধু ঝরে পড়ে—
কিংবা বর্ষার অজস্র কদমফুলের মতো মনে হয়
দূর থেকে ভেসে আসা সেই শব্দগুলি ;
এইখানে টেলিফোনের সামনে আমি বসে তাই
কেবলই আড়ষ্ট হয়ে পড়ি
পাই না মোটেও খুঁজে একটি যোগ্য শব্দ

বলি খুব সাধারণ দুএকটি কুশল সংবাদ—
অসহায় তোতলার মতো দুটি জড় ঠোঁটে কেবল আটকে যায় কথা
মনে হয় জীবনে কখনো আর ধরিনি কারুর টেলিফোন।
টেলিফোন হাতে নিয়ে হঠাৎ আমার মনে হলো বুঝি
নিঃশ্বাস এক্ষুনি বন্ধ হয়ে যাবে
আর একটিও শব্দ বেরুবে না এই নির্বাক নিস্পন্দ কণ্ঠ দিয়ে
আমি বুঝি চিরতরে বোবা হয়ে যাবো ;
আর কেবল আমার বুকের ভেতর বেজে যাবে
অন্তহীন এই গাঢ় টেলিফোন।
আমি তাই টেলিফোনে কে জানে কী বলতে কী যে বলেছি
কিংবা যা বলা উচিত ছিলো তার কিছুই বলিনি—
হায় বোকা, টেলিফোনে কেউ কি কখনো এমন সুখের কথা বলে,
এমন দুঃখের কথা বলে!

একটি কবিতা লেখার পর

একটি কবিতা লেখার পর কতো লক্ষ টন পাথর যে
বুক থেকে নেমে যায়,
মেঘ কেটে-যাওয়া আকাশের মতো কতো যে
হাল্কা হয়ে যায় এই বুক—
তা কাউকে কোনোদিন বোঝানো গেলো না ;
সত্যি এরপর বেশ অনেকক্ষণ চোখের পাতা ভিজে ওঠে না আর।

একটি কবিতা লেখার পর অনেকদিনের অগ্নিমান্দ্য দূর হয়,
সেই মধ্যরাতেই গান গাইতে ইচ্ছে করে
আমার কিশোর ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে চুমোর পর
চুমো দিতে দিতে বলতে ইচ্ছে করে
নিজের শৈশবের গল্প,
বলতে ইচ্ছে করে তোর বাবার বুকের চেয়ে তোদের জন্য
সবুজ জমি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

একটি কবিতা লেখার পর কতো গুরুভার যে লাঘব হয়
টন-হন্দরের হিশেবে কতো দুঃখের বোঝা যে কমে যায়,
তা ঠিক বোঝানো গেলো না ;
তবে এ কথা ঠিক একটি কবিতা লেখার পর

আর রুমালে চোখ মুছতে হয় না বহুক্ষণ।
একটি কবিতা লেখার পর পৃথিবী আবার সুন্দর হয়ে ওঠে
খোলা ছাদে বেড়াতে ইচ্ছে করে সারারাত,
একটি কবিতা লেখার পর কেমন ঝরঝরে লাগে শরীর
মাথা ধরা, জ্বরজ্বর ভাব সেরে যায়,
একটি কবিতা লেখার পর হঠাৎ ভালো হয়ে যায় মন
বুক জুড়িয়ে যায়—
সুখেদুঃখে আবার বাঁচতে ইচ্ছে করে,
বড়ো ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

সে তোমার অপার করুণা

এই কবিতার প্রতিটি অক্ষর তোমার কাছে ঋণী
তুমি তার দীর্ঘ শালবন, দিয়েছো গভীর স্নিগ্ধ ছায়া,
তুমি তার অথই শ্রাবণ
মেঘে মেঘে দিয়েছো সজল অভ্যর্থনা ;
তোমার শুশ্রূষা পেয়ে বিশুষ্ক অক্ষরগুলি হয়ে ওঠে বর্ষার নদী
কোমল আতিথ্যে তার দেহমন সজীব সতেজ হয়ে ওঠে,
তুমি তাকে না দিলে আশ্রয়, না করলে পরিচর্যা তার
একেকটি অক্ষর কাতর হয়ে ফিরে যেতো হয়তো কোথাও।
আমি তার পেতাম না দেখা, নিঃস্ব কাঙালের মতো
বৃক্ষপত্র অরণ্যের কাছে হাত পেতে আমাকে চাইতে হতো
একটি প্রগাঢ় শব্দ—
যেতে হতো বনভূমি, ঝর্না ও পাহাড়ের কাছে ;
আমি জানি কবিতার অনন্ত উৎসধারা তুমি।
তাই আমি তোমার কাছেই চিরকাল হাত পেতে দাঁড়িয়েছি,
দয়াময়ী,
তুমি ফেরাওনি সে তোমার অপার করুণা।

ভালোবাসা

ভালোবাসা বড়ো কষ্ট, এ কোনো
সুখের কাজ নয়—
নিজের অন্তরে জ্বেলে অনন্ত আগুন
পুড়ে পুড়ে ক্ষয়।

ভালোবাসা কষ্ট খুবই, বুক ভরে
নেয়া দীর্ঘশ্বাস,
সারাটি জীবন জুড়ে দুঃখের
অন্তহীন চাষ।
ভালোবাসা বড়ো কষ্ট, অকূল
সাগরে শুধু ভাসা—
সারাটি জীবনভর শুধু এক
অনন্ত পিপাসা।

এই নির্জন বিরহ

এখন প্রেমের চেয়ে নির্জন বিরহ আমি
বেশি ভালোবাসি,
কলহের খরদুপুরের চেয়ে শান্ত-স্নিগ্ধ
রাত্রির আকাশ,
কারো কটাক্ষমিশ্রিত বিদেশী মদের চেয়ে
হেমলক বিষ
কপট বন্ধুর চেয়ে এই শত্রুর প্রকাশ্য
সব গতিবিধি।
সমুদ্র দেখার চেয়ে আজ আমি চেয়ে দেখি
নিস্তরঙ্গ নদী,
কখনো আলোর চেয়ে মনে হয় অন্ধকার
বেশি নিরাপদ ;
মৌসুমী পাখির চেয়ে ভালোবাসি তাই আমি
প্রাত্যহিক কাক
কোমল সোফার চেয়ে প্রিয় এই বিসদৃশ
কণ্টক আসন।
মনোরম কার্পেটের চেয়ে ভালোবাসি এই
প্রাকৃতিক তৃণ
পর্যটনের চেয়েও ভালোবাসি কয়েদীর
বিষণ্ন ভ্রমণ :
দিবসের চেয়ে রাত, মধ্যাহ্নের চেয়ে কোনো
ধূসর গোধূলি
বর্ষণের নিবিড় মেঘের চেয়ে ভালোবাসি
এই দীর্ঘশ্বাস।

এখন প্রেমের চেয়ে হার্দ্য অনুভূতিময় এই
বিচ্ছেদের গান,
ভাস্কর্য-শিল্পের চেয়ে অনবদ্য, মানবিক
এই অশ্রুজল।

তুমি

আমার মাথায় জলভরা একটি আকাশ
তার নাম তুমি,
খর গ্রীষ্মে আমার উঠোনে অঝোর বর্ষণ
তুমি তার নাম ;
ভীষণ তৃষ্ণার্ত পথিকের ক্লান্ত চোখে সুশীতল মেঘ
একমাত্র তুমি—
দুপুরের খরতাপ শেষে আমার জীবনে এই শান্ত সন্ধ্যা
তুমি, তুমি, তুমি ;
মরুময় এই ভূপ্রকৃতি জুড়ে ঘন প্রেইরীর সবুজ উদ্যান
তুমি তার নাম,
আমার ধূসর দুই চোখে চিরসবুজের গাঢ় হাতছানি
তার নাম তুমি ;
আমার স্মৃতির অববাহিকায় একটি স্বপ্নের প্রিয় নদী
তুমি নিরবধি।

তোমাকে দেখার পর থেকে

তোমাকে দেখার পর থেকে কীরকম গণ্ডগোল
হয়ে গেলো সমস্ত জীবন,
ওলটপালট হয়ে গেলো সবকিছু—
সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললাম বুঝি খেই, চিন্তাসূত্র হয়ে গেলো
বিশৃঙ্খল, এলোমেলো ;
কেবল তোমারই মুখ দেখি বৃক্ষপত্রে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলে
উচ্ছল ঝর্নার জলে, বুকশেলফে, পড়ার টেবিলে,
টেলিভিশনের উজ্জ্বল পর্দায়—
এমনকি ডিশ অ্যান্টেনাও ঢেকে দিতে পারেনি তোমার মুখ
রেডিও বা ক্যাসেট খুলেই শুনি তোমার নিবিড় কণ্ঠস্বর।

তোমাকে দেখার পর থেকে কীরকম পাল্টে গেলো
আমার আকাশ
সেখানে এখন শুধু চাঁদের বদলে তুমি ওঠো,
আর একটাই ওঠে সন্ধ্যাতারা, সেও তুমি।
বইগুলো খুলে দেখি সব গ্রন্থ জুড়ে শুধু
এই একটাই শব্দ তাতে লেখা—
তোমাকে দেখার পর থেকে অসম্ভব বদলে গেছে
আমার ভুবন
বদলে গেছে জলবায়ু, দিনরাত্রি, ঋতু।

একা হয়ে যাও

একা হয়ে যাও

একা হয়ে যাও, নিঃসঙ্গ বৃক্ষের মতো
ঠিক দুঃখমগ্ন অসহায় কয়েদীর মতো
নির্জন নদীর মতো,
তুমি আরো পৃথক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও
স্বাধীন স্বতন্ত্র হয়ে যাও
খণ্ড খণ্ড ইওরোপের মানচিত্রের মতো ;
একা হয়ে যাও সব সঙ্গ থেকে, উন্মাদনা থেকে
আকাশের সর্বশেষ উদাস পাখির মতো,
নির্জন নিস্তব্ধ মৌন পাহাড়ের মতো
একা হয়ে যাও।
এতো দূরে যাও যাতে কারো ডাক না পৌছে সেখানে
অথবা তোমার ডাক কেউ শুনতে না পায় কখনো,
সেই জন্যশূন্য নিঃশব্দ দ্বীপের মতো,
নিজের ছায়ার মতো, পদচিহ্নের মতো,
শূন্যতার মতো একা হয়ে যাও।
একা হয়ে যাও এই দীর্ঘশ্বাসের মতো
একা হয়ে যাও।

আরো বিষময় না হলে জীবন

আরো বিষময় না হলে জীবন, মন্থনে মন্থনে
আরো না উঠলে বিষম গরল,
নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাস থেকে অনল না ঝরলে কীভাবে
বলো সমুদ্র মন্থন শেষে পাবো সেই সঞ্জীবনী সুধা,
পাবো নশ্বর জীবনে সেই অমরত্বের আশ্বাস!
কাঁটায় কাঁটায় বিদ্ধ না হলে শরীর,
ভীষ্মের কণ্টকময় শরশয্যা না হলে কীভাবে
বুঝাবো কতোটা প্রিয় তৃষ্ণার একফোঁটা জল—
তাহলে কীভাবে বলো চিরপরিশুদ্ধ হবো।
ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর মতো ঘরছাড়া না হলে কীভাবে,
পথে না বসলে নিঃসহায় ভিক্ষুকের মতো
কীভাবে বলো না জীবনের গূঢ় অর্থ জানা যাবে—
জানা যাবে জীবন শব্দের যথার্থ ব্যঞ্জনা।

আরো বিষময় না হলে জীবন,
কীভাবে বলো না পাবো প্রকৃতই অমৃতের স্বাদ!

আমার রোগের নাম

আমার রোগের নাম সিদ্ধান্তহীনতা
আবাল্য আমাকে এই দুরারোগ্য ব্যাধি করেছে পীড়িত ;
তাই আমি আজীবন ভুল আর ভ্রান্তির কাঁটায়
ক্ষত, বিক্ষত, রক্তাক্ত
প্রায় কোনো কিছুই কখনো আমি নির্ভুল লোকের
মতো সুসম্পন্ন করতে পারি না—
যা-ই করি, যাতে হাত দেই সেখানেই দেখি
অগণিত ভুলের কাঁকর,
এই সিদ্ধান্তের অভাবে আমার কতো লক্ষ রাত্রিদিন
শেষ হয়ে যায়।
কতোদিন সিঁড়িতে বাড়িয়ে পা আবার আমি ফিরে চলে গেছি,
বন্ধ দরোজায় দাঁড়িয়েও একবার মৃদু টোকা দিতে
পারিনি সঙ্কোচে
রিসিভার তুলেও কেন যে আর ডায়াল করতে
আঙুল সরেনি :
তাই কতোদিন চিঠি লিখেও হয়নি পোস্ট করা
কিংবা ডাকবাক্সে ফেলেও চিঠি ভেবেছি নিশ্চয়ই ভুল করেছি ঠিকানা,
আমি অবিরাম ভুগি এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সংঘাতের জ্বরে।
আমার জীবনে তাই সময়ের কাজ বলে কিছু নেই—
সিদ্ধান্তের অভাবে আমার সব ঘড়ি বন্ধ হয়ে আছে ;
তাই তো আমার চারদিকে এই জং, মরচে আর শ্যাওলার স্তূপ
সকলের মতো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি বলেই
চিরদিন বেয়ে চলি এই ব্যর্থ খেয়া।

মুখোশ-পরা মিথ্যা মানুষ

আজকাল কোনো কোনো মুখে আমি হিংস্র হায়েনার
মুখ দেখি—
চিতার চোখের মতো জ্বলজ্বল করে তাদের দুচোখ,

নিঃশ্বাসে কেবল ভেসে আসে কালনাগিনীর
নিঃশ্বাসের বিষ ;
তাদের দুহাতে দেখি ভয়ানক লোমশ আঙুল
ধারালো নখর-থাবা গোপনে লুকিয়ে রাখে তারা,
মুখের সবটা জুড়ে দুই পাটি অসম্ভব দীর্ঘ কালোদাঁত।
আজকাল এইসব মানুষেরা সবখানে বিচরণ করে
অথচ স্বভাব ও প্রকৃতিতে এদেরই স্বগোত্রীয়
অন্যান্য প্রাণীরা
আফ্রিকার গভীর অরণ্যে বসবাস করে,
চিড়িয়াখানায় থাকে এদেরই সমগোত্রীয় সবাই।
প্রকৃতপক্ষে চিড়িয়াখানার এইসব খাঁচা কিংবা
বিশাল জঙ্গল
এদেরই তো উপযুক্ত স্থান হওয়ার কথা ছিলো ;
কিন্তু তারাই সদম্ভে বেড়ায় ঘুরে লোকালয়ে,
শহরে, রাস্তায়
কখন তাদের এই মিথ্যা মুখোশগুলি উন্মোচিত হবে
কখন ঠিকই মানুষের মুখে প্রকৃত মানুষের
মুখ খুঁজে পাওয়া যাবে।

আমার বারান্দা জুড়ে

আমার বারান্দা জুড়ে সূর্যাস্তের ছায়া, মনে হচ্ছে
হাঁটা হাঁটি পা করে এখনই নামবে আঁধার ;
শুরু হয়ে যাবে অন্ধকারে বিচরণকারীদের ত্রস্ত
হাঁটাচলা—
ভীষণ লোমশ পায়ে এখনই মাড়িয়ে যাবে সবুজ উদ্যান,
শিশুরা উঠবে ভয়ে কেঁদে, আর্তকণ্ঠে কার যেন
করুণ প্রার্থনা শোনা যাবে।
না, না, সেদিকে ফিরেও কেউ তাকাবে না তারা
একবারও তাদের কঠিন বুকে জাগবে না স্নেহপ্রীতি,
করুণার ধারা
মানবিক অনুভূতি কিংবা মায়া-মমতার স্নিগ্ধ বায়ু বইবে না
তাদের সে-হৃদয়ের রুক্ষ অঞ্চলে।
মনে হচ্ছে গুটিগুটি পায়ে
সেই অন্ধকারচারীরাই হাঁটছে আবার

ওই তো ভাঙছে তারা গাছপালা, আমাদের
একেকটি বিশ্বাসের তরু
এখনই বাড়াবে হাত আমাদের সবচেয়ে প্রিয়
গোলাপের দিকে ;
তবে কি আবার দেখতে হবে থরে থরে
রক্তাক্ত করোটি,
স্বজনের রক্তমাখা শার্ট—
আমার বারান্দা জুড়ে নেমে আসে কালো ছায়া,
ঘোর সন্ধ্যার আঁধার।

বিষাদগাথা

কীসের জন্যে এই যাতনা, এই বিরহ
স্বেচ্ছামরণ দুর্বিষহ
কীসের জন্যে জলে ডোবা
মনোলোভা
হৃদয়হরণ
রাঙাবরন গোধূলি মেঘ
প্রাণে তবুও মুগ্ধ আবেগ,
জানিনে সে সুখ না অসুখ
একখানি মুখ
মিষ্টি মধুর
কোথায় সুদূর অচিন গাঁয়ে
তমাল গাছের নিবিড় ছায়ে
বাজায় বাঁশি উদাস সুরে
হৃদয়পুরে
উথালপাতাল
মত্ত মাতাল ঢেউ তুলে যায়
দূর আকাশের সন্ধ্যাতারায়
একলা বসে আঁকেন ছবি
প্রেমিক কবি
কিসের ধ্যানে
তত্ত্বজ্ঞানে মেলে না তার মুণ্ডু মাথা
কীসের জন্যে এই যাতনা, এই বিরহ, বিষাদগাথা।

অভিনয়

সবখানে এতো বেশি অভিনয় দেখি মনে হয়
মঞ্চও বরং তার চেয়ে অনেক বাস্তব ;
মঞ্চেরও অভিনয় মাঝে মাঝে সত্য মনে হয়.
কিন্তু মানুষের আচরণে দেখি আরো নিখুঁত
নিপুণ অভিনয়।
কেন যে এমন তাকেই সত্যতা ভেবে
বাড়িয়েছি বুক
না বুঝেই এই কৃত্রিম হাসিকে আমি স্বর্গীয় আলোর
সাথে করেছি তুলনা,
ছদ্মবেশকেই চিরদিন আমি বান্ধব ভেবেছি—
এই অভিনয়কেই আমি প্রীতি-ভালোবাসা বলে
বারবার একই ভুল করেছি কেবল,
মিথ্যে সম্বোধনকেই সর্বশেষ সত্য জেনে হয়েছি
কেবল প্রতারিত!
এই অভিনয়ের চে' মঞ্চের অভিনয় বলো আর কতো
অসত্য বা কাল্পনিক হবে—
প্রতিদিন সবখানে যেভাবে দেখছি এই বিশ্বাসের
ভগ্নমূর্তি,
সকলের পরিপাটি মিথ্যা অভিনয়—
তার চেয়ে মঞ্চের অভিনয় কতো বেশি অবিশ্বাস্য
অবাস্তব হতে পারে আর।

আমার আঙুল

আমার আঙুল পায়নি মোটেও রবিশঙ্করের
অলৌকিক সঙ্গীতপ্রতিভা—
নিপুণ মুদ্রায় তার কখনো ফোটেনি কোনো নীলপদ্ম বদ্ধ সরোবরে,

আকাশে করেনি মেঘ, দূর নীপবনে নামেনি অঝোর বৃষ্টি
সেতারের তারে কখনো করেনি খেলা আমার আঙুল।
আমার আঙুল হয়তো নীরবে মুছেছে নিজের চোখের জল,
সারিয়েছে নিজের এই হৃদয়ের ক্ষত
মাঝে মাঝে লিখেছে হয়তো চিঠি বৃক্ষ আর
উদ্ভিদের কাছে
হয়তো গেঁথেছে বসে নিরিবিলি দুএকটি অক্ষরের মালা :
কখনো সে খুব যত্নে স্বপ্ন আর অনুভূতিগুলি করেছে সেলাই
কখনোবা এই আঙুলে নেমেছে শীত, ব্যথিত তুষার।
লিখেছে নির্জনে বসে কখনোবা দুএকটি ব্যর্থ পঙ্‌ক্তি
খুব তুচ্ছ গান—
আমার আঙুল পায়নি মোটেও কোনো দিব্য আলো,
জ্যোতির্ময় বিভা,
আমার এই দরিদ্র আঙুল পায়নি নিবিড় স্পর্শ, তবু
কেন একলব্য হতে হবে তাকে।

সেই আমি

সেই আমি আছি, কেবল শুকিয়ে গেছে
ভেতরের নদী,
কেবল গিয়েছে মরে আসন্ন জোয়ার :
এখন পড়েছে চড়া সারা নদীময়
আমি এক বদ্ধ জলাশয়, যেন
মৃত ঝর্না পাথরপীড়িত :
সেই আমি আছি, হঠাৎ শুকিয়ে গেছে
উত্তাল সাগর,
হঠাৎ গিয়েছে থেমে তীব্র স্রোতধারা ;
এখন মোহনা জুড়ে বালি ও কাঁকর
আমি তার করুণ স্বাক্ষর, যেন
ভগ্ন এক বিপন্ন জাহাজ ;
সেই আমি আছি, কেবল শুকিয়ে গেছে
আমার শিকড়,
কেবল গিয়েছে মরে অনন্ত সবুজ :
এখন এখানে শুধু অন্তহীন খরা

আমি সেই মৃতের প্রহরা, যেন
কোনো এক কবর-রক্ষক।

আমি এতো কিছু বুঝি না জানি না

আমার বয়স এখনো খুবই কম, এই পৃথিবীর আমি
কিছুই বুঝি না,
মাথায় যদিও পাকা চুল, তোমরা করতে পারো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ
বলতে পারো কচি খোকা, কিন্তু আমি ঠিকই
তোমাদের এতো কিছু পাকামো বুঝি না
আমি এখনো শিশুই রয়ে গেলাম ;
তোমাদের গোপন আঁতাত, শলা-পরামর্শ,
ফিসফিস, কানাকানি
ভাবলেশহীন চোখ, কটাক্ষ, ইঙ্গিত
খোদার কসম আমি কিছুই বুঝি না।
তোমরা অনেক তথ্য জানো, তোমাদের জানা
এই শহরের প্রতিটি গোপন রাস্তা
ডাকসাইটে লোকদের নাম-ঠিকানা সব তোমাদের কেমন মুখস্থ
খোদার কসম বলছি আমি এতো কিছু চিনি না, জানি না।

ষাটের দশক

কোথায় কেমন আছো তুমি প্রিয় ষাটের দশক
তোমার কি এখন খুবই কষ্ট, তুমি খুবই একা,
দরোজায় তোমার কি শুধু দীর্ঘশ্বাস, গ্রিলে বিষণ্ন গোধূলি ?

কোথায় তোমার সেই উদ্দাম অশ্বের গতিবেগ,
মধ্যরাতে কাঁপানো ফুটপাত—
রক্তমাংসে পরস্পর ভালোবাসাবাসি, সেই বাঁধভাঙা অথই জোয়ার
আজ এই বয়সের ভাঁজপড়া তোমার মুখের দিকে
আমি আর তাকাতে পারি না ;

প্রিয় ষাট, কোথায় তোমার সেই আলোকিত ডানা
চিতার চোখের মতো ভীষণ উজ্জ্বল দুটি চোখ,

বুকে অজস্র প্রেমের পঙ্‌ক্তিমালা—
কোথায় তোমার সেই হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে
অবাধ্য উত্তাল কেশরাশি
চলেছো কেমন একা দুপুরের খররৌদ্রে ঢাকার রাস্তায়,
এখন এসব কিছু শুধু অতীতের দূর ম্লান স্মৃতি
এখানে ওখানে তুমি মাত্র স্মৃতির পাথর—
কোথাওবা সকরুণ মৌন এপিটাফ,
এখন তোমার দিকে প্রিয় ষাটের দশক মুখ তুলে
তাকাতে পারি না।

নিজেরই আমার ভয় করে এখন তোমার সাথে বাক্যালাপ করে
কীরকম স্বার্থপর, দারুণ হিশেবী হয়ে গেছো তুমি—
মেপে মেপে মদ্যপান করো, সিগারেট একটি কি দুটি,
নানা অসুখ বেঁধেছে বাসা তোমার শরীরে—
কারো বক্ষে, শিরদাঁড়ায়, কারো হৃৎপিণ্ডে, পাকযন্ত্রে
কারো রক্তে শর্করা, কারো উচ্চরক্তচাপ
উত্তর-চল্লিশে এই বিভেদের বিরূপ বাতাসে সবাই বিচ্ছিন্ন একা একা
তোমার লাবণ্য আর রূপ বুঝি শীতের বিবর্ণ পাতার মতো
যায়, ঝরে যায়।

প্রিয় ষাটের দশক, আমাদের সবুজ সোনালি দিনরাত
এখনো তোমার সেই অসম্ভব মায়াময় সুন্দর মুখটি মনে পড়ে,
তোমার দুফোঁটা অশ্রু নিবিড় আবেগ,
সবচেয়ে হার্দ্য অনুভূতি, প্রেম, ঘৃণা, তীব্র উত্তেজনা
এখনো তোমার সেই সুখদুঃখ আর স্মৃতি বুকে নিয়ে
বহুরাত একা জেগে থাকি ;
দুঃখ করো না, প্রিয় ষাট, আমাদের সোনালি যৌবন
শোনো তাহলে তোমার কানে কানে বলি—
এখনো তোমাকে আমি ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি।

দান

আমি চাই একটি ছোটো নদী,
তুমি দাও অসীম সমুদ্দুর—

আমার চাওয়া শ্যামল মাটির ঘর,
তুমি দেখাও রাজার অন্তঃপুর।
আমি চাই একটুখানি ছায়া,
তুমি দাও স্নিগ্ধ নীলাকাশ—
আমার চাই একটু সবুজ জমি,
তুমি করো অনন্তে চাষবাস।
আমি চাই কোনো সজল মেঘ,
তুমি বলো অনন্ত অম্বর—
আমি চাই একটি স্নেহের হাত,
তুমি দেখাও বিশ্বচরাচর।

ইচ্ছে হয়

ইচ্ছে হয় একটি গাছের গলা জড়িয়ে ধরে বলি—
ভুল হয়ে গেছে সবকিছু.
এভাবে দাঁড়ানো. বসা. কথা বলা. বক্তৃত্ব. ভ্রমণ
আবার আগের মতো সেই মানুষ হয়ে উঠি ;
আবার নদীতে যাই নাও বেয়ে
দেখি কীভাবে লাফিয়ে পড়ে মাছ।
শহরে পালিয়ে আসা একরোখা কিশোর যেমন
আবার নিজের গ্রামেই ফিরে যায়,
এইসব পরিচয়. মাখামাখি মুছে ফেলে
তেমনি আবার ফিরে যাই—
একটি নদীর ধারে অনেকক্ষণ একা বসে কাঁদি।

তারা আমাদের কেউ নয়

তারা আমাদের কেউ নয় যারা মসজিদ ভাঙে
আর মন্দির পোড়ায়,
তাদের মুখের দিকে চেয়ে সমস্ত আবেগরাশি
হয়ে যাও বরফের নদী—
অনুভূতির সবুজ প্রান্তর তুমি হয়ে যাও উত্তপ্ত সাহারা।
তাদের পায়ের শব্দ শুনে রুদ্ধ হয়ে যাও তুমি
চঞ্চল-উদ্দাম ঝর্নাধারা.

মেঘ হও জলশূন্য, নীলিমা বিদীর্ণ
ধ্বংসস্তূপ।

তারা আমাদের কেউ নয়, কখনো ছিলো না,
যারা মানুষের বাসগৃহে জ্বালায় আগুন,
শস্যক্ষেত্র করে ছত্রখান
লুট করে খাদ্য, বস্ত্র, যা কিছু সম্বল—
তাদের কণ্ঠস্বর শুনে ঘৃণায় কুঞ্চিত হও
সুন্দর গোলাপ, শুষ্ক হও সব স্রোতস্বিনী,
ফলবান বৃক্ষ হও ছায়াহীন, নিষ্ফলা, নিষ্পত্র ;

তারা আমাদের কেউ নয়, কোনোকালেও ছিলো না,
যারা এইভাবে শত শত ঘরে অনায়াসে আগুন জ্বালিয়ে
দিতে পারে
কিংবা করতে পারে এইভাবে মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়া,
যারা এভাবে বুনতে পারে হিংসার বীজ
করতে পারে দাঙ্গা-হানাহানি, রক্তপাত, সম্ভ্রম লুণ্ঠন,
তারা আমাদের কেউ নয়, কখনো ছিলো না ;
মানুষের নামের তালিকা থেকে মুছে ফেলো
তাদের এ কলঙ্কিত নাম—
তাদের মুখের দিকে চেয়ে চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাও
মাতৃস্নেহ:
প্রেমিকার পবিত্র আবেগ,
মাদার তেরেসার অপার স্নেহের হাতখানি ;
তাদের উদ্দেশে একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাও তুমি পাখিদের গান,
মোনাজাত, মীরার ভজন।

রাত্রির উৎসব

চোখ খুলে তাকালেই দেখি সব
উন্মত্ত মাতাল মাতে রাত্রির উৎসবে,
মধ্যযুগের যতো জলদস্যু সানন্দে করে
নৈশভোজ ; বাজায় ধ্বংসের শিঙা
তীরন্দাজ শিকারীর দল : অতিশয়
দম্ভে কেউ কেউ সূর্যকে আড়াল করে

সটান দাঁড়াতে চায় তারা। অকারণ
তীর ছোঁড়ে নক্ষত্রের বুকে, জলাশয়
করে রক্তময়। গ্রাম–লোকালয়
সর্বত্র বেড়ায় ঘুরে দুরন্ত শ্বাপদ,
মত্ত হস্তী সমূলে বিনাশ
করে প্রিয় পুষ্পোদ্যান : ধ্বংস করে
জ্ঞানপীঠ, অনাথ-আশ্রম।
হিংস্র দানবেরা যতো একসঙ্গে মিলে
উজ্জ্বল আকাশ কালো একটি চাদরে
ঢেকে দিতে চায় তৃণক্ষেত্র জুড়ে,
বিছিয়ে রাখতে চায় তীক্ষ্ণ বিষকাঁটা।
চোখ মেলে চাই যখনই একটু
কোনোদিকে দেখি একেকটি বধ্যভূমি
হয়ে আছে শিশুপল্লী, স্বাস্থ্যসদন।
সেখানে এখন পিশাচেরা করে
নান্দীপাঠ, প্রেতনৃত্য চলে রাত্রিদিন।

আমার যা কিছু প্রিয়

আমার যা কিছু প্রিয় মনে হচ্ছে তার কিছুই
আর শেষ পর্যন্ত অক্ষত থাকবে না :
লুণ্ঠিত হবে আমার সবচেয়ে প্রিয় গোলাপফুলের সৌন্দর্য
আমার প্রিয় গ্রন্থরাজি নিক্ষিপ্ত হবে নর্দমায়—
আর্ট গ্যালারির আমার প্রিয় ছবিগুলোর গায়ে ঢেলে দেয়া হবে
কালির পাত্র

প্রিয় দিবসগুলিতে বারবার উচ্চারিত হবে শুধু শত্রুদের কণ্ঠ
আমার প্রিয় গান ও কবিতাগুলি নিষিদ্ধ হবে চিরতরে :
প্রিয় বৃক্ষসমূহ নির্মূল করে সেখানে রচিত হবে গণকবর
তৃণক্ষেত্র ও উদ্ভিদের গায়ে বর্ষণ করা হবে লক্ষ লক্ষ টন বিষ।

আমার প্রিয় নদীর বুকে প্রবাহিত হবে রক্তস্রোত
প্রিয় পথগুলিতে চলবে কেবল হিংস্র
হায়েনার আনাগোনা।
আমার একেকটি প্রিয় মুখ, প্রিয় ভাস্কর্য, প্রিয় ফুল

আর প্রিয় শস্যকণা
অবশেষে এইসব দস্যু ও দানবের হাতে পিষ্ট. ক্ষত-বিক্ষত
ও রক্তাক্ত হবে
এ কথা ভাবতেই আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়।

কেবল উন্মাদই পারে

আমি যে এখন কী করি না করি আর কখন কোথায় যাই
কিছুই জানি না—
হয়তো বা পিপাসায় মুখে দেই কঠিন পাথর,
জল দেখে আমার দুচোখে শুধু রক্তস্রোতের দৃশ্য ভাসে
তাই তো এখন আমি সূর্যোদয় হলে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যাই. সারারাত
আতঙ্ক ও আশঙ্কায় কাঁপি।
দেখি আমার চোখের সামনে পুড়ে যায় শত শত মানুষের ঘর
সেই নির্দয় আগুনে পোড়ে শস্য, দুগ্ধবতী গাভী.
অসহায় মানবসন্তান
আর সেই সঙ্গে পুড়ে খাক হয় মানুষত্ব. বিবেক
ও শুভ মূল্যবোধ।
আমার চোখের সামনে দেখি খসে পড়ে তারা.
শীতের দেশের অতিথি পাখির মতো দেখি তীরবিদ্ধ হয়
মানুষের বুক।
আমি কবিতার খাতায় এখন তাই চেয়ে দেখি
সারা পাতা জুড়ে সেই কুতুবদিয়ার অগ্নিদগ্ধ শিশুদের
লাশ পড়ে আছে.
পড়ে আছে দূর হিমাচল প্রদেশের কোনো কিশোরের রক্তাপ্লুত দেহ
কিংবা বসনিয়ার কোনো ধর্ষিতা নারীর ছিন্নবস্ত্র,
একগোছা চুল—
এখানে ঘাসের বুকে শিশিরের পরিবর্তে তাই বসনীয় কোনো
জননীর অশ্রুবিন্দু জমে আছে ;
এইখানে এই ধ্বংস. মৃত্যু. বিভীষিকা ও নিহত আত্মার পাশে.
আগুন জ্বালিয়ে ভস্মসাৎ করা মানুষের এই
ভণ্ডুল সংসার আর দুঃখের
পাশে
কীইবা করতে পারি আমি. ফেলতে পারি কফোঁটা
চোখের জল.

মোছাতে পারি কয়টি মুখের ব্যথিত বিষাদঅশ্রু
কজনের অনাহারী মুখে দিতে পারি ক্ষুধার দুমুঠো অন্ন!
আমি আজ কী যে করি, কখন কোথায় যাই
সন্ধ্যায় হয়তো করি প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্নে জ্বালাই
ঘরে আলো—
মনে মনে ভাবি প্রকৃতই সুস্থ হলে এইসব দেখে
অনেক আগেই সুতার ওপারে চলে
যাওয়া স্বাভাবিক ছিলো,
কেবল উন্মাদই পারে পৃথিবীর এই ছিন্নভিন্ন
রূপ দেখে সুস্থ ও স্বাভাবিক
থাকতে এখনো।

তুমি গেলে কিছুই থাকে না

সূর্য অস্ত গেলে তবুও আকাশে থাকে তারা,
তুমি গেলে আর কিছুই থাকে না ;
একেবারে অন্ধকার হয়ে যায় আমার দুচোখ
হাজার হাজার বৈদ্যুতিক আলোতেও কিছুই দেখি না,
অপার ব্যর্থতা এসে ভীষণ রাহুর মতো
গ্রাস করে আমাকে কেবল—
মনে হয় এই কালসন্ধ্যা আর ঘুচবে না।
তুমি দেখেছি ঘুরিয়ে নিলে মুখ মুহূর্তে
ঘনায় ঘূর্ণিঝড়
আমার চতুর্দিকে জমা হয় বরফের স্তূপ,
সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায় আমার জীবন,
সূর্য অস্ত গেলে তবুও আকাশে থাকে চাঁদ,
তুমি গেলে কিছুই থাকে না, সমস্ত জীবন শূন্য হয়ে যায়,
শূন্য হয়ে যায়।

আমাকে গ্রহণ করে না কেউ

আজ আর আমাকে গ্রহণ করে না কেউ
নিভৃত মাছের চোখ
ক্ষেতের নিবিড় শস্য, বৃষ্টির ফোঁটা

সবুজ উদাস মাঠ, দীর্ঘ শালবন
নির্জন শালিক আর শান্ত নদীতীর ;
আমাকে গ্রহণ করে না আর ব্যস্ত শহর, শহরের কৃত্রিম মানুষ
তাদের কপট দৃষ্টি, চতুর আঙুল
গ্রহণ করে না এই রঙিন ফোয়ারা,
ফ্লাডলাইট,
উজ্জ্বল আলোকসজ্জা,
আমাকে গ্রহণ করে না এই সান্ধ্য আসর
কোমল কার্পেট, এইসব বিখ্যাত দরোজা ;
একমাত্র ভালেবেসে গ্রহণ করে
স্নেহময় তোমার দুইটি হাত, দশটি আঙুল।

আর কার কাছে পাবো

এতোটুকু স্নেহ আর মমতার জন্য আমি কতোবার
নিঃস্ব কাঙালের মতো সবুজ বৃক্ষের কাছে যাই—
হে বৃক্ষ আমাকে তুমি এতোটুকু ভালেবাসা দাও,
বনস্পতি আমাকে দেখিয়ে দেয় তোমার দুচোখ
বলে, ওই দুটি নিবিড় চোখের কাছে যাও।

কতোবার এতোটুকু ভালোবাসা চেয়ে আমি
নির্জন নদীর কাছে যাই—
বলি, পুণ্যতোয়া নদী, আর কিছু নয়,
আমাকে একটু তুমি সহানুভূতির স্পর্শ দাও,
নদী আমাকে দেখিয়ে দেয় তোমার ঠিকানা
বলে, গাছপালা, নদী, বন রেখে তার কাছে যাও।

আমি এই ভালোবাসা চেয়ে বহুবার চঞ্চল ঝর্নার
কাছে যাই
হাত পেতে তার কাছে চাই এই তৃষ্ণার শীতল জলধারা,
সে আমাকে বলে, তোমার শুষ্ক বুক
যদি একটু ভেজাতে চাও—
সজল বর্ষার মেঘ কিংবা ওই স্নিগ্ধ
জলাশয় ফেলে

ছুটে যাও তার কাছে, পাবে জল ক্লান্তি.
পিপাসার।

ভেবো না যাইনি আমি আর কোনোখানে
বৃক্ষ, পত্র, অরণ্য, উদ্ভিদ, পাখি, প্রকৃতির কাছে
এতোটুকু ভালোবাসা চেয়ে কতোদিন
করেছি অপেক্ষা
অবশেষে এসেছি তোমার কাছে—
তুমি যদি না দাও আশ্রয়,
যদি না হয় আর্দ্র তোমার হৃদয়
তোমার এমন অনুভূতিশীল দুটি চোখ যদি
না বোঝে আমার দুঃখ—
তাহলে কীভাবে বলো নদী আর বৃক্ষের কাছে
স্নেহচ্ছায়া পাবো!

তোমার অবহেলায়

তোমার অবহেলায়
শুকিয়ে গেছে নদী
হারিয়ে গেছে স্রোত,
অথই সাগর ভীষণ মরুভূমি—
তোমার অদর্শনে
আকাশ কেঁদে সারা
পাহাড় গলে জল
মনে শোকের তুফান তোলো তুমি

তোমার উপেক্ষাতে,
সবুজ গেছে মরে
শুকিয়ে গেছে ফুল
বৃক্ষ উজাড়, নিঃস্ব বনাঞ্চল,
তোমার অনাদরে
অন্ধ দুই চোখ
স্বপ্ন সবই লুট
চিরআঁধার আমার ভূমণ্ডল।

শরশয্যা

ভীষ্মের চেয়েও বেশিদিন শরশয্যায় শুয়েছিলাম আমি
পুরো একটি উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ
শয্যাবাস সুখের কিছু নয়
কারাবাসের মতোই নিঃসঙ্গ
এই কয়েদীর জীবন
কেউ বোঝে না, কেউ বোঝে না।
এই শরশয্যায় আমার অনেকগুলো দিন কেটেছে
বাইরে তখন এপ্রিলের পুষ্পসজ্জা
গাছে গাছে নতুন পাতা, পাতার ফাঁকে কোকিলের ডাক
মন উদাস-করা সেই দুপুর, বিকেল ও সন্ধ্যায়
আমি একাকী শরশয্যায় শুয়ে আছি।
এভাবে বুকের মধ্যে কতো স্বর্ণচাঁপার গন্ধ নিয়ে
মন আকুল-করা পাখির ডাক নিয়ে
এই শরশয্যায় শুয়েছিলাম আমি
এক বছর তিন তিনটি মাস ;
তবু আমার শরশয্যার মেয়াদ শেষ হলো না,
নির্বাসন শেষ হলো না।

হারানো স্বপ্নের খাতা

কী যে দুঃখে আমার হৃদয় করে আর্তনাদ
মনে হয় বুকে হঠাৎ বিঁধেছে এসে একসাথে
এক লক্ষ তীর—
দেখি স্বপ্নের সমস্ত জমি দারুণ খরায় পুড়ে যায়।
আমি বুঝি কখনো পাবো না
নীলিমার নিবিড় সান্নিধ্যটুকু আর
শুধু অমানবিকতার কালো মেঘ
বারবার ঢেকে দেবে আমার আকাশ ;
আমি তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে
কেবল দেখবো এই পৃথিবীতে জীবনানন্দের অদ্ভুত আঁধার
তার বেশি আর কিছুই কি দেখা যেতে
পারবো না এই মনুষ্য জীবনে?

কোনো দয়াবান বৃক্ষের ছায়ায় মানুষের শাশ্বত উত্থান
ঘটবে না আর,
এই নদী কি হবে না শুদ্ধ পুণ্যতোয়া,
মেঘ করুণাধারায় সিক্ত,
কেবল দেখবো চোখে এই হিংস্র পশু
আর পঙ্গপাল ;
কবিতার একেকটি উপমা ও চিত্রকল্প দগ্ধ হবে
হিংসার আগুনে
তাকে নিয়ে নিরিবিলি বসার দুদণ্ড সময় কখনো
পাবো না আর
যখনই ভাববো মনে এই তো সময় এলো দুই চোখ মেলে
কেবল দেখার,
এই তো সময় এলো নৈঃশব্দ্যের অলিন্দে বসে একাকী
বিশুদ্ধ ভাবনার—
তখনই হয়তো দেখবো একসাথে ফুঁসে উঠবে অশান্ত
আগ্নেয়গিরি,
পাহাড় পড়বে ধসে, লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে সব
সেই ধ্বংস আর জলপ্লাবনের মধ্যে
কোথায় যে হারিয়ে যাবে
আমার স্বপ্নের এই খাতা ;
বারবার এই হারানো স্বপ্নের খাতা খুঁজতেই কেটে গেলো
সমস্ত জীবন।

কেবল তোমাকে ছাড়া

কোথাও কাউকে ছাড়া আটকে থাকে না
কোনো কিছু
কেবল তোমাকে ছাড়া বরফের স্তূপে সম্পূর্ণ আটকে যায়
আমার জাহাজ।
কোথাও কাউকে ছাড়া কিছুই থাকে না পড়ে
জানি
শুধু তোমার অভাবে অসম্পূর্ণ পড়ে থাকে
একটি জীবন
কতোকাল সেখানে হয় না সূর্যোদয়, শুধু

মেরুপ্রদেশের চিররাত্রি যেন ঢেকে রাখে
দিন,
কেবল তোমাকে ছাড়া সৌরমণ্ডলের
গতিবিধি স্তব্ধ হয়ে যায়
কম্পাসের কাঁটা ভুলে যায়
দিকনির্দেশ দিতে ;
থাকে না কিছুই পড়ে কোথাও কাউকে
ছাড়া
সবখানে সব কিছু চলে,
কেবল তোমাকে ছাড়া এই জীবন স্থবির নিশ্চল হয়ে যায়
হয় না কখনো সূর্যোদয়, পোহায় না এই
চিররাত।

হস্তরেখা

এতোদিন আমাকে দেখেও কিছু বুঝতে পারোনি
হস্তরেখা দেখে কতোটুকু বুঝবে আমাকে—
চোখ দেখে যদি না বোঝো
চোখের এই জল,
মুখ দেখে যদি এখনো না পেয়ে থাকো আমার কিছুই পরিচয়
তাহলে বলো না হাতের রেখায় আর কতোটুকু পাবে!
হৃদয়ের দিকে দুই চোখ বন্ধ করে রেখে
বলো একবার সামান্য হাতের দিকে চেয়ে
কতোটুকু আমাকে বা আর বোঝা যাবে
জানা যাবে ভূপ্রকৃতি, আমার স্বভাব ;
হাতের লেখার চেয়ে বেশি লেখা আছে এই বুকে
তার কিছুই না পড়ে যদি আমাকে বুঝতে চাও বড়ো ভুল হবে।

তোমার নিকটে

কেবল স্বপ্নের মধ্যে যেতে পারি আমি
তোমার নিকটে—
তা ছাড়া তোমার কাছে পৌঁছবার আর কোনো পথ খোলা নেই ;
সম্ভাব্য সকল রাস্তা অবরুদ্ধ, নৌ বা
বিমানপথে

সতত প্রহরা

স্থলপথ জুড়ে অনেক আগেই ঘন
কাঁটাতার,
এখন দেখছি আমাদের দুজনের মাঝে লক্ষ কোটি মাইল দূরত্ব
তোমার নিকটে যাওয়ার পথ এতো দীর্ঘ
এমনি অচেনা
তার চেয়ে বরং কলম্বাস কিংবা ভাস্কো ডা গামার
সমুদ্রযাত্রাও
ছিলো অনেক সহজ ;

এই দক্ষিণ মেরুর পথ পাড়ি দিয়ে উত্তর
মেরুতে
যেতে কোটি কোটি সৌরবর্ষ
হেঁটে যেতে হবে,
নৌপথে সেখানে যেতে
পৃথিবীর সবকটি মহাসাগর পাড়ি দিতে হবে কয়েক লক্ষ বার
দ্রুততম মহাশূন্যযানেও এই দূরত্ব পেরুতে গেলে
লেগে যাবে আরো অনেক জীবন ;
কেবল ঘুমের মধ্যে তোমার দুচোখে স্বপ্ন হয়ে
যেতে পারি আমি
সোনার কাঁকই দিয়ে খুব যত্নে বেঁধে দিতে পারি
ঘন চুল,
সহজে দেখতে পারি তোমার কোমল পায়ে কোথায়
ফুটেছে ঠিক কাঁটা,
ছড়ে গেছে কয়টি আঙুল, দুই ওষ্ঠে শুষে নিতে
পারি সব
রক্ত, পুঁজ, বিষ ;
কেবল সেখানে হাত ধরে পাশাপাশি বসতে পারি পার্কের ছায়ায়
কিংবা নির্জন লেকের ধারে,
কোনো মৌন রেস্তরাঁয়
এ ছাড়া তোমার নিবিড় সান্নিধ্যলাভ
কখনো সম্ভব নয়
তোমার আমার নিভৃতে বসার মতো
এতোটুকু নির্জনতা নেই এ শহরে—
একটিও সবুজ উদ্যান নেই, তিতির-শালিক নেই,

যার পাশে নিরিবিলি একটু বসতে পারি,
মৃদু স্বরে একটু করতে পারি বাক্যালাপ
এমনকি পরস্পর সামান্য কুশল-বিনিময়।
এই সমস্ত দূরত্ব আর বাধার প্রাচীর ভেদ করে
কেবল স্বপ্নের মধ্যে অনায়াসে যেতে পারি আমি
তোমার নিকটে।

কে আর জানতে চায়

কে আর আমার কথা জানতে চায়
এই অরণ্য উদ্ভিদ, শুঁয়োপোকা
এই নদী, প্রিয় বৃক্ষ, তারাভরা রাতের আকাশ,
লক্ষবার মাড়ানো ফুটপাত, রেস্তরাঁর সান্ধ্য আড্ডা
বন্ধুদের চকচকে চোখ, কে আর জানতে চায় বলো
কে আর প্রশ্ন করে, আমি কীরকম আছি!
বলো কে আর আমার কথা জানতে চায়
এই জলের ফোয়ারা, রক্তিম গোলাপ,
মাঘের কোকিল, ঘন কৃষ্ণচূড়া
কিংবা বৃষ্টিভেজা কাক,
এমনকি পাড়ার এই যে নেড়িকুত্তা সেও কি কখনো
জানতে চায় আমার সংবাদ
কোনো রাতজাগা পাখি ভুলেও কি বলে কখনো আমার নাম
প্রতিবেশী সেও কি চেনে এখন আমাকে,
শহরের সবচেয়ে পরিচিত রাজপথ, আইল্যান্ড
দিনরাত দুই পায়ে ভেঙে-যাওয়া সিঁড়ি, লম্বা সাঁকো
কুঁড়েঘর, উঁচু অট্টালিকা
কে আর আমার কথা জানতে চায়,
আমি নিজেই নিয়েছি বেছে এই নির্বাসন
অদৃশ্য টানেলে।

কতোই তো মিথ্যে বলি

কতোই তো মিথ্যে বলি, কিন্তু কেন যে
তোমার কাছে সামান্য একটু মিথ্যে বলতে গেলেও

কেঁপে ওঠে বুক, জিভ একটু নড়ে না—
দুটি ঠোঁট কেমন নিশ্চল পাথর হয়ে যায় ; মনে হয়
কখনো হবে না আর বাকস্ফূর্তি,
বর্ষার বৃষ্টিতে ভেজা কোমল পাতার মতো
কেবল কাঁপতে থাকি আমি।
তাই স্থানকাল ভুলে যা কিছু বলার
অকপটে তোমাকে বলেছি
কী এমন ক্ষতি হতো একটু আড়াল করে রাখলে তোমাকে
বৃক্ষের বুকের মধ্যে, কচি কলাপাতার আড়ালে
কিংবা ক্ষতি হতো কী এমন মিথ্যে ছলনার একটু আশ্রয় নিলে
করলে কিছুটা অভিনয় ;
মিথ্যে তো কতোই বলি, আমি কোনো পুণ্যশ্লোক নই,
তবু কেন যে তোমার কাছে হৃদয়কে অন্য নামে
ডাকতে পারিনি—
আবেগের ভরা নদীকে আমার করতে পারিনি অবহেলা,
কোথাও রাখিনি কোনো অস্পষ্টতা,
গোধূলি-কুয়াশা
যা বলার ছিলো মুখ ফুটে তখনই বলেছি
যেমন আকাশে
ফোটে সন্ধ্যাতারা, বর্ষায় কদম।

কেন ভাঙবে না

তবে কি কিছুই থাকবে না আর স্থির
দীর্ঘ বটের ছায়া, স্বচ্ছ নদীর ধারা,
অটল পাহাড়, চিরসবুজ প্রকৃতি?
ভাঙছে লক্ষ্মী বউয়ের ঘর, চেনা পথ, চিরায়ত গ্রাম
ভেঙে যাচ্ছে সাম্রাজ্য, সভ্যতা, দেশ,
শহর, সমাজ—
মূল্যবোধ ভেঙে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীন মানচিত্র
ভেঙে যাচ্ছে জীবন, সংসার, সঙ্ঘ,
সমস্ত মানুষ—
এই ভয়াবহ ভাঙনের কালে কেন বন্ধুত্ব ভাঙবে না,
আর ঝরবে না প্রিয় ফুল, প্রিয় সন্ধ্যাতারা?
কিছুই থাকবে না স্থির, ভোরের শিশির

আর বিকেলের এই মুগ্ধ গান—
থাকবে না প্রীতির প্রসন্ন হাত,
আবেগের প্রসারিত বুক,
ভাঙছে সভ্যতা, সঙ্ঘ, কেন ভাঙবে না
আমাদের যৌথ জীবন?

দুঃখীর জীবনে তুমি

এই দুঃখীর জীবনে তুমি ফোটাও
সামান্য দুটি ফুল,
না হোক গোলাপ-চাঁপা নিরিবিলি
দুইটি বকুল ;
আমার তাতেই হবে চাইবো না
অনন্ত আকাশ,
কেবল শিশির দিলে একফোঁটা
ভুলি দীর্ঘশ্বাস।
এই দুঃখীর জীবনে তুমি দিও
এতোটুকু ছায়া,
জলভরা মেঘ যদি নাই পাও
কিছু স্নেহমায়া ;
এই দুঃখীর জীবনে তুমি জ্বেলে
দাও সন্ধ্যার আলো—
তাতেই উঠবো হয়ে আলোকিত,
হয়ে যাবো ভালো।

খণ্ড কবিতা

কান পেতে শোনো হাহাকার
এই অশ্রু, দুঃখভার
কেবল কবিই জানে মন্ত্রশুদ্ধি তার
আর
চারদিকে নরক গুলজার ;
চাঁদ ওঠে, চাঁদ ডুবে যায়
এই শুরু, শেষের অধ্যায়

কবি বসে তবু গান গায়
হায়
নামে রাত্রি, দিনের বিদায়।

কী লাভ প্রত্যাশা করে

কী লাভ মরুর কাছে বৃক্ষের শীতল ছায়া চেয়ে
ঊষর মাটির বুকে চেয়ে আদিগন্ত গাঢ় তৃণভূমি—
এই পাথরের কাছে চেয়ে প্রীতির পরশ,
আর চৈত্রের দগ্ধ আকাশের কাছে করে মেঘের প্রার্থনা।
রুদ্ধ কারাপ্রাচীরের দেয়ালে কী লাভ ব্যর্থ মাথা কুটে
ফণিমনসার কাছে চেয়ে বকুলের স্নিগ্ধ
অনুভূতি,
প্রশান্ত নদীর এই অভাব বলো না কীভাবে
মেটাবে মরুভূমি?
হৃদয়ে পড়েছে চড়া,
কী লাভ প্রত্যাশা করে প্রীতি-ভালোবাসা
আর সমবেদনার সামান্য শিশির।

এই রাহুগ্রাস, কুজ্ঝটিকা

এসব দেখার আগে কেন অন্ধ
হলো না দুচোখ,
কেন এসব শোনার আগে শ্রবণেন্দ্রিয়
হলো না বধির
বারেবারে আমি কেন দেখলাম এই অগ্নিস্রোত,
রক্তধারা, খাণ্ডবদাহন
কেন নরমুণ্ড গড়াগড়ি যায় ধরিত্রীর বুকে।
আর কতো তাহলে দেখবো আমি এই রাহুগ্রাস,
এই কুজ্ঝটিকা
একে একে এই নখদন্ত, থাবা,
আর কতো এইভাবে দগ্ধ হবে গ্রাম, লোকালয়
কতো আর শুনবো আমি অসহায় করুণ ক্রন্দন,
হাহাকার।

মানুষের চিরায়ত মূল্যবোধ তাহলে কি সবই
মানুষের হাতে ধ্বংস হবে
তার ভাবমূর্তি সবই খোয়াবে মানুষ ;
আমি কতো আর দেখবো এই ধ্বংস, মৃত্যু, বিভীষিকা,
বিনাশের ছবি,
এই রক্তনদী, বহ্নুৎসবের দৃশ্যগুলি—
আর কতো লিখবো আমি বারে বারে বিষণ্ন এলিজি
গণ্ডূষে করবো পান সমুদ্রমন্থন শেষে এই হলাহল।
এই রাহুগ্রাস, কুজ্‌ঝটিকা, অনন্ত সূর্যাস্ত
কেন বারবার আমাকে দেখতে হবে—
এসব দেখার আগে কেন তবে
অন্ধ হলো না দুচোখ,
কেন বধির হলো না কান, খঞ্জ হলো না এই পা!

হিংসা তার আদিগ্রন্থ

মানুষ কিছুই শিখলো না আর, কিছুই শিখলো না
এইসব বয়স্ক বালক—
শুধু আদিবিদ্যা তীর ছোঁড়া ছাড়া তার কিছুই হলো না শেখা,
কেবল শিকার আর রক্তপাত ব্যতীত বিশেষ কোনো পাঠ
করলো না শেষ বুঝি এই নির্বোধ মানুষ ;
মনে হয় হিংসা তার আদিগ্রন্থ, শেষ বই
এই রক্তপাত
তাই কি এখনো তার চোখেমুখে লেখা সেই আদিম অক্ষর?
সে কোনো নিলো না শিক্ষা আলোকিত দিবসের কাছে
উজ্জ্বল সূর্যের কাছে, দ্যুতিময় নক্ষত্রের কাছে—
তার যা কিছু সামান্য বিদ্যা অন্ধকার রাত্রি আর
বধ্যভূমি, পিশাচের কাছ থেকে শেখা।
কখনো বসলো না সে হাঁটু গেড়ে স্নিগ্ধ নদী, নীলাকাশ,
শ্যামল বৃক্ষের পাদদেশে—
শিশুর পবিত্র মুখ থেকে নিলো না সে অনন্ত সুঘ্রাণ,
[illegible]
আজো সে তেমনি কুরুক্ষেত্রে দুষ্ট দুঃশাসন।
পাঁচ সহস্র বছর আগে যেখানে সে ছিলো
এখনো তেমনি সেখানেই হামাগুড়ি দেয়, চার পায়ে হাঁটে

এর বেশি কিছুই হলো না তার শেখা
এক চুলও এগুলো না তার এই অনড় জাহাজ।
ঘুরে ফিরে সেখানেই ফিরে এলো অর্বাচীন অথর্ব মানুষ
নিজেকে ধ্বংস করা ছাড়া সম্ভবত কিছুই হলো না জানা তার—
আর অপরের হৃদয় রক্তাক্ত করা ছাড়া কিছুই শিখলো না
এই মানুষ নামের দ্বিপদ প্রাণীরা।
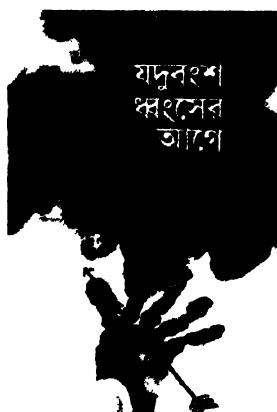
যদুবংশ
ধ্বংসের
আগে

যদুবংশ ধ্বংসের আগে

যদুবংশ ধ্বংসের আগে

এ কী বৈরী যুগে এসে দাঁড়ালাম আমরা সকলে
সূর্য নিয়ত ঢাকা চিররাহুগ্রাসে, মানবিক
প্রশান্ত বাতাস এখন বয় না কোনোখানে
শুধু সর্বত্র বেড়ায় নেচে কবন্ধ-দানব ;
তাদের কদর্য চিৎকারে ফেটে যায় কান,
চোখ হয়ে যায় কী ভীষণ রক্তজবা, সহসা
দিগন্ত জুড়ে নেমে আসে ঘোর সন্ধ্যার আঁধার।
কিছুই যায় না দেখা চোখে, নিঃশ্বাসও
হয়ে ওঠে পাথরের মতো ভারী, যেন কোনো
পাতালপুরীতে পড়ে আছি নিঃসঙ্গ কয়েদী ;
এখানে সতত দেখি কোনো এক
দ্বিপদ প্রাণীর বিচরণ, মানুষের মতো, কখনো
মানুষ নয়, এই ছায়া-মানুষের পাশে
দিন কাটে, রাত্রি শেষ হয় ; পাই না তৃষ্ণার
এককোঁটা জল, একটু শীতল ছায়া,
মনে হয় কোনোদিন নিভবে না এই দোজখের নৃশংস আগুন।
এ কোন ঘাতক-যুগে এসে দাঁড়ালাম আমরা সবাই,
তবে কি এসব কিছু যদুবংশ ধ্বংসেরই আগের নিশানা!

মানুষের জন্যে একটি বিনীত প্রার্থনা

আকাশকে বলো তার বিশাল বুকের মধ্যে
মানুষের জন্যে এককোঁটা ভালোবাসা যেন রেখে দেয়,
একবিন্দু স্নেহ আর মমতার ছোঁয়া দেয় যেন
সবুজ অরণ্য, এই বনস্পতি
যেন মানুষের জন্যে তার বল্কলের নিচে
একটু সহানুভূতির কোমল শিশির যত্ন করে রাখে ;
এই নদী যেন স্বচ্ছ জলধারা রাখে বুক ভরে,
নক্ষত্রমণ্ডলী দেয় আলো, চাঁদ প্রীতির পরশ—
সুনীল সাগর যেন মানুষের জন্যে রেখে দেয়
অনন্ত সান্ত্বনা, তৃণক্ষেত্র অপার শুভেচ্ছা।
বৃক্ষ তার স্নেহপ্রীতিময় বিশুদ্ধ বাতাস
মানুষের জন্যে যেন রেখে দেয় ; বড়োই নিঃস্ব আজ এখানে মানুষ।

প্রিয়তমা

প্রিয়তমা, প্রিয় প্রিয়তমা,
না তাতেও যোগ্য সম্বোধন হলো না
তোমার—
প্রিয় শব্দটির সঙ্গে একলক্ষ বার
তমা বসিয়েও
প্রকৃত আবেগ যুক্ত করতে পারবো না কোনোদিন ;

প্রিয়, প্রিয়, তমাতমা,
তমা তমা, প্রিয়,
প্রিয় প্রিয় তমা, না, কোনোকিছুই
যোগ্য নয়,
সুন্দরীতমা, তার চেয়েও বেশি
সুন্দর তুমি
প্রিয়তমা, তার চেয়েও বেশি
তুমি প্রিয়।
মানুষ কতোটা পারে, কতোটুকু পারে
প্রিয়তমা বলে তাই লজ্জা পাই,
জানি—তুমি তার চেয়ে কতো
বেশি ;

প্রিয়তমা বলে তাই ভাবি
সব বুঝি বলা
হয়ে গেলো—
ভাবি কতো বেশি বুক ভরে তোমাকে
ডাকলাম।

তবু কেন

চোখে তোমার চাঁদের সরোবর
আকাশ এসে বেঁধেছে তার ঘর,
মেঘের সাথে মিলেছে বুঝি নদী
বিদায় জানায় শস্য নিরবধি।

আমার চোখে তপ্ত মরুভূমি
তবু এসে দাঁড়াও যদি তুমি,
হঠাৎ যেন কেমন করে হয়
মরুর বুকে শান্ত জলাশয়।

সত্যি তখন গুলিয়ে ফেলি সব
দুঃসময়েও করি এ উৎসব,
তোমার চোখে চাঁদের সরোবর
তবু কেন আঁধার আমার ঘর!

শিশুশিক্ষা

আর কার কাছে বলো শিখি মাতৃভাষা
শিখি মাতৃসম্বোধন, শিখি ভালোবাসা,
বন্ধুকে জড়িয়ে বুকে বন্ধু বলে ডাকা
সজল করুণ চোখে পথ চেয়ে থাকা ;

কার কাছে শিখি স্নেহ, অনুরাগ, প্রীতি
মীরের গজল আর এই প্রেমগীতি—
কার কাছে শিখি নৃত্য, মীরার ভজন
শিখি প্রেম, শিখি বিদ্যা, আত্মনিবেদন।

বয়স্ক বালক পাঠে দেই নাই মন,
তুমি তার শিশুশিক্ষা, শেষ অধ্যয়ন।

করো বিষপান

কাউকে বলার নেই কিছু, শুধু নিজে
নিঃশব্দে এই বিষপান করা ছাড়া ; যেন
নিজের ওষ্ঠও না জানে কখনো
এই বিষপান ; পবিত্র হৃদয়ে পান করো
হেমলক বিষ। কাউকে বলো না কিছু
অবিরাম হোক রক্তপাত, হৃদয় বিদীর্ণ
হোক, মাথায় পড়ুক ভেঙে নাহয় আকাশ

কাউকে বলো না কিছু, শুধু নিজে
পান করো তুমি নিজের গরল।

তোমাকে যাইনি ছেড়ে

তোমাকে যাইনি ছেড়ে আম-জাম
কাঁঠালের বন,
অশ্বত্থ-হিজল-বট, ঘুঘু-ডাকা চৈত্রের দুপুর—
এই খেয়াঘাট পার হয়ে কতো আত্মীয়-বান্ধব
চলে গেছে,.
এই গাঁয়ের হালট ধরে চলে গেছে নয়াদা
ও রাঙা বৌদি
আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে
কাকিমা ও তার কিশোরী মেয়েটি ;

সেই কবে মামাদের এতো বড়ো রায়বাড়ি
শূন্য হয়ে গেছে—
শিশুদি ও উষা পিসিমার কথা আজকাল
বড়ো মনে পড়ে যায়—

তারা কে এখন কোথায় আছেন, শুনেছি
কয়েক বছর আগে শিলিগুড়িতে গত হয়েছেন
আমার জেঠতুতো বড়ো ভাই,
শৈশবের সেইসব সঙ্গী, কতো প্রিয় মুখ
এভাবে এখন দূর স্মৃতি হয়ে গেছে ;

তবু তোমাকে কেমন করে ছেড়ে যাই, কার
ভয়ে, কার রক্তচক্ষু দেখে,
লোমশ নখর দেখে বলো—
একুশের বইমেলা, শহীদমিনার,
পয়লা বৈশাখের বটমূল, রমনার মাঠ—
আমার কতো যে প্রিয় তুমি এই বঙ্গোপসাগর,
করতোয়া, ফুলজোড়, অথই উদাস বিল,
পুকুরের শাদা রাজহাঁস,
নিবিড় বটের ছায়া, ঘন বাঁশবন।

তোমাকে কেমন করে ছেড়ে যাই পিতার সমাধি
বন্ধুর কবর, আজানের ধ্বনি
বাউলের ভজন-কীর্তন—
তোমাকে কেমন করে ছেড়ে যাই ধানক্ষেত, মেঠোপথ,
স্বদেশের সবুজ মানচিত্র,
তোমাকে কেমন করে ছেড়ে যাই প্রিয় নদী,
প্রিয় ঘাস, ফুল।

পারিনি

পারিনি কিছুই আমি, এই ঝড়
তছনছ করে দিয়ে গেছে বাড়িঘর,
ওলটপালট করে গেছে বন
ভিতর-বাহির ত্রিভুবন ;
মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে প্রিয় কচি চারা
পারিনি রাখতে তাকে খাড়া,
কেমন পড়েছে ঢলে লাউ-কুমড়ো লতা
তাকে দেইনি আশ্রয়-উষ্ণতা ;
কিছুই পারিনি আমি, ঘূর্ণিঝড়
করেছে তছনছ আমার সংসার-ঘর,
বুক দিয়ে ঠেকাতে পারিনি বিপর্যয়
বাঁচাতে পারিনি তোকে, ওরে কিশলয়।

৯ জুলাই থেকে ৫ সেপ্টেম্বর

৯ জুলাই থেকে ৫ সেপ্টেম্বর
ক্যালেন্ডারে দুমাসেরও কম সময় :
আমি জানি এই দুই মাসে
পৃথিবীর কমপক্ষে একশো বছর বয়স বেড়েছে।
তার চোখে পড়েছে ছানি, মুখে আরো ভাঁজ
আকাশ থেকে খসে পড়েছে অজস্র নক্ষত্র,
অন্তত কয়েক কোটি গোলাপ ফুলের মৃত্যু
আর শত শত নদীর অনন্ত বিদায় ;
৯ জুলাই থেকে ৫ সেপ্টেম্বর
মনে হয় একযুগ একশো বছর।

বিশ্বাস করো না

বিশ্বাস করো না মেঘ, ফুলদানি, পল্লবিত পাড়া
এই উজ্জ্বল এভেন্যু, মগ্ন ফুটপাত,
লোকালয়, ব্যস্ত স্ট্রিট, ফ্ল্যাটবাড়ি
গ্রিলের বারান্দা, ম্যাকসি-পরা সুন্দরীর মুখ,
বিশ্বাস করো না এই দুপুর-বিকেল, সন্ধেবেলা।
বিশ্বাস করো না এই কৃষ্ণচূড়া, মাধবীলতার বন
দেয়াল-প্রাচীর, লোহার সুঠাম গেট,
পুলিশের চেনা বাঁশি, ভেঁপু, শেষ বেল ;
বিশ্বাস করো না এই কংক্রিটের ফাঁকা রাস্তা
সবুজ ঘাসের মাঠ, বিশাল দালান
ইট, কাঠ, লোহা, ফুল, চাবি, ফুটবল,
হকিমাঠ, ফড়িং, মৌমাছি, কাকাতুয়া
নির্জন পুকুর ঘাট, শহরের উজ্জ্বল চৌরাস্তা।
বিশ্বাস করো না এই জামার পকেট, ট্রাউজার
সহিষ্ণু কোমল হাত, পেনসিল, মোমবাতি
হলঘর, বেঞ্চি, চেয়ার, লতাপাতা ;
কিছুই জানো না তুমি কখন এই নিবিড় আকাশ
শান্ত নদী, স্তব্ধ জনপদ
উঠবে ভীষণ ফুঁসে, সভ্যতার এই হাত
আদিম অরণ্য হয়ে যাবে : কখন
হিংস্র হায়েনার মতো নগরস্থাপত্য, অট্টালিকা
হঠাৎ আসবে ছুটে, কিছুই জানো না।

এই আঙুল আর কিছুই স্পর্শ করতে চায় না

আমার হাতের দিকে তাকিয়ে আমি
চিনি না এই হাত কি আমার হাত
মনে হয় মৃত মানুষের আঙুল যেন আমার হাতে ;
আমার চোখ এখন বিবর্ণ মাছের চোখ হয়ে গেছে
আমি নিজের দিকে তাকিয়ে ভীষণ আঁতকে উঠি,
এই হাত আমার নয়, এই চোখ আমার নয়
আমার হাতে মৃত মানুষের হাত, আমার চোখে
মৃত মানুষের চোখ

বুকে অসম্ভব ভারী কয়েক লক্ষ টন পাথর ;
মনে হচ্ছে হঠাৎ কতোদিন পর ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে
বুঝি বেরিয়ে এলাম
আমার শরীরে অনেক মৃত্যুর ভিজে গন্ধ।
এখন এই হাতের দিকে তাকিয়ে মনে হয়
ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা এই হাত
চোখ মৃত মাছের চোখের মতো ঘোলা,
এই আঙুল তাই কিছুই আর স্পর্শ করতে
চায় না
সে জানে তার জন্যে এখন শীতকাল, এক দীর্ঘ
শীতকাল।

আমার কলম যেন

আমার কলম থেকে যদি নাও নেমে আসে
স্রোতস্বিনী ঝর্নাধারা,
নাও ফোটে অনন্ত বকুল—
যদি কারো দীর্ঘশ্বাস আমার কলমে নাই-ই হয়ে
ওঠে মরমীয়া গান,
নাই-ই হয় প্রাচীন বৃক্ষের ছায়া, শান্ত জলাশয়,
গাভীর সজল চোখ
কিংবা তোমাদের মতো স্বর ও মাত্রার মুগ্ধ সেরেনাদ,
জিপসি মেয়ের হাসি, গথিক শিল্পের কাজ—
তবু আমার কলম যেন না ফোটায় হুল,
যত্রতত্র না দেয় আঁচড়, না ছড়ায় পরিবেশ দূষণের বিষ,
না আনে মাছের মড়ক আর সংক্রামক ব্যাধি
দাঁতে-নখে সে যেন কখনো হয়ে না ওঠে
প্রবল :
আমার দরিদ্র কলম যেন ভালোবাসার প্রতি
কোনোদিন মুখ না ফেরায়।
সিম্ফনি না হোক আমার কলম যেন
কখনো না হয় বিষমাখা তীর,
না হয় রক্তাক্ত ছোরা, খুনীর পিস্তল,
আমার কলমে যেন না লাগে কখনো
কসাইখানার রক্ত ;

এই নিঃস্ব কলমে যদি কখনো না থাকে কালি
সে যেন না মাখে ক্লেদ,
না ডোবায় ঠোঁট পূতিগন্ধময় নর্দমায়
তার মুখ থেকে না বেরোয় পচা ডোবার দুর্গন্ধ।
আমার কলম খুব নিরিবিলি থেকে যাক
অজ্ঞাত-অচেনা,
শুনুক নিন্দার গ্লানি—
তবু সে যেন কখনো না ডোবে পঙ্কিলতার গহ্বরে।
যতো তুচ্ছ হোক তার লেখাজোখা, সে যেন এমনি
ভোরের শিশিরে ধুয়ে নেয় চোখ,
সিক্ত হয় দুফোঁটা অশ্রুতে—
আকাশের কাছ থেকে নেয় যেন পাঠ,
হৃদয় নামক হ্রদে সে নিত্য করে যেন
পুণ্যস্নান।
যতোই নগণ্য হোক সে যেন এইভাবে
লিখে রাখে একটি প্রেমের পঙ্‌ক্তি
পাখির উদাস শিস, শস্যের
নিবিড় ঘ্রাণ,
নদীর কল্লোল, অরণ্যের শুদ্ধ লোকগীতি
আমার কলম যেন উদ্‌গিরণ না করে কখনো
বিষ্ঠা, বমি, কফ ;
আমার কলম যেন ভালোবাসা ভুলে না যায় কখনো

তুমি চলে যাবে বলতেই

তুমি চলে যাবে বলতেই বুকের মধ্যে
পাড় ভাঙার শব্দ শুনি—
উঠে দাঁড়াতেই দুপুরের খুব গরম হাওয়া বয়,
শার্সির কাচ ভাঙতে শুরু করে ;
দরোজা থেকে যখন এক পা বাড়াও আমি
দুই চোখে কিছুই দেখি না—
এর নাম তোমার বিদায়, আচ্ছা আসি, শুভরাত্রি,
খোদা হাফেজ।
তোমাকে আরেকটু বসতে বললেই তুমি যখন
মাথা নেড়ে না, না বলো

সঙ্গে সঙ্গে সব মাধবীলতার ঝোপ ভেঙে পড়ে ;
তুমি চলে যাওয়ার জন্যে যখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকো
তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর আরো কিছু বনাঞ্চল উজাড়
হয়ে যায়,
তুমি উঠোন পেরুলে আমি কেবল শূন্যতা শূন্যতা
ছাড়া আর কিছুই দেখি না
আমার প্রিয় গ্রন্থগুলির সব পৃষ্ঠা কালো কালিতে ঢেকে যায়।
অথচ চোখের আড়াল অর্থ কতোটুকু যাওয়া,
কতোদূর যাওয়া—
হয়তো নীলক্ষেত থেকে বনানী, ঢাকা থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট
তবু তুমি চলে যাবে বলতেই বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে
সেই থেকে অবিরাম কেবল পাড় ভাঙার শব্দ শুনি
পাতা ঝরার শব্দ শুনি—
আর কিছুই শুনি না।

কিছুই পারিনি

আমি কিছুই পারিনি, ঠেকাতে পারিনি এই
অশুভ ভাঙন,
এই ধ্বংস, সর্বনাশ—
আমার চোখের সামনে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেলো
মানুষ, পৃথিবী
আমি তার পথ রোধ করে দাঁড়াতে পারিনি।
কিছুই পারিনি আমি, শুয়ে পড়ে থামাতে
পারিনি জল, রক্তস্রোত
একটি শিশুর বুকে পারিনি আশার ফুল কখনো ফোটাতে :
আমার সম্মুখে কতো ঝরে গেলো মানুষের স্বপ্ন-ভালোবাসা
নীরবে শুকিয়ে গেলো কতো হৃদয়াবেগ—
আমি ঠেকাতে পারিনি এই বিচ্ছেদ-বিরোধ,
হানাহানি,
ঠেকাতে পারিনি এই ঘরভাঙা, ব্যবধান, সমূহ পতন।
কিছুই পারিনি আমি, থামাতে পারিনি একটি
কান্নার রোল,
নেভাতে পারিনি কোনোখানে দাউদাউ হিংসার আগুন
পারিনি মোছাতে দুচোখের অবিরল অশ্রুধারা—
কতো মানচিত্র মুছে গেলো, আমি কিছুই পারিনি।

না-লেখা কবিতাগুলি

পথে পথে ঘুরে দেখি না, না, হারিয়ে যায়নি
একটিও না-লেখা কবিতা—
আছে আগুনে, ইথারে, বাষ্পে,
সবকটি মৌলিক পদার্থে,
তৃণক্ষেত্রে, সমুদ্রে, আকাশে আছে এই না-লেখা কবিতা।
দেখি তাকে কারো চোখে হয়ে আছে দুফোঁটা
নিবিড় অশ্রু,
কারো বুকে অবিরাম তপ্ত দীর্ঘশ্বাস—
কোথাওবা ফুটে আছে সবচেয়ে সুদৃশ্য গোলাপ
সুনীল আকাশে রাশি রাশি তারা :
সব মানুষের বুকের ভেতরে আছে যে অনন্ত ফল্গুধারা
স্বচ্ছ সরোবর, স্নেহমমতার স্বর্ণখনি
অলিখিত আমার কবিতাগুলি সেই নায়েগ্রার জলের প্রপাত
এই না-লেখা কবিতা দেখি মাঝে মাঝে একাকী ঝর্নার জলে
ভেজায় বিশুষ্ক কণ্ঠ যেন তৃষ্ণার্ত হরিণ,
যা কিছু সুন্দর, অপরূপ, মনোমুগ্ধকর
কিংবা ভীষণ কুরূপ, কদাকার
তার দিকে তাকিয়েও মনে হয় একেকটি না-লেখা কবিতা :
তারা কখনো দেখেনি মুখ আলো-বাতাসের
কোথায় যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কোথাওবা
হয়ে আছে সবুজ প্রেইরী,
কোথাওবা ছায়াঘেরা শান্ত বনস্পতি, এই না-লেখা কবিতা।

কবিতা শোনো, চাঁদ ও আকাশ

মাঝে মাঝে মধ্যরাতে ভীষণ খারাপ হলে মন
একটি কবিতা পড়ে শোনাই তোমাকে, সপ্তর্ষিমণ্ডল ;
প্রিয় চাঁদ, তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে এই কবিতার কয়টি লাইন
বারবার কেবল শোনাই, যেন কবিতার তুমি মুগ্ধ শ্রোতা!
কখনোবা দুইটি লাইন লিখে রাখি অন্ধকার আকাশের গায়ে
যেন কোন আদিম মানুষ গুহাগাত্রে আঁকে পশুপাখিদের ছবি,
মাঝে মাঝে এই কবিতার সবচেয়ে মনোযোগী শ্রোতা হয়ে ওঠে
নক্ষত্রখচিত রাত্রির আকাশ, প্রিয়চাঁদ, স্রোতস্বিনী নদী :

শুধু তুমি আর এখন শোনো না এই নিরিবিলি কাব্যপাঠ
তাকাও না চোখ তুলে কোনো বর্ণময় উপমার দিকে,
তুমি মগ্ন হয়ে অন্যকিছু দেখো, শোনো হরিণের ক্ষিপ্ত পদধ্বনি
একটু আমার দিকে তাকানোর পাও না সময়।
আমি তাই আকাশকে ভালোবেসে শুনাই কবিতা
তোমরা ঘুমাও, আকাশ তবুও জেগে থাকে, চাঁদ থাকে।

তুমিও নিশ্চিত শত্রুপক্ষে চলে যাবে

অবশেষে তুমিও নিশ্চিত শত্রুপক্ষে
চলে যাবে—
যেদিকে সবাই যায়,
থাকবে না আর কেউ আমার দিকে
শুধু এই শূন্য হাত ছাড়া, এই ছায়া ছাড়া,
অশ্রুজল ছাড়া ;
আকাশে যেমন থাকে শুধুই আকাশ
প্রেমিকের বুকেও তেমনি থাকে শুধু দীর্ঘশ্বাস,
ধু-ধু খালি বুক ;
প্রবল স্রোতের মুখে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডে আরোহীর পাশে
কে আর বলো না থাকে—
হাজার হাজার ফুট পর্বতশিখর থেকে গড়িয়ে পড়া
মানুষের পাশে কে আর দাঁড়ায়!
তুমিও নিশ্চিত চলে যাবে হাত ধরে চোখের সামনে দিয়ে
শত্রুর তাঁবুতে
উৎফুল্ল জলসায়, আলোকিত মঞ্চে,
কলহাস্যময় সভাস্থলে—
নিজের ছায়ার সঙ্গী আমি যেন
গৃহযুদ্ধে সর্বস্ব হারানো উদ্বাস্তু।
অবশেষে কিছুই থাকে না, সন্ধ্যাতারা, মুগ্ধ চাঁদ,
প্রিয় কৃষ্ণচূড়া
এমনকি তুমিও না ;
শেষে কিনা তুমিও নিশ্চিত চলে যাবে
শত্রুপক্ষে, তাদের দলেই
দুই চোখে মরুর শূন্যতা নিয়ে বসে থাকি যেন
ব্যথিত আরব।

জল দাও সত্তার শিকড়ে

জলের সান্নিধ্য ছাড়া কিছুই বাঁচে না
এই ফলবান বৃক্ষ, তৃণভূমি
কিংবা হৃদয় :
জল চায় এই রুক্ষ ক্ষেত, মনোভূমি
ভালোবেসে জল দাও সত্তার শিকড়ে।
রৌদ্রতপ্ত সবার জীবন, মরুভূমি গ্রাস করে
সকল সবুজ
পুড়ে যায় মাঠ, বন, চারু শিল্পকলা,

মানুষের শুভবোধ সঙ্কুচিত দারুণ খরায়
এই দাহময় দুঃসময়ে জল দাও
সত্তায়, মাটিতে :

আবার সবুজ হোক বনভূমি, সবার জীবন,
আমার আকাশে হোক জীবনের সজল বর্ষণ।

কেন এই বুকে আগুন ঝরালাম

আমার কবিতার প্রতিটি লাইন
ব্যর্থ,
প্রতিটি চিত্রকল্প অর্থহীন, উপমা নিরর্থক—
তোমার চোখের একটু দৃষ্টি ফেরাতে পারেনি আমার
ছায়াচ্ছন্ন বিষাদ-পঙ্ক্তিমালা
তোমার বুকে একটুও দোলা জাগাতে পারেনি,
সৃষ্টি করতে পারেনি মধ্যরাত্রির চঞ্চলতা
কিংবা নক্ষত্রলোকের কোনো রহস্য,
তোমাকে নিয়ে ছায়াপথে হেঁটে যায়নি কেউ
তোমাকে আরো রহস্যময়ী করতে পারেনি আমার
একটি লাইন—
স্বপ্নে স্বপ্নে একটি মুহূর্তের জন্যেও উন্মাদ করে
দিতে পারেনি তোমাকে
ঘরছাড়া করতে পারেনি একটিবারও,
উধাও হতে সামান্য পরামর্শ দিতে পারেনি,

শস্যক্ষেত্রের কম্পন জাগাতে পারেনি তোমার দেহে—
স্তনযুগল অপরূপ শিহরনে
সিক্ত ও রোমাঞ্চিত
করতে পারেনি
একটি গাঢ় উপমা আমার :
একটি উষ্ণ চুম্বনের জন্যে বর্ষণসিক্ত মাটির মতো
উন্মুখ করতে পারেনি তোমার ওষ্ঠ,
তোমার করতলে ফোটাতে পারেনি চন্দ্রমল্লিকা
বর্ষার মেঘ হয়ে, বাউল সন্ন্যাসিনী হয়ে
গান গাইতে গাইতে উন্মাদ করে তুলতে পারিনি তোমাকে
ক্ষণকালের জন্যে—
বার্লিন কিংবা প্যারিসের রাস্তায় ওষ্ঠে ওষ্ঠে যুগলবন্দী হতে
একবারের জন্যেও ব্যাকুল করতে পারেনি
আমার একটি পঙক্তি,
তোমার কানে একবারও দিতে পারেনি পাখির শিস,
বুকে সমুদ্রের দোলা—
কক্সবাজারের বেলাভূমির দিকে একবারও তোমার হুহু বিষণ্ণতা
সৃষ্টি করতে পারেনি
এই পদ্য,
তুমি যে সুন্দর, অতি সুন্দর, আরো বেশি সুন্দর
সেই আশ্চর্য রহস্যময় ভাস্কর্য একটিবারও
তৈরি করতে পারেনি আমার
এই ব্যর্থ পঙক্তিমালা ;
তাহলে কেন পল্টন থেকে পল্লবী
চষে বেড়ালো আমার দুচোখ,
কেন ঢাকার সব কৃষ্ণচূড়া সারা বছর ফুটিয়ে
রাখলো বুকের ভেতর—
তবে কেন এই বুকে আগুন ঝরালাম, আগুন ঝরালাম!

ছায়ার ভেতরে ছায়া

ছায়ার ভেতরে আরো ছায়া হয়ে যাই,
শূন্যতার ভেতরে আরো গভীর শূন্যতা—
রাত্রির ভেতরে রাত্রি, মানুষের ভেতরে মানুষ
ঘুমের ভেতরে জেগে থাকা জলবন্দী মা[illegible] ম[illegible]

নিজের ভেতরে জেগে থাকি :
চাঁদ ডুবে যাওয়া দেখি, ছায়াপথে অশরীরী নর্তকীর বিচরণ দেখি—
এইরূপ স্বপ্নহীন স্বপ্নের ভেতরে ক্রমাগত ডুবে যেতে চাই :
কাঠুরিয়া কাঠ কাটি দূর চন্দ্রলোকে,
সমুদ্রের তলদেশে বৃক্ষরোপণ করি একা—
বুকের ভেতরে খোদাই করি বুক, হৃদয়ের ভেতরে হৃদয়.
হাওয়াগাড়ি আকাশে মিলিয়ে যায় মুহূর্তে যেমন
তেমনি শূন্যতার চেয়েও শূন্যতায় হঠাৎ মিলিয়ে যেতে চাই।
কোনো দুঃখ নয়, অভিমান নয়, খুব ভালোবেসে
সকলের গলা জড়িয়ে ঠোঁটে চুমু খেয়ে
ছায়ার ভেতরে ছায়া হয়ে যেতে চাই, আমার ভিতরে আরো আমি—
আর কিছু নয়, আর কিছু নয়।

বালিয়াড়ি

তুমি জানো এই বালিয়াড়ি কবে
শেষ হবে?
আমি কিছুই জানি না ;
আমি শুধু অপেক্ষায় আছি
তোমার চোখের কোণে কবে হয় ভোর, কবে সূর্যোদয়
বালিয়াড়ি শেষে কখন প্রকৃতি হয়
তোমার মুখের মতো প্রকৃত সুন্দর
গাছগুলি শান্ত-সমাহিত, তোমার হাতের মতো
স্নেহশীল লতাগুল্ম পাতা।
তুমি যদি মুখ ভার করো, ফেরাও দুচোখ,
দেখেও না দেখো কিংবা অন্তরালে চলে যাও—
মুহূর্তে মরুর বালিয়াড়ি শুরু হয় ;
ম্যানহাটনের গভীর সুরঙ্গপথে লুকিয়েও
দেখি বালিয়াড়ি
আমার আকাশ ছেয়ে নামে ধূলির প্লাবন ;
বাইরের এই ধূলিঝড়, বালিয়াড়ি
হয়তো কখনো থেমে যাবে,
তুমি যদি হও নির্দয়, বিমুখ—
তাহলে উঠবে সবচেয়ে ভয়াবহ রুক্ষ বালিয়াড়ি
ঢেকে যাবে আমার আদল :

তুমি জানো, তোমার এই উপেক্ষার বালিয়াড়ি
কবে শেষ হবে?
আমি কিছুই জানি না।

তুমি ও পাথর

আমার আকুল ডাকে পাথর জাগ্রত হয়
আর তুমি হও আদিম পাথর :
মানুষের ডাকে পাথরও মানবী হয়
কিন্তু তোমাকে যতোই ডাকি তুমি আরো হও কঠিন পাথর :
তোমার উদাসীনতা দেখে পাথরের লজ্জা হয়—
কিন্তু তুমি পাথরের চেয়েও পাথর-মানুষ
না হলে আমার ডাকে তুমি কেন এমন পাথর হয়ে গেলে!

মাস্টারদা

যখনই বুকের মধ্যে ঝলসে ওঠে সেই নাম
অন্ধকার নির্জন গুহায় যেন অকস্মাৎ আলো এসে
পড়ে, শুনি পাহাড়ী ঝর্নার কলধ্বনি ; প্রবল
উদ্দাম ঝড় যেন মুহূর্তে উড়িয়ে নেয় ভীরুতার গ্লানি।
সূর্য সেন এই নাম প্রকৃতই ধারণ করে
সূর্যের অমিত তেজ, কখনো যায় না তাকে বাঁধা
স্বার্থ, লোভ, ক্ষুদ্রতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে,
সূর্যের মতোই নিয়ত ভাস্বর তিনি মাস্টারদা সূর্য সেন ;
যার বুকে স্বাধীনতা এই তুমুল শব্দটি
অবিরাম অনিঃশেষ সঙ্গীতের মতো বেজে যায়,
ভোরের রক্তিম আকাশের মতো স্বাধীনতা যার বুকে
শোভা পেতে থাকে ; অসম্ভব রঙিন গোলাপ হয়ে
ফুটে ওঠে যার বুকে এই স্বাধীনতা, সহস্র নদীর
কলতানে ভরা থাকে যার বিপ্লবী হৃদয়।
এখনো যখনই এই স্বপ্ন আর স্বাধীনতা শব্দগুলি
উচ্চারণ করি, কখন অজান্তে আমার সম্মুখে এসে
দাঁড়ান এই বিপ্লবী বাঙালী ; দেখি তার সাহস-বিস্তৃত
বক্ষপট, গভীর উজ্জ্বল দুটি চোখ ; স্বপ্ন আর
স্বাধীনতা বলতেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুখ

হয়ে যায় মাস্টারদা সূর্য সেন, হয়ে যায়
অমর মুজিব, স্বাধীনতা, রক্তিম গোলাপ।

হাওয়ার টানে

হাওয়ার টানে হারিয়ে বুঝি যাই
রাখবে ধরে এমনকি কেউ নাই,
নড়বড়ে এই একটু ক্ষীণ সুতো
আত্মীয়তায় সবাই তো খুড়তুতো!
আমার কোনো নেই তো সহোদর
ছিঁড়লে সুতো বাঁধবে পরস্পর,
এবার বুঝি ভীষণ ঝড়ে তাই—
শিকড় ছিঁড়ে হারিয়ে কোথা যাই।
বুঝতে পারি পড়ছে সুতোয় টান
কতোটা সয় এইটুকু তো প্রাণ,
টান পড়েছে কাণ্ডে এবং মূলে
বৃক্ষটাই যে এবার ওঠে দুলে!
হাওয়ার টানে হাওয়ায় মিশে যায়
লাটিম-ছেঁড়া ছোট্ট ঘুড়ি হায়,
এবার সুতোয় পড়েছে তার টান
সবই লণ্ডভণ্ড ভেঙে যে খানখান।

দেখি

বৃক্ষের বল্কল খুলে দেখি
তার বুকে লেগেছে কি
আমার মতোই আঘাতের দাগ
অভিমান, ক্ষোভ, দুঃখ, রাগ ?
তার চোখে জমেছে কি জল
অন্ধকার হয়েছে প্রবল,
গাছের চাদর তুলে দেখি
ব্যথা তার লেগেছে কি ?
দেখি আকাশের নীল টুপি খুলে
কতোটা ধরেছে পাক চুলে,
শেরোয়ানি খুলে দেখি তার

বুকে কতোটা দুঃখের গুরুভার ?
কতোটা জমেছে কালো মেঘ
চাপা কান্না, অশ্রু-আবেগ,
আকাশের বুক খুলে দেখি
আমার মতোই ভালো সেও বেসেছে কি?

আমাকে কি ফেলে যেতে হবে

এই আকাশ কি আমার নয়
আমি তার শুশ্রূষা হারাবো ?
এই ভোরের শিশির, উদাসীন মেঘ,
স্নিগ্ধ বনভূমি
আমি তার সান্নিধ্য পাবো না?
আমাকে কি ফেলে যেতে হবে এই নদীর কল্লোল
ভাটিয়ালি গান, কাশফুল, চেনা ঝাউবন
এই দিঘি, জলাশয়, প্রিয় সন্ধ্যাতারা—
ফেলে যেতে হবে এই স্মৃতির উঠোন
প্রেমিকার মুগ্ধ চোখ, মায়াময় দিব্য হাতছানি ?
ফেলে যেতে হবে শৈশবের স্মৃতিময় মাঠ,
হাটখোলা—
বৃক্ষের পবিত্র ছায়া, তৃণক্ষেত্র, গ্রামের অথই বিল
শহরের এই ফুটপাত, উত্তাল রেস্তরাঁ।
এই নদী কি আমার নয়, বৃক্ষ কি আমার নয়,
ভাটফুল, বর্ষার কদম,
নতুন ধানের গন্ধ, বৈশাখের মেলা,
রুপালি ইলিশ ?
ফেলে যেতে হবে মায়ের মধুর স্মৃতি,
পিতার অন্তিম শয্যা,
বোনের আদর, ভাইফোঁটা, তুলসীমঞ্চ,
সন্ধ্যাপ্রদীপ—
বাউলের গান, সুফী দরবেশের ধ্যানী দৃষ্টি
শরতের শুভ্র সকাল, বৃষ্টিভেজা দোয়েল-শালিক ?
আমাকে কি অবশেষে ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুর মতো
ফেলে যেতে হবে এই বাস্তুভিটা, ভদ্রাসন,

রাইসরিসার ক্ষেত,
ফেলে যেতে হবে পাণ্ডুলিপি, কবিতার খাতা!

ভালোবাসার আয়ু

ভালোবাসি বলার আগেই
ফুরিয়ে যায় আমাদের ভালোবাসায় সময়.
প্রেমের আগেই শুরু হয়
অনন্ত বিরহ—
মনে হয় সবচেয়ে কম মানুষের এই ভালোবাসার সময়.
খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায় তার আয়ু ;
মানুষ মিলন চায়. কিন্তু তার বিচ্ছেদই নিয়তি।
কোনো একদিন সময় করে যে
বলবে ভালোবাসি
বলবে যে ভালোবাসা চাই.
এতোটা সময় কই
ভালোবাসা বলার আগেই দেখবে ফুরিয়ে যায়
ভালোবাসার সময়,
শেষ হয়ে যায় তার আয়ু।

আকাশ কাঁদে, নদীটি নির্জন

দুপুর যেন তন্দ্রাহত বন
শান্ত নদী, একাকী নির্জন,
আকাশ বলে মেঘের উপাখ্যান
দুচোখ বুজে দেখার নামই ধ্যান ;
আমি বৃথাই জলের দিকে চাই
হৃদয়ে চড়া. সোঁতাও কাছে নাই—
দেখি কেবল দগ্ধ পোড়া বালি
ছায়ারা দেয় শূন্যে হাততালি,
জীবন জুড়ে দুঃখ লেখে নাম
শূন্যতাই কি সবার পরিণাম'?
ভালোবেসে যেদিকে হাত বাড়াই
ধরার মতো কোথাও কিছু নাই,
দেখি শুধু পাহাড় ভেঙে পড়ে

কেন নবীন পাতারাও যে ঝরে!
দুপুর যেন মর্মাহত বন
আকাশ কাঁদে, নদীটি নির্জন।

আকাশকাব্য

চাঁদের সাথে মেঘের লুকোচুরি
        রোদের সাথে ছায়া,
রৌদ্রছায়া মেঘের পাদদেশে
        চাঁদের যুগল কায়া ;
আকাশ তবু তেমনি আকাশ
        তেমনি চাঁদও চাঁদ—
এক আকাশে যুগল চাঁদের
        ভিন্ন অপরাধ।

বর্ষার নদীর কাছে যাবো

আমি কেন তোমাদের দুচোখের কোণে
        বিষপিঁপড়ের ঝাঁক দেখতে যাবো
কেন দেখতে যাবো কোঁচকানো ভুরুর নিচে
        বর্শার ফলা, কালো অন্ধকার
কেন এসব দেখতে যাবো
            বিষকাঁটালির বন, তপ্ত লোহা!
আমি কেন তোমাদের হাতের তালুতে
            দেখতে যাবো কেউটের ফণা
            বাঘের রক্তাক্ত নখ,
            ভীষণ ধারালো সব দাঁত
কেন যাবো মৃত্যু-লুকানো মায়া সরোবরে জল খেতে
            তোমাদের কাছে কেন যাবো
            কেবল আহত রক্তাক্ত হতে
            শরাহত হতে কেন যাবো।
তার চেয়ে গেলে বর্ষার নদীর কাছে যাবো
            লতাগুল্ম হ্রদের নিকটে যাবো
            মরুপ্রান্তর কিংবা বরফের দেশে যাবো

শুধু তোমাদের ভ্রূকুটি, বিদ্রূপ আর উপেক্ষার কাছে
তোমাদের খল স্বভাবের কাছে,
কপট হাসি আর চতুর হাতছানির কাছে
মিথ্যা চোখের জলের কাছে—
আমি আর কখনো যাবো না, কখনো যাবো না ;
তার চেয়ে আগুনে পুড়ে মরা ভালো, ভালো
জলে ডুবে মরা।

তুমিই পারতে শুধু

কেবল তুমিই পারতে ফোটাতে এই এক গ্রীষ্মে
শতবর্ষী ফুল,
একটি আকাশে সহস্র আকাশ—
একবিন্দু ভোরের শিশিরে সাত সমুদ্রের চে'ও
বেশি জল :
তুমিই পারতে শুধু একটি জীবনে এনে দিতে অনন্ত জীবন।
কেবল তুমিই পারতে পি সি সরকারের মতো
পৃথিবীর তাবৎ ঘড়ির কাঁটা স্তব্ধ করে দিতে,
শীতের অরণ্যে এনে দিতে অপার ফাল্গুন—
চিরবরফের নদী, তাতে অথই প্লাবন।
সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে যে মোহনা, নদী
তুমিই পারতে শুধু তার বুকে আনতে জোয়ার,
শুধু তুমিই পারতে আবার আমাকে চৈত্রের হাওয়ায়
উন্মাতাল করে দিতে,
একবার কাছে এসে মুহূর্তে ঘুচিয়ে দিতে,
লক্ষ কোটি বছরের ব্যবধান—
একটি চুম্বনে দিতে শত বছরের পরমায়ু।

আকাশ

কতোকিছু জানা আমার যে অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে আজো
তুমি ধরে না দিলে তা কখনো যে জানাই হতো না ;
এতোদিন আকাশের ভুল অর্থ জেনে তাকে বলেছি শূন্যতা

জেনেছি আকাশ বলে কিছু নেই
তুমি চোখ খুলে দিলে বললে আকাশ আছে
দেখো তাকিয়ে আকাশে,
আকাশ মিথ্যে হতে যাবে কেন আকাশ আকাশই।
আমরা তো আকাশই দেখি, শূন্যতা দেখি না,
না-থাকা দেখি না
কেন মিথ্যে হবে এই তারাভরা সুন্দর আকাশ
আকাশের এই অনুভূতি ;
এর আগে আর কোনোদিন আকাশকে এমন করে
কখনো চিনিনি
তোমার কাছে আকাশের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা জেনে
জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কারও তুচ্ছ মনে হলো।

লিখে রাখো

আমি প্রতিবাদ করি লিখে রাখো উদার আকাশ
লিখে রাখো বৃক্ষরাজি, আমি এই মূঢ়তার নিন্দা করি,
ধিক্কার জানাই এই রক্তপাত, পাশবিকতার—
আমি সকল সময় কি নিদ্রায় কি জাগরণে অভিশাপ দেই
এইসব ঘাতক-পিশাচদের, লিখে রাখো সবুজ প্রান্তর।
আমি তাদের উদ্দেশে পাঠ করি নিন্দার প্রস্তাব
লিখে রাখো সংসদ, সভ্যতা, লিখে রাখো শুভ সূর্যোদয়,
আমি এই বর্বরতার মুখে দেই নিষ্ঠীবন :
লিখে রাখো শোকার্ত হৃদয়, অশ্রুজল, শুদ্ধ ইতিহাস
আমি মূঢ়তার চিরদিন প্রতিবাদ করি।

অপবাদ

কোথায় যে কোন নীল সাগরে
তলিয়ে গেলো সব,
সকাল-সাঁঝের ভালোবাসা, অনন্ত উৎসব।
অবশেষে এই আকাশে
উঠলো যখন চাঁদ—
একটু নাহয় রটুক তবে মিথ্যা অপবাদ!

একবার কাছে এলে

তুমি বুকের ভেতর থেকে দিলে
একফোঁটা স্বর্গীয় শিশির,
একবার না ঘোচালে তোমার সাথে এই ব্যবধান
কী আর চাওয়ার থাকে, কী আর পাওয়ার
বলো থাকে ;
শুধু একবার ছোঁয়ালে আঙুল, একবার কপালে
রাখলে শুধু হাত,
মুহূর্তেই পাল্টে যায় আমার পৃথিবী—
চিরঅন্ধকার আমার আকাশে ওঠে বসন্তের চাঁদ :
একবার সরিয়ে দিলে সব ব্যবধান, শুধু একবার
কাছে এলে তুমি
এ জীবনে আর কিছু চাওয়ার থাকে না।

শুধু ভালোবাসা পারে

শুধু ভালোবাসা পারে ধুয়ে দিতে
জীবনের কালি,
মুছে দিতে ক্ষতচিহ্ন, সব কালো দাগ
আর কোনো কিছু পারবে না ভরে-দিতে
আমার আকাশ ;
শুধু ভালোবাসা পারে সতত নদীর মতো জীবনের
কানে-কানে গেয়ে যেতে গান,
তপ্ত মরুর বুকে ছোটাতে পাহাড়ী ঝর্নাধারা—
খররৌদ্রময় ভূপ্রকৃতি জুড়ে মাতিসের স্নিগ্ধ আলোছায়া ;
শুধু ভালোবাসা পারে আবার আমাকে দিতে
কাদামাটির মতো একটি নরম কাঁচা মন,
অপরূপ মায়াময় গভীর সজল দুটি চোখ।
শুধু ভালোবাসা পারে মুহূর্তে আমাকে
করে তুলতে খুবই সহৃদয়
মানুষের সব নিষ্ঠুরতা অনায়াসে পারি ভুলে যেতে,
সহজে বুঝতে পারি তার সীমাবদ্ধতার কথা ;
শুধু ভালোবাসা পারে মৃত্যুকেও হয়তো ফিরিয়ে দিতে খালি হাতে,
আর জীবনের শূন্য পাত্র একবার ভরে দিতে কানায় কানায়।

চাই না কোথাও যেতে

আমি তো তোমাকে ফেলে চাই না কোথাও যেতে
পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মনোরম স্থানে,
সমুদ্র-সৈকতে, স্বর্ণদ্বীপে—
স্বপ্নেও শিউরে উঠি যখন দেখতে পাই
ছেড়ে যাচ্ছি এই মেঠো পথ, বটবৃক্ষ, রাখালের
বাঁশি,
হঠাৎ আমার বুকে আছড়ে পড়ে পদ্মার ঢেউ
আমার দুচোখে শ্রাবণের নদী বয়ে যায় ;
যখন হঠাৎ দেখি ছেড়ে যাচ্ছি সবুজ পালের নৌকো,
ছেড়ে যাচ্ছি ঘরের মেঝেতে আমার মায়ের আঁকা
সারি সারি লক্ষ্মীর পা
বোবা চিৎকারে আর্তকণ্ঠে বলে উঠি হয়তো
তখনই—
তোমার বুকের মধ্যে আমাকে লুকিয়ে রাখো ;
আমি এই মাটি ছেড়ে, মাটির সান্নিধ্য ছেড়ে,
আকাশের আত্মীয়তা ছেড়ে,
চাই না কোথাও যেতে, কোথাও যেতে।
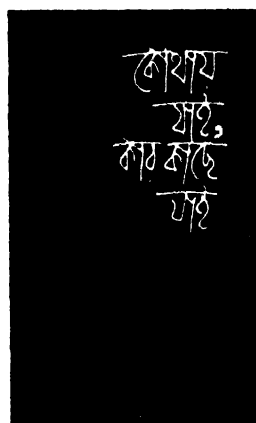
কোথায় যাই, কার কাছে যাই

কোথায় যাই, কার কাছে যাই

আজ বন্ধের দিন ; কোথাও কিছুই খোলা নেই
সবখানে শুধু বন্ধ, শুধু বন্ধ ;
একেকটি দরোজার সামনে বড়ো বড়ো শাটার নামানো
যেন বন্ধ-করা একটি কাঠের বাক্সের মতো সমস্ত শহর,
তালাবন্ধ যেন এই সুনীল আকাশ ; আজ
বন্ধের দিন, নিউ মার্কেটের সবগুলো গেটে তালা
সাকুরায় যেন বহুদিনের কারফিউ ;
পোস্টাপিসের হলুদ বারান্দা জনশূন্য,
কাঠের সিঁড়ি শব্দহীন
ব্যাঙ্ক, বীমা, নীলক্ষেত টেলিফোন অফিস
কোথাও কোনো স্বাভাবিক কাজকর্ম নেই,
এই বন্ধের দিনে বেইলী রোডের দোকানগুলোতে
কিছুই পাওয়া যাবে না —
সারা এলিফ্যান্ট রোড যেন কোন এক অচিন ঘুমের দেশ।
আজ বন্ধের দিন, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই,
নিউ মার্কেটের বইয়ের দোকান বন্ধ,
সাকুরা আজ খুলবে না
স্টেডিয়ামের সবগুলো দোকানে ঝাঁপফেলা,
খবরের কাগজের অফিসে কেউ নেই, টেলিফোন বন্ধ
আমি আজ কোথায় যাই ; শহরের একটি রেস্তরাঁ কিংবা
পানশালাও খোলা নেই,
শিশুপার্ক, কার্জন হল, কলা ভবন
বন্ধ, বন্ধ, সব বন্ধ ;
এই বন্ধের দিনে এই জনশূন্য গোধূলিতে
তাহলে আমি কোথায় যাই, কার কাছে যাই!
বন্ধুরা ছুটিতে কেউ গেছে দেশের বাড়িতে, কেউ দেশের বাইরে
যারা ঢাকায় তারাও যে যার গর্তে ঢুকে আছে,
সবখানে এই দরোজা-লাগানো শহরে, এই গেটবন্ধ
নগরীতে আমি কোথায় যাই।
ব্যাঙ্ক, বীমা, পত্রিকার অফিস আজ
সব বন্ধ, কোথাও কেউ নেই,
তাহলে এই একলা রিকশায়, উদাসীন সাইকেলে চেপে
আমি কোথায় যাবো, কার কাছে যাবো!

এই বিষণ্ন সন্ধ্যায় একাকী ঘুরতে ঘুরতে
যদি তোমাদের বাড়ির কাছে চলে যাই—
তোমাদের সেই বন্ধ গেটটিও কি কিছুতেই খুলবে না,
সারারাত ডাকাডাকিতেও কি ঘুম ভাঙবে না তোমাদের কারো,
এই শহরে একটিবারের জন্যেও কি কেউ এই বন্ধ দরোজা
আর খুলবে না, আর খুলবে না?
তাহলে এই বন্ধের দিনে, এই সর্বত্র তালা-লাগানো শহরে
এই নিঃসঙ্গ সাইকেলে চেপে অবিরাম বেল বাজাতে বাজাতে
বলো আমি কোথায় যাই, কার কাছে যাই,
কোন নরকে যাই!

কাদাখোঁচা

কিছুতে রোচে না তার স্নিগ্ধ জল, স্বচ্ছ সরোবর
তার চাই ময়লা-কাদা পঙ্কের সলিল,
সেখানে পরম সুখ কাদাখোঁচা এই পাখিটির
এই কাদাজলে নিত্য তার নিয়মিত স্নান ;
দিঘি, নদী, সরোবর ফেলে কাদাখোঁচা শুধু ছুটে যায়
ভীষণ দুর্গন্ধময় কাদাজল নর্দমার কাছে,
সেখানে উল্লাসে দেখি মেটায় জলের তৃষ্ণা
আর কাদা ঘেঁটে পায় বুঝি অপার আনন্দ।
বনের সুস্বাদু ফল, ফুলের সুমিষ্ট রেণু তার খাদ্য নয়
সে খোঁজে আহার তার কাদাজল, পচা নর্দমায়।
কাদাখোঁচা ব্যঙ্গ করে স্বচ্ছ নদী, উচ্ছল ঝর্নাকে
অবিরাম কাদা ঘেঁটে বাড়ে তার স্বাস্থ্য-পরমায়ু,
সে রাখে আড়াল করে শুভ্র মেঘ জলাশয়-দিঘি
নোংরা কাদাজল ঘেঁটে কাদাখোঁচা পায় স্বর্গসুখ।

পিঁপড়ের জাঙাল

পিঁপড়ের জাঙাল দেখে মনে পড়ে আসন্ন বর্ষণ
মনে পড়ে সাধের দুধের বাটি, আম-কাঁঠালের বন
কিংবা চোখ স্থির হয়ে পড়ে আছে বিষণ্ন শালিক
মনে পড়ে ভিজে জামা, সোঁদা গন্ধ, অন্য সব দিক ;
পিঁপড়ের জাঙাল কেউ ভাঙে নাই, ভেঙেছে বা কেউ
কেমন সবাই মিলে পিঁপড়েরা বানিয়েছে সমুদ্রের ঢেউ।

জলের কারুকাজ

আমি জেনে শুনেই, জেনে শুনেই
পদ্য লেখার প্রথম পর্বে,
হয়তো দুঃখে, হয়তো গর্বে,
হয়তো থেকেও মাতৃগর্ভে
জেনেছি এই চক্রব্যূহ, জেনেছি এই বিষম যুদ্ধ
অন্যায় এবং কী অশুদ্ধ,
জতুগৃহে অবরুদ্ধ, এর বেশি কী বলার আছে!
তবু আমি একটি প্রিয় পাখির কাছে
নদী, আকাশ, বনের কাছে,
কানে কানে বলেছি এই পদ্য লেখার বিড়ম্বনা
থাকবে না ঠিক একবিন্দুও শিশির কণা,
বরং আরো হিংস্র সাপ তুলবে ফণা ;
তাই কি আমি জেনে শুনেই কিংবা না জেনে না শুনে কিছুই
ডেকেছিলাম বকুল কি জুঁই
কোনখানে কোন বিদেশ-বিভুঁই
সেসব কোনো কিছুই তো নয়,
পদ্য লেখার এই বর্ণ, এই পরিচয়
হয়নি মোটেও ; শঙ্কা ও ভয়
ছিলোই সারা মনটা জুড়ে
তাই কি এমন একলা ঘুরে, একলা ঘুরে
বলেছি খুব মৃদু সুরে এ আমারই
জলের কারুকাজ ;
আজ, সবার চেয়ে আমিই বুঝি আজ
আমার প্রথম পাণ্ডুলিপির
নামের মতোই লেখালেখি এ যে নেহাত
কোমল জলের মিলিয়ে যাওয়া
অলীক কারুকাজ।

এবার বর্ষার জলে

এবার বর্ষার জলে ধুয়ে নেবো মলিন জীবন
ধুয়ে নেবো আপাদমস্তক এই ভিতর-বাহির,

নববর্ষার জলে পরিপূর্ণ সিক্ত হবো আমি ;
এই শ্রাবণের ধারাজলে ধুয়ে নেবো আমার শরীর,
ধুয়ে নেবো এই বুক, ধুয়ে নেবো ব্যর্থতার গ্লানি
নতুন বর্ষার জলে পুনরায় হবো সঞ্জীবিত ;
আমি চাই কেবল জীবন জুড়ে অঝোর বর্ষণ
দিনরাত বৃষ্টিজল, দুইকূল ভরা স্নিগ্ধ নদী,
বর্ষার শ্যামল ছায়া, পরিশুদ্ধ বৃষ্টিধোয়া বন—
এবার বর্ষার জলে ধুয়ে নেবো আমার জীবন।

শুভাশিস, তোমাকে খুঁজছি আমি

শুভাশিস, তোমাকে খুঁজছি আমি
হরিচরণের যথার্থ বানানে লিখে নাম,
উচ্চারণ অভিধান ঘেঁটে সঠিক মাত্রায় ডেকে ডেকে ;

তোমাকে খুঁজছি আমি শুভাশিস, এই দুঃসময়ে
যখন সকল মানবিক স্রোতধারা শুষ্ক হয়ে যায়,
নেমে আসে দিবসে-নিশীথে দীর্ঘ জিরাফের গ্রীবা।

তোমাকে খুঁজছি আমি যেন সেই শৈশবের নদী
আমার মায়ের দুটি স্নেহময় হাত,
যেন একটি প্রাচীন বৃক্ষ, তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যাদীপ
সুফী দরবেশের ধ্যানী দৃষ্টি ;
তোমাকে খুঁজছি আমি শুভাশিস সমস্ত জীবন।

শুভাশিস, তোমাকে খুঁজছি আমি সকালের চোখে
নক্ষত্রের নিপুণ মুদ্রায়, মানুষের গাঢ় কণ্ঠস্বরে,
শ্রাবণের অঝোর বর্ষণে আর চৈত্রের উদাস জ্যোৎস্নায়
তোমাকে খুঁজছি আমি কতো লক্ষ সহস্র বছর।

তোমাকে খুঁজছি আমি শুভাশিস, সবখানে
লোকালয়ে, বৃক্ষপত্রে—
শহরের কংক্রিটের মাঠে
এই দুঃসময়ে কোথায় তোমার দেখা পাই ;

শুভাশিস, তুমি নিরুদ্দেশ সেই কবে থেকে।

আমি তার কাছে ঋণী

এই বাংলাভাষা সেদিন এমন নক্ষত্রের মতো
মোটেও ওঠেনি ফুটে গ্রন্থের আকাশে, বাংলা
বর্ণমালা শাদা পৃষ্ঠাময় ছড়ায়নি মুদ্রণের দ্যুতি
ফোটে নাই পৃষ্ঠা জুড়ে অক্ষরের ফুল ; সেদিন
ছিলো না এই আধুনিক মুদ্রাযন্ত্র, হরফবিন্যাস
লাইনোর ধাতব সাঁকো পার হয়ে এই অভিনব
কম্পিউটারের জাদুর পর্দায় এমন ওঠেনি ভেসে,
এই বাংলা বর্ণমালা সেদিন এমন শাদা রাজহাঁস হয়ে
সাঁতার কাটেনি লেসার নামক মুগ্ধ সরোবরে ;
একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র হাতে পেয়ে কেরী আর
পঞ্চানন কর্মকার দুইজনে মিলে করেন অসাধ্য সাধন,
বাংলা মুদ্রণ-শিল্পে আসে যুগান্তর ; সেই আমাদের প্রায়
মধ্যযুগে যখন ছিলো না কোনো মুদ্রণের শিল্পিত নিসর্গ
বিদেশী প্রেমিক, তোমার মুন্‌শির কাছে শিখে এই ভাষা
বাংলাই হয়ে ওঠে মাতৃভাষা ; কী গভীর ভালোবেসে, প্রেমে মজে
এই বাংলার, এই প্রকৃতির ; এই গদ্যের স্রোতস্বিনী,
ভাষার ভাস্কর্য, এই অক্ষরের চারুচোখ হয়ে ওঠেনি
তখন বর্ণময় ; অবশেষে ছাপাখানা দিলো তার
নবীন যৌবন, নবজন্ম, বাংলার গদ্যের সেই
উষালগ্নে সেদিন এমন স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ, এই
পদ ও প্রত্যয় গ্রথিত হয়নি গ্রন্থে ; পদপ্রকরণ
জানবার মতো ব্যাকরণ হয়নি মুদ্রিত ; কেউ যদি
যথার্থই আমার এই প্রিয় মাতৃভাষাকে ভালোবেসে দেয়
হৃদয়ের গভীর অর্ঘ্য, করে তোলে তাকে মুদ্রণের
অপরূপ শোভায় মণ্ডিত, যদি আজীবন করে তার সেবা,
আমি তার কাছে ঋণী, চিরঋণী।

ঘুম আসে, মৃত্যু আসে

ঘুম আসে নর্তকীর ঘুঙুরের মতো
মৃত্যুও আসে,
কেবল আসো না তুমি কখনো ব্যস্ত দিনে, শ্রাবণের

তোমার আসার আগে মৃত্যু আসে
এই অন্ধকার গভীর তাঁবুতে
তোমার জানার আগে একটি জীবন চলে যায়
তোমাকে দেখার ইচ্ছা বুকে নিয়ে
চলে যাই ঘুমের ভেতর,
চলে যাই মৃত্যুর ভেতর ;
তবুও আসো না তুমি, আর কবে হবে বা সময়
সোম, বুধ, মাসের প্রথম কিংবা শেষ রবিবার—
কবে আর আসবে তুমি ততোদিনে
দুয়ারে দাঁড়াবে এসে ঘুমের শকট ।

মাঝরাতে জেগে দেখি

মাঝরাতে জেগে দেখি উটের গ্রীবার মতো
জাগে মৃত্যুভয়
এখনো যাওয়ার ইচ্ছা সন্দ্বীপের চর
স্বপ্নগুলো পড়ে থাক বিমানবন্দরে ;
মাঝরাতে এ-রকম মৃত্যুভয় জাগে
খুব জলকষ্ট হয়, তৃষ্ণা পায়
শুরু হয় ঝড়বৃষ্টি, গ্রীষ্মের বরফ
চাঁদ ডুবে গেলে, হঠাৎ
পড়লে খসে নক্ষত্র-তারকা
জেগে দেখি মাঝরাতে কীরকম মৃত্যুভয় হয়
ভীষণ ঠাণ্ডা লাগে, নিজের দেহই যেন হিম
জেগে ওঠে দুইচোখে উটের গভীর গ্রীবা,
হাতির নরম বাঁকা শুঁড়..... ।

এই শীতে আমি হই তোমার উদ্ভিদ

শীত খুব তোমার পছন্দ, কিন্তু আমি
শীত-গ্রীষ্ম-বসন্তের চেয়ে তোমাকেই বেশি ভালোবাসি
যে-কোনো ঋতু ও মাস, বৃষ্টি কিংবা বরফের চেয়ে
মনোরম তোমার সান্নিধ্য, আমি তাই
কার্ডিগান নয় বুকের উষ্ণতা দিয়ে ঢেকে দেই
তোমার শরীর—

আমি হই তোমার শীতের যোগ্য গরম পোশাক ;
কোল্ড ক্রিম আর এই তুচ্ছ প্রসাধনী রেখে
আমি তোমাকে করতে চাই আরো অপরূপ নিবিড় চুম্বনে
শীত যে যে শোভা ও সৌন্দর্য দিতে পারে
তোমার শরীরে
তোমার সুস্বাস্থ্য চেয়ে আমি হই শীত, হই শীতের উদ্ভিদ ;
আমি হই সবচেয়ে বেশি তোমার শীতের উষ্ণ কাঁথা,
হই সকালের উপাদেয় রোদ, সারো শুভ্র সানবাথ।
আমি জানি নগ্নতাই শীতের স্বভাব, আমি তাই
তোমার নগ্ন গায়ে দিব্য শীতের কামিজ :
তুমি অবহেলা ভরে ফেলে যাও আমি
শীতের শিশির হই ঘাসে—
দুপায়ে মাড়িয়ে যাও, তবু তোমার পায়ের রাঙা আলতা
হই আমি
এই শীতে তোমার নিবিড় উষ্ণতা ছাড়া নিউ ইয়ার্স গিফট
কী আর চাওয়ার বলো আছে!

পাহাড় ও নদী

কোথায় গিয়ে মেশে নদী, শেষ হয় তার পথ
আকাশ জানে, সেই কথা জানে না পর্বত।
পাহাড় শুধু বুকের মাঝে রাখে
হারিয়ে যে যায় তাকে,
নীল পাহাড়ের বুকের ভেতর বইছে নিরবধি
চোখের জলের নদী ;
পাহাড় জানে, পাহাড় শুধু জানে
কারো মিলন কারো ব্যবধানে,
তাই তো পাহাড় শান্ত অচঞ্চল
গলিয়ে পাথর নদীকে দেয় জল।

মনে পড়ে যায়

এই অবেলায় ঘুরে ফিরে মনে পড়ে যায়
কেবল তোমার মুখ,

সেই স্বপ্নের ভেতরে দেখা
মায়া-সরোবর, দিব্য নদী
মনে পড়ে যায়, মনে পড়ে যায়
চিরছায়াময় অপরূপ অশরীরী গাছ,
মাছের চোখের মতো রূপকথাগুলি
সারারাত গভীর জলের শব্দ, কোথায় বনের
মধ্যে বৃষ্টি নামে নির্জন রাস্তায় ;

কেবল তোমার মুখ মনে পড়ে যায় এই দুঃসময়ে,
ঘোর দুঃসময়ে
দুই চোখ বুজে যখন তাকাই কিংবা দুইচোখ
মেলেও কিছুই দেখি না

সেই ঘুমে-জাগরণে, স্বপ্নের ভেতরে
দেখি মায়া নদী, বৃক্ষপত্রে আলোকিত তারা
চাঁদ ফুটে আছে গাছের নিবিড় ডালে
আমার ঘুমের মধ্যে জলপ্রপাতের অবিরাম ধারা :

কেবল তোমার মুখ মনে পড়ে যায়, মনে পড়ে যায়,
যখন যুদ্ধ বাধে, দাঙ্গা হয়
শত্রুরা চক্রান্তে মাতে
গোপনে খুনীরা বসে শানায় তাদের ছুরি
তখনো, তখনো, সেই শত্রুর উৎপাতে,
চরম বিপদে, দেহের বৈকল্যে, প্রবল প্রবল জ্বরে
নির্ঘাত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও মনে পড়ে যায়,

কেবল তোমার মুখ মনে পড়ে যায়, এই গান
মনে পড়ে যায়, তোমার মুখের মুখ মনে
পড়ে যায়।

শুধু ভালোবাসা ছাড়া

কতো কথা বলেছি, পাহাড় ডিঙাবো
সাগর পাড়ি দেবো
ইংলিশ চ্যানেল পার হবো একলক্ষ বার
তোমার জন্যে প্রয়োজন হলে দ্বীপান্তরে যাবো

বলেছি তুমি যদি বলো অনায়াসে বুকে
নেবো বিষমাখা তীর,
কেবল তোমার জন্যে আকাশ-পাতাল একা
চষে বেড়াবো ;

জীবনের সব গ্লানি, সব নিন্দা মাথা পেতে নেবো
করেছি প্রতিজ্ঞা বহু, সাহসের দিয়েছি প্রমাণ
শুধু পারি নাই একটু সামান্য কাজ, ভালোবাসা
যাতে পাথরও গলে জল হয়
বনের হরিণও হয় বশ ;
ভালোবাসার জন্যে সবকিছুই করেছি, শুধু
ভালোবাসা ছাড়া।

তোমাদের জন্যে লিখে যাবো এই প্রেমের কবিতা

তোমরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করো যতো পারো
আমি খুব নিরিবিলি বসে এইভাবে
তোমাদের অশ্লীল হাসির পরে
স্তরে স্তরে গোলাপ ছড়াবো ;

তোমরা আমার করো মুণ্ডপাত, ছুঁড়ে দাও
ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের থুথু
আমি বর্ণবাদীদের হাতে আক্রান্ত কৃষ্ণাঙ্গ গায়কের
মতো গেয়ে যাবো গান,
আমি আহরণ করে যাবো ভোরের শিশির,
কলাপাতা, বনের সৌরভ
তোমরা আমার বিরুদ্ধে করো শলা-পরামর্শ
খুঁড়ে রাখো ভীষণ গোপন গর্ত পথে
আমি গর্তে পড়েও কচি ধানের সুঘ্রাণ
মেখে নেবো,
আমাকে ডোবাও জলে আমি জলকন্যাদের
সাথে মিশে যাবো
রঙিন মাছের স্বপ্ন চোখে নিয়ে আমি লিখে
যাবো আমার কবিতা।

কবির হৃদয় কাঁদে

আজ তার জন্যেও অশ্রু সংবরণ করতে পারি না
অথচ একদিন আমিই তো খাঁখাঁ রৌদ্রের উত্তাপ
কণ্ঠে নিয়ে
দাঁড়িয়েছি সকলের আগে, আমারই কলমে
ঝলসে উঠেছে রুদ্র বৈশাখ ;
আমিই চেয়েছি তার সর্বনাশ, অথচ এখন আমারই
চোখে অশ্রু ঝরে
কবি কাউকেই কঠিন দণ্ড দিতে পারে না
কখনো, কেবল নিজেকে ছাড়া ;
নিঃসঙ্গ কয়েদীর জন্যে তাই তার বুকে
হয় রক্তপাত,
তারই চোখে ঝরে অশ্রুজল,
অনাথ-ভিক্ষুক, ক্ষুধার্ত শিশুর জন্যে
সে-ই শুধু সারারাত ঘুমাতে পারে না
একটি ঝরা গোলাপের জন্যে সে-ই কতো রাত
একা বসে কাঁদে
কবি কাউকেই কঠিন দণ্ড দিতে পারে না কখনো
সইতে পারে না সবচেয়ে শত্রুরও দুঃখ ;
কবির হৃদয় কাঁদে, সকলের দুঃখে কাঁদে
যার শাস্তি চেয়ে সে হয় কঠিন বিপদগ্রস্ত
এমনকি একদিন সেই অপরাধীর দুঃখেও
তার বুক ভেসে যায়।

আমি কথা রাখতে পারিনি

তোমাদের সাথে কথা হয়েছিলো কচি লাউপাতা,
ঘাসফুল, ভোরের শিশির
বর্ষার স্রোতের ঘূর্ণি, ফুলজোড় নদী,
রাতজাগা চাঁদ, শ্রাবণের উদাস আকাশ
দুকূল ছাপানো জল, ঘন মেঘ, বর্ষণের রাত
কথা হয়েছিলো আমি তোমাদের কথা লিখে রেখে যাবো ;
যে কৃষাণ প্রত্যহ সকালে উঠে মাঠে যায়
একা বউটিকে ফেলে,

রাখাল সজল চোখ গাভীগুলো চরায় একাকী
ভাটিয়ালি গান গেয়ে যে মাঝি যায় দূর দেশে
যে বাউল রোজ ভোরে আমাদের আঙিনায়
গেয়ে যেতো গান,
তোমাদের কারো কথা লিখতে পারিনি, আঁকতে
পারিনি তোমাদের হৃদয়ের
অনবদ্য ছবি ;
কথা হয়েছিলো আমি তোমাদের কাছে ফিরে যাবো
রঙিন গোধূলি, উদার আকাশ, ধানক্ষেত,
কচি দূর্বাঘাস
শৈশবের পরিচিত প্রিয় মুখ, আলতা-পরা
আমার মায়ের সেই পদচিহ্ন
কাঁসার বাসন, উঠোনের শুভ্র আলপনা
কথা হয়েছিলো, ঠিকই আমাদের কথা হয়েছিলো
আমি তোমাদের কাছে ফিরে যাবো
প্রিয় নদী, প্রিয় ধানক্ষেত
ক্ষমা করো লাউপাতা, ভোরের শিশির,
আমার মায়ের হাতে চাল-ধোয়া জলের সুগন্ধ
আমি তোমাদের কথা রাখতে পারিনি, আমি কথা
রাখতে পারিনি।

একমাত্র তোমার নিকটে গেলে

সবখানেই রৌদ্র খরতাপ একমাত্র
তোমার নিকটে শান্তিছায়া
যেন মাথার উপরে কেউ ধরে আছে রমণীয় ছাতা,
এই তাপ-জ্বালা-গ্লানি থেকে দিব্য পরিত্রাণ
একমাত্র তোমার নিকটে আজো জীবনের সঞ্জীবনী ধারা
এই ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসে অক্ষম-আর্তের পরম আশ্রয়কেন্দ্র ;
যার আর কোনো নির্ভরতা নেই তার কাছে
অনাথআশ্রমের মতো তোমার
দুচোখ।
একমাত্র তোমার নিকটে গেলে এই রোগ, দুঃখ,
বিড়ম্বনা থেকে নিশ্চিত
উদ্ধার

তোমার নিকটে গেলে এই দগ্ধ জীবনে ফের বয়ে যায়
শীতল বাতাস
সবখানে এই অনন্ত ব্যর্থতা, শুধু তোমার নিকটে
আশু মুক্তি, নিরাময় ;
একমাত্র তোমার নিকটে এই দুঃখের মাঝেও
চিরশান্তি, সুখ।

একবার সেই দৈববাণী হোক

কী এমন হয়, কোথায় কী এমন ওলটপালট হয়ে যায়
একবার আমাকে বললে—
ভালোবাসি ;
কেবল একটিবার সমস্ত জড়তা, লজ্জা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে
দুকূল ছাপানো বর্ষার নদীর মতো
উচ্ছল ঝর্নার মতো
সব সঙ্কোচ ও নিষেধের প্রাচীর ডিঙিয়ে
আমার কানের কাছে মুখ এনে প্রাচীন মন্ত্রের মতো যদি বলো
শুধু চার অক্ষরের একটি অব্যর্থ শব্দ
চারটি শরের এই মৃত্যুবাণ
চারটি ফলার একটি ব্রহ্মাস্ত্র
চারটি পাপড়ির একটি কুসুম
ভালোবাসা :
যদি একবার এই ঝড় তোলো, এই
ভূমিকম্প আনো
আমার জীবন ছাড়া তাতে আর বলো কোথায়
কী হয়,
কী এমন হয় একবার এইটুকু উন্মোচিত
হলে
মুমূর্ষের কানে একবার এই
সঞ্জীবনী মন্ত্র শোনালে—
ভালোবাসি ;
যা কিছুই হোক, ওলটপালট হয়ে
যাক সবকিছু,
তছনছ হয়ে যাক নাহয় জীবন,
সমুদ্রে উঠুক ঝড়, মাটিতে কম্পন

যা কিছুই হোক, তবু একবার
তোমার মুখটি থেকে এই চার অক্ষরের সেই দৈববাণী
হোক।

ভিক্ষা চাই

কিছুই চাই না, দয়াময়ী, এইটুকু
ভিক্ষা শুধু দাও,
তোমার অতল জলে আমাকে ডোবাও।

তুমি একবার ছোঁয়ালে আঙুল

তুমি একবার ছোঁয়ালে আঙুল এই মৃতদেহে
পুনরায় ফিরে পাবো প্রাণ,
রক্তে সঞ্চারিত হবে গতিবেগ ; বেড়ে যাবে
বহু বছরের পরমায়ু :
দীর্ঘ শীতকাল শেষে পল্লবিত হবে বনাঞ্চল
তুমি একবার স্পর্শ যদি করো
হিমাঙ্কের নিচে নেমে-যাওয়া তাপমাত্রা
লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যায়
জীবনের দুইকূল ছাপিয়ে হঠাৎ আসে বান।
তুমি একবার ছোঁয়ালে আঙুল, এই দেহ
একবার শুধু স্পর্শ পেলে
পায় অপরূপ দিব্য কান্তি, হয়ে উঠি
আবার নবীন ;
তুমি একবার ছোঁয়ালে আঙুল আমি হই
পুনরুজ্জীবিত,
পুনরায় ভোরের আকাশে জেগে উঠি।

বৃষ্টির প্রার্থনা

দুকূল ছাপিয়ে এসো কবিতা এখন
বর্ষণে বর্ষণে করো সঞ্জীবিত বন ;
কবিতায় সিক্ত করো শুষ্ক হৃদয়
মরুভূমি হোক স্নিগ্ধ শান্ত জলাশয়,

ঘন মেঘে ঢেকে যাক আমার আকাশ
পোড়ামাটি ফিরে পাক পত্রপুষ্পঘাস।

আমার ভেতরে যেন ফুটে উঠি

স্বপ্নের ভেতর, স্মৃতির ভেতর, এই
একার ভেতর আমি
অনন্তকাল ডুবে আছি:
বার্চবন, স্লেজগাড়ি, দূরের ঘণ্টাধ্বনি
আমার স্মৃতির মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে
সুদূর বাতাস, ধু-ধু ঝাউবীথি—
দেখি সূর্যাস্তের ছায়ার ভেতর আরো অশরীরী
নগ্ন নর্তকীরা সব
আরো স্বপ্নের ভেতর
আরো স্মৃতির ভেতর
আরো ছায়ার ভেতর ক্রমাগত ডুব-সাঁতার
দিতে দিতে, ডুব-সাঁতার
দিতে দিতে
এই অপরাহ্ণে খুব ক্লান্ত একা একটু বসতি চাই,
স্থিতি চাই আমি ;
আমি চাই আমার ভেতরে অপরূপ ম্লান কুয়াশায়
যেন ফুটে উঠি।

বোধিজ্ঞান

আর নয় তর্ক-কোলাহল, এবার মৌনতা
এবার সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে শব্দহীন কথা ;
পরিপূর্ণ শুদ্ধ হই হোমানলে, নৈঃশব্দ্যের তীরে
চাই সেই বোধিজ্ঞান নিজের কাছেই এসে ফিরে।

চোখের জলের বদলে মোছো নিথর চশমাটি

আমি তোমার আঁচলে চশমার কাচ মুছতে গিয়ে
কতোবার মুছেছি চোখের জল

কোনোদিন তুমি তার কিছুই দেখোনি ;
তোমার এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি খুঁটিনাটি সব দেখো
শেলফের একটি বই সরলে কোথাও,
ফুলদানি এতোটুকু এলোমেলো হলে
তুমি তৎক্ষণাৎ দেখো ;
বইয়ের পাতায় একটি তুচ্ছ কমাও
এড়ায় না তোমার তীক্ষ্ণ চোখ,
এমনকি তৃণপত্রে শিশিরের একটি ফোঁটাও দেখো তুমি—
কিন্তু আমার চোখের জলে
এই প্রকৃতি যে এমন বিষাদময় হলো,
এই চশমার কাচ হলো এমন কুয়াশাচ্ছন্ন,
সেখানে জমলো এতো মেঘ, এতো অশ্রু,
তোমার এই অনুভূতিশীল চোখ
তার কিছুই দেখলো না ;
তোমার এতো সূক্ষ্ম শ্রবণেন্দ্রিয়
কোনোদিন শুনলো না আমার ক্রন্দন
তুমি বৃক্ষের একটি পাতা ঝরার শব্দও শোনো
কেবল শোনো না আমার বুকের দীর্ঘশ্বাস :
আমি মুছতে চাই দুচোখের জল
তুমি চোখের জলের বদলে মোছো
এই নিথর চশমাটি।

যদি তুমি

আমার এ ওষ্ঠ থাক চিরদিন
বৃষ্টিহীন তপ্ত মরুভূমি,
যদি না কখনো এই বর্ষার
মেঘ হও তুমি।

ঝরে যাই আমি ঝরাপাতা

সুন্দর তুমি চিরদিন বেঁচে থাকো
আমি চলে যাই :
আমি গেলে দুঃখ নেই, কিন্তু তুমি থাকো

তুমি থাকো বসন্তের চাঁদ, জ্যোৎস্নারাত্রি,
পানপাত্র,
তুমি থাকো বিশুদ্ধ গোলাপ, স্নিগ্ধ ভোর
প্রিয়তমা নারী ;
শুষ্ক পাতা আমি ঝরে যাই, তুমি
বেঁচে থাকো কচি কিশলয় ;
তুমি বেঁচে থাকো সুন্দর কল্যাণ তুমি
বেঁচে থাকো উদ্দাম যৌবন,
উচ্ছল নদী, সুখ, স্বপ্ন, স্মৃতি
তুমি থাকো নক্ষত্রখচিত রাত্রি, শুভ্র মেঘ
উজ্জ্বল সকাল
থাকো বৃক্ষ, থাকো বন, থাকো শিশু ও
কিশোর
থাকো মাতৃস্নেহ, থাকো অপার করুণা
থাকো প্রেম,
থাকো নিবিড় চুম্বন
ঝরে যাই আমি ঝরাপাতা।

আমি কখনো চাই না

আমি চাই না কোথাও কোনো রক্তপাত, খুন
চাই না হত্যার ছুরি, বিভীষিকা, মৃত্যু-মহামারী,
আমি চাই না উজাড় হোক কোনো বনাঞ্চল
রুদ্ধ হোক বৃক্ষের ছায়া ; আমি কখনো চাই না
এই নির্দয় মানুষের হাতে বন্দী হোক বন্য পশুপাখি ;
আমি চাই না কখনো মানুষের হাতে কেউ শিকল পরাক,
চাই না কখনো ভালোবাসা হারিয়ে মানুষ হোক নিঃস্ব-কাঙাল।

সুবর্ণ সেই আলোর রেখা

থাকে না এই জলের রেখা
এই জীবনে সবাই একা।

একলা ঘর, শূন্য ফাঁকা
সুখের চোখও বিষাদমাখা,

উদাস বাউল ঘুরছে পথ
ব্যর্থ-বিফল মনোরথ।
দূর আকাশে আলোর রেখা
আর দুজনের হয় না দেখা।

হাওয়ায় ওড়ে বাদামী চুল
স্বপ্ন যেন আকাশী ফুল ;

এই জীবনে হয় না দেখা
সুবর্ণ সেই আলোর রেখা।

কাঁদে সিংহাসন

এইখানে পড়ে আছে গাছেদের লাশ
মাটিতে জখম-রক্ত জানে না আকাশ,
গড়িয়ে রক্তের ধারা হয়ে যায় নদী
লালপেড়ে ডুরে শাড়ি হতো তাও যদি ;
কিংবা হতো লাল জামা, গেঞ্জি আলোয়ান
ঘাটে কারা জল নেয়, কারা গায় গান—
সিঁড়িতে পড়েছে ছায়া,
ডোবে মরা চাঁদ—
হরিণের মৃত চোখে
বাঁচবার সাধ ;
এখানে গাছের লাশ, উপড়ানো বন
একটি রক্তাক্ত ছুরি, কাঁদে সিংহাসন।

অনন্ত বিদায়

কেউ কি ফিরে পায়
জীবনে যা হারায়?
জীবন তবু নদী
বহিছে নিরবধি ;
জীবন একখানি
গ্রন্থ আসমানী,

কোথায় শুরু শেষ
কে জানে এক লেশ ;

তবুও দিনরাত
ছুটিছে জলপ্রপাত,
সময় অবিরাম
লেখে ও মোছে নাম ;

কাকে কে ফিরে পায়
চোখের জলে হায়,
জীবন যাকে হারায়
অনন্ত সে বিদায়।

স্মৃতিমর্মতলে

মানুষের বুক খালি হয়
ভাঙে হৃদয়—
তবু থাকে ভালোবাসা,
প্রেম বেঁচে রয়।

ভেঙে যায় মানুষের বুক
ভাঙে স্বপ্ন-সুখ,
তবু তার অন্তহীন আশা
অনন্ত উন্মুখ।

দুচোখের জলে
মানুষ আবার গড়ে তাজমহল
স্মৃতিমর্মতলে।

এই বয়সে বিশ্ববাউল

শেষ বয়সে বিশ্ববাউল
ভিতর-বাহির আউল-ঝাউল,
বেঁধেছি ঘর

পথের ওপর ;
সেই পথও কি মিথ্যা বা ভুল!

কোথায় দূরে নীল সরোবর
পদ্ম ফোটে অষ্টপ্রহর ;
পাখিরা গায়
ফুল ঝরে যায়,
মন্দাকিনী মগ্ন নিথর।

নিজের ঘরে নিজেই বাউল
এই বয়সে আউল-ঝাউল,
যা ছিলো তা
ছিন্ন কাঁথা,
সব হারিয়ে নিঃস্ব বাউল।

তুমি ছাড়া

কে আমাকে এমনি করে
বাসতে পারে ভালো,
এমনি করে ভিতর-বাহির
করতে পারে আলো!

অশ্রুনদী

আমার চোখের জল গড়াতে গড়াতে
পৃথিবীর প্রাচীনতম সব নদী হয়ে গেলো,
আমাজান-মিসিসিপির দুকূল ছাপিয়ে
হলো অথই প্লাবন—
ভেঙে গেলো সব আধুনিক প্রযুক্তির বাঁধ,
কিন্তু এতো অশ্রু, দুচোখের এতো জল
তোমার মন এতোটুকু গলাতে পারলো না :
গলাতে পারলো না তোমার কাঠিন্য, তুমি তবু তেমনি নিথর
তোমার পথের দিকে চেয়ে দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়
তবুও তোমার দেখা আর মেলে না, মেলে না।

এই শিকড়ে ঢাললে তুমি জল

এই শিকড়ে ঢাললে তুমি জল
শুষ্ক ডালে ফুটবে ফুল ও ফল ;
অন্ধ চোখে ফুটবে আবার আলো,
এই আমাকে বাসলে তুমি ভালো,

স্বপ্নপুরীর দেখবো দুয়ার খোলা—
এই জীবনে একটু দিলে দোলা।

তোমার ছায়ায়

মেঘের ছায়ায় নয়, বৃক্ষের ছায়ায়ও নয়
আমি বেঁচে থাকি তোমার ছায়ায় ;
তোমার এই স্নেহচ্ছায়াটুকু সরিয়ে নিলে
এই ভিখিরির আর কিছুই থাকে না
এখনো তোমারই ছায়ায় আমি বেড়ে উঠি
বিপন্ন উদ্ভিদ ;
তোমার ছায়ায় পাই চিরবসন্তের রম্য
জলবায়ু
পাই মেঘের সজল স্নেহধারা, বৃক্ষের
সঞ্জীবনী সুধা,
তোমার ছায়ায় পায় আমার হৃদয় বিশুদ্ধ বাতাস
তপ্ত বুক পায় অপার স্নিগ্ধতা,
তোমার ছায়ায়, নিবিড় সান্নিধ্যে
ফিরে পাই দেহের ঔজ্জ্বল্য
দূষণের বিষ মুছে লাভ করি
দিব্য নিরাময়
তোমার ছায়ায় সকল দীনতা মুছে
ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে আমার জীবন,
ঘুচে যায় অভাব, শূন্যতা।

ভাসতে ভাসতে ভেসেই বুঝি যাই

এইভাবে ভাসতে ভাসতে কোথায় আমি যাবো
আর কবে একটু স্থিতি, কূলের দেখা পাবো ;

ভাসতে ভাসতে ঠিকানাহীন কেবলই ভেসে যাই
মিলিয়ে গেছে তীরের রেখা, কোথাও কেহ নাই।
জাহাজডুবির শেষ অবশেষ কাষ্ঠখণ্ড ভেলা
হারিয়ে গেছে, কী করি এই কালসন্ধ্যাবেলা ;
আঁকড়ে ধরি যে খড়কুটো হারিয়ে যায় তা-ই
এইভাবে ভাসতে ভাসতে ভেসেই বুঝি যাই!

তুমিও কেন

আমি কি তোমার জন্য এই বুকে
জাগাইনি হাহাকার ধ্বনি
দীর্ঘশ্বাস করি নাই আমার সতত সঙ্গী
চৈত্রের দুপুরে হই নাই বিষণ্ন মলিন
ঝরা পাতা?

আমি কি তোমার জন্য মাড়াইনি অনন্ত কণ্টকবন
ক্ষতবিক্ষত করিনি দুইটি পা,
নিদ্রাহীন কাটাইনি সহস্র রজনী
ছিন্নভিন্ন করি নাই এই সত্তা আমি কি মোটেই,
জ্বালাইনি নিজের ঘরে নিজেই আগুন
গ্রহশান্তি বিঘ্নিত করিনি অজস্র বার?
ম্লান করিনি কি সন্তানের প্রিয় মুখ, সংসারের
স্বস্তি-সুখ করিনি ব্যাঘাত
কপর্দকহীন করিনি কি এই ভিক্ষাঝুলি
অনিশ্চিত করিনি জীবন—
নিজেকেই ফেলিনি কি সম্ভাব্য বিপদের মুখে বারবার,
আমি কি করিনি বহু দীর্ঘরাত একা অশ্রুপাত
জীবন করিনি তছনছ, বাত্যাহত?

বাইরে থেকে যতোটা মসৃণ মনে হয়
ততোটা নির্বিঘ্ন, নির্ঝঞ্ঝাট নয়
আমার জীবন মোটেও
একমাত্র তুমি জানো রাতজাগা মাঘনিশীথের চাঁদ,
অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাসগুলি
বুকের পাঁজর খুলে দেখো লেখা আছে কতো সজল বিষাদগাথা,

কতো বিরহ-বিধুর রজনীকান্ত, কিংবা
অতুলপ্রসাদ
কতো অশ্রুময় উপন্যাসের পাতা আমার এ ভাঙা বুকখানি
কতো হুহু ক্রন্দনভরা শূন্য আকাশ, করুণ অডিসি?
আমি কি নিজেই জ্বালাইনি এই অগ্নি, দাবদাহ
নিজের কণ্ঠেই ঢালিনি গরল,
আমি কি নিজের হাতেই ছিঁড়িনি এই
গোলাপের রাঙা পাপড়িগুলি—
পানপাত্র করি নাই একেবারে খাঁখাঁ মরুভূমি
জাগাইনি সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, মরুঝড়
আমার জীবনে?

নিজের হাতেই খুঁড়ি নাই নিজের কবর, এই বুকে
জ্বালাইনি চিতা,
একেবারে পোড়া কাষ্ঠখণ্ড করি নাই এইটুকু
সামান্য জীবন
বারবার তুলি নাই অশান্তির ঝড়?

যা কিছু অটুট থাকে, প্রবাহিত থাকে
তা-ই নিরুপদ্রব সুখী নয়
তারও মধ্যে বহু ভাঙাচোরা, বহু দগ্ধ ক্ষতচিহ্ন
এভাবে লুকানো থাকে সঙ্গোপনে
বহু তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঢেউ
থাকে তারও বুকে
বহু ঝরাপাতা আর ধু-ধু শূন্যতা সেখানেও
নিশ্চুপ বাসা বেঁধে থাকে ;
কেউ সে কথা জানে না, কতোটা নিঃসঙ্গ,
একা নির্জন দ্বীপ তার
সেই বুক
কতোটা রক্তাক্ত তার নিজেরই হৃদয়?

আমি কি তোমার জন্য বহু বর্ষ, বহু সহস্র
রজনী ফেলিনি একাকী
চোখের জল
করিনি ধারণ এই বুকে অনন্ত সূর্যাস্ত, নক্ষত্রের খসে পড়া,

আমি কি তোমার জন্য এই নিরিবিলি পঙ্‌ক্তিমালা,
গাঢ় চিত্রকল্প, মুগ্ধ উপমা
বলো এতোটুকু তছনছ করিনি জীবন,
ফেলিনি কি দুফোঁটাও তপ্ত চোখের জল?
তাহলে তুমিও কেন আর সকলের মতো
উপেক্ষার অনন্ত তুষারদেশে
এইভাবে ফেলে গেলে
শেষে?

সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া, গোলাপের বিরুদ্ধে হুলিয়া

সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া, গোলাপের বিরুদ্ধে হুলিয়া

সুন্দরের হাতে আজ হাতকড়া, গোলাপের বিরুদ্ধে
হুলিয়া,
হৃদয়ের তর্জমা নিষিদ্ধ আর মননের সম্মুখে প্রাচীর
বিবেক নিয়ত বন্দী, প্রেমের বিরুদ্ধে পরোয়ানা ;
এখানে এখন পাখি আর প্রজাপতি ধরে ধরে
কারাগারে রাখে—
সবাই লাঞ্ছিত করে স্বর্ণচাঁপাকে ;
সুপেয় নদীর জলে ঢেলে দেয় বিষ, আকাশকে
করে উপহাস।
আলোর বিরুদ্ধাচারী আঁধারের করে শুধু স্তুতি,
বসন্তের বার্তা শুনে জারি করে পূর্বাহ্নে কারফিউ,
মানবিক উৎসমুখে ফেলে যতো শিলা ও পাথর—
কবিতাকে বন্দী করে, সৌন্দর্যকে পরায় শৃঙ্খল।

একাকিত্ব

ডুবে আছি আমার ভেতরে আমি একাকীর
অতল গহ্বরে
ছায়াচ্ছন্ন বিষণ্ন গুহায় যেন চিরনির্বাসিত ;
এই নির্জন অজ্ঞাত দ্বীপে আমি ছাড়া আর কেউ নেই—
কতোদিন আমার সত্তায় জাগে না ভোরের স্বপ্ন,
পাখিদের আনন্দসঙ্গীত ; শুনি শুধু ঝরাপাতাদের কাছে
অবিরাম বিচ্ছেদের গান।
ঘুরে ফিরে কেবল আমারই ছায়া দেখি, সেই কোন হিমযুগ থেকে
আমি যেন এইখানে নিঃসঙ্গ কয়েদী ;
আমি যেন মেরুপ্রদেশের তুষার-মানব—
আমার সঙ্গীরা সব অন্য পথে চলে গেছে
উজ্জ্বল উদ্যানে।
আমিই কেবল এই ভুল পথে পড়ে আছি একাকী পথিক,
ডুবে আছি এই আমার ভেতরে, ঘুমে, অবসাদে,
আচ্ছন্নতায়।

আমার জীবনী

আমার জীবনী আমি লিখে রেখে যাবো
মাটির অন্তরে, ধুলোর পাতায়
লিখে রেখে যাবো মেঘের হৃদয়ে,
বৃষ্টির ফোঁটায়,
হাঁসের নরম পায়ে, হরিণশিশুর মায়াময়
চোখে ;

ফুলের নিবিড় পাপড়িতে আমি লিখে রেখে যাবো
আমার জীবনী—
লিখে রেখে যাবো বৃক্ষের বুকের মধ্যে
পাহাড়ী ঝর্নার ওষ্ঠে,
সবুজ শস্যের নগ্নদেহে।
আমার জীবনী আমি লিখে রেখে যাবো শিশিরে, ঘাসের
বুকে,
নদীর শরীরে, পদচিহ্নে আঁকা এই পথের ধুলোয়
লিখে রেখে যাবো সংসারের হাসি-কান্নার গভীরে ;

আমার জীবনী আমি গেঁথে দিয়ে যাবো ঝরা বকুলের
বিষণ্ন মালায়,
বর্ষার উদ্দাম ঢেউয়ে, সবুজ জমিতে,
প্রেমিকার মদির চুম্বনে।

আমার জীবনী আমি লিখে রেখে যাবো বিরহীর
দুচোখের জলের ধারায় ; আমার জীবনী
আমি লিখবো না দূর নীহারিকালোকে, নক্ষত্রের উজ্জ্বল
অক্ষরে,
আমার জীবনী আমি রেখে দিয়ে যাবো ভোরের
পাখির কণ্ঠে,
উদাসীন বাউলের গানে, পথিকের পথের দুধারে ;

লিখে রেখে যাবো আমার জীবনী আমি
ব্যথিত কবির শ্লোকে,
দুঃখীর সজল আঁখিতে,

আমার জীবনী আমি লিখে রেখে যাবো
স্বপ্নের খাতায়
সমুদ্র-সৈকতে, অশ্রুজলে-ধোয়া প্রেমিকের
জীবনপঙ্ক্তিতে।

উদ্ভিন্ন মানুষ

মানুষের যা হবার তাই হয়, মানুষ হয় না
কোনো উদ্ভিন্ন মানুষ—
সম্পূর্ণ আলোকপ্রাপ্ত, অন্তরে বাইরে দ্যুতিময়।
সবুজ বৃক্ষের মতো যথার্থ হৃদয়বান হয় না মানুষ
হয় না সে আকাশের মতো উন্মুক্ত উদার ;
মানুষের যা হবার তাই হয় তার বেশি হয় না সে
আলোকিত প্রবুদ্ধ মানুষ,
হয় না আয়ত্ত তার সব বিদ্যা, সামান্যই হয় শেখা
মানবপ্রেমের পাঠ--
বরং হিংসা আর সহিংসতা চর্চায়ই যায় তার অর্ধেক জীবন
আরো বেশ কিছুকাল যায় ধনুর্বিদ্যা শিখে ;
এরপর যেটুকু সময় বাকি থাকে কাটে
অনুশোচনায়, মনস্তাপে
মানুষের যা হবার তাই হয় তার বেশি হয় না সে
পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ মানুষ।

আমার কবিতার জন্যে

আমি কবিতা লিখবো বলে এই আকাশ
পরেছে নক্ষত্রমালা,
পরেছে রঙধনু-পাড় শাড়ি, অপরূপ চন্দ্রহার
নদীর গহনা পরে আছে গ্রামগুলি,
শুধু আমি কবিতা লিখবো তাই এই প্রকৃতি
পরেছে পুষ্পশোভা,
কানে পরেছে ফুলের দুল, হাতে ঝিনুকের চুড়ি।
মন হুহু-করা এমন উদাস বাতাস, এমন
স্নিগ্ধ বৃষ্টিধারা
এই ঝর্নার মুখর গান, ফুলের সৌরভ

কেবল আমার কবিতার মধ্যে, আমি কবিতা
লিখবো তাই।
আমি কবিতা লিখবো বলে ঘাসে এমন
শিশির মুক্তো
গাছের পাতায় এই ঘন সবুজ রঙ—
রাজহাঁসগুলির এমন আলতা-পরা পা,
শাদা বকের পাখার মতো এই নদীর জল
ফাল্গুনে এমন অগ্নিবর্ণ পলাশ-শিমুল ;
আমি কবিতা লিখবো বলে মাছের দুচোখ
এমন রহস্যময়,
জলের শুভ্রতা এমন হৃদয়গ্রাহী।
আমি কবিতা লিখবো তাই শূন্যতার নাম আকাশ
জলের বিস্তারের নাম সমুদ্র,
গাছপালা, জঙ্গলের নাম অরণ্য
জলরেখার ভালো নাম নদী ;
আমি কবিতা লিখবো বলে এই আকাশ ও প্রকৃতি জুড়ে
এতো সাজসজ্জা, এতো আয়োজন,
চিরবসন্তোৎসব।

তুমি ও কবিতা

তোমার সাথে প্রতিটি কথাই কবিতা, প্রতিটি
মুহূর্তই উৎসব—
তুমি যখন চলে যাও সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর
সব আলো নিভে যায়,
বইমেলা জনশূন্য হয়ে পড়ে,
কবিতা লেখা ভুলে যাই।

তোমার সান্নিধ্যের প্রতিটি মুহূর্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো
মনোরম
একেকটি তুচ্ছ বাক্যালাপ অন্তহীন নদীর কল্লোল,
তোমার একটুখানি হাসি অর্থ এককোটি বছর
জ্যোৎস্নারাত
তুমি যখন চলে যাও পৃথিবীতে আবার হিমযুগ
নেমে আসে ;

তোমার সাথে প্রতিটি কথাই কবিতা, প্রতিটি গোপন কটাক্ষই
অনিঃশেষ বসন্তকাল
তোমার প্রতিটি সম্বোধন ঝর্নার একেকটি কলধ্বনি,
তোমার প্রতিটি আহ্বান একেকটি
অনন্ত ভোরবেলা।

তাই তুমি যখন চলে যাও মুহূর্তে সব নদীপথ
বন্ধ হয়ে যায়
পদ্মার রুপালি ইলিশ তার সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে,
পুষ্পোদ্যান খাঁখাঁ মরুভূমি হয়ে ওঠে ;

যতোক্ষণ তুমি থাকো আমার নিকটে থাকে
সপ্তর্ষিমণ্ডল
মাথার ওপরে থাকে তারাভরা রাতের আকাশ,
তুমি যতোক্ষণ থাকো আমার এই হাতে
দেখি ইন্দ্রজাল
আঙুলে বেড়ায় নেচে চঞ্চল হরিণ ;

তুমি এলে খুব কাছে আসে সুদূর নীলিমা
তোমার সান্নিধ্যের প্রতিটি মুহূর্ত সঙ্গীতের
অপূর্ব মূর্ছনা
যেন কারো অবিরল গাঢ় অশ্রুপাত ;
তোমার সাথে প্রতিটি বাক্য একেকটি কবিতা
প্রতিটি শব্দ শুভ্র শিশির।

আকাশ

আকাশ কেমন চির উদাস একা
দুঃখে-শোকেও পায় না কারো দেখা ;

কেবল একা ফেলে চোখের জল,
ফোটায় প্রাণে ব্যথার শতদল ;

বিরহী এই আকাশ বুঝি তাই
বাড়িয়ে হাত দেখে কেহই নাই,

শূন্য শুধু শূন্য চারিদিক
আকাশ তবু তেমনি নির্ভীক ;

আকাশ তবু তেমনি আকাশ
কোথায় বা ঘর কোথায় পরবাস—

ঠিকানা তার কেউ জানে না ঠিক
আকাশ চিরদুরন্ত নির্ভীক ;

এই আকাশে ফোটে চাঁদ ও তারা
অন্তরে তার বাজায় কে একতারা!

আকাশ কেমন একলা পড়ে থাকে
শূন্যতাকে দুহাত তুলে ডাকে।

এই সকালবেলাটি

এই সকালবেলাটি কেটে গেলো ব্যর্থ শিকারীর মতো
শব্দের পেছনে ছুটে ; এখন কাজের বেলা
সবাই ভীষণ ব্যস্ত, হর্ন বাজে, চঞ্চল মোটরযান
সদ্য স্নান সেরে আসা মুখে লোশনের ঘ্রাণ,
অবিরাম বাজে টেলিফোন ; দিনের
ডায়েরি দেখে নিয়ে দ্রুত সারে প্রাতঃরাশ।
সফল লোকেরা এভাবেই শুরু করে দিন
অথচ এখনো এই অধিক বেলায় আমি নিমজ্জিত
বরফ-নদীতে ; এখনো টানানো আছে মলিন মশারি
এখনো জ্বলছে বাল্ব, পৌঁছেনি দিনের আলো
শব্দের পেছনে ছুটে এ কোথায় গভীর
কণ্টক বনে, শূন্য দ্বীপে, বিজন প্রান্তরে
ঘুরে মরি ; সঙ্গী কেউ নেই
সবাই দিনের আয়োজনে ব্যস্ত, আমি এই
সকালবেলাটি এভাবে কাটিয়ে দিই শব্দের
নিবিড় ধ্যানে, যোগাসনে, এই আঁধার গুহায়।

একা দিনযাপনের দীক্ষা নিই

আমাকে বৃথাই ডাকা, আমার হৃদয় জুড়ে
এখন কেবল সূর্যাস্তের ছবি,
এই গোধূলিবেলায়
আমি শুধু শূন্যতার গান শুনে যাই ;

সব কোলাহল থেকে দূরে এই
নির্জন টানেলে একা দিনযাপনের দীক্ষা নিই
নিজের ভেতরে দেখি তার জলবায়ু,
মেঘবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়
দেখি নিবিড় তাকিয়ে তার অবিরল অশ্রুপাত।

এখন বুঝেছি আমি গাছ, পাখি-
পতঙ্গের সাথে মেলামেশা করার সময় ;
আমাকে ভরিয়ে রাখে
এই সৌহার্দপরায়ণ বৃক্ষ, বনভূমি
লতাগুল্ম উদ্ভিদের সাহচর্য,
নদীর চুম্বন, আকাশের গভীর সম্প্রীতি ;
এখন আমার কাছে খুব মূল্যবান
কোনো হরিণশিশুর স্নিগ্ধ চেয়ে থাকা।

আমাকে যতোই ডাকো, যতোই জাগাতে চাও
দুচোখ আমার গাঢ় ঘুমে অবসন্ন,
আমি জানি ঘন কুয়াশার মধ্যে আমি
অকূল সমুদ্রে ভাসিয়েছি এই অনড় জাহাজ.

আমার ঠিকানা নেই, নেই পথের নিশানা কোনো
যেন কোন অজ্ঞাত দ্বীপের এক বিপন্ন বাসিন্দা,
কারো সাথে মিলবে না কিছু—

আমার ব্যর্থতা, দুঃখ, আমার চোখের জল
এখন বুঝেছি আমি কেবলই আমার ;
তাকে মেলাতে চাইনে, মোছাতে চাইনে
কারো সহানুভূতির কৃত্রিম রুমালে।

আজ আমি আমার ভেতর খুঁড়ে খুঁড়ে
এই ধস-নামা অতল গহ্বরে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে
একা একা নেমে যেতে চাই :
চাই দেখতে আমার এই মাটি চাপা ধ্বংসের নগরী।

নিঃস্ব আমি, সর্বস্বান্ত আমি

আর কার কাছে তাহলে দাঁড়াবো, পাবো
স্নেহছায়া,
এই শত্রু-পরিবৃত পথে একটি অভয় পান্থশালা?
কার কাছে পাবো ছিন্নমূল একটু আশ্রয়
পাবো অকূল সমুদ্রে ভাসবার মতো ভেলা :
আর কার দিকে তাহলে বাড়াবো হাত বলো
কার দিকে চেয়ে বিশ্বাসে ভরবো বুক,
হবো আশান্বিত,
সব হারিয়েও কার দিকে চেয়ে
দুচোখে উঠবে ফুঠে স্বপ্ন রাশি রাশি—
কার বা মুখের দিকে চেয়ে সব দুঃখ ভুলে যাবো?
বলো তবে আর কার দিকে চেয়ে
করে যাবো অনন্ত প্রতীক্ষা—
যদি এই তুমি আমাকে না দেখো, তোমারই দুচোখে,
এই সবচেয়ে সংবেদনশীল তোমার হৃদয়
করে প্রত্যাখান, একবার ফিরে না তাকায়
না বোঝে আমার দুঃখ, আমার চোখের জল,
যদি শিশিরের মতো আর্দ্র তোমার মনেও
একটু না পাই ঠাঁই—
না বোঝো আমাকে, এই মরুভূমিতেও
না করো উদ্ধার,
তাহলে বলো না আর কার দিকে আশায় বাড়াবো
হাত,
কার চোখে নক্ষত্রের আলো খুঁজে পাবো,
কার কণ্ঠস্বরে নদীর কল্লোল
কার মুখের দিকে চেয়ে মনে হবে স্নিগ্ধ মরূদ্যান?
আজ প্রকৃতই মনে হচ্ছে নিঃস্ব আমি, সর্বস্বান্ত আমি।

বইমেলায়

একটি পাঠিকা যদি পেয়ে যাই বইয়ের মেলায়
একটি বকুল যদি ঝরে পড়ে বিকেলবেলায়,
একটি কোকিল যদি ডেকে ওঠে শিউলিতলায়
একটি বাউল যদি গান করে উদাস গলায় ;
একটি প্রেমিক যদি পেয়ে যাই বইয়ের মেলায়
একটি রুমাল কেউ দিয়ে যায় হেলায় ফেলায়,
একটি হরিণ যদি খেলা করে নিবিড় ছায়ায়
একটি জোনাকি যদি জ্বলে ওঠে সাঁঝের মায়ায়
একটি কবিতা যদি পেয়ে যাই বইয়ের মেলায়
একটি ঝর্না যদি ছুটে চলে সন্ধ্যাবেলায়,
একটি রজনীকান্ত গায় যদি শুদ্ধ গলায়
একটি রুমাল যদি পড়ে থাকে বকুলতলায়—
তাহলে আবার আমি শুরু করি নতুন জীবন,
আবার বিরুদ্ধ স্রোতে পাল তুলি, করি সন্তরণ।

ফুটেছে ফুল, বিরহী তবু চাঁদ

ফুটেছে ফুল ঠোঁটের মতো লাল
আকাশে চাঁদ বিরহী চিরকাল ;

কে যেন একা গাইছে বসে গান
সন্ধ্যা নামে, দিনের অবসান।

দূর পাহাড়ে শান্ত মৃদু পায়ে
রাত্রি নামে স্তব্ধ নিঝুম গাঁয়ে :

শূন্যে ভাসে মেঘের জলাশয়
এই জীবনে সবকিছুই তো সয়।

বিরহী চাঁদ মোমের মতো গলে
বুকের মাঝে কিসের আগুন জ্বলে :

মন পড়ে রয় কোন অজানালোকে
নিজেকেই সে পোড়ায় নিজের শোকে।

ফুটেছে ফুল ঠোঁটের মতো লাল
বিরহী চাঁদ বিরহী চিরকাল :

ফুটেছে ফুল বিরহী তবু চাঁদ,
বাইরে আলো, ভেতরে অবসাদ।

শূন্যতায় স্বপ্নের প্রতিমা

যা কিছু সুন্দর দেখি মনে হয়
তোমার মুখশ্রী—
এই আকাশের তারা যেন তোমার গালের
সূক্ষ্ম তিল,
মাটির পাহাড় যেন তোমার সুডৌল স্তন ;
গোলাপ তোমার মুখ, জলাশয় তোমার হৃদয়।
গাছের সবুজ পাতা তোমার কোমল বুক
নক্ষত্র তোমার চোখ, নদী তোমার শরীর
রাত্রি তোমার কালো চুল, উরুসন্ধি এই
বেলাভূমি :
তোমার ওষ্ঠ এই সুরভিত মদের পেয়ালা
এই উজ্জ্বল জ্যোৎস্না যেন
তোমার মধুর হাসি,
তোমার স্নানের দৃশ্য যেন এই অপূর্ব ম্যুরাল।

মেঘ যেন তোমার শীতল ছায়া,
বৃষ্টি দেহের সৌরভ
তোমার সৌন্দর্য এই উদ্দাম ঝর্নার জলধারা,
জলপ্রপাত তোমার নগ্নতা—
চা-বাগান, তৃণভূমি তোমার দেহের কোমলতা
তোমার সুন্দর মুখ স্নিগ্ধ মরূদ্যান,
শূন্যতায় স্বপ্নের প্রতিমা।

এই জীবনে

এই জীবনে হবে না আর মূলে যাওয়া,
চুড়োয় ওঠা—

কাটবে জীবন পাদদেশে, পাদমূলে ;
খুব ভেতরে প্রবেশ করা হবে না আর এই জীবনে
হবে না আর ভেতর মধু ফের আহরণ,
হবে শুধুই ওপর ছোঁয়া, ওপর দেখা।
এই জীবনে হবে না আর তোমার নিবিড়
স্পর্শ পাওয়া,
হবে না এই নদী দেখা, জলাশয়ের
কাছে যাওয়া,
একটিবার তোমায় নিয়ে হ্রদের জলে একটু নামা—
হবে না আর পৌঁছা মোটেই ডুব-সাঁতারে
জলের গহীন তলদেশে,
জলে নামা সাঁতার শেখা ;
মূলের সঙ্গে হবে না আর ঠিক পরিচয়
মাত্র এখন অনুবাদের অর্ধ স্বাদেই তৃপ্ত থাকা,
এই জীবনে হবে না আর আকাশ দেখা,
চিবুক ছোঁয়া—
তোমায় নিয়ে নীল পাহাড়ে ঘুরতে যাওয়া :
এই জীবনে হবে না আর তোমার
গোপন দেখা পাওয়া,
এখন শুধু চোখের জলে দুঃখ পাওয়া,
নিজের মাঝেই ফুরিয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া।
এই জীবনে হবে না আর দুঃখ কারো
মোচন করা,
কারো অশ্রু মুছিয়ে দেয়া সাঁকো বাঁধা,
কারো ক্ষত সারিয়ে তোলা ;
এই জীবনে হবে না আর মুগ্ধ ভ্রমণ,
মূলে যাওয়া—
তোমায় ছোঁয়া।

বাসা বদলের পর

বাসা বদলের পর এই ওলটপালট
জীবনের মধ্যে
তুমি এসে দাঁড়ালেই—
এই উদ্বাস্তু শিবির হয়ে ওঠে মরূদ্যান ;

বাসা বদলের পর এই হাঁড়িকুড়ি, লেপকাঁথার
সংসার
তোমার স্পর্শ পেলে মুহূর্তে পাখির নীড় হয়ে ওঠে।
বাসা বদলের এই বিড়ম্বনাব মধ্যে
একবার তুমি এসে পড়লে আর দুশ্চিন্তা
থাকে না
এই অচল জীবন আবার সচল হয়ে যায়—
না হলে বলো কোন মূর্খ বাসা বদলের ঝুঁকি নিতো!

মধুপুরে

মনটা ভীষণ উড়ু উড়ু, আমি যেন
উড়ো পাতা,
ঝাউবনের কান্না শুনি বুকের মধ্যে
সারা দুপুর—
উড়তে উড়তে কোথায় যাবো, ঠিকানা ঠিক
কোথায় পাবো
নাকি শেষে হারিয়ে যাবো,
এই আমি এই উড়ো পাতা, উড়ো পাতা!
মনটা ভীষণ উড়ু উড়ু টেবিলে বই, লেখার
কাগজ,
ঝড় বয়ে যায় মনের ভেতর ; সব
উড়ে যায়
আমিও যাই।
মনটা ভীষণ উড়ু উড়ু শালবনে
কার ছায়া দেখি—
লোকাল ট্রেনে যাচ্ছি কোথায়!
আমার এখন মনে পড়ে তোমার চোখে
বৃষ্টি নামা,
তবু উড়ু উড়ু এই দুপুরে মধুপুরে হয় না নামা।

আজ রাতে

আজ রাতে লেখা হবে ভালোবাসার
একটি কবিতা,

আজ রাতে আকাশের বুকে হবে
অনন্ত বর্ষণ ;
আজ রাতে আমার আঙুলে হবে
শব্দের ম্যাজিক,
আজ রাতে আঁকা হবে পৃথিবীর
সেরা ছবিখানি।
আজ রাতে একফোঁটা অশ্রুজল
জমা হবে বুকে ;
একশো বছর পর আজ রাতে লেখা হবে
প্রেমের কবিতা।

আমি কেউ নই

আমি কেউ নই, আমি শরীরের
ভেতরে শরীর
গাছের ভেতরে গাছ,
এই অনন্ত দিনরাত্রির মধ্যে একটি বুদ্বুদ :
আমি মানুষের মতো কিন্তু মানুষ নই
শুধু মুখচ্ছবি
মানুষের একটি আদল
ছায়ার মানুষ :
আমি কেউ নই, কোনোকিছু নই
আমি মানুষের মতো
এক মুখোশ মানুষ
হয়তো জন্মেই মৃত আমি, হয়তো এখন
কেবল ছায়া,
মানুষের মতো
এই ছায়া-মানুষ :
আমি কেউ নই, আমি কোনোকিছু নই,
আমি ছায়ার ভেতরে
ছায়া
শরীরের ভেতরে শরীর
আমি কেউ নই, আমি মানুষের ভেতরে
মানুষ, ভেতর-মানুষ।

খণ্ড কবিতা

১

আমার পা দুটি যেন
একরোখা কম্পাসের কাঁটা
সর্বদাই তোমা-মুখী,
ভুলে গেছে অন্যদিকে হাঁটা।

২

এইটুকু জলেই যদি
তৃষ্ণা মিটে যায়,
তাহলে কি সাগর খোঁজা
আদৌ শোভা পায়!
এইটুকু মেঘেই কি আর
আকাশ বলো ঢাকে,
এইটুকু চোখের জল
আমায় বেঁধে রাখে।

পায়ে হেঁটে

পায়ে হাঁটা ক্লেশকর জেনে মানুষ
পরেছে এই ডানা
কিন্তু তুমি যদি পাশে থাকো
আমি পায়ে হেঁটে অনায়াসে পারি দিতে পারি
পৃথিবীর সবগুলি মহাদেশ,
বৌদ্ধ পরিব্রাজকের মতো এই পায়ে হেঁটে
স্বচ্ছন্দে করতে পারি নগর ভ্রমণ—
সিংহল, সুমাত্রা, বালী, শ্যামদেশ—সব প্রাচীন নগরী,
গ্রাম, জনপদ পায়ে হেঁটে চলে যেতে পারি ;
তুমি যদি পাশে থাকো, হও বিজন পথের
সঙ্গী
এইসব আধুনিক যানবাহনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ফেলে
পায়ে হেঁটে আমি পৌঁছে যেতে পারি
যে-কোনো দুর্গম স্থানে—
নির্জন সুদূর দ্বীপে

এই পায়ে হেঁটে আমি দ্রুততম যানবাহনের চেয়েও
দ্রুত পৌঁছে যাবো
যে-কোনো নগরে,
তুমি যদি পাশে থাকো, হও আমার
পথের সঙ্গী
আমি পদব্রজে আজই নেমে পড়ি।

একদিন

একদিন টুপ করে ঝরে যাবো
আমিই জানবো না
একদিন নদীতে উঠবে ঢেউ
নদীই বুঝবে না।
গাছ থেকে নিঃশব্দে যেমন ঝরে যায় পাতা
শূন্য পাখির বাসা পড়ে থাকে
পাতায় মিলিয়ে যায় শিশিরের দাগ
কিছুই থাকে না,
সব মুছে যায়
ভেঙে যায় মানুষের বুক
পচে গলে নষ্ট হয় সব রূপ, সব চিহ্ন
সমস্ত হৃদয় ;
একদিন টুপ করে ঝরে যাবো
কিছুই জানবো না
একদিন থেমে যাবে সব কেউ
কিছুই বুঝবে না।

কেন আমি চলে যাবো

ওই তো বাড়িয়ে আছে ওরা স্নেহের চুম্বন
এই ভোরের শিশির,
হেমন্তের নদী
আমি কেন চলে যাবো অন্য কোথাও?
এরা কেউই কি দাঁড়াবে না আমার পথ রোধ করে?
কারো সাথে আমার কি হয়নি একটু চেনাজানা,
এই দূর্বাঘাস

এই শালবন,
এই পদ্মদিঘি
কতোদিন দুপুরে ঘুঘুর ডাক শুনে
সেই যে আমার বুকে
হুহু-করা দুঃখ
সেই যে আমার ভালো লাগা
এসব কি একেবারে মিথ্যে হয়ে যাবে,
মিথ্যে হয়ে যাবে?
এরা কেউ কি চিনবে না আমাকে মোটেও, কেউ
পথ রোধ করে দাঁড়াবে না একটু আমার?
এই কুমড়োলতা, কাশবন, ঝাউবীথি
গাঁয়ের হালোট,
এই হাটখোলা, এই বাঁশের সাঁকোটি—
এইসব ভালোবাসা ফেলে, স্মৃতি ফেলে, অশ্রুবিন্দু ফেলে
কেন আমি চলে যাবো, অন্য কোথাও চলে যাবো?

বেঁচে থাক আনন্দজীবন

বেঁচে থাক মানুষের অনন্ত হৃদয়ধারা
আনন্দের গান, উৎসারিত হোক এই
প্রাণের ফোয়ারা, জীবনের নদী হোক
চিরকল্লোলিত ; ভোরের আকাশে
হোক কেবল অমৃতবৃষ্টি, আজ চাই
দুকূল ছাপানো আনন্দপ্লাবন ;
জীবনে সতত চাই জীবনের অনন্ত
উৎসধারা, চাই পরিপূর্ণ আনন্দজীবন।
আজ কানায় কানায় পূর্ণ হোক
জীবনের এই শূন্য পাত্রখানি, সব বিষ
হোক এই পাত্রভরা সুধা, বেঁচে থাক মানুষের
আনন্দপ্রহর, বেঁচে থাক প্রতিটি সকাল।

শূন্য হয়ে যাই

একেবারে শূন্য হয়ে যাই, ভেঙে চুরে,
ছিঁড়ে ফুঁড়ে যাই,

নিভে যাই
অস্তমিত হয়ে তবে যাই,
কৃষ্ণাচতুর্দশীর চাঁদের মতোই
নিঃশেষে মিলিয়ে যাই
শেষ হয়ে যাই ;
সবটাই নিভে যাই, শূন্য হয়ে যাই,
দুই হাত মেলে দেখি
কিছু নাই, কোনো কিছু নাই-
হাত পা সর্বাঙ্গ খালি করে শূন্য হয়ে যাই.
একেবারে শূন্য হয়ে যাই :
আর কিছুই ধরি না যেন, জড়াই না যেন
সমস্ত বন্ধন থেকে, যোগাযোগ থেকে সম্পূর্ণ
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই :
এবার হারিয়ে যাই, পরাজিত, ব্যর্থ হয়ে যাই।
এই হারিয়ে-যাওয়া শূন্য মানুষ
কারো কাছে একটু চাই না ঠাঁই, চাই না
সামান্য স্নেহ
একটু আশ্রয়.
সব খালি করে একেবারে শূন্য হয়ে যাই :
সকলের কাছে খুব তুচ্ছ. খুব ছোটো.
খুব উপেক্ষিত হয়ে
অপদস্থ হতে হতে হারিয়ে ফুরিয়ে যাই.
শূন্য হয়ে যাই. শূন্য
হয়ে যাই।

কোথায় বলো পাই

কোথায় খুঁজে পাই বলো না
একটি মাটির ঘর,
যেখানে এই স্নেহের বাঁধন
জড়ায় পরস্পর।
একটি শ্যামল ছায়াতরু
কোথায় বলো পাই—
যেখানে এই হৃদয় জুড়ায়
দুঃখ ভুলে যাই!

কোথায় খুঁজে পাই বলো সেই
স্নিগ্ধ জলাশয়,
তৃষ্ণা মেটাই যেখানে আর
ঘুচাই দুঃসময়।
একটি চোখের অভয় বলো
কোথায় খুঁজে পাই,
যেখানে এই ভালোবাসার
অভাব কোনো নাই।

যাবো, ফিরেও আসবো না

কেন ফিরে আসবো, কার মুখ চেয়ে
এই অপমান মাথা পেতে নেবো
এবার নিশ্চয় যাবো, ফিরেও আসবো না ;
কোনো দয়ার্দ্র আঁচল, কোনো পবিত্র মুখের হাসি
কোনো একটি কাতর ডাক
কোনো একখানি স্নেহমাখা মুখ, কোনো বুক
তোলপাড়-করা কান্না,
সদ্য ঘুম থেকে জাগা শিশুর মুখের গন্ধ
কারো অশ্রুভেজা চোখ,
আগলাবে না একটু আমাকে?

কেন ফিরে আসবো, কেন মাথা পেতে নেবো
এই দুঃখ, অপমান—
একদিন কেবল ভেবেছি সন্তানের মুখে চুমু খেয়ে
জীবনের সব দুঃখ ভুলে যাবো,
সন্তানের একটি প্রিয় ডাক শুনে হয়ে উঠবো
আবার সজীব ;
বুক পেতে নেবো সব গ্লানি, সকল ব্যর্থতা।
দরজায় দাঁড়ানো এই করুণ চোখের দিকে চেয়ে
ফিরে আসবো সব যুদ্ধ থেকে অক্ষত শরীরে
কেনো বর্ম লাগবে না, শিরস্ত্রাণ ব্যতিরেকে
বৃষ্টির মতো এই বোমাবর্ষণের মধ্যে
আমি এই কয়টি চোখের টানে সম্পূর্ণ
অক্ষত থেকে ফিরে আসি :

কেন ফিরে আসবো আর, কেন দুহাতে মাখবো
কালিমা—
ডুবে যাওয়া একাকী চাঁদের মতো চলে যাবো
ফিরেও আসবো না,
আর বাঁধবো না বাসা, বিছাবো না তাঁবু
তৃষ্ণার্ত পথিক তবুও জলের ধারে একটু বসবো না ;
কেন ফিরে আসবো কেন উঁকি দেবো বন্ধ দরজায়
অভ্যাসবশত,
কেন বাজাবো কলিংবেল,
ডাক দেবো
বারবার ডাক দেবো.
আমার একটি ডাক পৌঁছবে না
আর কারো কাছে
আমার ফিরে কী লাভ আমি পতন দেখেও
আর ফেরাতে পারবো না :
আমি কেন ফিরে আসবো, একটি তৃণও আর
আমাকে চায় না
এবার নিশ্চয় যাবো, ফিরেও আসবো না।

আমার জাহাজ

এই নিশ্চল জাহাজ আর কোথাও
পৌঁছবে না
কখনো পাবে না তীর এই হারানো জাহাজ
কেউ কখনো চাবে না আর এই নিরুদ্দিষ্ট
জাহাজের খোঁজ
এভাবেই ভাসতে ভাসতে একদিন হারিয়ে যাবে
এই বিপন্ন জাহাজ :
কোনো দূরবর্তী দ্বীপ থেকে দেখবে না
তার নির্জন মাস্তুল,
কখনো শুনবে না ভেঁপু উদ্ধারকারী কেউ কখনো
আসবে না
এই জাহাজে ভেসেছি আমি এভাবেই শুধু
ভেসে যাবো ;

দেখবো না তীরের চিহ্ন, লোকালয়,
সবুজ শস্যক্ষেত, তরুশ্রেণী,
অরণ্যের গায়ক পাখির গান শুনবো না
এখানে কখনো
এই জাহাজের নিঃসঙ্গ একাকী যাত্রী
অথই সমুদ্রে ভেসে যাবো ;
পাবো না কখনো কূল, কারো উষ্ণ অভ্যর্থনা,
একটু স্নেহের স্পর্শ
আমার জাহাজে আমি ভেসে যাবো
দিকচিহ্নহীন, নিরুদ্দেশ।

জীবনের পায়ে মৃত্যু ঘুঙুর

যদি জীবনকে বলি
মরণের দিকে যাও,
মরণকে আমি কার দিকে যেতে বলি !
জীবনের পর রয়েছে মৃত্যু,
মরণের পরে কী?
জীবনকে যদি মৃত্যুর দিকে তাই আমি
যেতে বলি,
মৃত্যুকে তবে কী পথ দেখাবো বলো—
জীবন, জীবন, অনন্ত জীবন, মৃত্যুর চেয়ে বড়ো।
এই জীবনই পারে মৃত্যুকে গ্রাস করতে দেখো না
যদিও আমরা মৃত্যুরই কাজ ভাবি
জীবনই পারে মৃত্যুকে স্থান দিতে, মৃত্যু
পারে না, পারে না,
জীবনের পায়ে মৃত্যু ঘুঙুর, মৃত্যুর পায়ে কী?
যদি জীবনকে বলি
মরণের দিকে যেতে,
তবে মরণকে কার দিকে!

কীভাবে তোদের বলি

আজ আর কীভাবে তোদের কাতর মুখের দিকে
চেয়ে বলি

কোথাও তোদের জন্য একখণ্ড
জমি যদি নাও থাকে,
তবুও আছে তোদের পিতার এই বুক,
যে-কোনো সবুজ জমির চেয়েও স্নেহচ্ছায়াময়,
অধিক সবুজ ;
যে-কোনো নদীর চে'ও জলময়
তোদের এ পিতার হৃদয়।
আজ কী করে তোদের বলি, তোদের পিতার
এই দুটি চোখ
পৃথিবীর সব আশ্রয়ের চে'ও
নিরাপদ অনন্ত আশ্রয়,
এই তোদের অক্ষম পিতার দুইখানি হাত
তোদের আগলে রাখার জন্য যে-কোনো কিছুর চেয়ে,
বেশি কার্যকর, শক্তিশালী—
আজ আর কীভাবে তোদের বলি
এই পিতৃহৃদয়
প্রেইরী অঞ্চলের চেয়েও তৃণাচ্ছাদিত
ছায়াময় ;
বড়ো ভয় হয় অক্ষম পিতার
এই নিষ্ফল আশ্বাস শুনে যদি
তোমরা না পাও ফিরে মনোবল
কিংবা সাহস
আজ তাই বারবার ভাবি
কীভাবে তোদের কাতর মুখের দিকে চেয়ে বলি
এইসব কথা!

আমি আজ কিছুই দেখি না

আজ আমি কিছুই দেখি না, কিছুই বুঝি না
এই যে ভাঙছে সব, এই যে উঠছে ডালপালা
এই যে ডুবছে চাঁদ
এই যে জ্বলছে ঝাড়বাতি
এই যে ভাঙছে সব, এই যে হচ্ছে সব কিছু
আমি এইসব কিছুই দেখি না—

এই ভাঙা-গড়া
উত্থান-পতন
এই নদীর নিঃশেষ হওয়া
গ্রাম উঠে যাওয়া
আমি কিছুই বুঝি না ;
আমি এই সভ্যতার গোপন অসুখ বুঝি.
সুস্থতা বুঝি না,
এই পাতাদের টুপটাপ খসে যাওয়া দেখি
ফুল আর ফুটতে দেখি না—
আমি অনেক তৃষ্ণার মুখ দেখি. একফোঁটা
শিশির দেখি না :
এই যে ডুবছে সব, এই যে জাগছে কতোকিছু
এই যে ভাঙছে সব, এই যে উঠছে
ইট-লোহা
আমি আজ এই কিছুই দেখি না, আমি আজ এই
কিছুই বুঝি না।

যাচ্ছি ভেসে

কোথাও আমার হয়নি স্থিতি
হয়নি কোথাও ঘর
এই খড়কুটোর মতোই আমি
ভাসবো নিরন্তর!
ভাসবো আমি অথই জলে
ভাসবো এ কোন ভেলা
ভাসাই আমার আনন্দ আর
ভাসাই আমার খেলা।
কোথাও আমার হয়নি স্থিতি
হয়নি কোনো ঘর,
যাচ্ছি ভেসে স্রোতের টানে
ভেসেই নিরন্তর ;
কারো কাছে পাইনি আমি
একটুখানি ছায়া
পাইনি কারো ভালোবাসা
একটুখানি মায়া ;

কোথাও আমার হয়নি স্থিতি
হয়নি কোথাও ঘর,
যাচ্ছি ভেসে স্রোতের টানে
ভাসছি নিরন্তর।

মরূদ্যান

সবখানে শুষ্ক মরুভূমি, জল নেই একটু কোথাও
কেবল তোমারই বুকে প্রবাহিত
অনন্ত জীবন,
এই বুকে জীবনের সবচেয়ে সুস্থ সাবলীল ধারা :
যখন শুকিয়ে যায় সমস্ত
জলের উৎস
তখন তোমারই বুক একপাত্র সুধা—
দেয় এই তৃষিত ওষ্ঠে জীবনের গাঢ় শিহরন।
এই খরতাপে যখন দেখি প্রকৃতই রুদ্ধ
এই জীবনের গতি.
তোমার বুকের হ্রদে, যুগল ঝর্নায়
ফিরে পাই নতুন জীবন :
তুমিই কেবল শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক জলের উৎস,
স্নিগ্ধ মরূদ্যান।

প্রণিবিদ্যা

আমার প্রাণের ডাক শুনতে পাও না তুমি
তুমি প্রাণিবিদ্যা নিয়ে ব্যস্ত,
তাই বলে মনোবিদ্যার চর্চা কি
নিষিদ্ধ একেবারে?
প্রাণিবিদ্যায় সেই যে হয়েছো মগ্ন
ভুলেও কি একবার এই প্রাণীটির দিকে
পড়বে না চোখ,
দেখবে না রাত্রির আকাশ, মেঘ নক্ষত্রের মেলা—
তুমি কি জানো না হৃদয় আয়ত্ত করা ছাড়া
সব বিদ্যা অসম্পূর্ণ থাকে?

তুমি তো জেনেছো বহু জীবজন্তু
প্রাণীর বৃত্তান্ত
কার বা মাংসল দেহ, খুব ছোটো চোখ,
লম্বোদর, খর্বাকৃতি মুখ,
যথার্থ চিনেছো হরিণের হাড়, কারা মেরুদণ্ডী
প্রোটোজোয়া, পরিফেরা এসব জটিল নাম—
কিন্তু কেন এককোটি বার বলার পরও
একটি সহজ নাম ভুলে গেলে?
আয়ত্ত করেছো তুমি প্রাণিবিদ্যা
হৃদয় কি এই বিদ্যাবহির্ভূত?

কোনো কোনো রাত

কোনো কোনো রাত খুব দীর্ঘ মনে হয়
বৃক্ষও ঘুমিয়ে পড়ে, দেবদারু বনে নামে
অনন্ত স্তব্ধতা, ঘুমায় হরিণ চিতা
এমনকি নেড়িকুত্তা ঘুমায় অঘোরে :
রাত শুধু দীর্ঘ তার কাছে যে কেবল
একা জেগে থাকে ; এই রাত্রি মনে হয়
খুবই দীর্ঘ, খুবই দুঃখময়।
কোনো কোনো রাত খুব দীর্ঘ
মনে হয়, খুব দীর্ঘ মনে হয়—
দেবদারু বনে অরণ্য-শালিক, কাষ্ঠও
ঘুমায়, ঘুমায় পাতারা, দূরে, কিছু
দূরে ঘুমায় নদী ও মাঠ
বনোভূমি ; শিশিরের শব্দে মনে হয়
একা একা শুধু এই রাত্রি বুঝি জাগে।
আমি জাগি এই দীর্ঘ রাতে, ঘুমায়
মানুষ আর বৃক্ষ, মেঘদল।

তুমি ফিরে না তাকালে

তুমি ফিরে না তাকানোর অর্থ
দুইচোখে গভীর তমসা
সহসা চাঁদের বুকে কালো মেঘ, সূর্যাস্তের ছায়া ;

তুমি ফিরে না তাকালে, এভাবে ফিরিয়ে
নিলে মুখ,
আকাশে কয়েক লক্ষ মাইল বেগে
বয়ে যায় সামুদ্রিক ঝড়—
মাথার ওপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া হলুদ পাখিটি
বন্দী হয় শিকারীর হাতে,
একযোগে ঝরে পড়ে সমস্ত গোলাপ. স্বর্ণচাঁপা।

তোমার ফিরে না তাকানো অর্থ
থেমে যাওয়া নদীর কল্লোল,
নাচঘরে নাচের তরঙ্গ ;
এভাবে আমার প্রতি তোমার বিমুখ হওয়ার অর্থ
সব প্রীতি আর স্নেহের বন্ধন
চিরতরে ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

তোমার ফিরে না তাকানো অর্থ
সব বুক খালি হয়ে যাওয়া,
শিশুদের হারানো মায়ের কোল,
প্রেমিকের ব্যথিত করুণ দীর্ঘশ্বাস ;

তুমি ফিরে না তাকানোর অর্থ
আমার চোখের কোণে চাঁদ
ডুবে যাওয়া
নেমে আসা চিররাত্রি
চিরঅন্ধকার।

তোমাকে লিখবো বলে একখানি চিঠি

তোমাকে লিখবো বলে একখানি চিঠি
কতোবার দ্বারস্থ হয়েছি আমি
গীতিকবিতার,
কতো দিন মুখস্থ করেছি এই নদীর কল্লোল-
কান পেতে শুনেছি ঝর্নার গান,
বনে বনে ঘুরে আহরণ করেছি পাখির শিস-

উদ্ভিদের কাছে নিয়েছি শব্দের পাঠ ;
তোমাকে লিখবো বলে একখানি চিঠি
সংগ্রহ করেছি আমি ভোরের শিশির,
তোমাকে লেখার মতো প্রাঞ্জল ভাষার জন্য
সবুজ বৃক্ষের কাছে জোড়হাতে দাঁড়িয়েছি আমি—
ঘুরে ঘুরে গুহাগাত্র থেকে নিবিড় উদ্ধৃতি সব
করেছি চয়ন :
তোমাকে লিখবো বলে জীবনের গূঢ়তম চিঠি
হাজার বছর দেখো কেমন রেখেছি খুলে বুক।

এসো তুমি পুরাণের পাখি

এসো তুমি পুরাণের পাখি

এসো তুমি পুরাণের পাখি,
কোথায় স্বপ্নের দেশে
আজ ভ্রাম্যমাণ তুমি,
এই ঈষদুষ্ণ জলবায়ু অধ্যুষিত দেশে
আসে অতিথি পাখিরা
তুমি সেই আগন্তুক পাখিদের দলে মিশে
এসো এই
বিলে, নদীর কিনারে
এখানে হয়তো নেই সেই মায়া সরোবর, সেই রুপালি
ঝর্নার জল
এই শালিক-দোয়েল আর খঞ্জনার সাথে
তুমি পরিচিত হও :
তুমি এসো জয়নুলের কাক হয়ে, যামিনী রায়ের
অপরূপ টানে লোকজ মডেলে
এসো তুমি পুরাণের অরণ্য-পাহাড়, নদী,
এসো রূপকথা ;
এসো তুমি সরযুর কাক, পঞ্চবটীর কোকিল
নীলগিরির বিহঙ্গ, এসো জটায়ুর আহত
পাখার দ্যুতি,
এসো তুমি পুরাণের পাখি, রহস্যের চোখ,
সুবর্ণ পালক,
এসো পাখি, এসো পারাবত, এসো
রাজকন্যার রূপসী হাঁসেরা :
এসো তুমি পুরাণের পাখি, আদিম বায়স।
এই বাস্তবের ভয়াল আকাশ ঢেকে দাও
তোমার পাখায়,
এসো তুমি সহস্র পাখার পাখি, গুঁজে নিয়ে
পালকে ফুলের পাপড়ি
দুই পায়ে অপ্সরার নাচের ঘুঙুর,
এসো গুহাচিত্র, এসো অর্ধ পাখি অর্ধ মানব
তোমার বুকের মাঝখানে আরেকটি অপূর্ব মায়াবী
চোখ,
এসো পাখি, পুরাণের পাখি, এসো

স্নেহছায়া,

এসো মানবিক মুগ্ধ নীলিমা

এসো টিয়া ও চন্দনা,

এসো হরিৎ চঞ্চু সুকণ্ঠী পাখিরা, এসো স্নিগ্ধ জলাশয়,

এসো পাখির উদ্যান ;

এসো পাখির বুকের মতো ভালোবাসা,

একফোঁটা দুঃখ

এসো অনন্ত পাখির শিস, এসো সহস্র সহস্র পাখা,

এসো তুমি পুরাণের পাখি, স্বয়ম্বর-সভার

রাজহাঁস।

কবিত্ব

ঝর্নাকে আমি কখনো থামতে দেখি না

নদীকে দেখি না,

বৃক্ষকে কখনো আমি নিঃশেষিত হতে

মোটেও দেখি না ;

আকাশকে কখনো দেখি না আমি শেষ হয়ে যেতে

সমুদ্রকে ফুরিয়ে যেতে কখনো দেখি না,

আমি এই চিরপ্রজ্বলিত অগ্নিশিখাকে বলি

কবিত্ব, কবিত্ব ;

অনিঃশেষ এই অগ্নি বুকে নিয়ে জেগে থাকে কবি।

এই অফুরন্ত শোকের উৎসব, এই অবিরাম

আনন্দের অনন্ত মূর্ছনা

এই রাত্রিদিন বেয়ে চলা নদীর অন্তর সত্তাকে বলি

কেবল কবিত্ব ;

গোলাপের দাউদাউ প্রজ্বলিত সৌন্দর্যরাশির

গোপন উৎসকে

কেবল কবিত্ব বলি আমি।

এই অনিঃশেষ অগ্নিশিখা, এই অনন্ত অশেষ

জলপ্রপাত

এই চিরপ্রস্ফুটিত আলোকিত ফুল

এই অনন্ত বিদ্যুৎ দ্যুতি,

আমি একেই কবিত্ব বলি,

বলি মানুষের সৃষ্টি প্রতিভা।

তোমাদের স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্ন

আমি তোমাদের সঙ্গীতের ভেতরে সঙ্গীত
তোমাদের চিন্তার ভেতরে চিন্তা,
তোমরা যা ভাবতে চাও আমি সেই ভাবনার
ভাষ্য তৈরি করি দেখো
তোমরা যা দেখতে চাও আমি সেই ফোটাই
স্বপ্নের ফুল—
তোমাদের ইচ্ছার একেকটি সবুজ চারাগাছ
আমি নিঃশব্দে রোপণ করে চলি।
আমি তোমাদের স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্ন,
জীবনের ভেতরে জীবন
আমি শিকড়ে অনন্ত উৎসধারা ;
আমি এই চোখের পলক, হৃদয়ে
প্রেমের অশ্রু
তোমাদের ভালোবাসাহীনতার মধ্যে আমি ভালোবাসা
তোমাদের নিরাবেগ ঊষর জমিতে
আমি
একখণ্ড আবেগের মেঘ ;
আমি তোমাদের গানের ভেতরে গান,
স্বপ্নের ভেতরে এই
আলুথালু একটি বিশাল স্বপ্ন।

মানুষ বলেই

তুমি কেবল আমারই প্রতি মনোযোগহীন
তোমার সান্নিধ্য পায় গ্রন্থরাজি,
বাগানের ফুল, প্রজাপতি, বনের উদ্ভিদ—
প্রত্যহ কেয়ারি কারো লতাপাতা, গাছ
কেবল আমিই তোমার সামান্য কেয়ারি
থেকে দূরে
পরিচর্যাবঞ্চিত ;
বৃক্ষ ও উদ্ভিদ বেড়ে ওঠে তোমার সযত্ন পরিচর্যা
পেয়ে পেয়ে

আমি এই মানুষ কেন পাবো না
তোমার একটু স্নেহের ছোঁয়া,
একবিন্দু জল—
কেন তোমার আকাশ হবে আমার দিকেই
এমন বিরূপ,
তোমার প্রকৃতি আমাকেই কেন করবে এরূপ
বর্ষণবঞ্চিত?
তোমার সান্নিধ্য পাবে ঘরের আসবাব,
ধাতব সামগ্রী—
কেবল আমি এই মানুষ পাবো না তোমার
একটু সান্নিধ্য।
পাথর হলেও হয়তো পেতাম তোমার স্পর্শ
বৃক্ষ হলেও পেতাম তোমার ছোঁয়া—
মানুষ বলেই এই তোমার সান্নিধ্য থেকে
দূরে।

তোমার নাম

আমার অন্তরে অনুক্ষণ গুনগুন করে
কেবল তোমার নাম,
আমি তোমার ডাকনাম ধরে ডাকি স্বর্ণচাঁপাকে ;
ভোরে জেগে উঠে দেখি আমার সত্তায় খেলে যায়
তোমার দেহের আলো—
এই উজ্জ্বল সকাল মনে হয় হীরকখচিত
তোমার স্বর্ণমুকুট।
সারা মন জুড়ে শুধু গুনগুন করে এক ঝাঁক
স্বপ্নের মৌমাছি
অবিরাম বলে শুধু তোমারই একটি নাম—
আমার অস্তিত্ব ঘিরে বাজে অপার্থিব প্রেমের সঙ্গীত
কলকল বয়ে যাওয়া রুপালি ঝর্নাধারা যেন ;
স্বপ্নাচ্ছন্ন আমি কেবল শুনতে পাই তোমার কণ্ঠস্বর
বাতাসে কেবল ভেসে আসে তোমার সৌরভ—
বুঝি ফুটেছে আমার ঘরে সব সুরভিত ফুল,
যেন এই চেতনায় বয়ে যাওয়া স্রোতস্বিনী নদী।
তখন আমার কানে, মুগ্ধ স্মৃতিতে

শ্রুতিগোচর হয় না কিছুই আর
বিচ্ছুরিত হয় কেবল তোমারই সূর্যালোক ;
সেই স্বর্গীয় আলোতে দেখি তোমার কোমল
বাহু ধরে দুজনে বেড়াচ্ছি ঘুরে
শূন্যোদ্যানে, দূরবনে—
চিরবসন্তের দেশে।

জীবনের পাঠ

শুধাই বৃক্ষের কাছে, 'বলো বৃক্ষ, কীভাবে
চলতে হয় কঠিন সংসারে? তুমি তো দেখেছো
এই পৃথিবীতে অনেক জীবন' ;
বৃক্ষ বলে, 'শোনো, এই সহিষ্ণুতাই জীবন'।

বলি আমি উদ্দাম নদীকে, 'বলো, পুণ্যতোয়া নদী,
কেমন দেখেছো তুমি মানুষের জীবনযাপন'?
তুমি তো দেখেছো বহু সমাজ সভ্যতা ;
মৃদু হেসে নদী বলে,
'দুঃখের অপর নাম জীবনযাপন'।

যাই আমি কোনো দূর পাহাড়ের কাছে
বলি, 'শোনো, হে মৌন পাহাড়,
তুমি তো কালের সাক্ষী, বলো না
বাঁচতে হলে কীভাবে ফেলতে হয় এখানে চরণ''?
পাহাড় বলে না কিছু
কেবল দেখায় তার নিজের জীবন।

অবশেষে একটি শিশুকে আমি বুকে নিয়ে বলি,
'তুমি এই জীবনের কতোটুকু জানো,
কোথায় নিয়েছো তুমি জীবনের পাঠ' ?
চঞ্চল শিশুটি বলে, 'এসো খেলা করি আমরা দুজনে'।

অভিজ্ঞতা

যেখানে যাই কোথাও নাই
অতল গভীরতা,

এই জীবনে ঘুরে ফিরে
একই অভিজ্ঞতা।
চিরটাকাল
সোঁতা ও খাল—
কোথাও নাই একটুখানি
ডোবার স্বাধীনতা ;
বুকের মধ্যে খাঁখাঁ দুপুর
চৈতালি স্তব্ধতা।
তবু শুধুই ইচ্ছে করে
জলের কাছে যাই,
যদি কোনো জলাশয়ের
স্নিগ্ধ ছায়া পাই ;
ভিজিয়ে দেই
তাহলে এই
গ্রীষ্মে পোড়া সত্তা আমার,
দগ্ধ দেহটাই।
কিন্তু এই পুরনো নদী, পুরনো হ্রদ,
পুরনো ইতিকথা,
যেখানে যাই ঘুরে ফিরে
একই অভিজ্ঞতা।

তোমার থিসিস

তোমার থিসিস খুব মূল্যবান জানি,
কিন্তু একটি প্রেমের চিঠি কেন
এতো তুচ্ছ ভাবো?
থিসিস লিখতে কতো রাত্রি কাটাও
কেবল একটি ভালোবাসার চিঠি
লিখতে এমন আলস্য।
থিসিস নাহয় লিখলে দামী মসৃণ কাগজে
সুন্দর হস্তাক্ষরে, আধুনিক প্রযুক্তির
মুদ্রণকলায়—
কিন্তু খাতার একটি মলিন পৃষ্ঠায় সামান্য দুটি শব্দ
লিখে পাঠালে—

কী এমন সময়ের অপচয় হয়!
থিসিস লেখায় খুব ব্যস্ত তুমি
তাই বলে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ একটি প্রেমের
চিঠি লেখা?
তার জন্যে কি ডাকতে হবে জাতিসংঘের
বিশেষ বৈঠক,
সংশোধন করতে হবে সংবিধান?
একটি প্রেমের চিঠি লিখতে কি শেষ হয়ে যাবে
সব থিসিসের অর্জিত বিদ্যা,
কলমের কালি?
গবেষণার কাজে ব্যস্ত তাই তোমার আঙুলে
আর ফুটবে না জুঁই, স্বর্ণচাঁপা
চোখে পড়বে না রঙিন গোধূলি—
তোমার হৃদয় আর কখনোই হবে না
রক্তিম মেঘময়
থিসিস লিখছো বলে লিখবে না
একটি প্রেমের চিঠি?
কী করে বোঝাই থিসিসের চেয়ে
একটি প্রেমের চিঠি কম মূল্যবান নয়।

তুমি এলে

তুমি এলে এই কবিতার বিষণ্ন খাতায়
আসে আবার বসন্তকাল,
ফোটে ছত্রে ছত্রে জুঁই ও কনকচাঁপা—
উড়ে আসে প্রজাপতি, গায়ক পাখিরা ;
একবার তুমি এলে একলক্ষ বার
আসে বসন্তের ঋতু
এই কবিতার বিবর্ণ খাতায় ফুটে ওঠে পত্রপুষ্পে
অনন্ত ইমেজ।
তুমি এলে আমাদের কবিতার বিশুষ্ক নদীতে
আসে নতুন জোয়ার
কেটে যায় কবিতার ভীষণ দুর্দিন—
দীর্ঘ খরা শেষে আবার আকাশে মেঘের বর্ষণ ;

তুমি এলে এই কবিতার ধূসর খাতায় নেমে আসে
শব্দের রুপালি ঝর্না
ভরে ওঠে অজস্র সোনালি শস্যে শূন্য খামার।

কবির কী চাওয়ার আছে

কবির কী চাওয়ার আছে এই রুক্ষ
মরুর নিকট—
কী আছে চাওয়ার তার অস্ত্র আর বারুদের কাছে!
নেকড়ের চোখের মতো হিংসা ও লোভের
কাছে কী তার চাওয়ার থাকতে পারে,
বলো, নিষ্পত্র বৃক্ষের কাছে কবি কী চাইবে আর?
নির্দয় পাথরের কাছে কী তার চাওয়ার আছে
কী আছে চাওয়ার তার অনুভূতিহীন এইসব
হৃদয়ের কাছে ;
তেজস্ক্রিয়তার মেঘে ঢাকা এই আকাশের কাছে
কী সে প্রত্যাশা করে বলো!
কী সে চাইবে এই দূষিত নদীর কাছে,
নোনা জল, শূন্য মৌচাকের কাছে—
কী তার চাওয়ার আছে লোহার খাঁচার কাছে,
গরাদের কাছে?
কবির কী চাওয়ার আছে এই রক্তাক্ত হাতের কাছে
তীর, তরবারি আর জল্লাদের কাছে,
এই নখদন্তের নিকট কবির কী চাওয়ার
থাকতে পারে আর!
এই বিষাক্ত নিঃশ্বাসের কাছে কবি কী
চাইতে পারে—
কী তার চাওয়ার আছে বলো, এই সূর্যাস্তের কাছে,
আঁধারের কাছে!

আমার সম্পদ

এতো ব্যর্থতার মধ্যে তুমিই আমার
একমাত্র সাফল্য জীবনে,

এতো পরাজয়ে তুমিই একমাত্র জয়—
সব অপমানের ভেতর তুমিই কেবল
গৌরব আমার।
চারদিকের এতো দুঃসময়ে তুমিই আমার
মাত্র সুসময়—
এতো খরা, অনাবৃষ্টি আর ঘন কুয়াশার মাঝে
একমাত্র তুমিই আমার বসন্তের ঋতু,
শস্যের খামার।
এই হতভাগা গরিবের জীবনে তুমিই একমাত্র
মহার্ঘ সঞ্চয়,
একমাত্র তুমিই এই ভূমিহীনের একখণ্ড ভূমি—
এই ব্যর্থ ভিখিরির তুমিই মাত্র
দুর্লভ সম্পদ।

দেখতে চাই

আমাকে দেখাও তুমি দূরের আকাশ, ওই
দূরের পৃথিবী
আমি তো দেখতে চাই কাছের জীবন ;
তুমি আমাকে দেখাতে চাও দূর নীহারিকা
সমুদ্র-সৈকত
বিস্তৃত দিগন্তরেখা, দূরের পাহাড়—
তুমি চাও আরো দূরে, দূর দেশে
আমাকে দেখাতে কোনো রম্য দ্বীপ, স্নিগ্ধ জলাশয়
আমি চাই কেবল দেখতে এই চেনা সরোবর,
কাছের নদীটি।
আমাকে দেখাতে চাও বিশাল জগৎ, নিয়ে যেতে
চাও অনন্তের কাছে
আমার দৃষ্টি খুবই সীমাবদ্ধ—
অতো দূরে যায় না আমার চোখ ;
কেবল দেখতে চাই জীবনের কাছাকাছি
যেসব অঞ্চল—
দূরের নক্ষত্র থাক তুমি এই নিকটের মানচিত্র
আমাকে দেখাও ;

দেখাও নদীর কূল, চালের কুমড়োলতা,
বাড়ির উঠোন—
দূরের রহস্য নয়, কেবল বুঝতে চাই
তোমার হৃদয়।

চেয়েছি

পাখি ভেবে চেয়েছি তোমার কাছে শুনতে
মধুর কোনো গান,
চেয়েছি বৃক্ষ ভেবে সুশীতল ছায়া—
মেঘ ভেবে চেয়েছি তোমার কাছে স্নিগ্ধ জলধারা
মরূদ্যান ভেবে তোমার কাছেই
চেয়েছি আশ্রয় ;
তোমাকে উদ্ভিদ ভেবে চেয়েছি উজ্জ্বল পরামায়ু
জলাশয় ভেবে পেতেছি অঞ্জলি—
উদ্দাম ঝর্না ভেবে চেয়েছি তোমার কাছে
চলিষ্ণু জীবন,
তোমাকে কবিতা ভেবে সব দুঃখ ভুলে যেতে
চেয়েছি একাকী
অনন্ত শুশ্রূষা ভেবে পেয়েছি রুগ্ন দেহেও
ফিরে বল ;
তোমাকে নীলিমা ভেবে চেয়েছি তোমার কাছে
বুকভরা আশা,
চেয়েছি মানবী ভেবে জীবনে একটু ভালোবাসা।

আবৃত্তি

রাত জেগে তোমাকে আবৃত্তি করি আমি
দিনেও তোমাকে পাঠ করি
স্বরচিত কবিতার মতো ;
আমার অন্তরে দেখি গুনগুন করে ওঠে স্বপ্নের মৌমাছি।

যখনই তোমাকে আবৃত্তি করি আমি আমার সত্তায়
বেজে ওঠে মরমী সঙ্গীত ; গালিবের
অনুপম গজলের ধারা অবিরাম ঝরে পড়ে আমার ভেতর

তোমাকে আবৃত্তি করি গভীর ঘুমের মধ্যে,
জেগেও তোমাকে আবৃত্তি করি আমি
ঘুরে ঘুরে মাত্রা বা অক্ষরবৃত্তে—
এই দেহের পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করি সারাটি জীবন ;

তোমাকে আবৃত্তি করি আমি মধ্যযুগের গীতিকবিতার মতো
কেবল মুখস্থ করি মুগ্ধ পদাবলী ;
তোমাকে আবৃত্তি করি আদ্যোপান্ত দীর্ঘ কবিতা।

ভালোবাসা

ভালো না বাসতে বাসতেই মানুষ একদিন
ভালোবাসে—
হয়তো ভালোবাসতে বাসতেও মানুষ একদিন
ঘৃণা করে ;
ঘৃণা করলেও মানুষ আসলে
ভালো না বেসে পারে না।
ভালোবাসার জন্যে মানুষের এই জীবন খুবই ছোটো
কিন্তু এই ছোটো জীবন বলেই মানুষ ভালোবাসতে
পারে,
জীবন আরো দীর্ঘ হলে
ভালোবাসাও আরো দীর্ঘ হতো এমন নয় ;
মানুষ বেশিদিন ভালোবাসতে পারে না বলেই
ভালোবাসার জন্যে মানুষের এতো হাহাকার।

তোমার ঠিকানা

কোথায় তোমাকে নিয়ে যাবো বলো
এই ছোটো সীমিত শহরে—
যেখানেই যাই সারি সারি কৌতূহলী চোখ
তাকায় তোমার দিকে,
মনে হয় তুমি যেন অন্য এক গ্রহ থেকে আসা
স্বপ্নের মানুষ ;

কোথায় তোমাকে নিয়ে যাবো বলো কোন নিরিবিলি
গ্রামে, পাহাড়ের পাদদেশে, উপত্যকা, হ্রদের কিনারে
যেখানেই যাই দেখি অনুসরণ করে অজস্র তৃষ্ণার্ত চোখ
তাই তোমাকে দূরেই রাখি, দৃষ্টিসীমার বহু দূরে,
চোখের আড়ালে
কিন্তু ঠিক এইখানে, আমার হৃদয়ে
যেখানে তোমাকে আমি ছাড়া আর কেউ
কখনো দেখে না ;
এখানে তোমাকে আমি স্পর্শ করি শরীরে, হৃদয়ে,
মনে, সকল ইন্দ্রিয়ে
অন্য কোনো স্থান নয়, তোমার ঠিকানা তাই
আমার হৃদয়।

তুমি সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ

তুমি আমার সাথে সম্বন্ধ পাল্টালে
নদীর গতিপথ পাল্টে যায়
একদিন দেখি গ্রাম উঠে গেছে ;

তুমি আমার সাথে সম্বন্ধ অস্বীকার করলে
সব সদ্য স্বাধীন দেশ জাতিসঙ্ঘের স্বীকৃতি হারায়,
পানামা আর সুয়েজ খাল বন্ধ হয়ে যায়।
তুমি সম্পর্ক ছিন্ন করলে পৃথিবীর বৃহত্তম সেতু
ধসে পড়ে,
মধুপুরের জঙ্গল উজাড় হয়ে যায় ;

তুমি আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ
সর্বোচ্চ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প,
সমস্ত যুদ্ধবিরোধী চুক্তি ভেঙে যাওয়া।
তুমি আমার সাথে সম্বন্ধ পাল্টালে
নৌপথ উঠে যায়,
আকাশ আরো দূরে যেতে থাকে, দূরে
যেতে থাকে।

কেউ কেউ

এই মরুভূমির মধ্যেও দুই একজন মানুষ আছেন
স্নিগ্ধ, ছায়াময়—
তাদের নিকটে গেলে মনে হয়
এই গাছের ছায়ায় আরো কিছুক্ষণ বসি।

দুই একজন মানুষ আছেন এই রুক্ষ মরুর মধ্যেও
স্বচ্ছ জলাশয়,
তাদের নিকটে গেলে সাধ হয়
এই নদীর সান্নিধ্যে জীবন কাটাই।

এই মরুভূমিতেও আছেন এমন মানুষ কেউ কেউ
স্মিত হাস্যময়—
তাদের নিকটে গেলে মনে হয়
এই মনীষার আলোয় উদ্ভাসিত হই।

আমার দীনতা

আমার দীনতা আমি বুঝি যখন দাঁড়াই এই
নীলিমার নিচে,
শোভা আর সৌন্দর্যের অপার ঐশ্বর্য তার বুকে
চাঁদ আলো দেয়, নক্ষত্রেরা ছড়ায় হীরকদ্যুতি ;
যখন দাঁড়াই আমি পাহাড়ের এই পাদদেশে
দেখি বিচিত্র সম্পদ তার বুক ভরে আছে—
লেখা আছে অজ্ঞাত কালের ইতিহাস,
তার ধৈর্য ও মহিমা দেখে বুঝি কতো দীন,
দরিদ্র এই আমি ;
এই আমার দীনতা আমি বুঝি যখন বৃক্ষের কাছে যাই
দেখি ছায়াসুশীতল তার বুক,
ঔদার্যের অপার স্বাক্ষর এই বনস্পতি।
যখন নদীর কাছে যাই দেখি তার অবিরাম গতি
দেখি পিপাসার স্নিগ্ধ জল,
বুঝি আমি প্রকৃতই নিঃসম্বল, দীনাতিদীন :
এই নীলিমা, পাহাড় ও নদীর কাছ থেকে
আমি তাই পরিপূর্ণ করে নিতে চাই আমার জীবন।

আমার জীবন

আমার জীবন আমি ছড়াতে ছড়াতে
এসেছি এখানে,
আমি কিছুই রাখিনি—
কুড়াইনি তার একটিও ছেঁড়া পাতা,
হাওয়ায় হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছি শিমুল তুলোর মতো
সব সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, স্মৃতি,
আমি এই হারানো জীবন আর খুঁজি নাই
সেই ফেলে আসা পথে ;
ছেঁড়া কাগজের মতো ছড়াতে ছড়াতে এসেছি আমাকে।
পথে পড়ে থাকা ছিন্ন পাপড়ির মতো
হয়তো এখনো পড়ে আছে
আমার হাসি ও অশ্রু,
পড়ে আছে খেয়ালী রুমাল, পড়ে আছে
দুই এক ফোঁটা শীতের শিশির ;
এখনো হয়তো শুকায়নি কোনো কোনো অশ্রুবিন্দুকণা
বৃষ্টির ফোঁটা
চঞ্চল করুণ দৃষ্টি, পিছু ডাক,
এখনো হয়তো আছে সকালের মেঘভাঙা রোদে,
গাছের ছায়ায়
পদ্মপুকুরের স্থির কালো জলে,
হয়তো এখনো আছে হাঁসের নরম পায়ে
গচ্ছিত আমার সেই হারানো জীবন
সেই সুখ-দুঃখ
গোপন চোখের জল।
এখনো হয়তো পাওয়া যাবে মাটিতে
পায়ের চিহ্ন
সেসব কিছুই রাখিনি আমি
ফেলতে ফেলতে ছড়াতে ছড়াতে
এখানে এসেছি ;
আমি এই জীবনকে ফ্রেমে বেঁধে রাখিনি কখনো
নিখুঁত ছবির মতো তাকে আগলে রাখা হয়নি
আমার,
আমার জীবন আমি এভাবে ছড়াতে ছড়াতে এসেছি।

আমার সঞ্চয় আজ কেবল কুয়াশা, কেবল ধূসর
মেঘ
কেবল শূন্যতা
আমি এই আমাকে ফ্রেমে বেঁধে সাজিয়ে রাখিনি,
ফুটতে ফুটতে ঝরতে ঝরতে আমি এই এখানে
এসেছি ;
আমি তাই অম্লান অক্ষুণ্ন নেই, আমি ভাঙাচোরা
আমি ঝরা-পড়া, ঝরতে ঝরতে
পড়তে পড়তে
এতোটা দীর্ঘ পথ এভাবে এসেছি।
আমি কিছুই রাখিনি ধরে কোনো মালা, কোনো ফুল,
কোনো অমলিন স্মৃতিচিহ্ন
কতো প্রিয় ফুল, কতো প্রিয় সঙ্গ, কতো উদাসীন
উদ্দাম দিন ও রাত্রি
সব মিলে হয়ে গেছে একটিই ভালোবাসার
মুখ,
অজস্র স্মৃতির ফুল হয়ে গেছে একটিই স্মৃতির গোলাপ
সব নাম মিলে হয়ে গেছে একটিই প্রিয়তম নাম ;
আমার জীবন আমি ফেলতে ফেলতে ছড়াতে ছড়াতে
এখানে এসেছি।

চাই পাখির স্বদেশ

আকাশের বান্ধব পাখিরা, মেঘলোকে
রহস্যের সতত সন্ধানপ্রার্থী ; কখনো
বেড়াও উড়ে সকৌতুকে
সমুদ্রের নীল জলরাশির ওপর ;

তোমাদের বিশাল ডানার ছায়া পড়ে
হ্রদে, আমার হৃদয়ে উড়বার সাধ
নেই, তবু তোমাকে আমার বড়ো ভালো
লাগে পাখি, আমি চিরদিন একটি
স্বপ্নের পাখি পুষে রাখি বুকের ভিতর।

খুব ছোটোবেলা থেকে আমি পাখিদের
প্রতি বড়ো মনোযোগী, যদিও কখনো আমি

ডানায় করিনি ভর, পাখিদেরই ডেকেছি
মাটির কাছাকাছি, আকাশকে সবুজ উঠোনে ;

পাখিদের প্রতি এই পক্ষপাত থেকে আমি
কখনো নিইনি হাতে শিকারীর তীর,
কখনো শিখিনি তীর ছোঁড়া, কোথাও
দেখলে তীর, গুলি, কেমন আঁতকে ওঠে
বুক, এই বুঝি বিদ্ধ হলো প্রকৃতির শুদ্ধ
সন্তানেরা ; আকাশে তোমার ওড়া দেখে
আমি স্বচ্ছন্দে বেড়াই ভেসে স্বপ্নপুরীতে
দূর দেশে যেখানে প্রত্যহ মায়াবী পাখিরা
দিব্য সরোবরে মনোরম জলক্রীড়া করে ;

এই পাখির পৃথিবী কেন কিরাতের
তীরে ভরে গেলো? আমি
পাখিদের নিরাপদ অবাধ আকাশ চাই,
চাই পাখিদের স্বাধীন স্বদেশ।

মেঘের জামা

পাহাড় যেন ট্রাফিক পুলিশ
গায়ে মেঘের জামা
জেলগেটে ওই ঘণ্টা বাজে
পড়ায় শপথনামা ;
ঝড়জলে তাই
ঘুমিয়ে যাই—
আলস্যে এই মেঘনাঘাটে
হয় না দেখি নামা,
আকাশ যেন বিরহী এক
গায়ে মেঘের জামা।
আকাশ বুঝি বলিভিয়ার
গভীর ঘন বন
জেলগেটে ট্রাফিক পুলিশ
দাঁড়ানো একজন।
কে সে প্রিয়ংবদা

তিস্তা কি নর্মদা ;
তার কাছে কে পৌঁছে দেবে
সোনার সিংহাসন,
মেঘের জামা পরেছে ওই
বলিভিয়ার বন।

একটি চুম্বন

একটি চুম্বন আমাকে বাঁচাতে পারে
একশো বছর,
সুস্থ করে এখনই তুলতে পারে এই
জরাব্যাধি থেকে ;
তোমার ওষ্ঠ যদি একবার স্পর্শ করে
কেবল আমাকে
আমি ফিরে পাই অনন্ত জীবন—
মুহূর্তে আমার সব রোগব্যাধি, অসুস্থতা
ভালো হয়ে যায়।
ওই দুটি ওষ্ঠ থেকে যদি ঝরে পড়ে
সঞ্জীবনী ধারা,
তাহলে কীভাবে এই ক্লান্তিকর জরা
রাখবে আচ্ছন্ন করে আর—
আমি দিব্যকান্তি ফিরে পাবো পুনরায়
খরাক্লিষ্ট বৃক্ষের শরীরে বর্ষণ যেমন ঢেলে দেয়
সবুজের শোভা ;
এই একটি চুম্বন আমাকে বাঁচাতে পারে
আরো একশো বছর
তবু এতোই নিষিদ্ধ এই পবিত্র চুম্বন!
ওষ্ঠের গভীর স্পর্শে যদি জেগে ওঠে
ডুবন্ত মানুষ,
যদি আলোকিত হয়ে ওঠে এই আত্মা
চলে যাই অমর্ত্যলোকের কাছাকাছি,
তবু কেন তোমার ওষ্ঠের এই একটু করুণাধারায়
বলো না বঞ্চিত হবো আমি?
একটি চুম্বন যদি আমাকে বাঁচাতে পারে

একশো বছর,
কেন তার জন্যে অপেক্ষা করবো না তবে
কোটি মন্বন্তর!

ছায়া

অন্ধকারে হেঁটে যায় ছায়া
কোথা তার অপসৃত কায়া ;
আমি তার দেখি নাই মুখ
কেন সে বিষণ্ন, পরাঙ্মুখ!
হেঁটে যায় ছায়া অন্ধকারে
নিরিবিলি পথের ওধারে,
আমি তার দেখি নাই চলা
কে এই মানুষ–শিল্পকলা?
অন্ধকারে ছায়া হেঁটে যায়
সন্ধ্যা নামে তার মৃদু পায় ;
আমি তার দেখি নাই মুখ
কেন সে নিস্পৃহ উন্মুখ!

কেন আমি

কেন আমার কবিতা থেকে আমি
ডুবিয়ে দেবো চাঁদ
তুলে নেবো ফুল,
উপড়ে ফেলবো গাছ ;
কেন কবিতার পঙ্‌ক্তি থেকে দূরে
উড়িয়ে দেবো পাখি
নির্বাসিত করবো ভালোবাসা!

কেন আকাশ রাখবো ঢেকে, নিষিদ্ধ করবো নদী,
খারিজ করবো এই মেঘ,
তার পরিবর্তে কেন বার, বেসমেন্ট, তিমি,
প্রাচীন রোমক মুদ্রা, ড্রেন, পচা মাংস
অ্যাসট্রের ধোঁয়া—
এইগুলি কেবল বসাবো কবিতায়?

কতোটুকু জেনেছি আমি একটি ফুলের মর্ম
কতোটা বুঝেছি এই একবিন্দু অশ্রু,
এই আকাশ যে কতোভাবে ব্যবহৃত হতে পারে
তার একটি বিন্দুও ফোটে নাই
আমার পঙ্ক্তিতে ;

একটি নদীর অনন্ত সম্ভাবনার কিছুই পারিনি
আমি এখানে বসাতে
মেঘ কবিতায় কতো চিত্রময় হয়ে উঠতে পারে,
একফোঁটা চোখের জলের কাছে, শিশিরের কাছে
কবির যে অনন্ত ঋণ আছে,
তার কিছুই হয়নি পূরণ করা ;
কেন আমি বেসমেন্ট, গ্রিল, কংক্রিটের কাছে
বন্দী হতে যাবো,
কেন আমি মৌমাছির মধুর গুঞ্জন ফেলে
ঝর্নার কলধ্বনি ফেলে—
ক্রেনের শব্দের জন্যে এইভাবে
মরবো মাথা কুটে!

আরো মেঘ, আরো ফুল,
আরো নদী
যেন আমি এভাবেই কবিতায়
কল্লোলিত করি।

একলা আমি

একলা আমি কীভাবে এই
আকাশ বলো ছুঁই,
কীভাবে এই পাতালে যাই
স্পর্শ করি ভুঁই!
একলা আমি কীভাবে এই
দুঃখ করি জয়—
কীভাবে এই মরণ রুধি
দূর করি এই ভয়!

একলা আমি কীভাবে এই
ঠেকাই চোখের জল,
কীভাবে এই রক্ষা করি
দগ্ধ বনাঞ্চল ;
একলা আমি কীভাবে এই
বাঁচাই কিশলয়
কীভাবে এই বাঁচিয়ে রাখি
স্বপ্ন সমুদয়!

তুমি ছাড়া

আমার সমস্ত স্বীকৃতির মূলে তুমি,
চিরশুষ্ক জীবনের পাশে জলভরা নদী
তুমিই আমার সব কীর্তি আর সাফল্যের মুখ ;

বইমেলায় এই যে উল্লাস, অটোগ্রাফ
কবিতাসন্ধ্যায় এই যে অজস্র ফুল
এই সবকিছুর মূলে তুমি ;

তুমি ছাড়া আমি খাঁখাঁ শূন্য মাঠ
তোমাকে নিয়েই শুধু এই সফলতা—
তুমি ফিরে না তাকালে শূন্য আমার উঠোন
কবিতার অজস্র সোনালি শস্যে
ভরে ওঠে কবিদের বিস্তৃত খামার,
আমি নিষ্ফল তাকিয়ে থাকি এই শাদা খাতার পৃষ্ঠায়।

শুধু তুমি এসে দাঁড়ালেই আমার হৃদয়ে
বয়ে যায় কবিতার সঞ্জীবনী ধারা ;
তুমি ছাড়া শূন্য এই কবির জীবন।

পায়ে হাঁটা

পায়ে হাঁটা ভুলে গেছে এখন মানুষ
বড়োই কাতর তার এখন দুখানি পা
টলমল করে শিশুর মতন—

যেন হাঁটা শেখা ভালো করে আয়ত্ত হয়নি তার ;
একদিন এই মানুষই তো পায়ে হেঁটে দিয়েছে দুর্গম
পথ পাড়ি,
কতো চড়াই-উৎরাই, বন, গিরিপথ—
এই দুখানা পা সম্বল করেই নেমেছে অজানা পথে
অদম্য পথিক,
আজ তার সেই ডানার মতন দুখানি চঞ্চল পা
চলচ্ছক্তিহীন
মানুষ এখন ভুলে গেছে পায়ে হাঁটা, এই পায়ে হেঁটে
পথচলা ;
এখন হয়েছে বহু প্রশস্ত মসৃণ পথ, বেড়েছে পথের শোভা
কিন্তু পথে পড়ে না পায়ের চিহ্ন,
এখন মানুষ দ্রুতগামী যানে পাড়ি দেয় পথ—
বন, উপবন, নদনদী, গিরি, উপত্যকা পাড়ি দেয়
হয়তো আকাশপথে উড়ন্ত বিমানে
নৈশ ট্রেনে চেপে গভীর ঘুমের মধ্যে
পার হয় গ্রাম, জনপদ,
পায়ে হেঁটে ভ্রমণের যুগ শেষ, এখন মানুষ
করে ডানায় ভ্রমণ
মানুষ এখন গাছ আর পাথরের মতোই নিশ্চল।
এই ধাবমান হরিণের দিকে চেয়ে, অশ্বের বিদ্যুৎ
গতি দেখে
মানুষের উদ্দাম চলার কথা মনে পড়ে, দেখি গুহাগাত্রে,
শিলায়, মাটিতে
মানুষের অনন্ত চলার চিহ্ন,
সেই হেঁটে চলা মানুষের দীর্ঘ পদযাত্রা দেখে,
তার চলার মহিমা দেখে
আজো বারবার এই পথের দিকেই কেবল তাকাই,
কিন্তু মানুষের পায়ের বদলে এখন সেখানে দেখি
যানবাহনের দীর্ঘ সারি ;
পা তার থেকেও নেই, শুধু পালাবার জন্য
এখন দুখানি পা—
অরণ্য পাহাড় কেটে বানানো হয়েছে পথ, কিন্তু
পায়ে হাঁটা ভুলে গেছে এখন মানুষ।

কোথাও যাইনি আমি

হয়তো পেরুনো যাবে
এই সাতটি সমুদ্র আর সাত শত নদী,
কিন্তু কীভাবে পেরুবো
এই দূর্বাঘাসে ভোরের শিশির—
কীভাবে পেরুবো এই নিকোনো উঠোন,
লাউ-কুমড়োর মাচা!
হাজার হাজার মাইল সুদীর্ঘ পথ সহজেই
পার হওয়া যাবে,
কিন্তু তার আগে কীভাবে পার হবো এই
সবুজ ক্ষেতের আল—
ছোট্ট বাঁশের সাঁকো, পার হবো
ঝরে পড়া শিউলি-বকুল!
পাহাড়-পর্বত, বন পার হওয়া হয়তো,
তেমন দুঃসাধ্য নয়
কিন্তু কীভাবে পার হবো এই বৃষ্টির ফোঁটা,
একটি শাপলা ফুল,
কীভাবে সত্যই আমি পার হবো এইটুকু
সরু গলিপথ,
কীভাবে পার হবো বহুদিন দেখা এই খেয়াঘাট।
হয়তো পেরুনো যেতো অসংখ্য পথের বাধা
মরুভূমি, সমুদ্র পর্বত,
আমি পেরুতে পারবো না শিশির-ভেজা
তোমার উঠোন ;
তাই কোথাও যাইনি আমি, এখানেই রয়ে গেছি
তোমাকে জড়িয়ে।

এই বাউলজীবন

এভাবে তোমার পাশে হেঁটে যদি
কেটে যেতো বেলা—
তাহলে আমার চেয়ে পৃথিবীতে
কে আর অধিক সুখী হতো,

কে আর আমার চেয়ে হতো ভাগ্যবান!
এভাবে তোমার পাশে হেঁটে যদি দিন
চলে যেতো,
তাহলে আর কী চাওয়ার ছিলো
আমার জীবনে—
আর কী অধিক কাম্য ছিলো?
এভাবে তোমার পাশে চিরপথিকের মতো
হেঁটে যদি
কেটে যেতো একটি জীবন—
কেটে যেতো এইভাবে বাউলের মতো,
একটি শিশুর মতো
তোমারই পাশে পাশে হেঁটে,
তবে তার চেয়ে আর কী পরম সুখ হতে
পারতো জীবনে—
যদি হতো এই বাউলজীবন, এই প্রেমিকজীবন।

কীভাবে তোমার দিকে ছুটে যাই

তুমি তো জানলে না এই যে আমার ব্যর্থ দিন
আর রাত্রি যাপন,
এই যে তোমার উদ্দেশে ইথারে পাঠিয়ে দেয়া
অনন্ত চুম্বন—
সেই অদৃশ্য চুম্বনগুলি সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো
আছড়ে পড়ে তোমার সৈকতে ;
তুমি তো জানো না, তোমার সুদূর ওষ্ঠে
পৌঁছেনি যে ব্যর্থ চুম্বন
তারা হয়ে গেছে একেকটি সামুদ্রিক পাখি
হয়ে গেছে রঙিন চঞ্চল মাছ—
মরুর উষ্ণ নিঃশ্বাসের মধ্যে একটু শীতল জলকণা।
সেই বিহ্বল চুম্বনগুলি খাঁচায় বন্দী পাখির মতো
ডানা ঝাপটায়,
ছটফট করে ডাঙায় তোলা চঞ্চল মাছের মতো।
তুমি তার কিছুই জানো না আমার সুখানুভূতিগুলি
কীভাবে তোমার দিকে ছুটে যায়,

কীভাবে তোমার দিকে অবিরাম ছুটে যাই আমি ;
তোমাকে স্পর্শের ইচ্ছা আর এই ব্যর্থ চুম্বনের
অনুভূতিগুলি
নায়েগ্রার জলপ্রপাতের মতো
তোমারই উদ্দেশে প্রবাহিত হয়।

এক ধরনের মানুষ থাকে

এক ধরনের মানুষ থাকে ন্যাড়া মাথা
গাছের মতো,
কিছুই হয় না তার, কেউই হয় না তার,
কাছে থেকেও সবার সে লক্ষ মাইল দূরে—
এক ধরনের মানুষ থাকে কাটিয়ে যায়
পরের জীবন,
এই জীবনের মধ্যে তার অন্য এক জীবন থাকে
নিজের জীবন
তার দেখা সে পায় না মোটেও ;
কোনোদিনই হয়তো তার কেউ ছিলো না
কারো মনে হয়নি তার একটু ঠাঁই, একটু বাসা
কোনো ঘরে হয়নি তার একটিও ঘর
আপন ও পর
সবাই কেমন দূরবর্তী, দূরের মানুষ
সবখানে তার বন্ধ দুয়ার ;
এক ধরনের মানুষ থাকে কোথাও ঠিক
মানায় না সে
সবার কাছেই আগন্তুক, ঠিক অচেনা
এমনি করেই জীবন কাটে বাইরে থেকে
কেউ কখনো ছিলো না তার
এখনো নেই।

কোনোদিন কোথাও যেন জমেনি এই একটি শিশির
তার জন্যে ভেজায়নি কেউ চোখের পাতা ;
এক ধরনের মানুষ থাকে এমনি ফতুর
এমনি ফাঁকা,

কোথাও নেই একটু ছায়া, একটু মাটি
সবখানে তার কেবল ধু-ধু,
কেবল ধু-ধু।

আমার সবুজ গ্রাম

কতোদিন হয়নি যাওয়া আমার সবুজ গ্রামে
সোনাবিল, পদ্মদিঘি, উত্তরবঙ্গের
সেই ধুলোওড়া পথ, বিষণ্ন পাথার,
আখ মাড়াইয়ের দৃশ্য, ক্লান্ত মহিষ
কতোদিন হয়নি দেখা ; কতোদিন হয়নি
শোনা দুপুরে ঘুঘুর ডাক, হুতোম পেঁচার
শব্দ ; হয়তো এখনো হাতছানি দিয়ে ডাকে
প্রায় শুকিয়ে যাওয়া গ্রামের নদীটি, কখনো
শহরে সবুজের সমারোহ দেখে এই প্রিয় গ্রামটিকে
মনে পড়ে যায় ; কোনো পুরনো দিনের
গান শুনে, দোয়েল-শালিক দেখে
আমি খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি ;
ফিরে যাই আমার সবুজ গ্রামে, হাটখোলাটিতে
এখানো টিনের চালে কখনো
বৃষ্টির শব্দ শুনে উত্তরবঙ্গের
সেই দুঃখিনী গ্রামটি মনে পড়ে।
এমন কী আছে তার মনে রাখবার মতো
তবু এই উলুঝুলু বন, বিষণ্ন পাথার
নেহাৎ খালের মতো শুকনো নদীটি, এখনো
আমার কাছে রূপকথার চেয়েও বেশি রূপকথা।

যদি তুমি

যদি তুমি এই অধমের প্রতি
ফিরে না তাকাও,
যদি একবার তাকে না কারো উদ্ধার
তোমার করুণাধারা যদি বর্ষিত না হয়
আমার দিকে,

তাহলে তুমুল ঝড়ে তছনছ হয়ে যাবে
সমস্ত জীবন ;
তুমি যদি এতোটুকু না দাও আশ্রয়
চোখ তুলে না চাও আমার প্রতি,
কোনো গৃহে আমার হবে না স্থান—
তোমার করুণা ছাড়া একফোঁটা
পাবো না তৃষ্ণার জল ;
যদি তুমি সম্পূর্ণ বিমুখ হও এই কাঙালের প্রতি
পৃথিবী ফেরাবে মুখ, সবাই করবে অবহেলা।
তুমি যদি না হও সদয়,
চিররাত্রি আমাকে করবে গ্রাস,
হবে না কখনো সূর্যোদয়।

আমি পাথর সরাতে পারি

পাথর কতোটা ভারী, তার চে'ও ভারী
তোমার নির্দয় প্রত্যাখ্যান,
আমি পাথর সরাতে পারি, উপেক্ষা পারি না ;
তোমার উপেক্ষা আর অবহেলাগুলি
পাথরের চে'ও অধিক পাথর হয়ে আছে,
এই বুকে হয়ে আছে অনন্ত অনন্ত হিমযুগ ;
কতো সহস্র আলোকবর্ষ ব্যাপী আমি
এই উপেক্ষা ধারণ করে আছি।
পাথর কতোটা ভারী, তার চে'ও
হাজার হাজার গুণ ভারী
তোমার শীতল দৃষ্টি,
তোমার ফিরিয়ে নেয়া মুখ
তোমার নিঃশব্দ চলে যাওয়া ;
আমি পাথর সরাতে পারি, উপেক্ষা পারি না।

এ জীবন আমার নয়

এ জীবন আমার নয়, আমি বেঁচে আছি
অন্য কোনো পাখির জীবনে,

কোনো উদ্ভিদের জীবনে আমি বেঁচে আছি
লতাগুল্ম-ফুলের জীবনে ;
মনে হয় চাঁদের বুকের কোনো আদিম পাথর আমি
ভস্মকণা
সমুদ্রের বুকে
ভাসমান একটু শ্যাওলা আমি ;
এই যে জীবন দেখছো এ জীবন আমার নয়
আমি বেঁচে আছি বৃক্ষের জীবনে,
পাখি, ফুল, ঘাসের জীবনে।
আমি তো জন্মেই মৃত, বেঁচে আছি
অন্য এক জলের উদ্ভিদ—
আমার শরীর এইসব সামুদ্রিক প্রাণীদের
সামান্য দেহের অংশ,
আমি কোটি কোটি বছরের পুরাতন একটি
বৃক্ষের পাতা
একবিন্দু প্রাণের উৎস, জীবনের
সামান্য একটি কোষ ;
এ জীবন আমার নয় আমি সেইসব অন্তহীন
জীবনের একটি জীবন,
আমি বেঁচে আছি অন্য জীবনে, অন্য
স্বপ্ন-ভালোবাসায়।
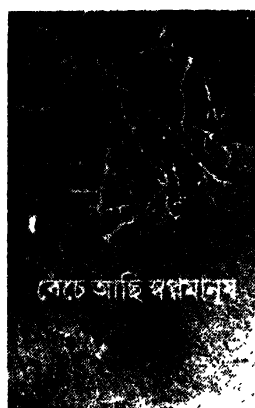
বেঁচে আছি স্বপ্নমানুষ

বেঁচে আছি স্বপ্নমানুষ

আমি হয়তো কোনোদিন কারো বুকে
জাগাতে পারিনি ভালোবাসা,
ঢালতে পারিনি কোনো বন্ধুত্বের
শিকড়ে একটু জল—
ফোটাতে পারিনি কারো একটিও আবেগের ফুল
আমি তাই অন্যের বন্ধুকে চিরদিন বন্ধু বলেছি ;
আমার হয়তো কোনো প্রেমিকা ছিলো না,
বন্ধু ছিলো না,
ঘরবাড়ি, বংশপরিচয় কিচ্ছু ছিলো না,
আমি ভাসমান শ্যাওলা ছিলাম ;
শুধু স্বপ্ন ছিলাম ;
কারো প্রেমিকাকে গোপনে বুকের মধ্যে
এভাবে প্রেমিকা ভেবে,
কারো সুখকে এভাবে বুকের মধ্যে
নিজের অনন্ত সুখ ভেবে,
আমি আজো বেঁচে আছি স্বপ্নমানুষ।

তোমাদের সকলের উষ্ণ ভালোবাসা, তোমাদের
সকলের প্রেম
আমি সারি সারি চারাগাছের মতন আমার বুকে
রোপণ করেছি,
একাকী সেই প্রেমের শিকড়ে আমি
ঢেলেছি অজস্র জলধারা।

সকলের বুকের মধ্যেই একেকজন নারী আছে,
প্রেম আছে
নিসর্গ-সৌন্দর্য আছে,
অশ্রুবিন্দু আছে
আমি সেই অশ্রু, প্রেম, নারী ও স্বপ্নের জন্যে
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি ;
সকলের বুকের মধ্যে যেসব শহরতলী আছে,
সমুদ্রবন্দর আছে
সাঁকো ও সুড়ঙ্গ আছে, ঘরবাড়ি
আছে

একেকটি প্রেমিকা আছে, প্রিয় বন্ধু আছে,
ভালোবাসার প্রিয় মুখ আছে
সকলের বুকের মধ্যে স্বপ্নের সমুদ্রপোত আছে,
অপার্থিব ডালপালা আছে
আমি সেই প্রেম, সেই ভালোবাসা, সেই স্বপ্ন
সেই রূপকথার
জীবন্ত মানুষ হয়ে আছি ;
আমি সেই স্বপ্নকথা হয়ে আছি, তোমাদের
প্রেম হয়ে আছি,
তোমাদের স্বপ্নের মধ্যে ভালোবাসা হয়ে আছি
আমি হয়ে আছি সেই রূপকথার স্বপ্নমানুষ।

তোমারই উদ্দেশে

তোমারই উদ্দেশে রচিত আমার
প্রতিটি পঙ্‌ক্তি—
আমার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ধাবিত তোমার দিকে,
এই পাঁজরের ওঠা-নামা কেবল তোমার জন্য ;

তোমারই উদ্দেশে শীতপ্রাসাদের এই মনোরম
আলোকসজ্জা, ঝাড়বাতি
তোমারই জন্য এই সুখেদুঃখে বাঁচার আনন্দ।
তোমারই উদ্দেশে এক কোটি আলোকবর্ষ আগে
ভূমধ্যসাগরে ভেসেছে জাহাজ,
তোমারই জন্য পাড়ি দেয়া পৃথিবীর বৃহত্তম বরফের নদী ;
তোমারই উদ্দেশে আমার দুচোখে ঝরে
অথই শিশির।

তোমারই উদ্দেশে শীতশেষে শুরু হয় বসন্তোৎসব
এই অঙ্কুরোদ্গম, কিশলয়, গাছে গাছে পুষ্পশোভা ;
তোমারই উদ্দেশে নগরীর পথে পথে সজ্জিত
তোরণ
তোমারই উদ্দেশে এই অন্তহীন পদযাত্রা ;
কেবল তোমারই জন্য একা একা এই দীর্ঘপথ
পার হওয়া।

তোমারই উদ্দেশে আমার চুম্বনগুলি ধাবমান
বেগ
স্বপ্নগুলি তোমারই উদ্দে

তোমারই উদ্দেশে গোলা
ঝরে পড়ে শে

পতনের দিকে

উড়বার মতো পাখা নেই তবু বারবার
এই শূন্যে ডালপালা বিস্তার করেছি,
আজ দেখি পায়ের নিচেই মাটি নেই, তাই

কোনো মতে ঠেকিয়ে রেখেছি এই গভীর পতন।
কেন এই শূন্যেই পাতলাম আমার সংসার
বিছালাম এইখানে বিশ্রামের তাঁবু,
উড়বার মতো পাখা নেই, তবু কেন,
শূন্যে হাওয়ায় বাড়ালাম হাত?

আজ মনে হয় ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছি পতনের দিকে

কাঁটাগুলি করি যেন ফুল

সব দুঃখগুলি যেন করে তুলি ধ্যানমগ্ন
মীরার ভজন
হাহাকারগুলি করে তুলি রজনীকান্তের
ব্যথিত বিহ্বল গান,
উদাসীন মীরের গজল ; এই দুঃখগুলি যেন
হয়ে ওঠে একেকটি বিশুদ্ধ কবিতা।
এই দুঃখের আঘাত থেকে যেন প্রস্ফুটিত হয়
সদ্য ভোরের গোলাপ,
পুষ্পিত হয়ে ওঠে অনন্ত উপমা ;
এই দুঃখের নদীতে যেন হাসি মুখে বেয়ে যাই ভেলা।

জীবনের এই কাঁটাগুলি করি যেন ফুল
এই উপেক্ষা ও ব্যর্থতার ধূলিকেও যেন করি
মূল্যবান সব সোনাদানা ;
এই দুঃখ আর অশ্রুগুলি যেন হয়
অপূর্ব লিরিক,
দুঃখের জমিতে যেন চাষ করি জীবনের সোনালি ফসল

উত্তর

যতোই তোমাকে খুঁজি মুদ্রিত অক্ষরে,
বইয়ের পাতায়
তুমি বলো, 'দুই লাইনের মধ্যবর্তী
স্পেসটুকু আমি' ;

যখন ছবির অ্যালবামে খুঁজে খুঁজে পাই না তোমাকে
তুমি বলো খুব মৃদুস্বরে, 'ছবির যেটুকু শাদা অংশ
ওইটুকু আমি' ;

পাই না তোমাকে যখন উষ্ণ চায়ের টেবিলে,
কলরবে—
তুমি বলো, 'প্রতিটি অব্যক্ত শব্দ জেনে রেখো
নিশ্চিত আমার' ;

তোমাকে যখন খুঁজি এই জীবনে, বাস্তবে
তুমি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলো,
'আমি ওই নিবিড় শূন্যতা'।

মগ্নজীবন

এই এটুকু জীবন আমি দিওয়ানার মতো
ঘুরেই কাটিয়ে দিতে পারি
দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতো অকূল সমুদ্রে পারি
ভাসাতে জাহাজ ;

আমার সমগ্র সত্তা পারি আমি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিতে
কোনো সুফী আউলিয়ার মতো
ধ্যানের আলোয়,

ঝরা বকুলের মতো পথে পথে নিজেকে ছড়াতে পারি আমি
ছেঁড়া কাগজের মতো এমনকি যত্রতত্র ফেলে দিতে পারি,
এইভাবে ফেলতে ফেলতে ছড়াতে ছড়াতে এই এটুকু জীবন
আমি পাড়ি দিতে চাই—

এই এটুকু জীবন আমি হেসে খেলে দুচোখের জলে
ভালোবেসে, ভালোবাসা পেয়ে
কিংবা না পেয়ে
এভাবে কাটিয়ে দিতে চাই।

এই ছোটো এটুকু জীবন আমি বংশীবাদকের মতো
এভাবে কাটাতে পারি পথে পথে ঘুরে
উদাস পাখির মতো ভেসে যেতে পারি দূর নীলিমায়
সুদূরের স্বপ্ন চোখে নিয়ে,

পারি আমি এটুকু জীবন নিশ্চিত ডুবিয়ে দিতে গানের নদীতে
আনন্দধারায়,
এই তপ্ত এটুকু জীবন আমি স্বচ্ছন্দে ভিজিয়ে নিতে পারি
পানপত্রে—
ধুয়ে নিতে পারি এই জীবনের সব দুঃখ, অপমান, গ্লানি,
এই পরাজয়, এই অপার ব্যর্থতা, এই অখণ্ড বিরহ,
এই উপেক্ষার অনন্ত দিবসরাত্রি, এই একা একা
নিভৃত জীবন :

এই এটুকু জীবন আমি নির্ঘাত কাটিয়ে দিতে পারি
এভাবে ট্রেনের হুইসিল শুনে
উদাসীন পথিকের মতো পথে, পর্বতারোহীর অদম্য নেশায়
আকাশে ঘুড়ির পানে চেয়ে ;
এই মগ্ন জীবন আমি নাহয় নিঃসঙ্গ কয়েদীর মতো
এভাবে কাটিয়ে দিয়ে যাই
অন্ধকারে, অন্ধকারে।

মনে পড়ে

এখন শুধু মনে পড়ে আর মনে পড়ে
মনে পড়ে মেঘ, মনে পড়ে চাঁদ,
জলের ধারা কেমন ছিলো—

সেসব কথাই মনে পড়ে ;

এখন শুধু মনে পড়ে, নদীর কথা মনে পড়ে,
তোমার কথা মনে পড়ে,
এখন এই গভীর রাতে মনে পড়ে
তোমার মুখ, তোমার ছায়া,
তোমার বাড়ির ভেতর-মহল,
তোমার উঠোন, সন্ধ্যাতারা

এখন শুধু মনে পড়ে, তোমার কথা মনে পড়ে ;

তোমার কথা মনে পড়ে
অনেক কথা মনে পড়ে,
এখন শুধু মনে পড়ে, এখন শুধু মনে পড়ে :

এখন শুধু মনে পড়ে আর মনে পড়ে
আকাশে মেঘ থেকে থেকে
এখন বুঝি বৃষ্টি ঝরে।

ব্যর্থ হলো সব আয়োজন

সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেলো,
জীবনে হলো না সুসময়
হলো না তোমার কাছে যাওয়া
হলো না স্বপ্নের মুখ চাওয়া ;
জীবনের সাথে এই জীবনের
হলো না কিছুই পরিচয়।
সবই তো নিষ্ফল হলো, ব্যর্থ হলো
সব আয়োজন

যা কিছু সঞ্চয় পথে নষ্ট হলো,
ব্যর্থ হলো একটি জীবন।

তুমিই আমার সব

তুমিই আমার সব
তোমাকে ঘিরেই এই ব্যর্থ জীবনের
আশা আর আনন্দোৎসব ;
তোমাকে নিয়েই পরিপূর্ণ আমার
প্রতিটি দিন,
না হলে ব্যর্থ এই বেঁচে থাকা
সমস্তই যেন অর্থহীন।
তোমার মুখের পানে চেয়ে
মনে হয় বেঁচে থেকে সুখ.
তোমার সান্নিধ্যে শুধু ভুলে যাই
জরা-ব্যাধি সমস্ত অসুখ ;
তুমিই আমার সব,
একমাত্র তুমিই আমার জীবনে
চিরজয়ের গৌরব।

সব ঝরে যাবে

এই বুক কখনো পাবে না আর
স্নেহস্পর্শ কারো
পাবে না কখনো আর উষ্ণ আলিঙ্গন,
এই চোখ কারো গভীর চোখের আলো
পাবে না কখনো
কখনো উঠবে না এই বিষণ্ন অন্তর আর
উদ্ভাসিত হয়ে
কেউ জ্বালাবে না অন্ধকার ঘরে সন্ধ্যাবাতি।
এই ওষ্ঠ কখনো পাবে না আর নিবিড় শুশ্রূষা,
কখনো পাবে না এই জীর্ণ অথর্ব শরীর আর
বসন্তের ঋতু

এই দগ্ধক্ষেতে আর হবে না বর্ষণ ;
পাবে না কখনো এই হাত
মৃদু করস্পর্শ কারো
এই শুষ্ক ডালে ফুটবে না ফুল,
ঝরে যাবে,
সব ঝরে যাবে।

টুঙ্গিপাড়া

টুঙ্গিপাড়া একটি সবুজ গ্রাম, এই গ্রাম
গাভীর চোখের মতো সজল করুণ
আজ সবকিছুতেই উদাসীন, বিষণ্ন বাউল ;

এই গ্রামখানি বড়োই ব্যথিত
যদিও সে প্রকৃত কবির মতো ঢেকে রাখে
তার দুঃখ, শোক ; কাউকে বলে না কিছু
তবু এই মধুমতী নদীটিকে দেখে মনে হয়
যেন অন্তহীন অশ্রুর সাগর ;

এই সুনীল আকাশ যেন এক শোকের চাদর
এই নদীজলে, বৃক্ষের অন্তরে
অবিরাম শ্রাবণের বর্ষণের মতো বাজে শোকগাথা

এখানে ঝিঁঝির ডাকে সন্ধ্যা নামে
মাঝে মাঝে দূর মাঠে রাখালের বাঁশি শোনা যায়,
কিন্তু জ্যোৎস্নারাতে শিশিরের স্পর্শে জেগে ওঠে
কার যেন অথই ক্রন্দন ;
কাঁদে দেশ এইখানে নির্জন সমাধির পাশে।

এখানে এই সবুজ নিভৃত গ্রামে, মাটির হৃদয়ে
দোয়েল-শ্যামার শিসে,
নিরিবিলি গাছের ছায়ায়
ঘুমায় একটি দেশ, জ্যোতির্ময় একটি মানুষ ;
টুঙ্গিপাড়া মাতৃস্নেহে তাকে বুকে রাখে।

এই আকাশেই দেখি সে আকাশ

আমি এই আকাশের চেয়ে আরও নীল
গভীর আকাশ চাই,
কোনখানে বলো পাই, এইটুকু আকাশ
এর বেশি কিছু নাই!

আমি চাই এই নদীর চেয়েও চিরপ্রবাহিণী
এক নদী,
কিন্তু কোথায় সবখানে এই নদী, বয়ে যায় নিরবধি ;
যদিও সবার মনে স্বপ্নের সেই নদী,
বয়ে চলে নিরবধি ।

আমি এই বৃক্ষের চেয়েও অধিক সবুজ সেই ছায়া-
তরুলতা চাই,
কোনখানে গেলে পাই, সেই স্বপ্নের দেশে জানি না
বৃক্ষ আছে কি নাই!

আমি এই আকাশের চেয়ে আরও নীল
গভীর আকাশ চাই,
পাই বা না পাই, এই আকাশেই দেখি আমি সেই
আকাশের রূপ তাই ।

তোমাকে হলো না বলা, প্রিয়তমা

তোমাকে হলো না বলা, প্রিয়তমা
কতো লক্ষ বছর ধরে মনে মনে সাজালাম কথা
তার একটি শব্দও কোনোদিন
জানানো হলো না,
তারা অবরুদ্ধ নদীর মতন মনের ভেতরই মরে গেলো

রাত্রিদিন গাঁথলাম এই যে কথার মালা
এই যে শব্দের ফুল
তার একটিও হলো না তোমাকে বলা ;

মনে মনে তোমার উদ্দেশে লিখলাম কতো
শত শত চিঠি
তার একটিও কোনোদিন তোমার হাতে পৌছানো হলো না।

তোমাকে যা বলি সেসব নেহাৎ তুচ্ছ কথা
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি
এভাবেই অলিখিত থেকে গেলো
অপ্রকাশিত থেকে গেলো
সর্বাপেক্ষা পরিশুদ্ধ বাক্যগুলি ;
মানুষ বুঝলো না কিছু
চিরদিন সবচেয়ে তুচ্ছ আর সাধারণ কথাগুলি
তারা খুবই সশব্দে বলে গেলো।

আমি তো ভালোই জানি সবচেয়ে মূল্যবান
সবচেয়ে পরিশুদ্ধ আন্তরিক কথাটাই
কোনোদিন হলো না বলা,
তারা মনের ভেতরই প্রাচীন পুঁথির
অতিশয় জীর্ণ পৃষ্ঠার মতো ঝরে গেলো।

তোমাকে হলো না বলা, প্রিয়তমা
জীবনের শ্রেষ্ঠ কথাগুলি
বলি বলি করেও হলো না বলা
ভালোবাসি এই পবিত্র শব্দটি,
কতো বাজে কথা বলা হলো
কতো লক্ষবার
এভাবে নিঃশব্দে অস্ত গেলো
আমার আকাশে চাঁদ
তোমাকে হলো না বলা সবচেয়ে আন্তরিক
ছোট্ট কথাটি।

স্বপ্নের ভেতর তুমি

সমুদ্র যেমন প্রচণ্ড আবেগে ছুঁতে আসে
তীর,

মাঝে মাঝে স্বপ্নের ভেতর তুমি
ছুটে আসো তেমনি আমার দিকে

মনে হয় আমি এই অগাধ সমুদ্রে ডুবে যাবো
সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে আমার দেহের সত্তা,
আমি সমুদ্রের এই নীল জলরাশির ভেতর
কোথায় হারিয়ে যাবো
নিতান্ত একটি খড়কুটোর মতন ;

ভালোবেসে সমুদ্র হয়তো চায়
সবকিছু গ্রাস করে নিতে—
এ-রকম সর্বগ্রাসী ভালোবাসা ছাড়া
জীবন কি পরিপূর্ণ হয়!

মাঝে মাঝে স্বপ্নের ভেতর তুমি
এভাবে বাড়িয়ে ওষ্ঠ
সমুদ্রের মতোই আমাকে এসে স্পর্শ করতে চাও,
আমাকে করতে চাও আবার জীবিত ;
আমি এই স্বপ্নের মধ্যে হয়ে উঠি অন্য এক
আশ্চর্য মানুষ।

তোমার জন্য, তোর জন্য

দিঘির জলে চাঁদের ছায়া পড়ে
আকাশ মুখ লুকায় মেঘের ঘরে ;
দূর বনে কেউ একা
করে না অপেক্ষা,
শুধু তোমার জন্য, তোর জন্য
মনটা কেমন করে।
পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে জল
ঘুমায় নদী, ঘুমায় বনাঞ্চল ;
এইখানে কেউ একা
করে না অপেক্ষা ;
কেবল তোমার জন্য, তোর জন্য
মনটা যে চঞ্চল!

আকাশের কথা

আকাশ শোনায়
রাত্রির কানে কানে
সেসব কাহিনী
কেউ কি কখনো জানে!

নদীকে আকাশ
শোনায় জীবনকথা
গোপন অশ্রু
গোপন দুঃখব্যথা।

আকাশ শোনায়
এই বৃক্ষের কাছে
জীবনীতে তার
যতো কথা লেখা আছে ;

শোনায় আকাশ
গোলাপের কানে কানে।
কার টানে সে
নেমে আসে এইখানে।

আকাশ নীরবে
কী বলে মাটির কাছে,
মাটিরও কি কিছু
তাকে বলবার আছে!

বনকে আকাশ
শোনায় দুঃখ তার,
আকাশেরও আছে
এতো কথা শোনাবার!

নদীকে আকাশ
আকাশকে বলে নদী,
একে অপরের
দেখা পেয়ে যায় যদি।

আকাশ শোনায়
রাত্রিকে তার গান
চিরবিরহীর
বুকভরা অভিমান ;

শোনায় আকাশ
বৃষ্টিকে তার কথা
ভেঙে অবশেষে
অখণ্ড নীরবতা।

আকাশ শোনায়
নদীকে রাত্রিদিন
কেন সে এমন
উন্মন উদাসীন ;

শোনায় আকাশ
প্রিয় ঝর্নার কাছে
এতোকাল ধরে
যতো কথা তার আছে ;

আকাশ শোনায়
ব্যথিত কবিকে তার
হাজার যুগের
সঞ্চিত ব্যথা-ভার।

আমার কথায় কিছুই হয় না

আমার কথায় হয় না কিছুই, নড়ে না বৃক্ষের পাতা
চোখের পাতায় ফোটে না তো আলোর ঝিলিক ;
আমার কথায় নদীর বাড়ে না জল,
থামে না বৃষ্টির ধারা,
আমার কথায় হয় না কিছুই, নড়ে না গাছের পাতা,
মেঘ কেটে হয় না রৌদ্র,
ঝরায় অঝোর বৃষ্টি;
আমার কথায় হয় না কিছুই, থামে না একটি বাস,
রেলগাড়ি,
কেউ তাকায় না ফিরে,

একবারও তোলে না চোখ ব্যস্ত মানুষ ;
কিছুই হয় না, আমার কথায় কিছুই হয় না,
যেমন ছুটতে ছিলো নদী তেমনি ছুটতে থাকে, বৃক্ষ যেমন
দাঁড়িয়ে ছিলো তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে,
আমার কথায় কারো কিছু এসে যায় না, কোথাও
কিছু এসে যায় না।
আমি কতোদিন ভাবি ঘুরে ঘুরে বন্দী পাখিগুলো
ছেড়ে দেবো
কিন্তু আমার কথায় কিছুই হয় না—
একটি পাখিও কেউ ছেড়ে দেয় না
আকাশে ;
সবাই আমার দিকে মুখ টিপে
হাসে,
কিছুই হয় না, আমার কথায় কিছুই হয় না।

প্রণাম সূর্যাস্ত

ভোর দেখা হলো না জীবনে,
প্রণাম সূর্যাস্ত
যদিও আমার কাছে ভোর খুব প্রিয়,
কিন্তু কোনোদিনই ভোর দেখা হলো না আমার
আমার জীবনে কোনো ভোর নেই কেবল সূর্যাস্ত
এই অনন্ত সূর্যাস্ত, এই মলিন গোধূলিসন্ধ্যা,
তিমির উৎসব
আমি জানি মিলনের চেয়ে মানুষের বিচ্ছেদই অধিক ;
অবশেষে ঝরে পড়ার জন্যেই কি ফোটে শুধু ফুল,
ভেঙে পড়বে বলেই ক্রমশ দীর্ঘ হয় গাছ!
আমার এখন কোনো তাড়া নেই,
আমিও তোমার দিকেই যাচ্ছি, প্রণাম সূর্যাস্ত।

দুরতিক্রম্য

তোমার আমার মধ্যে সামান্যই দূরত্ব,
একই শহরে আমরা থাকি, একই পথেই

আমরা যাতায়াত করি রোজ,
তুমি যে করিডোর দিয়ে লাইব্রেরীতে যাও
আমিও সেই করিডোর দিয়েই হাঁটি
যে ফুলের দোকান তোমার পছন্দ
আমিও সেখান থেকেই ফুল কিনি,
সাকুরা তোমার মতোই আমারও প্রিয় রেস্তরাঁ
শাহবাগ, পাবলিক লাইব্রেরী, শিশুপার্ক,
রমনার সবুজ উদ্যান
এসব জায়গা আমাদের উভয়েরই সাধারণ গন্তব্যস্থল,
কিন্তু তোমার আমার মধ্যে আজ দুরতিক্রম্য ব্যবধান।

তুমি মিউনিখ, বোস্টন কিংবা বার্লিনের মতো
কোনো দূরবর্তী শহরের অধিবাসী হলে
কোনো নির্জন দ্বীপের স্বেচ্ছানির্বাসনে গেলে
তোমাকে উদ্ধার করা হয়তো দুঃসাধ্য ছিলো না,
তুমি কোনো দূর দেশে থাকলে
আমি তোমার কাছে উড়ে যেতাম
রাজহাঁসের মতো সাঁতার কেটে পাড়ি দিতাম
ভূমধ্যসাগর,
কিন্তু এই শহরেই আমরা খুব কাছাকাছি থাকি
আমাদের দেখা হয়, কথা হয়,
টেলিফোন তুলে মাঝে মাঝে
কুশল বিনিময় হয়,
তবু তুমি আজ এতোদূরে চলে গেছো যে
সাত-সাতটি মহাদেশের দূরত্বের চে'ও বেশি,
তুমি এখন এতোই দূরে,
এতোই দূরে ;
তোমার এই দূরত্ব আমি আর জীবনেও অতিক্রম
করতে পারবো না।

অন্ত্যমিল

জীবনে এখন
দেখি সবই গরমিল

কবিতায় তবু
খুঁজেছি অন্ত্যমিল।

কিছুই যখন
জীবনে মেলে না আর,
ভেঙে যায় সব
ভেঙে যায় সংসার ;

সাগরের সাথে
এখন মেলে না নদী,
তবু অবেলায়
তার দেখা পাই যদি ;

আকাশে এখন
ওড়ে না শঙ্খচিল,
তবু কবিতায়
খুঁজেছি অন্ত্যমিল।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর ভেবেছিলাম
আমি তোমার ভালোবাসার যোগ্য হয়ে উঠবো
মুছে ফেলতে পারবো আমার সমস্ত ক্ষতচিহ্ন,
ব্যর্থতার কালিমা ;

ভেবেছিলাম এতোদিনের দূরত্ব
আমাকে তোমার যোগ্য করে তুলবে,
আমি তোমাকে বলতে পারবো আমার
ব্যর্থ জীবনের কথা—
বুকের মধ্যে ভরে আনতে পারবো
একটি গোলাপ বাগান,
দুহাতে জ্বালিয়ে রাখতে পারবো
হাজার হাজার মোমাবাতি।

ভেবেছিলাম দীর্ঘ বিচ্ছেদ শেষে আমি
যখন ফিরে আসবো

আমার চোখে থাকবে তোমাকে ভরিয়ে
রাখার মতো স্বপ্ন,
বুকে থাকবে অনন্ত নীলাকাশ
চোখে নীল সমুদ্র, হাতে
রাশি রাশি স্বর্ণচাঁপা ;

দীর্ঘ বিচ্ছেদ শেষে আমি যখন তোমার কাছে
ফিরে আসবো
আমার সঙ্গে আসবে সমস্ত নদীর
জলপ্রবাহ,
সহস্র বছরের অঝোর বর্ষণ
উপকূলীয় বনাঞ্চলের
স্নিগ্ধ বাতাস,
এককোটি বছরের জমিয়ে রাখা উষ্ণতা।
ভেবেছিলাম দীর্ঘ বিচ্ছেদ শেষে আমি
যখন তোমার কাছে
ফিরে আসবো
তখন তুমি হয়ে উঠবে মধুপুরের সবুজ বনভূমি
চা-বাগানের গভীর উষ্ণতা,
জাফলং আর তামাবিলের অখণ্ড সূর্যোদয় ;
তখন তুমি হয়ে উঠবে আমার জন্য
প্রিয় শীতলক্ষা।

মুখের বদলে কোনো মুখোশ রাখবো না

সব ছিন্ন হয়ে যাক, এই মিথ্যা মুখ,
এই মুখের মুখোশ
সম্পূর্ণ পড়ুক খুলে ;
এই মিথ্যা মানুষের নকল সম্পর্ক, এই
ভোজবাজি
যা যাওয়ার তার সবই খসে যাক,
ঝরে পড়ে যাক,
ছিন্ন হয়ে যাক এই কৃত্রিম ভূগোল,
এই মিথ্যা জলবায়ু ;
স্পষ্ট হোক, প্রকাশিত হোক তার নিজস্ব প্রকৃতি

ছিন্ন হোক এই কৃত্রিম বন্ধন,
অদৃশ্য অলীক রজ্জু
থাক শুধু যা কিছু মৌলিক,
পদার্থের যা কিছু প্রধান সত্তা ;
সব ছিন্ন হয়ে যাক, খসে যাক,
ঝরে পড়ে যাক
থাক শুধু মৌলিক সত্তা, যা কিছু মৌলিক,
আমি আর কোথাও কোনো মুখোশ
রাখবো না,
মুখোশ রাখবো না,
মুখোশের সাথে মিথ্যা সম্পর্কের
এই কঠিন কপট রজ্জু
আজ খুলে ফেলে ছিন্ন করে দেবো ;
আমি কোনো মুখোশ রাখবো না,
মুখের বদলে কোনো মুখাকৃতি
মোটেও রাখবো না,
সব ছিন্ন হয়ে যাক, চুকে বুকে যাক
শেষ হয়ে যাক
এই মিথ্যা মুখোশ আমি
মোটেও রাখবো না।

তুমি চলে এসো

এই নির্জন বরফপথে আমি তোমার জন্য
বিছিয়ে দিয়েছি অনন্ত উষ্ণতা
তুমি যখনই পা ফেলবে
তোমার প্রথম পা পড়বে
আমার আবেগের লাল গালিচার ওপর ;
অনন্ত বরফপথে আমি তোমার জন্য
বিছিয়ে রেখেছি উষ্ণ হৃদয়—
এর চেয়ে যাত্রাপথের আর কী সুন্দর ব্যবস্থা হতে পারে!
এই শীতরাত্রির কুয়াশার জন্য আমি
জ্বালিয়ে রেখেছি
আমার দুই চোখের তারা
পথ ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই ;

যদি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলেও তুষারপাত শুরু হয়
আমি সেই তুষারবৃষ্টির মধ্যে
তোমার জন্য আমার দুই বাহুর উষ্ণ আলিঙ্গন
প্রসারিত করে রাখবো ;
তুমি যদি যাত্রার জন্য মন স্থির করে থাকো
তোমার কোনোই
পথের কষ্ট হবে না।
আমি পথে পথে ভালোবাসার গোলাপ বিছিয়ে রাখবো
আমার চোখের জলে তোমার জন্য
মনোরম হ্রদ বানিয়ে রাখবো
তুমি শ্রান্ত হলে যাতে জলস্পর্শ করতে পারো ;
এই অনন্ত বরফপথে আমি তোমার জন্য
আমার হৃদয়ের সমস্ত উষ্ণতা ছড়িয়ে রাখবো
কার্পেটের বদলে বিছিয়ে রাখবো
আমার ভালোবাসা ;
এই বরফের মধ্যেও তোমার যাত্রার কোনো
বিঘ্ন হবে না
তুমি চলে এসো।

আত্মজ্ঞান

আমি এই আকাশের দিকে আজ আর
তাকাতে পারি না
কেবল বোমারু বিমানের ঝাঁক তেড়ে আসে এই নীলাকাশে
এখানে রঙিন মেঘ ঢেকে গেছে আজ
বারুদের কুটিল ধোঁয়ায় ;
এই আকাশের দিকে আমি আজ তাকাতে পারি না
আকাশ এখন সব সঙ্গী বিমানের ঘাঁটি ;

আজ আমি এই সমুদ্রের দিকে ফেরাতে পারিনে চোখ
সেখানে এখন নৌবহর আর যুদ্ধজাহাজ—
এই সবুজ মাঠের দিকে আমি আজ তাকাতে পারি না
সেখানে এখন সারি সারি যুদ্ধের তাঁবু।

একটি গোলাপ ফুলের দিকে আমি আজ
তাকাতে পারি না

আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ফুলের মতো
একেকটি পবিত্র শিশুর মুখ
বসনিয়া-হার্জিগোভিনার কৃষকপল্লীতে
যারা ঘাতকের নির্মম বুলেটে বিদ্ধ,
আমি এই সবুজ ঘাসের দিকে আর তাকাতে
পারি না
দেখি মানুষের অজস্র রক্তের দাগ,
দেখি অসহায় যুবতীর লাশ,
চেচনিয়ার একটি নিভৃত গ্রামে যখন তাকিয়ে দেখি
শোকাহত জননীরা কাঁদে
আমি এই পাখির কূজন আর নদীর কল্লোলধ্বনি শুনেও শুনি না।

আমি এই মানুষের দিকে আর তাকাতে পারি না
তার হাতে কুৎসিত রক্তের দাগ,
নিষ্ঠুর হত্যার চিহ্ন,
তার হাতে শুধু নির্দয় তীর ও ধনুক ;
এই মানুষের কঠিন মুখের দিকে আমি আর
তাকাতে পারি না
সেখানে হিংসার চিহ্ন, কেবল হত্যার চিহ্ন
নিষ্ঠুর নির্দয় কুমন্ত্রণা,
আমি এই আমার মুখের দিকে আর্জ ভয়ে
তাকাতে পারি না; তাকাতে পারি না।

মেঘের নদী

আকাশে ওই
মেঘের ভরা নদী—
নীল সরোবর
বইছে নিরবধি ;
আকাশে মেঘ
স্নিগ্ধ জলাশয়
আজ জীবনে
কেবল দুঃসময় ;

আকাশে ওই
স্বর্ণচাঁপার বন,

দূর পাহাড়ে
মেঘের সিংহাসন ;

নদীর তলায়
চাঁদের বাড়িঘর
একলা কাঁদে
বিরহী অন্তর।

আকাশে ওই
পাখির ডাকঘর
ভালোবাসায়
জড়ায় পরস্পর ;

জলের বুকে
চাঁদের ছায়া পড়ে
ডাক শুনি কার
বাহিরে অন্তরে ;

আকাশে মেঘ
অথই জলাশয়
এবার গেলে
ফিরবো না নিশ্চয়।

সম্পর্ক

মানুষ সম্পর্ক চায়, কিন্তু সম্পর্কের
অর্থ বোঝে না
মানুষ সম্পর্কের অর্থ করে
ঘুড়ি ও লাটাই
সম্পর্কের প্রকৃত অর্থ অবশ্য মিলন ;
মানুষ সম্পর্ক চায়, কিন্তু এই সম্পর্কের অর্থ
বোঝে না ;
এই যে উদ্ভিদ জন্মে, ফুল ফোটে
এই স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে
সম্পর্কের চিরন্তন রূপ
এভাবেই কোথাও না কোথাও কারও
অদৃশ্য গোপন বুকে

বয়ে যায় সম্পর্কের ধারা,
প্রবাহিত সচল নদীর মতো
সম্পর্কের উৎসধারা
শুধু বয়ে যায় ;
সম্পর্ক কখনো কোনো লেনদেন নয়, ওঠাবসা নয়,
সম্পর্ক নিশ্চয় আরো কোনো গভীর নিয়ম,
আরো স্বতঃস্ফূর্ত, আরো স্বাভাবিক
জন্ম নেয় হঠাৎ কখনো কারো বুকে
নিজেও জানে না,
সম্পর্ক আসলে এক অন্তরের
ফুটে ওঠা ফুল।

প্রেমের কবিতা

আমাদের সেই কথোপকথন সেই বাক্যালাপগুলি
টেপ করে রাখলে
পৃথিবীর যে-কোনো গীতিকবিতার
শ্রেষ্ঠ সঙ্কলন হতে পারতো ;
হয়তো আজ তার কিছুই মনে নেই
আমার মনে সেই বাক্যালাপগুলি নিরন্তর
শিশির হয়ে ঝরে পড়ে,
মৌমাছি হয়ে গুনগুন করে
স্বর্ণচাঁপা আর গোলাপ হয়ে ঝরতে থাকে ;
সেই ফুলের গন্ধে, সেই মৌমাছির গুঞ্জন
আর কোকিলের গানে
আমি সারারাত ঘুমাতে পারি না, নিঃশ্বাস ফেলতে
পারি না ;
আমাদের সেই কথোপকথন, সেই বাক্যালাপগুলি
আমার বুকের মধ্যে
দক্ষিণ আমেরিকার সমস্ত সোনার খনির চেয়েও
বড়ো স্বর্ণখনি হয়ে আছে—
আমি জানি এই বাক্যালাপগুলি গ্রথিত করলে
পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ প্রেমের
কবিতা হতে পারতো ;

সেইসব বাক্যালাপ একেকটি
হীরকখণ্ড হয়ে আছে,
জলপ্রপাতের সঙ্গীতমূর্ছনা হয়ে আছে,
আকাশের বুকে অনন্ত জ্যোৎস্নারাত্রির
স্নিগ্ধতা হয়ে আছে ;
এই বাক্যালাপের কোনো কোনো অংশ
কোকিল হয়ে গেয়ে ওঠে,
কোনো কোনো অংশ ঝর্না হয়ে নেচে বেড়ায়
আমি ঘুমাতে পারি না, জেগে থাকতেও পারি না,
জেগে থাকতেও পারি না
সেই একেকটি তুচ্ছ শব্দ আমাকে কেন যে
এমন ব্যাকুল করে তোলে,
আপাদমস্তক আমাকে বিহ্বল, উদাসীন,
আলুথালু করে
তোলে ;
এই কথোপকথন, এই বাক্যালাপগুলি
হয়তো পাখির বুকের মধ্যে টেপ করা আছে,
নদীর কলধ্বনির মধ্যে ধরে রাখা আছে-
এর চেয়ে ভালো প্রেমের কবিতা আর কী
লেখা হবে!

ছায়াবৃক্ষ

এই বৃক্ষের অন্তরসত্তায়
আরো এক
বৃক্ষের জীবন আছে,
আছে বৃক্ষময় অনন্ত মুগ্ধতা
সেই বৃক্ষ আমি চাই।
এই যে ছায়াবৃক্ষ,
এই গাছের মতো
কিছু ছায়ামূর্তি,
এখানে কোথায় পাবে
স্নিগ্ধ ছায়া,
কোথায় পাবে
স্নেহের একটি হাত!
এই বৃক্ষের অন্তরসত্তায়

আরো এক
বৃক্ষের জীবন আছে,
আরো এক অরণ্যপ্রকৃতি
আছে,
বনাঞ্চল আছে
সেই বৃক্ষের জীবন আমি চাই,
স্নিগ্ধ ছায়া চাই,
ভালোবাসা চাই।
এই ছায়াবৃক্ষ আমি তার
অন্তরসত্তা
সেই গভীর আনন্দ চাই
পাখির কাকলি চাই, মনোবৃক্ষ চাই।

খণ্ডকাব্য

১
নদীও শুকিয়ে হয়
ভীষণ সাহারা,
শুকায় না দুচোখের এই
জলধারা।

২
দূর আকাশে
একলা জাগে চাঁদ,
কে জানে কার
বিরহ-সংবাদ ;
কার বুকে কী
গোপন অভিমান,
আকাশে চাঁদ
ভাসায় জলযান।

দূরত্ব

এভাবেই এখন তোমার আমার
দূরত্বের সীমা প্রসারিত হচ্ছে

মাঝখানে শীতল সমুদ্র—
যেন আটলান্টিকের চেয়েও অনেক বড়ো ;
এই দূরত্ব অতিক্রম করার মতো
কোনো জলযান আর
কখনো পাবো না—

আকাশপথেও এই দূরত্ব অতিক্রম করা দুঃসাধ্য,
স্থলপথে এই দূরত্ব পাড়ি দেওয়ার মতো
কোনো যানবাহন নেই ;
তুমি এভাবেই দূরে চলে যাচ্ছো, দূরে
চলে যাচ্ছো—
পৃথিবীর কোনো দ্রুতগামী যানবাহনেই
আর এই দূরত্ব
অতিক্রম করা যাবে না ;

দূরত্ব যখন বাড়তে থাকে
তখন এভাবেই বৃদ্ধি পায়,
একে অপরের কাছে লক্ষ লক্ষ মাইলের দূরত্বের
চেয়েও দূরবর্তী হয়ে পড়ে ;
আমাদের দূরত্ব এখন মঙ্গলগ্রহের
দূরত্বের চেয়েও বেশি।

আমাকে আর কোথাও পাবে না

একচুল একচুল করে
আমি লক্ষ মাইল দূরে সরে গেছি,
তুমি দেখেও দেখোনি ;
আমি জানি তুমি বহুদিন থেকে
আত্মরক্ষার পথ খুঁজছিলে
তোমার জন্য সেই আত্মরক্ষার পথ
তৈরি করেছি আমি,
তুমি আমার দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাও,
ভালো থাকো ;
একচুল একচুল করে

আমাকে ঠেলেছো দূরে
আমি লক্ষ মাইল দূরে সরে গেছি ;
আমাকে আর কোথাও পাবে না,
কোথাও পাবে না।

রাত্রিবাস

কেউ বলতে পারে না পৃথিবীর কোথায়
রাত্রিবাস সবচেয়ে মনোরম
সর্বত্রই রাত্রিবাসের অভিজ্ঞতা প্রায় অভিন্ন—
যদিও কোথাও শীত, কোথাও গ্রীষ্মের উত্তাপ
তবু ঘুমের মধ্যে কোথাও বিশেষ কোনো
বৈচিত্র্য নেই,
কিন্তু এই রাত্রিবাস নিয়েই মানুষের
যতো দুশ্চিন্তা।
হয়তো এই রাত্রিবাসের জন্যেই মানুষের গৃহ,
মানুষের ঘরে ফেরা
একদিন মানুষের রাত্রিবাস ছিলো না,
প্রকৃতিই ছিলো তার শয্যা—
অরণ্যের কোলে মাথা রেখে মানুষ
নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতো,
এখন সুরম্য প্রাসাদেও রাত্রিযাপন করতে
মানুষ ভয় পায় ;
একেক দেশের মানুষের জীবন একেক রকম
কিন্তু নিদ্রা অভিন্ন
ঘুমের আসলে আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই,
নগরে মানুষের রাত্রিবাস খুব কণ্টকিত ;
পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন শহরে রাত্রিবাসের অভিজ্ঞতা
যতোই আলাদা হোক
নিদ্রার অভিজ্ঞতা অভিন্ন ;
অরণ্যের চেয়ে নগরের রাত্রিবাস কোনো
অংশে সুখকর নয়—
রাত্রিবাস মানেই অরণ্যবাস।

হৃদয়বোধ্য

আর কিছুই হই বা না হই
হই যেন ঠিক হৃদয়বোধ্য,
এই যে বুকে অশ্রু-আবেগ,
জলের ধারা অপ্রতিরোধ্য ;
আকাশে এই মেঘ জমে আর
পাতায় জমে শিশিরকণা,
এই জীবনে তুমি আমার
যা কিছু এই সম্ভাবনা।
সব ছেড়েছি তুমিই কেবল
এখন আমার অগ্রগণ্য,
আর কী চাই হই যদি এই
তোমার ভালোবাসায় ধন্য!
সব মুছে যায়, সব ঝরে যায়
কালের ধারা অপ্রতিরোধ্য,
থাকবে না আর অন্য কিছুই
কেবল যা এই হৃদয়বোধ্য।
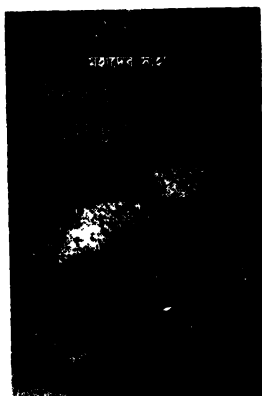
বিষাদ ছুঁয়েছে আজ, মন ভালো নেই
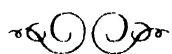
মন ভালো নেই

বিষাদ ছুঁয়েছে আজ, মন ভালো নেই,
মন ভালো নেই ;
ফাঁকা রাস্তা, শূন্য বারান্দা
সারাদিন ডাকি সাড়া নেই,
একবার ফিরেও চায় না কেউ
পথ ভুল করে চলে যায়, এদিকে আসে না
আমি কি সহস্র সহস্র বর্ষ এভাবে
তাকিয়ে থাকবো শূন্যতার দিকে?
এই শূন্য ঘরে, এই নির্বাসনে
কতোকাল, আর কতোকাল!
আজ দুঃখ ছুঁয়েছে ঘরবাড়ি,
উদ্যানে উঠেছে ক্যাকটাস—
কেউ নেই, কড়া নাড়ার মতো কেউ নেই,
শুধু শূন্যতার এই দীর্ঘশ্বাস, এই দীর্ঘ পদধ্বনি।

টেলিফোন ঘোরাতে ঘোরাতে আমি ক্লান্ত
ডাকতে ডাকতে একশেষ ;
কেউ ডাক শোনে না, কেউ ফিরে তাকায় না
এই হিমঘরে ভাঙা চেয়ারে একা বসে আছি।

এ কী শাস্তি তুমি আমাকে দিচ্ছো ঈশ্বর,
এভাবে দগ্ধ হওয়ার নাম কি বেঁচে থাকা!
তবু মানুষ বেঁচে থাকতে চায়, আমি বেঁচে থাকতে চাই
আমি ভালোবাসতে চাই, পাগলের মতো
ভালোবাসতে চাই—
এই কি আমার অপরাধ!
আজ বিষাদ ছুঁয়েছে বুক, বিষাদ ছুঁয়েছে বুক
মন ভালো নেই, মন ভালো নেই ;
তোমার আসার কথা ছিলো, তোমার যাওয়ার
কথা ছিলো—
আসা-যাওয়ার পথের ধারে
ফুল ফোটানোর কথা ছিলো
সেসব কিছুই হলো না, কিছুই হলো না ;

আমার ভেতরে শুধু এক কোটি বছর ধরে অশ্রুপাত
শুধু হাহাকার
শুধু শূন্যতা, শূন্যতা।
তোমার শূন্য পথের দিকে তাকাতে তাকাতে
দুই চোখ অন্ধ হয়ে গেলো,
সব নদীপথ বন্ধ হলো, তোমার সময় হলো না—
আজ সারাদিন বিষাদপর্ব, সারাদিন তুষারপাত...
মন ভালো নেই, মন ভালো নেই।

উৎসর্গপত্র

তোমাকে উৎসর্গ করি আমার কবিতা,
আমার জীবন
তাও খুব সামান্যই মনে হয়, তোমার দয়ার কাছে
খুবই তুচ্ছ সমগ্র জীবন, সমগ্র কবিতা ;

এই ভিক্ষুকের আর কিছু নেই, এই ভিক্ষাপাত্র
অকাতরে তাই তুলে দিই।

আমার সর্বস্ব তোমাকে উৎসর্গ করার পর থেকে দেখো
কীভাবে বদলে যায় আমার জীবন,
দেখো কীভাবে বদলে যায় আমার কবিতা—

এখন এখানে শুধু বয়ে যায়
স্নিগ্ধ স্রোতস্বিনী
এখন এখানে শুধু ফুটে ওঠে স্বর্গীয় কুসুম ;
তোমার দয়ার কাছে কিছু নয় এই পদ্যরাশি।

যদি আমার থাকতো কোনো অর্ণবপোত,
বিমানবহর, স্বর্ণখনি,
তাহলে নাহয় শোভা পেতো কিছুটা গর্বের ভাব,
কিছুটা গরিমা—
আমি জানি ভালোবাসা ছাড়া গরিবের আর কোনো
স্বর্ণমুদ্রা নেই।

তাই তোমাকে উৎসর্গ করি এই সুখেদুঃখে
আনন্দেবিষাদে ভরা কবির জীবন,
এই অশ্রুজল, এই সমস্ত আবেগরাশি ;
তুমি পাঠিয়েছো একটি স্বপ্নের পাখি,.
একগুচ্ছ অনন্তের ফুল

এই ভালোবাসাহীন বিষণ্ণ কবিকে
দিয়েছো শিশির-অশ্রু,
উথালপাতাল নদী, একটি আকাশ—
কাছে নিয়ে করেছো উদাস, ভালোবেসে
এমন পাগল।
তোমার এই অসীম দয়ার কাছে তুচ্ছ আমি
যা দিই তোমাকে—
তবু ভালোবেসে, ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে উৎসর্গ করি
এই কবির জীবন, এই দুঃখীর কবিতা।

স্বপ্নে তোমার চিঠি পাই

স্বপ্নে-পাওয়া তোমার চিঠিটি আমি
আদ্যোপান্ত মুখস্থ করেছি, পড়েছি একশোবার
তবু তার মর্মোদ্ধার হয়নি এখনো, শুধু এই
চিঠির শব্দের দিকে চেয়ে, মাত্র পাঠ করে সম্বোধনটুকু
আমি আরো সহস্র বছর এভাবে কাটিয়ে দিতে পারি,
এভাবে করতে পারি অশ্রুপাত, একা একা এভাবে
করতে পারি বিরহের গান, হয়তো লিখতে পারি
বেদনাবিধুর আরো প্রেমের কবিতা। তোমার
চিঠির দিকে চেয়ে এই চোখ লাভ করে
দিব্যবৃষ্টি, খুলে যায় তৃতীয় নয়ন ;
তোমার স্বপ্নের চিঠি সারারাত পাঠ করি আমি।
এই স্বপ্নের চিঠির মধ্যে এমনকি লিখেছো তুমি,
এমনকি পাঠিয়েছো অভিনব বার্তা বা বিষাদ—
আমি পুনরায় বেঁচে উঠি কিংবা মরে যাই ;
আমার দুচোখে আকাশের মতো এই সুবিশাল
চিঠিখানা ছাড়া আর কিছুই পড়ে না।

স্বপ্নে-পাওয়া তোমার চিঠিটি আমি খুব যত্নে
ভাঁজ করে রাখি এই পাঁজরের বাঁ দিকে
গোপন সেলে, যেখানে আমার এই হৃৎপিণ্ড
ওঠানামা করে ; স্বর্গীয় সীলমোহর আঁকা
এই চিঠিখানি কে সে দেবদূত এসে
দিয়ে যায় এখানে আমার হাতে কিংবা কোনো
স্বপ্নের সোনালি পিয়ন এই চিঠি ঘুরে ঘুরে
বিলি করে ; এই সুদূর স্বপ্নের চিঠি
ডাকবাক্সে নিজহাতে ফেলেছো কি তুমি?
তোমার হাতের স্পর্শ লেগে আছে পাতায় পাতায়।
এই স্বপ্নে-পাওয়া তোমার চিঠিটি আমি
তুলে রাখি অনন্তের বুকে, সেফটি ভোলটে,
নিশ্চয় গচ্ছিত রাখি জাতিসঙ্ঘের সদর দপ্তরে ;
রোজ রাতে স্বপ্নে তোমার চিঠি পাই, একদিন পেয়েছি বাস্তবে।

ফিরে যাই

কখন হারিয়ে গেছে আমার শৈশব, আজ কেন
ঘন ঘন ডুবে যাই সেই এঁদো শ্যাওলা পুকুরে, স্বপ্নে ;
এক ঢোক জল খেয়ে ভেসে উঠি, যেন সদ্য শিখছি সাঁতার
ইচ্ছে করে পাবনার আঞ্চলিকে ডাক দিই মাকে, বাবাকে....

আজ খুব ইচ্ছে করে স্নান করি নদীজলে নেমে
ইচ্ছেমতো মাখি শরীরে জলের গন্ধ, দেখি
কীভাবে লাফিয়ে পড়ে সরপুঁটিগুলি—
শুনি পুরনো টিনের চালে মধ্যরাতে সেই বৃষ্টিপড়া,
আজ খুব ইচ্ছে করে উদলা গায়ে শৈশববেলায় ফিরে যাই ;

ফিরে যাই দলকলসের বনে, আখক্ষেতে,
বাউকুড়ানীর মাঝে, জলের ঘূর্ণির মধ্যে
ফিরে যাই আমার মায়ের কাছে,
চাল-ধোয়া হাতের ছায়ায় ;
আজ আমি এইসব পাথর-কংক্রিট ফেলে
মাটির বাড়িতে ফিরে যাই।

ফিরে যাই আপনজনের কাছে, চেনামুখ মানুষের কাছে
আজ বড়ো মনে পড়ে তরলা বাঁশের ঝোপ....
ফিরে যাই সেই খরাজালপাতা গ্রামে,
পাতকুয়া থেকে জল তুলে আঁজলা ভরে খাই।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্যে এলিজি

আমি বুঝি বেঁচে থাকা কী যে ক্লান্তিকর এই পৃথিবীতে
তবুও বাঁচার চেয়ে আর কী আনন্দ আছে কবির জীবনে,
আর কী সুখের আছে দুঃখেকষ্টে বেঁচে থাকা ছাড়া
এই ভাঙা বুকে ভালোবাসা, অশ্রুপাত, দুচারটি পদ্য মেলানো!
হয়তো কিছুই কিছু নয়, তবু এই যে উজ্জ্বল ভোর দেখা
এই যে পাখির গান শোনা, সন্তানের প্রিয় সম্বোধন,
প্রিয়ার মুখের হাসি, তৃষ্ণা পেলে এই জলপান—
একখানি সুরাপত্র, চাইবাসা, কোলাহল, মগ্ন নির্জনতা।
এর চেয়ে আর কী সুখের আছে, এভাবেই কিছুটা মশগুল
দিন কেটে যায়, সুখেদুঃখে কেটে যায় কবির জীবন ;
এই কবির জীবন এক অসমাপ্ত দীর্ঘ কবিতা
জানিনে কোথায় তার শুরু, কিন্তু শেষ তার হবে না কখনো।

একবার

একবার তুমি আমাকে কাছে ডাকো
আমি সব দুঃখ ভুলে যাই,
একটু অমৃত দাও আমি বেঁচে উঠি।
শুধু একবার আমাকে ফেরাও চিরনির্বাসন থেকে
নিয়ে চলো কোথাও বনের ধারে, ছায়ামঞ্চে—
একবার প্রিয় বলে সম্বোধন করো, ডাক দাও,
আমি এককোটি আলোকবর্ষ পার হয়ে
তোমার কাছে ছুটে আসি।
এপ্রিলের রুক্ষ খরায় একবার বৃক্ষছায়া হও
দেখো আমি কেমন অনবদ্য গীতিকবিতা হয়ে উঠি,
শুধু একবার তুমি হাত রাখো বুকে—
আমি এই পৃথিবীকে করে তুলি স্বর্গোদ্যান।

আমার তপ্ত বুকে একবার বৃষ্টি হয়ে ঝরো
আমি চিরসবুজ করে তুলি পৃথিবীর
সব মরুভূমি ;
মাত্র তুমি একবার আমাকে বলো, ভালোবাসি,
দূরের আকাশ আমি এখানে
তোমার কাছে টেনে নিয়ে আসি।

যদি কষ্ট হয়

চিঠি লিখতে কষ্ট হলে নাহয় লিখো না
তোমার কুশলটুকু দিও কোনোভাবে, পাখিদের কাছে
সবুজ বৃক্ষের কাছে বলে রেখো এখন কেমন
আছো তুমি ;
আকাশকে বলো তোমার কুশলবার্তা, গভীর নিশীথে
যদি জেগে থাকো পাঠ করো আমার কোনো নিষ্ফল কবিতা।
নদীর কল্লোলধ্বনির কাছে পারো তো পাঠিয়ে দিও
তোমার ঠিকানা,
মেঘের বুকের মধ্যে লিখে রেখো নাম
বৃষ্টি হয়ে বলবে আমার কানে কানে।

যদি কষ্ট হয় ডাকবাক্সে ফেলতে তোমার চিঠিখানি,
তুমি লিখে রেখো বৃক্ষপল্লবে, লিখে রেখো
মাটির হৃদয়ে—
চিঠি লিখতে কষ্ট হলে কাজ নেই পত্র বিনিময়ে ;
তার চেয়ে একফোঁটা চোখের জলে লিখে রেখো
কেবল একটি শব্দ,
সে শব্দের কথা আমি তোমাকে বলবো না।
ভালোবাসা যদি খুব কষ্টকর, তাহলে নাহয় দূরে
ঠেলে দিও,
ডায়াল করতে যদি কষ্ট হয়, টেলিফোন দূরে পড়ে থাক।
কেবল তোমার কণ্ঠস্বর টেপ করে রেখো ঝর্নার জলের
শব্দে,
মদির বাতাসে, ভোরের পাখির গানে,
টেলিফোন করা যদি কষ্ট হয়, রিসিভার উঠিয়ো না আর।
তোমার একটি শব্দ প্রকৃতির অন্তরে খোদাই করে রেখো

গেঁথে রেখো ফুলের হৃদয়ে, জলের লিরিকে
তৃণেপত্রে, শিশিরে, ঝর্নায় ;
ভালোবাসা যদি কষ্টকর হয়, ভালোবেসে কষ্ট পেয়ো না,
ভুলে যেও।

হও তুমি আমার ইথাকা

বৃষ্টিধারা হয়ে নামো এই মর্ত্যে, আমার জমিনে
এই দুটি শুষ্ক ঠোঁটে দাও তুমি একটি চুম্বন,
বেহেস্তের ফুল হয়ে ফুটে ওঠো বিষণ্ন বাগানে
হও তুমি জীবনের প্রিয় নদী, স্নিগ্ধ জলাশয়।

তুমি শুধু জুড়ে থাকো আদ্যোপান্ত আমার কবিতা
তুমি ছাড়া একটি বাক্যও যেন কখনো না লিখি,
আমার কবিতারাশি হোক শুধু তোমার গজল ;
তোমার প্রশংসা ছাড়া আমার কবিত্ব কিছু নেই।

তুমি হও ভিক্ষুকের অন্নথালা, পিপাসার জল,
আমার ইথাকা হও তুমি, হও সবুজ জমিন।

নামমন্ত্র

যখন চিৎকার করি আমি আমার কণ্ঠ থেকে
আতশবাজির মতো লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ে
আগুনের ফুল,
বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে একটি নিঃশব্দ ধ্বনি,
অনিবার্য দুইটি অক্ষর :
কেবল তোমার নাম জপ করি মরমিয়া সাধকের মতো।
যখন আবৃত্তি করি একটি কাব্যের অংশ,
পাঠ করি গদ্য অনুচ্ছেদ,
আমার কণ্ঠ থেকে জলস্রোতের মতো প্রবাহিত হতে থাকে
কেবল তোমার নাম ;
কেবল তোমারই নাম অবিরাম বেজে যায় নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে।
যখন নিশ্চুপ বসে থাকি, রক্তে ফোটে
সেই প্রিয় অক্ষরের ফুল।

আমি চেয়ে দেখি কীভাবে তোমার নাম
হয়ে যায় রঙিন ফোয়ারা,
হয়ে যায় তারাভরা রাতের আকাশ ;
তোমার নামের চেয়ে যোগ্য কোনো মন্ত্র জানি না

দুচোখ জুড়ে তুমি

আমি যখন বার্লিনে বার্চ ট্রি দেখি
তখন তোমার কথাই মনে পড়ে,
হিথ্রো বিমানবন্দরে নেমে তোমার দুফোঁটা
চোখের জলের কথাই ভাবতে থাকি।
মস্কো শহরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে
হঠাৎ তোমার ডাক শুনতে পাই—
উইন্টার প্যালেসে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে
কখন দেখি পেছনে দাঁড়িয়ে আছো
তুমি,
সিন নদীর তীরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ শুনতে পাই
কোথায় ঝোপের মধ্যে
ডেকে ওঠে কোকিল
অবিকল মনে হয় তুমি যেন ডাকছো আমাকে ;
আমি যখন গড়ের মাঠে ঘুরে বেড়াই
তোমার ভেজা চোখ আমাকে উতলা করে
তোলে,
প্লেনের ভেতর আমি যখন আকাশের দিকে তাকাই
মেঘের ভেতর দেখি তুমি ভেসে বেড়াচ্ছো।
আমার বিদেশ ভ্রমণ হয় না, মিউজিয়াম দেখা হয় না,
স্থাপত্য দেখা হয় না
আমার দুচোখ জুড়ে তুমি, দুচোখ জুড়ে তুমি।

পাতালে

এখন পাতালে আছি, গভীর পাতালে
পাতালের অতল পাতাল থেকে

ডেকে ডেকে
অন্ধ হয়ে গেছি,

দুচোখে আর কিছুই দেখি না
শুধু ধূসরতা দেখি, অন্ধকার
দেখি
ছবি দেখি তার মূর্তি দেখি না ;
এই ছায়া-অন্ধকারে, এই পাতাল-গহ্বরে
যতোই চেঁচিয়ে ডাকি, নাম ধরে ডাকি
এই ডাক আর কোনোদিন কারো
কানেই পৌঁছবে না।

এখন বুঝেছি আমি বিষই অমৃত
এই বিষামৃতে তাই একটু টলি না,
ডাকি বহুদূর থেকে, জলোচ্ছ্বাসে ভেসে-যাওয়া
ভয়ার্ত কণ্ঠের মতো,

এই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কোনোদিন
আর কারো কানেই পৌঁছবে না।
আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে
ব্রহ্মপুত্র, এই দুরন্ত অথই
জলধারা ;
এখন হারিয়ে যাওয়ার পালা,
মুছে যাওয়ার সময়
মাটির শ্লেটে লেখা অক্ষরের মতো,
আমার একটি ডাকও কেউ আর
শুনতে পাবে না।

বৃষ্টির জন্যে

এখন একটু বৃষ্টি নামুক
আমার বুকে,
মধ্যরাতে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামুক
মাটির ঘরে
টিনের চালে,

বুকের মাঝে বৃষ্টি নামুক ভালোবাসার
একটুখানি ভালোবাসার,
একটুখানি সুখস্মৃতির
বৃষ্টি নামুক থোকা থোকা শিউলি ঝরে
পড়ার মতো!
অন্ধ রাতে বৃষ্টি নামুক বুকের মাঝে
উথালপাতাল
বৃষ্টি নামুক স্বর্ণচাঁপা ফোটার মতো ;
দীর্ঘ ব্যাকুল খরার শেষে
তোমার মিষ্টি চুমুর মতো বৃষ্টি নামুক
আমার বুকে, এই উঠোনে।
অনেকটা দিন রৌদ্রে পুড়ে
দগ্ধ আমি
অনেকটা দিন ভীষণ একা,
বুকে আমার দারুণ গ্রীষ্ম, দাবদাহ
এখন একটু বৃষ্টি নামুক আমার বুকে,
এখন একটু বৃষ্টি নামুক
ভালোবাসার বৃষ্টি নামুক
এই মাটিতে, দগ্ধ বুকে।

সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে

সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত, কিছুই হলো না
কারো সাথে মেলানো হলো না বুক,
হলো না হৃদয় বিনিময়
একটি পথের কাঁটা সরানো হলো না—
কাউকে হলো না দেয়া একটু তৃষ্ণার জল,
কারো কাজে লাগলো না ব্যর্থ জীবন।
কারো শুভেচ্ছার বিনিময়ে একটিও লালপদ্ম
ফোটানো হলো না,
দুচোখের জলে হলো না একটি মালা গাঁথা
কোনো ঘরে জ্বালানো হলো না
সন্ধ্যাদ্বীপ—
দুফোঁটা অশ্রু কারো কোনোদিন মোছানো হলো না

কারো মর্মবেদনায় দাঁড়ানো হলো না পাশে
কারো অন্ধকার চোখে ফোটানো হলো না
আলো,
সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত, কারো জন্যে
কিছুই হলো না।

ঘূর্ণাবর্ত

একেবারে তছনছ হয়ে গেছে ভিতর-বাহির
কিছুই আগের মতো নেই, ওলটপালট
ছত্রখান সবকিছু ; মেলে না কিছুই আর
মুহূর্তে পড়েছে ঝরে সহস্র গোলাপ।
আকাশটা উল্টে গেছে, বনভূমি হয়ে গেছে
পাথর-কংক্রিট ; কী উদ্ভট স্বপ্নে দেখি
স্তব্ধ প্রেতপুরী : এ কেমন বেঁচে থাকা—
কিছুই সচল নেই, ঘূর্ণাবর্ত, মুখ জলে ঢাকা।

অবেলায়

এই অবেলায় কী আর করার আছে
এখন তোমাকে আর গহন বর্ষার গান
শোনানো হবে না :
হয়তো হবে না শেষ করা বকুল ফুলের
এই নিভৃত মালাটি,
তোমার কপালে হবে না মাখিয়ে দেয়া
জ্যোৎস্নার ঘ্রাণ
সময় হবে না আর তোমার কানের কাছে
মৌমাছির মতো মৃদু গুঞ্জনের,
নিরিবিলি অনেক বলার কথা ছিলো
তার কিছুই হবে না বলা—
হবে না তোমার জন্য ভোরবেলা
একমুঠো শিউলি কুড়োনো।
কী আর করার আছে এই অবেলায়
কিছুই হবে না শেষ—
তোমার উদ্দেশে এই যে পঙ্‌ক্তিমালা

তাও অসমাপ্ত রয়ে যাবে সবই।
তোমাকে শোনানো হবে না আর
একটি সুখের গান,
শেষ করা হবে না এই একটি ভ্রমণ :
এই অবেলায় কিছুই হবে না শেষ,
হবে না মেলানো—
তোমাকে দুচোখ ভরে আর
হয়তোবা দেখাও হবে না।

তোমার আসার জন্যে

এই কি তোমার ফিরে আসা,
এই কি তোমার প্রত্যাবর্তন,
তার চেয়ে কলম্বাসের পৃথিবী ঘুরে আসাও
অনেক সহজ ছিলো!
তোমার পথের দিকে চেয়ে আমার দুই চোখ
অন্ধ হয়ে গেলো
বাঁকা হয়ে গেলো শিরদাঁড়া
তবু তোমার ফিরে আসা হলো না :
আমি এই কণ্টকাকীর্ণ পথে
কতো ফুলের পাপড়ি বিছালাম,
দুচোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম পথের ধুলো
তোমার জন্য তৃণের বদলে বিছিয়ে দিলাম
হৃদয়শয্যা,
কার্পেটের বদলে আমার শরীর :
এপ্রিলের খরায় তোমার জন্যে আমার বুক হলো
অনন্ত জলপ্রপাত,
তবু তোমার ফিরে আসা হলো না,
ফিরে আসা হলো না।

দুঃখ নামে

তোমাকে এখন আমি দুঃখ নামে
সহজে ডাকতে পারি

দুঃখই তোমার নাম, তুমি এক
দুঃখ-জাগানিয়া গান ;
দুঃখ এই ডাকনামে তোমাকে কেবল
আজ সম্বোধন করি
কিংবা সুখও বলতে পারি—

তবু প্রাচীন চীনের কথা ভেবে
হোয়াংহো-র মতো তোমাকেও
দুঃখ বলা ভালো।
তুমি সুখ কিংবা দুঃখ এর মাঝামাঝি
কিছু নও—
তাই এ নামেই তোমাকে মানায় ;
এতোদিন তোমাকে বলেছি তুমি
এখন তোমাকে দুঃখ বলে ডাকি।
তুমি দুঃখের অপর নাম
এখন তোমাকে তাই ভালোবেসে
দুঃখ নামে ডাকি।

তুমি

তুমি কি তবে বর্ষারাতের পাগল-করা গান
লজ্জাঢাকা তোমার চোখে লুকোনো অভিমান ;
হয় না দেখা তোমার সাথে সে আজ কতোদিন
বুকের মাঝে বাজাও তুমি স্মৃতির ভায়োলিন।

এখন তুমি আমার মনে দূর আকাশের মেঘ
থেকে থেকে জাগাও প্রাণে অজানা উদ্বেগ,
স্বপ্নে আমি তোমার কাছে পাঠাই নভোযান
আসবে তুমি আর কখনো ভাসিয়ে সাম্পান।

আজ মনে হয় তুমি যেন স্বপ্নলোকের কেউ
ক্ষণিক দেখা পথের মাঝে ক্ষণকালের ঢেউ ;
অনন্ত এই মরুভূমির একটুখানি জল,
তুমি যেন কবে শোনা একখানি গজল!

তোমাকে দেখতে গিয়ে

তোমাকে দেখতে গিয়ে পৃথিবীর আর কিছু
দেখাই হলো না,
আমি জন্ম থেকে তোমাকেই তাকিয়ে দেখি নারী।
প্রথমে তোমাকে দেখি, তুমিই আমার দেখা প্রথম পৃথিবী,
তারপর ধীরে ধীরে দেখি বৃক্ষপত্র, নদনদী,
আকাশ, সমুদ্র ;
জন্মাবধি তোমাকে দেখেও আজও আমি
একমাত্র তোমারই দর্শক
তোমাকে দেখার চেয়ে মনোযোগ দিয়ে
আর আমি কিছুই দেখি না—
কেবল তোমাকে দেখি এই দুটি চোখ নয়
আরও বহু চোখ, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে।
তুমিই আড়াল করে রাখলে আকাশ
ঢেকে দিলে চাঁদ,
তোমার মুখের দিকে চেয়ে আর কিছু দেখাই হলো না ;
তোমাকে করতে গিয়ে পাঠ
জীবনে হলো না আর কোনো বই খোলা—
তোমার ওষ্ঠের ঘ্রাণ নিতে গিয়ে
আর কোনো সুগন্ধি হলো না স্পর্শ করা,
তোমাকে দেখতে গিয়ে কেটে গেলো একটি জীবন
পৃথিবীর আর কিছু দেখাই হলো না।

এই ভ্রমণ

তোমার নিকটে পৌঁছতে না পারা মানে
সমস্ত ভ্রমণ ব্যর্থ
সার্থক ভ্রমণ শুধু তোমার নিকটে যাওয়া
সেজন্যেই সহস্র বছর ধরে এই পদযাত্রা ;
তোমার কাছে যাবো বলেই নদীতে জোয়ার আসে
নতুন দ্বীপের খোঁজে জাহাজে পাল তুলে দিই,
তোমার কাছে যাবো বলেই সব ফেলে একবস্ত্রে
এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় বের হই।

তোমার কাছে যাবো বলেই আমার যা কিছু ছিলো
ভাসিয়ে দিলাম
কাঁধে তুলে নিলাম এই চিরপথিকের ঝুলি,
এই ভ্রমণ তো আর কিছু নয় কেবল তোমারই
কাছে যাওয়া ;
তুমি যতো দূরেই থাকো আমি এক পা এক পা করে
তোমার দিকেই এগোচ্ছি
কেননা তোমার কাছে পৌঁছতে না পারা মানে
সমস্ত ভ্রমণ ব্যর্থ
সব আয়োজন মিথ্যা।

তুমি খুব দূরে নও

তুমি খুব দূরে নও, দুই পা গেলেই তোমার নিকটে
চলে যেতে পারি
কিন্তু এক কোটি বছরের বরফের স্তূপে
আটকে গেছে পা ;
পৃথিবীর বৃহত্তম সামুদ্রিক ঝড়ে যেন ভেঙেছে দুইটি ডানা
জলোচ্ছ্বাসে একেবারে অবসন্ন হয়েছে শরীর :
তুমি এতো কাছে আছো, মাঝখানে
একটি বাগান
তবু এই এটুকু দূরত্ব পেরুতে
একশো বছর গেলো
একফোঁটা চোখের জল পার হতে আরো কতো লক্ষ
বছর পেরুবে!
তুমি খুব দূরে নও, এই চাঁপাবন, জ্যোৎস্নার
জেব্রা ক্রসিং পার হলে খুব কাছে তুমি,
পথ চিনি, পথের দূর্বাও আমি চিনি, তবু তোমার নিকটে
এ জীবনে আর পৌঁছা হবে না ;
সাইবেরিয়ার ভীষণ বরফে আটকে গেছে পা
কোন অদৃশ্য চোরাবালিতে ডুবে গেছি আমি,
কয়েক পা যাওয়ার এ সামান্য দূরত্ব, একটি ওভারব্রিজ
আর কোনোদিন পেরুনো হবে না।

ভালোবাসা পেলে

ভালোবাসা পেলে আমি জল হয়ে যাই
বরফের চেয়ে দ্রুত গলে যেতে থাকি,
সমস্ত ভাসিয়ে দিই ভালোবাসা পেলে
আর কোনো বোধশক্তি, হিশেব থাকে না ;
মাত্র ভালোবাসা দিয়ে তুমি কিনে নিতে পারো
আমাকে করতে পারো একেবারে বশ,
ভালোবেসে দেখো হই বরফের জল
ভালোবাসা দাও, আমি সবকিছু দেবো।
ভালোবাসা পেলে এই মেঘ হয় জল
আমিও থাকি না আর পুরনো মানুষ,
কীভাবে বদলে যাই ভালোবাসা পেলে
বরফের মতো আমি গলে গলে পড়ি।

আমি কোনোদিন দণ্ডকারণ্য যাইনি

আমি কোনোদিন দণ্ডকারণ্য যাইনি
শুনেছি আমার অনেক আত্মীয়-পরিজন
দণ্ডকারণ্যের অধিবাসী ;
একসময় তারা এদেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেছে
তারপর দণ্ডকারণ্য
সেখান থেকে..কোথায় জানি না।
কতোদিন বাবার মুখে এই গল্প শুনেছি
মাকে নীরবে চোখ মুছতে দেখেছি অনেকবার,
আমার যে দাদা অনেকদিন কলকাতায় থাকতেন
তার কাছে তার স্বচক্ষে দেখা শেয়ালদা স্টেশনের
বর্ণনা শুনেছি—
গাট্টি-বোচকা নিয়ে
দেশত্যাগী মানুষের ভিড়
তাদের মধ্যে কেউ আমাদের নিকট আত্মীয়,
কেউ জ্ঞাতিভাই,
আমার ছোটো মাসিমাও হয়তো তার ছোটোছোটো
ছেলেমেয়েদের নিয়ে
এভাবেই দেশ ছেড়ে গেছেন।

এরপর কতোবার আমি কলকাতা গেছি
কিন্তু আমি কখনোই দণ্ডকারণ্য যাইনি...
দণ্ডকারণ্যের পথ আমি চিনবো না
তা নয়,
কিন্তু সেখানে গিয়ে পথ চিনলেও
আমার নিকট আত্মীয়দেরই হয়তো আমি
চিনতে পারবো না ;
আমি আমার ভাইয়ের ছেলেকে চিনবো না
বোনের মেয়েকে চিনবো না,
একসাথে বড়ো-হওয়া কতো বাল্যবন্ধুর
বংশধরদের চিনবো না।
আমার পিসতুতো বোনের বড়ো মেয়েটির
নিশ্চয় অনেক আগেই বিয়ে হয়ে গেছে,
মেঝো কাকার নাতিরা হয়তো
এখন কলেজে পড়ে
আমি তাদের কীভাবে চিনবো।
দেশ ছেড়ে যাওয়া উদ্বাস্তুরা
যারা একদিন দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলো
তারা যে সবাই এখন দণ্ডকারণ্যে আছে
তারই বা নিশ্চয়তা কী?
ম্যালেরিয়া, মহামারী, দারিদ্র্য
এতোগুলো বছর, কিছুই তো বলা যায় না
কাকে দেখবো, কাকে দেখবো না
সেকথা ভাবতেই আমার বুকের মধ্যে
মোচড় দিয়ে ওঠে—
তার চেয়ে দণ্ডকারণ্য না যাওয়াই
ভালো,
না যাওয়াই ভালো।

কবিতার জন্য

আকাশ আমাকে দেয় কবিতার
একটি চরণ,
স্বপ্নের পাখিরা এসে কানে কানে বলে যায়
কোনো কোনো ছত্র আমাকে

আমার খাতায় ঈশ্বর নিজের হাতে
লিখে রেখে যান
আশ্চর্য কবিতা,
এভাবেই জীবনের এই অগ্নির ভেতর
কবিতার জন্ম হয় দেখি।
কখনো এখানে মাঘনিশীথের
ব্যথিত কোকিল
রেখে যায় কবিতার অনন্য উপমা
চাঁদ বলে জলের ভাসান,
উদ্ভিদের কাছ থেকে
পাই টাটকা কবিতা :
এভাবেই পাহাড়ের চূড়ায় বসে
ঝর্নার কাছ থেকে পাই
সব উজ্জ্বল লাইন।
সমুদ্র আমাকে দেয় অভিনব
কাব্যের ধারণা,
নক্ষত্র আমাকে বলে যায়
অলৌকিক রূপকথা সব
নদী লিখে রাখে সস্নেহে আমার জন্য
অপরূপ পঙ্‌ক্তিসমূহ ;
আকাশ আমাকে দেয় চমৎকার একেকটি
লাইন,
এভাবেই স্বপ্নে আমি পেয়ে যাই
নতুন কবিতা।

কোথায় চলেছি

এই ভাসতে ভাসতে কোথায় চলেছি আমি
কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো
কোথাও কোনো তীর দেখা যায় না, দিগন্তরেখা
দেখা যায় না,
আমি কি শেষে পৃথিবীর শেষতম নদীর জলে ডুবে যাবো'?
আমার দুচোখ ঝাপসা হয়ে আসছে, হাত-পা
শিথিল হয়ে আসছে

আর কতোদিন আমি এভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে
আটলান্টিকে ভেসে বেড়াবো!
কোথায় কোনো মাটির চিহ্ন দেখা যায় না, একটি শস্যের
ডালও ভেসে আসে না একবার
আমি অথই সমুদ্রে এভাবে কোথায় ভেসে
চলেছি, কে জানে।
এককোটি বছর ভেসে বেড়ালাম আমি, কতো হিমযুগ
পার হলো
তবু এভাবে ভাসতে ভাসতে আমি কোথায় চলেছি
পৃথিবীর কোন শেষ নদীতে!

নিদ্রাঘোর

ঘুমের ভেতর থেকে কোন
ঘুমের ভেতর
তলিয়ে যাচ্ছি আমি ;
বরফবৃষ্টিতে ভিজে গেছে আমার শরীর
শিশিরে-শিশিরে কুয়াশায়-কুয়াশায়
আমি ডুবে আছি।
আমি ডুবে আছি অনন্ত
জলোস্রোতের মধ্যে, স্মৃতিহীন
স্বপ্নের মধ্যে
বরফে বরফে ছেয়ে গেছে আমার
শরীর,
এই বরফের আগুনে আমি
দগ্ধডানা হিমযুগের এক আদিম পাখি :
আমার চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন, দেহ অবসাদে
এলিয়ে-পড়া,
কোথায় পা দিই কোথায় পড়ে
যেন এক মাতাল তরণীর যাত্রী—
ঘুমের ভেতর, স্বপ্নের ভেতর, কুয়াশার ভেতর
আমি আজ জবুস্থবু হয়ে আছি।
ঘুম ভেঙে আমি
নিদ্রার ভেতর ডুবে যাই

নিদ্রা ভেঙে আমি হারিয়ে যাই সংবিৎহীন
জাগরণের মধ্যে :
এই ঘুমহীন ঘুমের মধ্যে, জাগরণহীন
জাগরণের ভেতর
নক্ষত্রের রুপালি জলে স্নান করে
আমি ঘুমিয়ে থাকি, ঘুমিয়ে থাকি।

শরণার্থী

শরণার্থী বেশে আমি
তোমার কাছে গেলাম...
তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো
আমি আর কোথায় দাঁড়াবো!

তোমার অনুমতি ছাড়া নদী আমাকে
জল দেবে না,
মাটি দেবে না শস্যকণা
এই বিদেশ-বিভুঁয়ে আমি কোথায় যাবো?

আমার সমস্ত আকুল আবেদন উপেক্ষা করে
প্রত্যাহার করলে প্রবেশপত্র,
সরিয়ে নিলে দুধের বাটি
শীতের পাখিদের মতো এই শরণার্থী বেশে আমি আর
কতো ভেসে বেড়াবো?
আমি তোমার কাছে কোনো গ্রীনকার্ড চাইনি
আমি চেয়েছিলাম সামান্য একখানি তাঁবু,
একটু অন্নজল।

শরণার্থী বেশে আমি
তোমার কাছে গেলাম
তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো
আর কে গ্রহণ করবে আমাকে!
পর্যটনকেন্দ্রে স্থান হবে না আমার
খামারবাড়ির টিনের ঘর
অনেক আগেই ভরে গেছে।

শরণার্থী বেশে আমি কতোবার
তোমার কাছে গেলাম
তোমার একটুও দয়া হলো না!

ভালোবাসায়

ভালোবাসায় পাথরও হয় জল
আমার কেন সকলই নিষ্ফল!

ভালোবাসায় আকাশ আসে নেমে
দাওনি ধরা কেন আমার প্রেমে!

ভালোবাসায় মরু হয় নদী
কেন দুহাত শূন্য নিরবধি!

ভালোবাসায় হৃদয়ে ফোটে ফুল
আমার কেন প্রার্থনা ভণ্ডুল!

ভালোবাসায় হয় না বলো কী
আমি কোথায় ভালোবেসেছি!

দূরে গেলেই

পাখি তার চেনে ঠিকই বাসা
দূরে গেলেই অধিক ভালোবাসা :

হয় না দেখা তবু আলিঙ্গন
বিচ্ছেদেই প্রকৃত মিলন :
যাওয়া মানে কতোটা বা যাওয়া
মনে মনে আরো বেশি পাওয়া।

সব ছিন্ন, সব যেখানে শেষ
ভালোবাসার সেখানে উন্মেষ।

চাইনি কেন

তোমার কাছে চাইনি কেন ভালোবাসার জোরে
জন্মদুখীর বুকখানি দাও ভালোবাসায় ভরে।

চাইনি কেন তোমার কাছে বিদায় নেয়ার ক্ষণে
আমায় তুমি জড়িয়ে রাখো নিবিড় আলিঙ্গনে।

তোমার কাছে চাইনি কেন চাইনি আমি প্রিয়ে
লজ্জা ঢাকো আমার তুমি শরীরখানি দিয়ে।

চাইনি কেন তোমার কাছে বাড়িয়ে দুটি হাত
আমাকে দাও ভালোবাসার সহস্র দিনরাত।

তোমার কাছে চাইনি কেন চাওয়ার মতো করে
পরাজিতের মুখখানি চুম্বনে দাও ভরে।

ছিঁড়ে খাবে

তোমাকে এখন ছিঁড়ে খাবে হায়েনার দল
হিংস্র থাবা মেলে তোমাকে করবে তাড়া দিবারাত্র,
টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দেবে জলে
বিশ্বাস করো না এই ঘাতকের রক্তমাখা হাত!
তৃষ্ণায় যখন জলপান করতে নামবে হ্রদে
তীরবিদ্ধ করবে তোমাকে কোনো ভয়ঙ্কর ব্যাধ ;
তুমি বসবে যখন নিরিবিলি গাছের ছায়ায়
এই বিষধর সাপ তোমাকে ছোবল দেবে এসে।

কোনোখানে যাওয়ার মতো একটু জায়গা নেই
সবখানে তোমার ছায়ার সঙ্গে আছে ঘাতকেরা।
এ কোন সময়ে তুমি চেয়েছো বাঁচতে কিছুদিন
ভালোবেসে বাড়াতে চেয়েছো হাত আকাশের দিকে
এ কোন সময়ে তুমি চেয়েছো উজ্জ্বল এক ভোর,
চেয়েছো ফোটাতে এই ব্যথিত জীবনে কিছু ফুল!
পারবে না কিছু, তার আগে তোমাকেই ছিঁড়ে খাবে,
তার আগে হায়েনার খাদ্য হবে তোমার শরীর।

মৃত্যুর কোনো বয়স নেই

মৃত্যুর কোনো বয়স নেই, বিবেচনা নেই,
সে কোনো সময় মানে না—
যে-কোনো মুহূর্ত, যে-কোনো বয়স তার
খাদ্য হতে পারে ;

যে-কোনো সময় সে করতে পারে নির্দয় মস্করা
শালবনের মাথার উপর গোল চাঁদ
দেখার সময়টুকু হয়তো দেবে না,
এমনকি এক ঝলক দেখতে দেবে না যুবতীর
যুগল স্তনের শোভা ;
মৃত্যুর বয়স নেই, যে-কোনো সময় তার
মনে হতে পারে এই বড়ো
উত্তম প্রহর, শুভক্ষণ
গ্রেপ্তার করার খুব চমৎকার মোক্ষম সময়।

সবচেয়ে সুন্দর ভোর, মনোরম স্নিগ্ধ সন্ধ্যা,
সেগুনবনের ধারে
একটি মুহূর্ত,
প্রিয়ার উষ্ণ ঠোঁট ফেলে রেখে তার
ডাকে চলে যেতে হয় :
আকাশে টানায় মৃত্যু কালো শামিয়ানা,
উটের মতন তাঁবু
মৃত্যু বড়ো স্বেচ্ছাচারী, আসামী ধরার জন্য
ব্যস্ত থাকা পুলিশের মতো
কিংবা পুলিশকে ধরার মতো
চতুর আসামী।

মৃত্যুর সময় নেই, প্রার্থনা মঞ্জুর নেই,
মাথার উপরে গোল চাঁদ, রম্য সূর্যাস্ত,
উজ্জ্বল কোমল ভোর
আজ, কাল, পরশু যে-কোনো তারিখ,
মাস
সপ্তাহের যে-কোনো দিন, সোম, শুক্র

শোনা যেতে পারে, এই মৃত্যুর হুইসিল,
এই পুলিশের বাঁশি-
কিংবা বাঁশি নয়, ব্যবধান নয়
অনন্ত বিচ্ছেদ :
মৃত্যুর সময় নেই, সকাল-দুপুর নেই,
আহার-নিদ্রা নেই।

পাতাগুলো ঝরে যাবে

পাতাগুলো ঝরে যাবে, সন্ধ্যায় হাঁসগুলো একদিন আর
ঘরে ফিরবে না
কিশোরী বউটি শুধু ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে যাবে :
সকালের রোদ সন্ধ্যায় হয়ে যাবে ম্লান
ঝাউবনে পায়ে পায়ে নামবে কুয়াশা—
পাতাগুলো ঝরে যাবে, হাঁসগুলো ঘরে ফিরবে না।
বুকের ভেতর হুহু করে উঠবে কেবল
দুই চোখে আর কিছুই পড়বে না :
হয়তো কখনো নতুন লেপের ওম মনে পড়ে যাবে,
মনে পড়ে যাবে হেমন্তের রোদে দেয়া
গরম কাপড় ;
সেসব কিছুই আর ফিরে আসবে না, পাটালি গুড়ের ঘ্রাণ,
ভোরের মিষ্টি রোদ—
মেঘগুলো সেই হাতি, ঘোড়া, বৃক্ষ, পাহাড় হয়ে হয়তো ভাসবে আজও
তবে পাখিগুলো উড়ে যাবে, ফিরে আসবে না ;
কিশোরী বউটি হয়তোবা পুকুরে ভরতে যাবে মাটির কলস
হয়তো একটি দিন শুয়ে বসে এমনি এমনি কেটে যাবে,
হয়তো বুকের মধ্যে চেপে আসবে হুহু কান্না শুধু
কিন্তু কেউ আর ফিরে আসবে না ;
পাতাগুলো ঝরে যাবে, হাঁসগুলো ঘরে ফিরবে না।

তোমার একটু সাড়া পেলে

তোমার একটু সাড়া পেলে
অভিনব মনে হয় পুরনো জীবন,

আমি এই সমস্ত পৃথিবী ভালোবেসে ফেলি :
কারো প্রতি থাকে না একটু অভিযোগ
একবাক্যে স্বীকার করি পৃথিবী সুন্দর।
এই আকাশকে মনে হয় রূপকথা যেন
নদী মনে হয় কী যে অপরূপ,
তারাভরা রাত যেন অন্তহীন বসন্তউৎসব
প্রতিটি সবুজ ভোর প্রিয় গীতিকবিতার মতো।
তোমার একটু সমর্থন পেলে বুক ভরে ভালোবাসি সব
দুহাতে জড়িয়ে ধরি লতাগুল্মঘাস,
আমার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ বদলে যায় বুঝি
যেদিক তাকাই দেখি চাঁদের কিরণ ;
অনুকূল সাড়া পেলে একটু তোমার
নির্বোধের মতো আমি ভালোবাসি সব।

মানুষ জানে না

উদ্ভিদের নিজস্ব জীবন কিছু
জানে না মানুষ,
জানে না বনের মর্ম,
আকাশের আত্মচরিত :
কখন ঘুমায় নদী কোনোদিন জানে না মানুষ
জানে সে ঝাউবন কেন কাঁদে,
সারারাত কাঁদে!
কিছুই জানে না সেতো
বৃক্ষ আর পাখির জীবন,
ফুলের রহস্য তার থেকে গেছে সম্পূর্ণ অজানা
নদীকেও কখনোই কিছুমাত্র
জানে না মানুষ—
পাহাড় থেকেছে চিরকাল
তার জানার অতীত।
কিন্তু মানুষকে মানুষ
সবচে' বুঝি কম জানে,
মানুষ জানে না কিছু
মানুষের জীবনের মানে।

তুমি স্পর্শ করো আমি ভালো হয়ে উঠি

সমস্ত অসুখের একমাত্র সুস্থতা তুমি
তুমি শুধু নিরাময়তা আমার
আমার দুচোখে তুমি পৃথিবীর আলো ;

তোমারই জন্য এই রক্তশূন্যতা.
শরীরে জোয়ারভাটা.
জলবৃদ্ধি
সমস্ত অসুখ থেকে তুমি শুধু সুস্থ করে
আমাকে তুলতে পারো।

তোমার একটু স্পর্শসুখ
আমাকে করতে পারে সবুজ ভোরের মতো
উৎফুল্ল সজীব,
একটি চুম্বন দিতে পারে অনন্ত যৌবন
আমাকে আবার ;
আর কেউ নয় শুধু তুমি পারো এখনো বাড়িয়ে দিতে
এই পরমায়ু।

মৃত্যুকে পাঠাতে পারো নির্বাসনে
আমাকে করতে পারো চিরযুবা :
তোমার একটি প্রিয় ডাক, একটি গোপন চিঠি,
একটি লাজুক টেলিফোন
আমাকে করতে পারে ব্যাধিমুক্ত, সুস্থ স্বাভাবিক।

তুমি এই হাত ধরে দেখো এই নিশ্চল অবশ হাত
কীভাবে সবুজ বৃক্ষের কচি ডাল হয়ে ওঠে
এই চোখ ফিরে পায় নক্ষত্রের দ্যুতি ;
তুমি শুধু কাছে আসো, স্পর্শ করো আমি ভালো হয়ে উঠি।
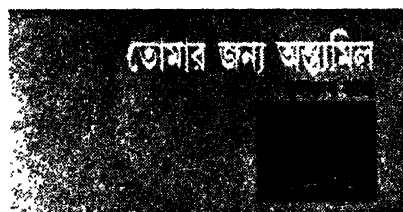
তোমার জন্য অন্ত্যমিল

তোমার জন্য অন্ত্যমিল

আমার আকাশে তুমি যেন সেই
সুদূর শঙ্খচিল,
তোমার জন্য সারাটি জীবন
খুঁজেছি অন্ত্যমিল।

তোমারই জন্য ওগো প্রিয়তমা,
আমার পঙ্ক্তিমালা—
তোমার অন্নজলেই আমার
ভরেছি শূন্য থালা।

তোমারই জন্য সুন্দরীতমা,
আমার সকল গান,
আমার জীবনে তুমি যেন সেই
সজল মরূদ্যান।

আমার আকাশে তুমি বুঝি এক
সুদূর শঙ্খচিল,
তোমার জন্য কেবল আমার
সকল অন্ত্যমিল।

রাধা

আমি তোমাকে বলতে চাই রাধা, তোমাকে
ডাকতে চাই রাধা রাধা বলে
দাঁড়ে-বসা টিয়ার মতন ;
তোমার তো আছে একটি সুন্দর নাম
খুব মিষ্টি ছোট্ট একটি ডাকনামও আছে
তবুও তোমাকে দিতে চাই আমার হৃদয়
থেকে আরেকটি নাম,
আমার হৃদয় থেকে তুলে দিতে চাই
টকটকে একটি গোলাপ।
সুরঞ্জনা, বনলতা, এলসা কি বিয়াত্রিচে

এ-রকম কোনো নাম তোমাকে দিতেই পারি
কিংবা তোমাকে ডাকতে পারি যে-কোনো ফুলের নামে
অভিধান ঘেঁটে দিতে পারি অপূর্ব সুন্দর
কোনো নাম
বৃক্ষ বা নদীর কাছ থেকে তোমার একটি নাম
সংগ্রহ করতে পারি আমি
আকাশের বুক থেকে তুলে নিতে পারি
তোমার একটি নাম
নিতে পারি রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে
মনোমুগ্ধকর কোনো কাব্যনাট্য থেকে ;
কিন্তু এরূপ সহস্র নাম ভুলে
সহস্র শব্দ ভুলে
খুব মৃদুস্বরে নিরিবিলি
তোমাকে ডাকতে চাই রাধা।

তোমার মুখশ্রী-আঁকা বাড়িখানা দেখে

তোমাদের ছিমছাম বাড়িটির
ঝুল-বারান্দায়
পড়েছে চাঁদের আলো :
লনে বেশ ফুটেছে রঙ্গন, স্বর্ণচাঁপা
ঈষৎ উত্তরে
শুনশান ভিতরমহলে অসময়ে
গাইছে কোকিল
কাল ছিলো শারদ পূর্ণিমা ;
কতোদিন তোমার মুখশ্রীমণ্ডিত বাড়িটি আমি
মুখস্থ করেছি
আবৃত্তি করেছি মনে মনে এই দুর্লভ
জ্যোৎস্নারাত।

তোমার কেয়ারি-করা ফুলগুলো দেখে আমি
জেনেছি ফুলের নাম
জেনেছি দুঃখেও বেঁচে থাকা কী যে সুখ ;
এই অখণ্ড জ্যোৎস্নারাত কোথায়
গচ্ছিত রাখি বলো!

সুইস ব্যাঙ্কও তোমার মুখশ্রী গচ্ছিত
রাখার জন্য উপযুক্ত নয়,
তোমার মুখশ্রী-আঁকা বাড়িটিকে শুধু
রাখা যায় বুকের ভেতর
রাখা যায় কবিতার নিবিড় পঙ্‌ক্তিতে :
এই রুপালি চাঁদের আলো, একখণ্ড
মেঘ
কোথায় রাখবো বলো জমা!
জ্যোৎস্না ফুটেছে খুব ভালো,
এইখানি তোমার আকাশ
আমার বুকের মধ্যে তুলে রাখি
এই চাঁদ, এই দূর্বাঘাস।

আমার হাত যে ধরেছিলে

আমার হাত যে ধরেছিলে
নিজেরই অজান্তে
তুমি হয়তো ভুলেই গেছো
সাক্ষী আছেন দান্তে।

আমার ক্ষেত যে ভরেছিলে
নতুন পাকা ধান্যে
সামান্য এই জীবনটাকে
ভরেছো অসামান্যে

তোমার চোখ যে ভিজেছিলো
একটুক্ষণের জন্য
দেখেছে ওই সুনীল আকাশ
দেখেছে অরণ্য।

আমার বুক যে ভরেছিলে
বকুল ফুলের গন্ধে
একটি দিন বেঁধেছিলে
চিরদিনের ছন্দে:

তোমার হাত যে ধরেছিলাম
আমারও অজান্তে
আমি হয়তো ভুলেই গেছি
সাক্ষী আছেন দান্তে।

অন্য আমি

আমার মধ্যে লুকিয়ে আছে
অন্য আমি একি
মুখের দিকে তাকিয়ে তোমার
স্তনের শোভা দেখি।
কবির মধ্যে লুকিয়ে আছে
কামুক বুঝি কেউ,
বুকের মধ্যে যেমন থাকে
না-দেখা সব ঢেউ।
আমার চোখে আছে যেন
অন্য কোনো চোখ
দেখি আমি হৃদয় খুঁড়ে
অনন্ত নরক ;
আমার মনে আছে বুঝি
অন্য কোনো মন
ঘরে থেকেও হয়তো করি
নিষিদ্ধ ভ্রমণ।
আমার মধ্যে লুকিয়ে আছে
অন্য কোনো আমি,
অন্ধকারের তৃষ্ণা মেটাই
পাতালে তাই নামি।

ডাকো

একবার সেইভাবে ডাকো
যাতে অ্যাটলান্টিকের বুকে ঝড় ওঠে,
ফুঁসে ওঠে সমুদ্রের জল :
যেমন সীতার ডাকে দ্বিধা হয়েছে ধরিত্রী

যদি ডাকো সেইভাবে ডাকো,
সেইভাবে বুকে টেনে নাও—
অচল পাহাড়ও দেখো ছুটে যাবে
তোমার সান্নিধ্যে
যদি পারো সেইভাবে ডাক দাও
খুলে যাবে বন্ধ দুয়ার,
ছুটবে ঝর্নাধারা, গলবে পাথর।
একবার সেইভাবে ডাকো মহাশূন্য থেকে
নভোযান আসবে এখানে নেমে
নক্ষত্র পড়বে খসে, গ্রহ কক্ষচ্যুত হবে
যদি ডাকো সেইভাবে ডাকো
ছুটে যাবে বাঁধভাঙা নদী।
একবার সেইভাবে ডাকো
যাতে আটলান্টিকের বুকে ঝড় ওঠে,
সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে ভূমিকম্প হয়
কঠিন পাথর ফেটে বের হয় জল।

ব্যবধান

এভাবে আমরা গিয়েছি ক্রমশ দূরে
এক পা সকালে আর এক পা দুপুরে;

ভেবেছি আজকে নাহয় সন্ধ্যা যাক
কাল কথা হবে এমন কী তাড়া থাক।

এভাবে হয়তো হয়েছে পরশু পার
শেষে সপ্তাহে খবর মেলেনি আর;

মাসেও এখন হয় না খবর জানা
যে যার মতোই গুটিয়েছি হাতখানা।

এভাবেই বাড়ে আমাদের ব্যবধান
বছরেও কারো জানি না তো সন্ধান;

এভাবে আমরা ক্রমশই দূরে যাই
কতো দিন হয় আমাদের দেখা নাই।

তোমার প্রতিটি বাক্য

তোমার প্রতিটি বাক্যে শুনি যেন
কোকিলের ডাক
পুরনো দিনের কোনো প্রিয় গান যেন বাজে
বাজে কোনো মৃদু তানপুরা ;

তোমার প্রতিটি বাক্যে মনে হয় কথা বলে
আমার হৃদয়
কথা বলে অনন্ত কালের নদী, স্নিগ্ধ জলাশয়,
তুমি একেকটি বাক্য শেষ করো
আকাশ উপচে বৃষ্টি নামে
আমি পানপাত্র নিঃশেষে উজাড় করে ফেলি ;

তোমার প্রতিটি বাক্য আমার হৃদয়ে
ফোটায় স্বর্ণচাঁপা,
অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে নিবিড় স্বপ্নের চারাগুলি
তোমার মুখের কথা শুনে মনে হয়
বহুদিন পর কথা বলে ওঠে
আমার হৃদয় ;
কথা বলে ওঠে স্তব্ধ নীলাকাশ,
দূর স্রোতস্বিনী

গোধূলির গান

এই অপরাহ্নে প্রতিদিন অন্তত কয়েক শো বার
তোমার জন্য আমার মন খারাপ হয়
আমি দূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকি
নীল সমুদ্রের মতো তোমার গভীর দুটি চোখ
আমার মনে পড়ে যায়
তুমি কি জানো না আমি ডুবন্ত মানুষ
তোমার জন্য বেঁচে আছি!
এক আকাশ থেকে আরেক আকাশ
ঘুরে বেড়াও তুমি
তারাগুলি মনে হয় তোমার চোখের উজ্জ্বলতা

এই অপরাহ্নে প্রতিদিন অন্তত কয়েক শো বার
তোমার কথা আমার মনে পড়ে
আর আমার বিষণ্নতার মতো নেমে আসে
গোধূলি
এতো দূরে থেকেও আমি তোমাকে ধরার জন্য
হাত বাড়াই
তোমার মধ্যে ঝরে পড়ে আমার একেকটি অপরাহ্ন,
একেকটি গোলাপ বাগান,
নেমে আসে সূর্যাস্ত: তোমার মুখের দিকে
চেয়ে দেখি
অপরাহ্ন শেষ, রাত্রি আসছে নেমে
তুমি সব কোমলতা জমা রেখেছো
রাত্রির বুকে
ওগো আমার ভালোবাসার মেয়ে,
চম্পাবতী
অপরাহ্ন শেষ হয়
তোমার জন্য সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আমার
অসংখ্য চুম্বন
শেষ হয় না।

অন্যরকম লিরিক

কতোদিন গেলো তোমার ছায়ায়
একটু বসিনি
তোমার জলে ডুবাইনি এই হাত,
তবু মনে হয় তোমাকেই শুধু ভালোবেসে
বেঁচে আছি :
মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে দেখেছি হাজার বসন্তকাল।
এ জীবনে আমি যা কিছু করেছি সবটাই নিষ্ফল
কেবল তোমাকে ভালোবাসা ছাড়া :
মেঘনাপাড়ে নামেনি সন্ধ্যা তোমারই অপেক্ষায়
দূর শালবনে উড়ছে সোনালি চিল
আমি ভালোবাসি তোমার মুখের তিল।
কেন [illegible]মাকে এরকম লাগে, কেন এ
আকর্ষণ

তোমার শরীরে ঘুমায় আকাশ,
পাখিরা পর্যটক
এতোদিন গেলো তোমাকে হলো না
একটু আবিষ্কার
নতুন গ্রহের ঠিকানা জেনেছি, পারিনি
জানতে তোমার অবস্থান :
কতোদিন গেলো তোমার গন্ধে
ভরিনি শূন্য বুক
তোমার পাখায় ভর করে দেখিনি যে
মহাকাশ।

শূন্যতায় তুমি

আমার সমস্ত অসুস্থতার তুমিই একমাত্র নিরাময়
সমস্ত ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তুমিই কেবল
আশার দ্বীপ,
আমাকে নিয়ে টাইটানিক যখন ডুবে যায়
তখন তুমিই কেবল লাইফ-বোট
নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো ;
অশান্ত ঢেউয়ের মধ্যে তুমিই কেবল পাঠিয়ে দাও
কাষ্ঠখণ্ড,
আমার উদ্দেশে ভাসিয়ে দাও কর্ণফুলী থেকে
তোমার সাম্পান ;
সব ভস্মস্তূপের মধ্যে তুমিই একমাত্র স্বর্ণখনি
বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে তুমিই মাত্র অলিভগুচ্ছ।
আমার সব যন্ত্রণার মধ্যে তুমিই কেবল প্রশান্তি
অজন্মা আর খরায় তুমিই
শস্যের জন্য বর্ষণ,
চারিদিক থেকে যখন আমাকে ঘিরে ফেলেছে
দুঃসময়
তখন তুমিই তোমার বাহুর নিরাপদ আশ্রয়ে
লুকিয়ে রেখেছো আমাকে।
আর কোথাও যখন কিছুই নেই, কেবল হাহাকার
আর শূন্যতা

তখন তোমার বুকের মধ্যে আমার নিশ্চিত
আবাসস্থল ;
আগুনে যখন পুড়ছে শস্যক্ষেত, দগ্ধ হচ্ছে বাগান
তখন তুমিই আমাকে ডুবিয়ে রেখেছো তোমার
ভালোবাসার হ্রদে।

আজ রাতে

আজ রাতে আমি লিখবো না বিষণ্ন কোনো কাব্য
আকাশ সাক্ষী সারারাত তোমাকেই শুধু ভাববো ;

এই রাতে চাই শুধু তোমাকেই ভালোবাসতে
বেয়ে গন্ডোলা দুজনে মেঘের নদীতে ভাসতে ;

আজ রাতে আমি লিখবো কেবল প্রেমের পদ্য
তোমার দুইটি ওষ্ঠ পৃথিবীর যেন শ্রেষ্ঠ মদ্য ;

এই রাতে আমি গাইবো কেবলই সুখের গান
তুমি যদি পারো ভাসাও চাঁদের নীল সাম্পান ;

আজ রাতে আমি লিখবো না কোনো বিষাদগাথা
ভালোবাসা থাক, ঝরে যাক সব মলিন পাতা ;

আজ রাতে আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসবো
আকাশ ঘুমাক, আমরা প্রেমের নদীতে ভাসবো।

আড়ালে থেকেই

তুমি আড়ালেই ছিলে প্রকাশিত হওনি কখনো
যেমন ফোটার আগে বৃক্ষের মধ্যে থাকে ফুল,
যেমন মেঘের বুকের ভেতর থাকে আসন্ন বর্ষণ
তুমিও তেমনি আছো সর্বক্ষণ মনের ভেতর ;
সেখানে তোমার সঙ্গে আমার হয়েছে পরিচয়

হয়েছে নিবিড় বাক্যালাপ, পরস্পর সুখদুঃখ জানা
আড়ালে থেকেই তুমি আমাকে তো
রেখেছো বাঁচিয়ে ;
গাছের শিকড়ে মাটি যেমন নিয়ত দেয় জল
তুমিও আড়াল থেকে আমার মাথায়
বিছিয়েছো ছায়া,
দুই হাত ভরে আমাকে দিয়েছো সব,
সম্পূর্ণ আকাশ ;
তুমিই দিয়েছো ব্যর্থ জীবনে এই বাঁচার গৌরব।
আড়ালে থেকেই তুমি আলোকিত
করেছো আমাকে
দাঁড় করিয়েছো পাদপ্রদীপের আলোর সম্মুখে,
অন্তঃশীলা নদীর মতন
তুমি বয়ে চলো আমার জীবনে।

তোমাকে দেয়ার মতো কিছু নেই

তোমাকে আমার কিছুই দেয়ার নেই
এই পদ্যপঙ্‌ক্তি ছাড়া
তাও তো নগণ্য খুবই, লিখতে পারিনি
কোনো হার্দ্য চরণ
বর্ষার নদীর মতো টইটম্বুর, দুকূল ছাপানো ;
তোমাকে যে দেবো গানেভরা সজল পিয়ানো,
রবিশঙ্করের জাদুর সেতার তাও তো
আমার নেই
আমার কেবল আছে আকাশ উপচে-পড়া
স্বপ্নরাশি
এই স্বপ্নের ফানুস উড়িয়ে আমি চলে যেতে
পারি কৃষ্ণ ঘোড়সওয়ার,
চলে যেতে পারি অদম্য নাবিক
মনে মনে কেবল ভাসাতে পারি অপরূপ ভেলা।
তোমাকে দেয়ার মতো মণিমুক্তো বা
হীরকখণ্ড নেই,
নেই কোনো স্বর্ণমুকুট মাথায় পরাই

বস্তুত কিছুই নেই তোমাকে দেয়ার মতো শুধু এই
উথালপাতাল স্বপ্ন আর
ভালোবাসা ছাড়া ;
আমি বৃষ্টিভেজা একটি কদমফুল হাতে
তোমার পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি
একশো বছর :
কেবল তোমাকে আমি ভরিয়ে দিতে পারি
আলুথালু অথই চুম্বনে
এমনকি তালিয়ে গেলেও আমি ভালোবাসতে
পারি, ভালোবাসতে পারি ।

তোমার হাতে

তোমার হাতে আপেল খুবই মানায়
কিন্তু আমি চাই না ফুল ও ফল,
তোমার মাঝে বাঁধভাঙা এই জল
মাথায় ফোটে নাগকেশরের ফুল,
আমার কেন আহত আঙুল?
কে কাকে তার সকল কথা জানায় ।

ফিরেছে কেউ গেছে যারা ঘানায়
তোমার চোখে শ্রাবণ যেন নামে
আকাশ চিঠি লিখেছে নীল খামে :
তোমার হাতে দলিত পিপীলিকা
তুমি কি সেই উদাস বালিকা!
আবেকটা আকাশ কারা টানায় ।

তোমার হাতে আপেল কী যে মানায়
তুমি কি আছো শীতের অপেক্ষায়
ট্রাকশনে আমার ঘুম পায় :
ঘুমাই যদি জাগিও নিশ্চয়
অন্ধকারে অজানা সংশয়
বিজ্ঞাপনে ভালোবাসা কে জানায় ।

যদি

তোমার গোপন ভালোবাসা
মিথ্যে হতো যদি
মরুর বুকে বইতো কি
অন্তঃশীলা নদী?

আমার জন্য না থাকলে
তোমার স্নেহধারা,
এই আকাশে ফুটতো না
একটিও তারা ;

তোমার বুকে না থাকলে
একটুখানি ছায়া
থাকতো কি কোথাও আর
এই স্নেহমায়া!

আমার জন্য ভালোবাসা
না থাকতো যদি
শুকিয়ে যেতো পৃথিবীর
গভীরতম নদী।

কবির হৃদয়

যখন একটু তুমি মুখ তুলে চাও
বাড়াও স্নেহের হাত
কবির হৃদয়ে মুকুলিত হয়ে ওঠে
একটি কবিতা ;
শুষ্ক বুকে তুমি যখন সিঞ্চন করো একফোঁটা জল
কবির আঙুলে ফুটে ওঠে সহস্র গোলাপ
কিংবা যখন তুমি শ্রাবণের মেঘ হয়ে
নামো বৃষ্টিধারা,
কবির ধূসর পাণ্ডুলিপি ভরে ওঠে
সবুজ সম্ভারে ;
যখন নিবিড় হয়ে তুমি একবার
প্রিয় বলে সম্বোধন করো,

কবির আকাশে নামে অথই পূর্ণিমা
যখন তোমার মনে সঞ্চারিত হয়ে ওঠে
বিশুদ্ধ আবেগ,
কবির সমস্ত সত্তা জুড়ে গান করে
মুগ্ধ কোকিল ;
ভালোবেসে একবার যখন তুমি
আলিঙ্গন করো
কবির অন্তরে পূর্ণ হয়
ছন্দোবদ্ধ একটি কবিতা।

তুমি দেখাও

ঘুমে যখন জড়িয়ে আসে চোখ
তুমি আমায় দেখাও স্বপ্নলোক ;
দেখাও তুমি দূর আকাশের তারা
ছুটছে নদী, পাহাড় দিশেহারা।

তখন তুমি আমার কানে কানে
বলো যেসব ব্যাখ্যা এবং মানে,
সে-কথা ওই গাছের বুকে লেখা
এক স্বপ্ন হয় না দুবার দেখা ;

ঘুমে আমার জড়িয়ে আসে চোখ
তুমি দেখাও কোন সে স্বপ্নলোক!

হৃদয়ে তুমি চিরআলো

তুমিই জীবনে স্নিগ্ধ সরোবর,
শান্ত সুরভিত নদী,
দগ্ধ জীবনে কে দেবে ছায়া আর
বিমুখ হও তুমি যদি ;

তুমিই জীবনের সজল ঘন মেঘ,
খরায় তুমি জলধারা—

ব্যর্থ প্রহরে শোনাও তুমি গান
আঁধারে জ্বলো শুকতারা।

তুমিই দিয়েছো জীবনে সবকিছু
পূর্ণ করে দুই হাত,
তুমিই জীবনের মুগ্ধ ছায়াতরু,
হারানো সেই মধুরাত ;

তুমিই জীবনের মুক্ত নীলাকাশ
হৃদয়ে তুমি চিরআলো,
কে আর আনে ভোর তুমি না ঘোচালে
জীবনের এই ঘন কালো!

এই জীবনে

চলো এই জীবনে আমরা আনি আরেক জীবন
এই নদীতে চলো করি অন্য অবগাহন ;
এই ঘরে আমরা বানাই অন্য কোনো ঘর
এই জীবনে আমরা তবে ঘটাই রূপান্তর ;

চলো এই আকাশে আমরা দেখি অন্য আকাশ
এই জীবনে আমরা আনি ভিন্ন মধুমাস ;
এই বাগানে আমরা ফোটাই অন্য কোনো ফুল
বদল করি এই জীবনে কাণ্ড এবং মূল।

চলো এই জীবনে আনি আমরা অন্য জীবন,
এই চোখে আমরা দেখি ভিন্ন নদী, বন।

তোমার দান

কখন যে এসে তুমি আমার পাশে দাঁড়ালে
ভরে দিতে জীবনটি দুখানি হাত বাড়ালে ;

কখন যে এসে তুমি দুচোখ মেলে তাকালে
হৃদয়ে তোমার ছবি আমায় দিয়ে আঁকালে ;

কখন যে কাছে এসে আমার ঘুম ভাঙালে
দিলে তোমার স্নেহধারা এই চিরকাঙালে ;

কখন যে এসে তুমি জীবনটাকে ভরালে
ভালোবেসে আমাকে যে এমন করে জড়ালে ;

কখন যে এসে তুমি দুখানি হাত বাড়ালে
দুঃসময়ে এমন করে পাশে তুমি দাঁড়ালে ;

কখন যে এসে তুমি কখন ফের পালালে
এই ঘরে ভালোবেসে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালালে ;

কখন যে এসে তুমি আমার কাছে দাঁড়ালে
আমায় দিতে আকাশ দুখানি হাত বাড়ালে।

তুমি চলে যাওয়ার পর

তুমি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
চাঁদ ডুবে গেলো,
মাঝসমুদ্রে ডুবে গেলো জাহাজ ;
তুমি চলে যাওয়ার পর শূন্য হয়ে গেলো
আমার জীবন।
তুমি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
নেমে এলো সূর্যাস্ত,
নেমে এলো ঘোর অমাবস্যা—
সবকিছু পড়ে গেলো ;
দেয়াল থেকে খসে পড়লো ইট, ধসে পড়লো
ঘরবাড়ি ;
তুমি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেলো শহর
সব নাচগান থেমে গেলো—
সারারাত ধরে ঝরে পড়তে
লাগলো গোলাপ ;
তুমি চলে যাওয়ার পর
আমার আর কিছুই থাকলো না।

খণ্ড কবিতা

১.

তুমিই অমৃত আর হয়তোবা তুমিই গরল
তুমিই নেভাও অগ্নি, তোমারই আগুনে পোড়ে জল

২.

তোমার চেয়ে আকাশ
কী আর দূর,
গভীর বলো কোথায়
কোন সমুদ্দুর!

ভালোবাসার আকাশ

বুকের মধ্যে আছে আমার
ভালোবাসার আকাশ,
আছে কোমল মাটি ও জল
স্বপ্নের চাষবাস ;

এই আকাশে চাঁদ ওঠে না
কেবল ওঠো তুমি
আমাকে দাও শ্যামল ছায়া
স্নিগ্ধ বনভূমি ;

ভালোবাসার আকাশ জুড়ে
দেখি তোমার মুখ,
মেঘগুলি সব তোমার গোপন
দুঃখ এবং সুখ ;

ভালোবাসার এই আকাশে
সন্ধ্যা নামে যদি,
তুমি তখন সন্ধ্যাতারা
আলোর ভরা নদী ;

বুকের মধ্যে আছে আমার
ভালোবাসার আকাশ—
অনন্তের পাখি তুমি
উড়ছো বারোমাস।

তোমার পথের দিকে

তোমার পথের দিকে চেয়ে
কেটে গেলো একটি জীবন,
ঝরে গেলো সব ফুল, শুষ্ক হয়ে
গেলো সব নদী ;
তোমার পথের দিকে চেয়ে দুই চোখ
দৃষ্টি হারালো
ফানা হয়ে গেলো এই বুক,
শুধু তোমার পথের দিকে চেয়ে
কাটিয়ে দিলাম আমি
এককোটি সৌর বছর।
তোমার পথের দিকে চেয়ে
কতোবার প্রতারিত হলো
দুটি চোখ,
কতোবার শ্রাবণের বৃষ্টিধারা দেখে
ওই পথে দেখলাম তোমার
ছায়াটি—
বর্ষার নদীকে কতোবার
তোমার ইমেজ ভেবে
ভুল করি আমি,
কতোবার পাথরে ফোটাই ফুল তুমি
আসবে বলে ;
তোমার পথের দিকে চেয়ে
শেষ হয়ে গেলো একটি জীবন
নিঃশেষিত হয়ে গেলো পৃথিবীর
দীর্ঘতম নদী,
শেষ হয়ে গেলো এই স্বপ্নের
আকাশ ;

শুধু তোমার পথের দিকে চেয়ে চেয়ে
কাটিয়ে দিলাম এই ব্যর্থ জীবন।

কেবল তোমার মুখ

সারাটি জীবন ধরে শুধু
তোমার মুখটি আমি
মুখস্থ করেছি
তোমার মুখটি আমি
নিশিদিন কেবল করেছি ধ্যান,
এঁকেছি তোমার মুখ সমগ্র জীবন
যেন এক অসমাপ্ত ছবি—
গড়েছি তোমার মূর্তি মুগ্ধ ভাস্করের মতো ;
জ্যোতির্বিদের মতন আমি খুঁজেছি
যেন নতুন নক্ষত্র
হাজার মুখের ভিড়ে।
শুধু তোমার মুখটি আমি আজীবন
মর্মে গেঁথেছি,
তোমার মুখটি আমি ফুটিয়েছি আমার সত্তায়
ভালোবেসে তোমার মুখটি আমি
এই বুকে গচ্ছিত রেখেছি।

একটিবার

একটিবার বাড়িয়ে দাও
তোমার দুটি হাত
আমরা আনি ঝর্নাধারা
অনন্ত জলপ্রপাত ;

একটিবার ঘুচিয়ে দাও
সকল ব্যবধান
আমরা গাই দুজন মিলে
বর্ষারাতের গান ;

একটিবার জ্বালিয়ে দাও
আঁধার ঘরে আলো
দুজনকে দুজনে এই
আমরা বাসি ভালো

চেয়েছিলাম

তোমার কাছে চেয়েছিলাম
আঁজলা ভরে জল,
চেয়েছিলাম একটু ছায়া
দয়ার্দ্র আঁচল ;

তোমার কাছে চেয়েছিলাম
একটি মাটির ঘর—
চেয়েছিলাম স্নেহচ্ছায়া,
মায়াবী অন্তর ;

তোমার কাছে চেয়েছিলাম
নিবিড় মেঘদল,
চেয়েছিলাম ব্যাকুল চোখে
অশ্রু টলমল।

তোমাতে মেশার পর

নদী যেমন মেশে সমুদ্রের সাথে
সেভাবেই তোমার সাথে
মিশে গেছি আমি
কিংবা তারও চেয়ে বেশি ;
সমুদ্রে মেশার পর নদী যেমন
আর নদী থাকে না
আমিও তেমনি তোমাতে মেশার পর
আর আমি নেই
তোমার নামেই এখন আমার নাম

আমার নদীকে এখন অনায়াসে
বলতে পারি সমুদ্র,
আমি নদী ছিলাম তোমার সঙ্গমে
আজ সমুদ্র;
সামান্য ছিলাম তোমার স্পর্শে
আজ অসামান্য।
নদী যেমন সমুদ্রে মিশে আর
নদী থাকে না
আমিও তেমনি তোমাতে মিশে
আর আমি নেই।

দেহতত্ত্ব

দেহের সঙ্গে মিলেছে দেহখানি
ভোলেনি কচ তোমাকে দেবযানী ;

মাটির সঙ্গে মিলেছে নীলাকাশ
নগ্ন নারী, মগ্ন চারিপাশ।

নদীর সঙ্গে মিলেছে তটরেখা
বর্ষারাতে ব্যাকুল কুহুকেকা ;

দেহের সঙ্গে মিলেছে এই দেহ
তত্ত্ব তার জানে না আর কেহ!

আকাশের আদ্যোপান্ত

আকাশের আদ্যোপান্ত

ওই আকাশখানিকে আমি ভাঁজ করে
বুক-পকেটে রেখেছি
মাঝে মাঝে দেখি তার ম্লান মুখচ্ছবি
দেখি মেঘ, দেখি তার বিষণ্ন প্রকৃতি,
ওই আকাশখানিকে আমি ভালোবেসে
বুক-পকেটে রেখেছি ;

আকাশের সাথে আমার হয়েছে বাক্যালাপ
কখনো কখনো দীর্ঘ খুনসুটি,
আকাশ আমাকে তার বুক থেকে শিশির দিয়েছে
দিয়েছে অঝোর বৃষ্টি, দিয়েছে দুচোখ ভরে জল,
আমার স্বপ্নের নাম দিয়েছি আকাশ ;
ওই আকাশকে আমি খুব ভালোবেসে
দুর্বল করেছি,
তোমাকে পারিনি।

আকাশের মূর্তি আমি কিছুই দেখিনি
দেখেছি হৃদয় তার, অন্তরের আলো
ওই আকাশের সাথে বেশ হৃদ্যতা জন্মেছে ;
মনে হয় দূর থেকে আকাশকে আমি
ভালোবেসেও ফেলেছি।

আকাশের জানি না কিছুই, শুধু নামমাত্র জানি
কিন্তু তুমি এই আকাশের আদ্যোপান্ত জানো
জানো তার নামধাম, সঠিক ঠিকানা ;
তাই মাঝে মাঝে আকাশ দেখতে গিয়ে
তোমার দিকেই চেয়ে থাকি,
মনে হয় তুমিই আকাশ ;
আকাশের মতো তোমারও আদ্যোপান্ত
কিছুই জানি না।

শ্রদ্ধাঞ্জলি : শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে

মানুষ হারায় বেশি সামান্যই পায়
মূলত সে ছিন্নমূল, নিঃস্ব, অসহায়।

নেই তার বেশি কিছু অর্থ, বিত্ত, সুখ
ইতিহাসে দুএকটি অত্যুজ্জ্বল মুখ,
দুএকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আর তারা
দেয় তাকে আশা, স্বপ্ন, আলোর ইশারা ;
তারাই দেখায় তাকে অন্ধকারে পথ
ভাঙে বেড়ি, ভেঙে ফেলে বাধার পর্বত।
দেখি এই বাঁকে বাঁকে দুএকটি নাম
এভাবে সার্থক করে মুক্তির সংগ্রাম,
জীবনের বিনিময়ে লেখে ইতিহাস
পৃথিবীতে নামে তাই দূরের আকাশ।

নির্বাসনে চলেছে সুন্দর

সুন্দর ব্যথিত মনে চলে যায় দূর নির্বাসনে
দুচোখে ঘনায় তার সূর্যাস্তের ছায়া, মুখে
বিষাদের ঘন কালো মেঘ, বুকে বাংলাদেশের
আত্মার ক্রন্দনধ্বনি, নদীর বিলাপ, সুন্দর বিষণ্ন
মুখে চলে যায় দেশান্তরে, এখানে এখন মধ্যযুগ
সতত শাসন করে, অন্ধকার বলে নীতিকথা।

সুন্দর আহত বুকে চলে যায় নিরুদ্দেশে
এখন এখানে তাকে ঘিরে রাখে বিষধর সাপ,
ঘাতকেরা ফেরে নাঙা তরবারি হাতে, কখনো গর্দান
চায় সুন্দরের, কখনোবা তার দুটি চোখ আরো
অন্ধ করে দিতে চায় তারা, তার দিকে ছোঁড়ে
অশ্লীল শব্দের বাণ, মুখে ঢেলে দেয় বিষ ;

সুন্দরের হাহাকারে কেঁদে ওঠে স্বদেশের প্রাণ
মধ্যাহ্নে এখানে নেমে আসে রাত্রির আঁধার।
সুন্দরের শরীরে কেবল ছোঁড়ে বিষমাখা তীর
বুক তার অবিরল রক্তে ভেসে যায়।
আমাদের সবচেয়ে সুমহান ভাস্কর্যকে ধ্বংস করে দিতে
চায় তারা, বড়োই বিষণ্ন মনে নির্বাসনে চলেছে সুন্দর
তার চোখে বিশ শতকের দীপ্তিমান আলো নিভে আসে
কেঁদে ওঠে বৃক্ষ, জলাশয়, বনভূমি করে অশ্রুপাত ;

নির্বাসনে চলেছে সুন্দর, একে একে চলেছে স্বপ্নেরা
তার অন্তর্ধানে নদী মরে যায়, শুকায় জলের ধারা,
সবুজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ; সুন্দরকে পিঠমোড়া করে বেঁধে
বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যেতে চায় আজ তারা,
তবু আকাশের দিকে গর্বিত মুখটি তুলে নির্বাসনে
চলেছে সুন্দর, পরনে ছিন্নবাস, হাতে কবিতার
প্রিয় পাণ্ডুলিপি ; সুন্দর চলেছে একা নিরুদ্দেশে
বুকে দগদগে ক্ষতচিহ্ন পিঠে কালো কষাঘাত
মনে হয় হায়েনার দাঁত দিয়েছে ছোবল।

এই স্নিগ্ধ ঝর্না আর লোকালয় থেকে কতোদূরে
তাকে নিয়ে যেতে চায় কোন বধ্যভূমিতে ;
আজ নির্বাসনে চলেছে সুন্দর, বুঝি
চলেছে সে ম্লানমুখে নির্জন কবরে।

শহীদজননী

শহীদজননী আপনাকে আমার বাংলার নদী বলে
আখ্যায়িত করতে ইচ্ছে করে,
যার পুণ্যজলে স্নান করে আমরা নিয়ত পবিত্র হয়ে উঠি ;
আপনি এই বাংলার সজল প্রকৃতি
আপনার স্নেহের ধারায় সিক্ত হই নিরন্তর।
মুক্তিযুদ্ধের গর্বিত জননী, আপনাকে যখন এই নামে
ডাকি, মনে হয় বাংলাদেশের সমস্ত মাতৃহৃদয়
ফল্গুধারার মতো আমার মাথায় এসে পড়ে
আপনার নাম আমাদের উজ্জ্বল গৌরবগাথা।
আপনার কথা মনে হলে বুঝি এই বাংলার আকাশ
কতোটা সুন্দর, কতোটা স্নিগ্ধ এই বাংলার নদী,
ভোরের পাখির গান কতো সুমধুর ;
এখানে যা কিছু দেখে চক্ষু জুড়ায়, মমতায়
বুক ভরে ওঠে,
তার অমর প্রতীক আপনি, আপনার অবিনাশী নাম
গেঁথে রাখি আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে।
মানবিকতার এই ভীষণ খরায়, দাবদাহে

যখন কেবল পিশাচের জয়োল্লাস শুনি, অট্টহাসি
দেখি
তখন আপনার অভয় প্রদীপ্ত ছবি ভেসে ওঠে ;
নত হয়ে আমি এই শহীদমিনারের বেদীতে
ঠেকাই মাথা,
এই ধূলি স্পর্শ করি,
শহীদজননী বারবার আমার সাহস হয়ে
ফিরে আসেন আপনি এখানে,
আসেন এখানে আপনি মুক্তিযুদ্ধের মা হয়ে, বাংলার
হৃদয় হয়ে, নদী হয়ে, মাতৃস্নেহ হয়ে।

আমার সমস্ত ভার

আমার সম্পূর্ণ ভার দিয়েছি তোমার হাতে
তুমি ইচ্ছেমতো গড়তে ভাঙতে পারো,
ফেলে দিতে পারো ;
জন্মান্ধকে প্রথম দেখাতে পারো
পৃথিবীর আলো
এই মৃতকেও দিতে পারো নবজন্ম,
নবীন জীবন।

আমার সমস্ত ভার দিয়েছি তোমার হাতে
উত্থান-পতন, জয়-পরাজয় কেবল তোমার
ইচ্ছে,
তোমার করুণা ছাড়া আমি চলচ্ছক্তিহীন
স্থবির, অথর্ব একেবারে।

তোমাকে ধরেই উঠে দাঁড়াই আবার,
চলি পথ, পাহাড় ডিঙাই,
সমুদ্র সাঁতরে পার হই,
তোমাকে ভরসা করে অতিক্রম করি
জীবনের যতো দুঃসময়।

আমার সমস্ত ভার তোমার ওপর
যে-কোনো বিষয়ে তুমি দিতে পারো

যোগ্য পাঠ—
তুমিই শেখাতে পারো ভালোমন্দ,
উচিতানুচিত
উপযুক্ত শিক্ষকের মতো স্বচ্ছন্দে বোঝাতে
পারো জটিল গণিত ;
আমার সমস্ত ভার তোমার ওপর
তোমাকে বলতে পারি অথই নদীতে এই অথর্বের
একমাত্র সাঁকো।

নারী

খররৌদ্রে বাঁচে বৃক্ষ নারীর ছায়ায়
নদী মরে যায়, নারী দেয়
সুশীতল জল ;
দূষণপীড়িত এই প্রকৃতিও চায়
নারীর শুশ্রূষা—
আমিও উদ্ভিদ এক পাবো না একটু কেন
নারীর আশ্রয়?
চৈত্রের আকাশ জানে নারী তার
একখণ্ড মেঘ,
মরুঅঞ্চলের সমস্ত সবুজ এই নারী ;
চিরবরফের দেশে নারী শুধু একমাত্র ফুল-
ঘোর অমবস্যায় এই নারীই পূর্ণিমা।

দিব্যদৃষ্টি

অন্ধ হয়ে গেলেও দুচোখ
তোমাকে দেখবো আমি
জন্মান্ধ যেমন দেখে ;
যেখানেই যাও তুমি চাঁদে কি মঙ্গলগ্রহে
পাবো আমি তোমার দেহের ঘ্রাণ।

তোমাকে দেখবো আমি
সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে-

সারা অন্তরাত্মা উন্মুখ তোমার জন্য
আমি বধির হলেও একেবারে নিশ্চিত
শুনতে পাবো তোমার আহ্বান ;
সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে গেলেও তোমাকে
সশব্দে করবো পাঠ,
অন্ধ হয়ে গেলেও দুচোখ
তোমাকে দেখবো আমি
ধ্যানীর মতন।

কী আর করার ছিলো

কী আর করার ছিলো নিরুপায়
শিথিল আঙুলে—
আকাশে আগুন আমি কীভাবে নেভাই
কীভাবে বাঁচাই এই শিশুবৃক্ষ, সবজিবাগান ;

শুধু দগ্ধ ফুল লুকিয়ে রেখেছি বুকে
আর কিছুই করিনি ; কী আর করার ছিলো
সেই জলোচ্ছ্বাসে কোথায় দাঁড়াই,
নিরুপায় শিথিল আঙুলে
কীভাবে আঁকড়ে ধরি মাটি
একটু কাষ্ঠখণ্ড—
কীভাবে ফেরাই এই ঝড়জল, মেঘ !
কাউকে জড়িয়ে রাখি সাধ্য ছিলো না
কারো পথ আগলাবার মতো
ছিলো না কিছুই,
কেবল রেখেছি তুলে ফেলে-যাওয়া
একটি রুমাল।

কী আর করার ছিলো শিথিল আঙুলে,
রোগ-যাতনায়
কেবল তাকিয়ে দেখা ছাড়া ;
কাউকেই ফেরানোর সাধ্য ছিলো না,
আগলানোর ছিলো না কিছুই।

বৃষ্টি

সারাটা দিন বৃষ্টি পড়ে আজ
আকাশে মেঘ, নদীতে কারুকাজ ;
বৃষ্টি যেন খাসিয়া মেয়ের চুল
হয়েছে ছুটি মিশনারী ইস্কুল।

সকাল থেকে উথালপাতাল হাওয়া
মেঘনাপাড়ে হয়নি তবু যাওয়া,
বৃষ্টি যেন অন্ধ মেয়ের হাসি—
ইচ্ছে করে আবার ফিরে আসি।

বৃষ্টিভেজা উদাসী ঝাউবন
একলা ঘরে কেমন করে মন—
বৃষ্টি যেন রাতের ফোটা ফুল
হয়নি আজ মর্নিং ইস্কুল।

শালবনের মত্ত হাওয়ার টানে
ডাউন ট্রেনে কে আসে এইখানে—
বৃষ্টি যেন গোপন চোখের জল
হাঁটতে কেন পা করে টলমল!

আকাশ কেন এমন সারাদিন
দুচোখে জল ভীষণ উদাসীন,
বৃষ্টি যেন দুপুরবেলার ট্রেন
দুয়ারে কে দাঁড়িয়ে রয়েছেন?

সারাটা দিন বৃষ্টি পড়ে আজ
যা কিছু সব করেছি ভুল কাজ :
বৃষ্টি যেন মায়াবী মিসট্রেস
বাঁধেনি খোঁপা, আনেনি স্যুটকেস।

স্বপ্নটেলিফোন

সবাই এড়িয়ে চলে, তুমিও
করো না টেলিফোন

কিন্তু এখন টেলিফোন করে
বনের কোকিল ;
গাঢ়স্বরে বলে, 'সুপ্রভাত',
কেমন অধীর হয়ে একে একে কুশল জানতে চায় সব ;
বলি, 'ভালো আছি, ধন্যবাদ, বন্ধু কোকিল'।
কোনো কোনো রাতে বেজে ওঠে মৌন টেলিফোন
কণ্ঠ শুনি বনসুন্দরীর, কুশল জানতে চায়
গন্ধর্ববালিকা,
বলি তাকে, 'ভালো থেকো. অদৃশ্য সুন্দরী'।
নিঃসঙ্গ গোধূলিবেলা কখনো কখনো
দেখি টেলিফোন ডাকে
রিসিভার তুলে শুনি
মৎস্যকন্যা শুধায় কুশল,
বলি 'ধন্যবাদ, এই অধমের প্রতি
তোমাদের অপার করুণা'।
যখন আমার সবকিছু কেমন অসহ্য লাগে
কোনোদিকে দেখি না কিছুই
মধ্যদিনে আমার সত্তায় নেমে আসে
ঘোর কালো রাত—
তখন হঠাৎ দূরের আকাশ
করে টেলিফোন,
শুনায় আমাকে সব অভিনব
কাব্যের চরণ
আমি সেই অশ্রুত শব্দের দিকে
শুধু চেয়ে থাকি।
এখন আমাকে কোনো কোনো দিন
টেলিফোন করে বনস্পতি,
কোনোদিন কোমল উদ্ভিদ
গোলাপসুন্দরী সেও সস্নেহে আমাকে দেখি
করে টেলিফোন,
আমি তাদের সবার প্রতি জানাই গভীর
কৃতজ্ঞতা।
সবচেয়ে বেশি আমি কৃতজ্ঞতা
জানাই তোমাকে
যদিও এখন একমাত্র তুমিই করো না

টেলিফোন,
কিন্তু তুমি ছাড়া এই স্বপ্নটেলিফোন
আমি পেতাম কোথায়!

সুখ

অনেক হারানো সুখ, আর তুমি
ফিরেও পাবে না
অনেক আনন্দ আর উঠবে না ঝলসে কখনো ;
হয়তো কখনো আর সেই হাসি
ফুটবে না মুখে
কখনো হয়তো আর ভাসবে না
সেই জ্যোৎস্নায়—

সেই মেঘে হবো না আপ্লুত
সেসব অনেক মুখই
আর আসবে না ফিরে।

আজো ছোটো ছোটো যেসব
আনন্দগুলি আছে,
সুখগুলি আছে
তার মধ্যে ডুবুরীর মতো ডুবে থাকো দুঃখী
মানুষ
এখন ফুটিয়ে তোলো তার ভেতরেই
আনন্দের ফুল, নিবিড় বসন্তকাল ;

এইসব ছোটো ছোটো খুব সাধারণ
সুখগুলি নিয়ে
এখন বানাতে পারো তুমি
স্বপ্নের আনন্দলোক,
সুখের উদ্যান—
জীবনের সুখ এই ভুলে থাকা,
ভুলে বেঁচে থাকা,
বাঁচাই অনেক সুখ, অনেক আনন্দ।

ভ্রমণের আগে

বর্ষা শেষ হলো। দার্জিলিং যাবো কাল
হারিয়েছি প্লেনের টিকেট। বসন্তের শেষে
এখন এখানে নামে দীর্ঘ শীত, খরা
প্রাজ্ঞেরা জানেন স্বাস্থ্যোদ্ধার কতোটা জরুরী
পরস্ত্রীর যত্ন চায় যে-কোনো মানুষ
নিজেকেই প্রশ্ন করে, কে দেবে উত্তর!

দয়ালু সে নয় কিন্তু চায় দয়া
মানুষ মাত্রেই খুব স্বার্থপর জানে না করুণা,
কে না জানে মৃত্যু হবে গরিবের মতো
প্রেমের চেয়েও দ্রুত রক্ত দেয় সাড়া
আলস্য কবির ঘর, কবির বিছানা।

বরফের মধ্যে আজো বেঁচে আছে
আদিম অশ্বেরা : গ্রীষ্ম কেন তুন্দ্রা অঞ্চলে...
চেরিক্ষেতে নেমে আসে বাদামী ভালুক
পাহাড়ী নদীর দৃশ্য, গির্জা কিছু দূরে ;
রাস্তা দিয়ে চলে লোক, কেউ কাউকে চেনে না
অন্ধকারে হয়ে ওঠে ঘোর আততায়ী।

জীবন সুখের নয় তবু ভালো বাঁচা
অহঙ্কার থেকে বাড়ে উচ্চ রক্তচাপ,
সুকৃতি রয়েছে যদি সাজে না গরিমা
হস্তীর ভ্রূণের মধ্যে বাঁচে অন্য প্রাণী ;
বিজ্ঞানই সন্ধান দেবে ব্যাপক সত্যের
তবুও মানুষ চিরকবিতা-কাঙাল!

কেন এই হাত

কেন এই হাত পাবে না মাটির রস
বাঁচার মতন অন্নজল,
অকালে শুকিয়ে যাবে শিরা-উপশিরা

'কেন প্রকৃতির নিবিড় শুশ্রূষা থেকে
হবে সে বঞ্চিত'?
কেন সে পাবে না পুষ্টি,
সঞ্জীবনী ধরা
কেন হবে না ঝর্নার মতো ধমনীতে তার
রক্ত সঞ্চালন—
কেন শিথিল আঙুলগুলি হবে না সতেজ
আসবে না আবার জোয়ার'?
কেন এই হাত মৃত মানুষের ইচ্ছার মতন
থাকবে শায়িত!
কেন আঙুলে আপেলগুলি নেচে বেড়াবে না'?
আঙুলগুলি কি তবে
থাকবে খরায় ক্লিষ্ট,
পিপাসাকাতর, অনাহারী—
কাটবে না অবসাদ ঘোর'?
শিথিল আঙুলগুলি কেন
হবে না শীতের সবজির মতো তাজা!

স্নান

এই চৌবাচ্চার জলে কতোবার ধুয়েছি জীবন
ধুয়েছি শান্ত হ্রদে, সরোবরে, স্বচ্ছ নদীতে
জীবনের কালিঝুলি বহুদিন ধুয়েছি সাগরে
ভেবেছি এভাবে যদি পরিশুদ্ধ হয় এ জীবন।
তাহলে করবো দূর জীবনের ভুলচুকগুলি
খুঁটে খুঁটে তুলবো ভুলের কাঁটা,
পরিশুদ্ধ মানুষের মতো এবার বাঁচবো
এক নতুন জীবনে।
যতোই করতে গেছি সংশোধন
জড়িয়েছি ভুলের কাঁটায়
সংশোধন হয়নি মোটেও কিছু, বেড়েছে জঞ্জাল।
কতোদিন করেছি সমুদ্রস্নান,
ধুয়েছি মলিন মুখ
এখন বুঝেছি একমাত্র দুফোঁটা চোখের জলে
পরিশুদ্ধ হতে পারি আমি ;

এই দুফোঁটা চোখের জলে ধুয়ে দিতে পারি
সমস্ত জীবন।

ম্যাজিকের বাক্স খোলা

কী আর ম্যাজিক বলো দেখবো এখন
কারো হাতে ফোটে না জাদুর কোনো ফুল,
ঝরে গেছে সবখানে সমস্ত বিস্ময়
কোনো ভোর আজ আর মুগ্ধ করে না ;

যা কিছুই দেখি মনে হয় পুরনো মলিন
অত্যাশ্চর্য কিছু আর দেখি না কোথাও,
কিছুই এখন যেন অভিনব নয়—
যা-ই দেখি শিহরন জাগে না এখন।

নারীর কটাক্ষ আজ মোহিত করে না
ঠিকরে পড়ে না আলো হরিণের চোখে,
ভালোবাসা ধরেছে পিতল মূর্তি যেন
ম্যাজিকের বাক্স খোলা, উড়ে গেছে পাখি।

শান্ত হ্রদ, জলাশয়, সবুজ প্রান্তর
কিছুই এখন আর স্বপ্নময় নেই,
নিতান্ত পুরনো সব জীর্ণ, একঘেয়ে
রোবট বেড়ায় নেচে দেখায় ম্যাজিক।

মানুষের আয়ু

একটি মানুষ কতোদিন আর বাঁচে, তুমিই
তাকে বাঁচাও
তুমিই তাকে অমর করে রাখো ;
মাত্র একটি দিন একটি রাত্রি হয় সেঞ্চুরী ফ্লাওয়ার
তোমার ভালোবাসায় একটি মানুষ হাজার বছর বাঁচে।

মানুষ বাঁচে অল্প কটি দিন, খুবই অল্প কটি দিন
তুমি তার বাড়াও পরমায়ু,

তুমি তার মৃত্যুতে দাও অনন্ত জীবন
সে দেখে বাগানে ফুল ফোটে।

মানুষ আর কতোদিনই বা বাঁচে, তাকে
তুমিই বাঁচাও
ভালোবেসে অমর করো তাকে
তুমি তাকে বাঁচাও চিরদিন ;

একটি জীবন কতোদিন আর থাকে।
তুমি তাকে করো অন্তহীন
এই জীবনই হয় যে তখন অনন্তজীবন :

তোমার ভালোবাসায় এই মানুষ হাজার বছর বাঁচে।

তুমি ও তরবারি

তোমাকে যতোই ফুল কিংবা চাঁদের সঙ্গে
তুলনা করি না কেন
তুমি আসলে একটি আনকোরা তরবারি ;
তোমার কথা ভাবলেই শিরশির করে ওঠে
শরীর।

এতোদিন তোমাকে ভুল ব্যাখ্যা করেছি
আজ হঠাৎ মনে হলো তোমাকে বলা যায় মেঘে মেঘে
সংঘর্ষ-লাগা বিদ্যুৎ,
রক্তিম গোলাপশাখার মতো
তোমার দুটি ঠোঁট
চোখ দুটি নীল বরফের মতো ;
উরুদ্বয়কে আমি অনেকবারই
স্বচ্ছ হ্রদের সঙ্গে মিলিয়েছি
কিন্তু তোমার নিতম্ব, স্তন, ওষ্ঠ শরীর মিলিয়ে
তুমি আসলে একটি ঝকঝকে
তরবারি—
যার দিকে তাকালেই শিহরন জাগে।

স্বপ্ন দেখে

স্বপ্ন দেখে দেখে আমি কাটিয়ে দিয়েছি
জীবনের অর্ধ শতক
শুধু স্বপ্ন দেখে বেঁচে আছি আমি ;
কতো বিবর্ণ দিবসরাত্রি, পাথর সময়
স্বপ্নের ভেলায় ভেসে করেছি যাপন,
দগ্ধ ডানা তবু স্বপ্নের পাখায়
উড়ে বেরিয়েছি অনন্ত আকাশে—
মেখেছি দুচোখে নক্ষত্রের ঘ্রাণ
বিরান বাগান তবু মনে মনে ফুটিয়েছি ফুল ;

আমি শুধু স্বপ্ন দেখে দেখে কাটিয়েছি
জীবনের পঞ্চাশ বছর
একা একা হয়েছি বিষণ্ন নদী পার ;
আমাকে ঘিরেছে কতো বৈরী আঁধার
ঘন কালো মেঘে ঢেকেছে আমার সত্তা,
তবু আমি অন্তরে অন্তরে জ্বালিয়েছি
স্বপ্নের পিদিম
হয়েছি বিভোর স্বপ্নে তোমার আশায়।
দুইচোখে কতো যে জ্বেলেছি আলো
এই শূন্য ইথাকায় আসবেন ফিরে
অ্যাগামেমনন,
তার জন্য সিংহাসন কাঁদে ;

আমি শুধু স্বপ্ন দেখি
যুধিষ্ঠির ফিরে আসবেন
এই বিষণ্ন ইথাকা জুড়ে বহুদিন পর হবে
বিজয় উৎসব।

স্বপ্ন দেখে দেখে কাটিয়ে দিলাম এই
দিনরাত্রি, বেলা
মনে হয় কাটিয়ে দিলাম এককোটি
বছর বুঝি বা।

ভবিতব্য

আমরা আসলে খুবই সামান্য জানি
আঙুল চিনি, চিনি না এ হাতখানি ;

কেবল প্রশ্ন করে যাওয়া বুঝি সার
এ জীবনে বড়ো উত্তর মেলা ভার ;

এইভাবে শেষে একদিন মরে যাওয়া
নিজেই জানি না নিজের কী ছিলো চাওয়া

এই বুঝি সব মানুষের পরিণাম
পাথরে-মাটিতে বৃথাই সে লেখে নাম ;

সে কি জানে নদীর মর্ম কিছু
হরিণ কখনো ছোটে কি বাঘের পিছু ;

কতোদিন হাতি জলে-জঙ্গলে থাকে
কে খুঁজে পায় হারানো ম্যামথটাকে ;

কেন কাল থেকে বিষণ্ন ঝাউবন
কেউ কেউ সারে বিকেলে নৈশভ্রমণ ;

মানুষের কেন গজালো না দুটি ডানা
বিড়ালের সব অন্ধি-সন্ধি জানা ;

এসব প্রশ্ন অবান্তর সে কথা জানি
তবু কুকুরের লেজ ধরে টানাটানি ;

কচ্ছপ তবু অনেক বছর বাঁচে
জানা ও বোঝার সময়টা তার আছে ;

মানুষের হাতে সময় বা কই আর
জানা না জানার হিশেবটা মেলাবার।

জীবনের উৎসমূলে

জীবনের উৎসমূলে তুমি আছো তাই
চলছে জীবন

এতো বিপাকেও একেবারে যাই নাই ডুবে,
জাহাজডুবির পরও পিঁপড়ার মতো সাঁতরে উঠছি
যেন কূলে ;
জীবনের উৎসমূলে কেবল রয়েছো তুমি তাই
এমন খরায়ও শুকিয়ে যায়নি জলধারা
এখনো চলেছে বয়ে এই ক্ষীণ সোঁতা।
শুষ্ক হোক যতোই জীবন তুমিই
শিকড়ে দিচ্ছো জল,
তুমিই রেখেছো তাকে এখনো সজীব ;
তার বিশুষ্ক বাগানে এখনো তুমিই
ফোটাও গোলাপ
এখনো উজ্জ্বল ভোর আনো তুমিই জীবনে।
তোমারই প্রীতির স্পর্শ জীবনে ফোটায়
ফুল
গোপন স্নেহের হাত দেয় স্নিগ্ধ
ছায়া,
জীবনের উৎসমূলে তুমি আছো তাই
এখনো জীবনে আছে
অনন্ত কবিতা।

স্বপ্নলোক

বুকের ভেতরে এই স্বপ্নের চারাগাছ
আমি রোপণ করেছি,
জীবনের মধ্যে এক স্বপ্নজীবন ;
অন্য এক আকাশ আমি
তৈরি করেছি মনে মনে
সেখানে একশো চাঁদ আলো দেয়,
সোনায়-মোড়ানো পাখা মেলে
পাখিরা উড়ে বেড়ায় ;
এই জীবনের মধ্যে তুমি সব দুঃখ ভুলে যাও।
দুঃখী মানুষের জন্যে এই জীবনের বাইরে আছে
আরেক জীবন
আছে অন্য এক জলাশয়, অন্য ঘরবাড়ি ;
এখানে ভালোবাসা ছাড়া মানুষের

আর কিছু নেই,
এই ভালোবাসার জন্যে, একফোঁটা
চোখের জলের জন্যে
কতোদিন বুকের ভেতর স্বপ্নের এই
চারাগাছ লাগিয়েছি।

কবিরও বাঁচতে হয়

কবিরও বাঁচতে হয়, তাকেও
জোটাতে হয় দুবেলা ক্ষুধার অন্ন ;
যদিও ওড়ায় দিবারাত্র স্বপ্নের ফানুস
করে সে স্বপ্নের চাষবাষ—
হৃদয়ে ফোটায় ফুল
তবু এই স্বপ্নচারী কবিরও চাই অন্নজল,
চাই একটু আশ্রয় ;
কবিকেও জীবন কাটাতে হয় সুখেদুঃখে
মানুষের মতো।
যদিও সে ডুবে থাকে স্বপ্নের নদীতে
সাগরে ভাসায় ভেলা
মেঘের আড়ালে খেলে লুকোচুরি,
তবু তারও অস্তিত্ব রক্ষা ভীষণ জরুরী
তাকেও বাঁচতে হয় কঠিন সংসারে।
যদিও সে মগ্ন থাকে সুন্দরের ধ্যানে
যদিও দুচোখ তার দূর সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে,
তবু এই কবিরও বাঁচতে হয়, দুর্যোগে বাঁচাতে
হয় মাথা।

আমাকে বিদ্ধ করে

আজকাল মাথায় কেবল ঘোরে
কী যেন অজানা ভয়
কী যেন আতঙ্ক আমাকে কেবল তাড়া করে ফেরে
মনে হয় মাথার ওপর আকাশ পড়বে ভেঙে
হঠাৎ উঠবে ফুঁসে এই নদী, দেয়াল পড়বে ধসে
এই বন্ধ দরোজা কখনো খুলবে না আর।

তারপর সেই নির্জন গুহায় ঢুকবে ডাকাতদল এসে
আমাকে করবে তাড়া এই ফণিমনসার ঝাড়
অক্টোপাস আমাকে জড়িয়ে রাখবে,
এমনকি এই প্রিয় চন্দমল্লিকার বন, অপরূপ
চাঁদের কিরণ
তারাও আমার প্রতি দারুণ বিরূপ হয়ে যাবে ;
আমি কি দেখবো শুধু গাঢ় অন্ধকার
দেখবো কি কুটিল কর্কশ ফণা, নিষ্ঠুর
ছোবল?
এখন মাথায় ঘোরে কী যেন অজানা ভয়
চুপিচুপি কে যেন রোমশ হাত বাড়ায় আমার দিকে
দস্যুদের পদধ্বনি শুনি,
আমি কি দুচোখ মেলে কেবল দেখবো
এই বিভীষিকা সব
সারাদিন আমি কি শুনবো শুধু ভয়ের
সাইরেন,
আতঙ্কের বীভৎস হুইসিল?
কেবল দেখবো ভয়ার্ত খরগোশের বিপন্ন দৌড়
আমি কি দেখবো এই পুষ্পোদ্যানে
শুধু রক্তপাত
নদীর কল্লোলে আমি কি শুনবো অস্ফুট
কান্নার ধ্বনি,
কোকিলের কণ্ঠস্বরে করুণ চিৎকার!
আকাশের দিকে চেয়ে দেখবো শুধুই
নক্ষত্রের নিষ্ঠুর পতন
যতোই তাকিয়ে আমি শিশুর
মুখটি দেখি, ফুলের জন্ম দেখি,
অবিরাম ঝর্নাধারা দেখি,
ততোই চোখের সামনে ভেসে ওঠে
নগরধ্বংসের দৃশ্য
অগ্ন্যুৎপাত,
ঘোর বিপর্যয় ;
আজকাল সারাক্ষণ আমাকে
বিদ্ধ করে আতঙ্কের কাঁটা।

উদ্বাস্তু ১৯৯৫

সেই যে স্রোতের মতো শুরু হলো
মানুষের যাওয়া
সেই যাওয়া আজো থামলো না...
আজো থামলো না সেই
দেশত্যাগ, সেই উদ্বাস্তু-মিছিল
আজো সেই গাট্টি-বোচকা
বাঁধা বন্ধ হলো না।
সেই কিশোরীবধূটি চোখের জল
মুছতে মুছতে দেশ ছেড়ে কোথায় চলেছে
কোথায় চলেছে মেজো বউ,
সদ্য গোঁফ-ওঠা তরুণ ছেলেটি
আর তার বৃদ্ধ পিতামহ :
আপাতত তাদের উদ্দেশ্য
সীমান্ত পেরনো
তারপর কে কোথায় যাবে কিছুই
জানে না ;
এভাবেই চলেছে এই উদ্বাস্তু-মিছিল
এই দেশ ছেড়ে যাওয়া।
প্রাচীন বটের ছায়া, বকুল ফুলের গন্ধ,
সাত পুরুষের ভিটে, শান-বাঁধানো পুকুরঘাট
এসব ফেলে আজো চলেছে সেই
উদ্বাস্তু মানুষ
সেই যে স্রোতের মতো শুরু হলো
মানুষের যাওয়া
সেই কবে ১৯৪৭ আর আজ ১৯৯৫
সেই যাওয়া আজও থামলো না...।

ফুটে আছো আমার সত্তায়

আজ আর অন্যকিছু স্থিরভাবে ভাবতে পারি না,
তুমি ছাড়া
ওলটপালট হয়ে যায় সব,
কেবল তুমিই আমার আকাশ জুড়ে শোভা পেতে থাকো-

ডুবে যায় আর সব নক্ষত্র ও চাঁদ
তুমি ছাড়া কিছুই থাকে না আর আমার জগতে ;
আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখো শুধু তুমি।

আমি চোখ মেলে যেদিকে তাকাই
দেখি কেবল তোমার মুখ ভাসে
পাহাড় আড়াল করে তুমিই উদিত হও
নদীকে পেছনে ফেলে তুমিই দাঁড়াও ;
আমি তাই আকাশকে নিয়ে যখনই ভাবতে যাই
দেখি তুমিই হয়ে আছো আমার আকাশ।

নদী কিংবা বৃক্ষের সম্বন্ধে কিছু ভাবতে গেলেও
সর্বাগ্রে তুমিই জাগ্রত হও মনে,
আজ আর কিছুই দেখি না তুমি ছাড়া
কিছুই বুঝি না আমি এই তুমি ছাড়া :
তুমিই এখন সহস্র পদ্মের মতো
ফুটে আছো আমার সত্তায়।

ফোটাও যদি কাঁটা

আমাকে তুমি দগ্ধ করো যদি
পাহাড় কেটে বহাই তবু নদী ;
তবু এই রুক্ষ মরুভূমি
মরূদ্যান করেছি জানো তুমি।

আমাকে তুমি ফোটাও যদি কাঁটা
রক্ত ঝরে, আহত হয় পা'টা ;
তবু পথে বিছাই আমি ঘাস—
বুকে গোলাপ ফোটাই বারোমাস।

রুদ্ধ যদি করো আমার পথ
সরাই তবু বাধার পর্বত ;
তবু আমি তোমার দুই হাতে
দিয়েছি তুলে স্বপ্ন দিনেরাতে।
আমাকে তুমি ফোটাও যদি কাঁটা
তোমার পথেই তবু আমার হাঁটা।

কেবল কাব্যের দ্যুতি

চারদিকে বড়োই আঁধার আজ, এই
গোধূলিবেলায়
কেবল কাব্যের দ্যুতি আমাকে দেখায় পথ,
আমার আঁধার ঘর আলো করে কেবল কবিতা
এই শূন্যতার মাঝে আমি নিশ্চিত আশ্রয়
পাই কবিতার কাছে ;
সব ব্যর্থতার গ্লানি মুছি তার স্নেহার্দ্র আঁচলে
কবিতার স্নিগ্ধ জলাশয়ে আমি নিত্য পুণ্যস্নান করি,
এই পাগলা-গারদে এক অসহায় কয়েদীকে
বাঁচিয়ে রেখেছে কেবল কবিতা।
কবিতার কাছে আমি অকপটে সব অপরাধ
স্বীকার করেছি—
স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে আছি শুধু এই কবিতার কাছে ;
এই তপ্ত বুক আমি জুড়িয়েছি কবিতার নিবিড় ছায়ায়।
জীবনের সব দুঃখ খুলে কেবল বলেছি
তারই কাছে,
তারই কাছে গোপনে ফেলেছি আমি দুফোঁটা
চোখের জল—
কেবল কাব্যের দ্যুতি আলোকিত করে রাখে
অন্ধকার আমার জীবন।

এই পথ দিয়ে

দীর্ঘ পঁচিশ বছর আমি একই পথ
দিয়ে চলি
এই পুরনো গলির পথ ;
কোনো কোনো দিন একাধিক বার এই পথ অতিক্রম করি
সকালে-দুপুরে কিংবা কোনোদিন অধিক রাত্রিতে.
কোনোদিন হয়তোবা গোধূলিবেলায়
কোনোদিন সন্ধ্যার আঁধারে
পবর্তারোহীর মতো পার হই একেকটি গিরিশৃঙ্গ যেন
প্রতিদিন এই পথে ঘরে ফিরি আমি

এই পথ দিয়ে চলে যাই দূরে. বহুদূরে ;
পঁচিশ বছর এই পথে নিঃশব্দ ভ্রমণ।

কখনো বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে কখনো আবার
কতো স্নিগ্ধ ভোর, প্রখর মধ্যাহ্নবেলা
এই পথে আমি চলেছি পথিক।

এই পথ কতোদিন নীরবে সাদর অভ্যর্থনা
জানিয়েছে হয়তো আমাকে
কিছু দূরে নিমগাছটিতে বসে একজোড়া কাক
কতোদিন দেখেছে আমাকে চলে যেতে,
ল্যাম্পপোস্টগুলো আমার পায়ের শব্দ শুনে হয়েছে উদ্‌গ্রীব
ওপাশের বাড়িটির মাধবীলতার ঝাড় প্রতিদিন আমাকে
করেছে নিরীক্ষণ,
এমনকি এখন আমাকে এই নেড়িকুত্তাগুলোও বেশ চেনে
চেনে এই ফুটপাত, দোকানের পিচ্চি ছেলেটি,
রাস্তার উজ্জ্বল বাতি
পঁচিশ বছর এই পথে আমি রোদবৃষ্টি নিয়েছি মাথায়।

তখন কেবল সদ্য পঁচিশ-পেরনো উঠতি যুবক
আর আজ দুচোখের আলো ক্ষীণ, আঙুল শিথিল,
উড়ছে মাথায় ধূসর পতাকা
কখন যে এভাবেই কেটে গেলো জীবনের পঁচিশ বসন্ত
এই পথে,
ঝরে গেলো এই পথে জীবনের হলুদ পাতারা,
আমি এই পথের ধুলোয় রেখে যাই শুধু ছিন্নভিন্ন
ফুলের পাপড়িগুলো—
রেখে যাই দুফোঁটা চোখের জল, কিছু স্বপ্ন,
আর কিছু স্মৃতি
এই পথ দিয়ে চলে যাই দূরে, আজ অন্য কোথাও।

শীতের স্মৃতি

শীত শুরু হবে, আর মাত্র কিছুদিন
এ সময় আমার মা বড়ো বড়ো

ট্রাঙ্ক খুলে খুব যত্নে গরম কাপড়গুলো রোদে
দিয়ে নিতো ;
রাখতো গুছিয়ে আমার উলের শাল,
মাফলার, হাতমোজাগুলো
আমি ব্যস্ত থাকতাম রাত জেগে
পরীক্ষার পড়া নিয়ে খুব।
শীত এলে মনে পড়ে সেই গরম পিঠের ঘ্রাণ
উঠোনে আল্পনা
টাটকা শিমের গন্ধ,
শীত এলে আমার মায়ের হাত ভোরের শিউলি
হয়ে যেতো,
সকালের শিশিরের মতো মমতায়
আর্দ্র হতো তার দুটি চোখ
প্রতিটি শীতের সন্ধ্যা হয়ে যেতো
মুগ্ধ রূপকথা ;
আর মাত্র কিছুদিন পর শীত শুরু হবে
কিন্তু এই শীতে আর কখনোই আমার হবে না
ফিরে যাওয়া হারানো শৈশবে,
কখনোই ফিরে পাওয়া যাবে না আমার মাকে
ফিরে পাওয়া হবে না শৈশবের
সেই শীতকাল।

সেসব কোথায় গেলো

সেসব কোথায় গেলো, ভোরবেলা বৈষ্ণবীর
গান
ঘুম ভেঙে সকালের নগরকীর্তন,
দূর থেকে ভেসে-আসা সুরেলা কণ্ঠে এবাদত ;
একটু পরেই সাইকেল চলে যাবে
গঞ্জের রাস্তায়
সেই যে গাঁয়ের লক্ষ্মী বউ উঠোন নিকানো শেষ
করে মাত্র চলেছে পুকুরে
আজ আর সেইসব কিছুই দেখি না ;
পাখিহীন হয়ে যায় চোখ।

আজ দেখি না খড়ের চালে লাউ-কুমড়োর জালি
দেখি না পাতার ফাঁকে হলুদ পাখির ছানাগুলো,
এখন হালট ধরে বাওড়ের পথে আর চলে না মানুষ
সেসব কোথায় গেলো, নদীতে পালের নৌকো,
মাঝিদের সেই ভাটিয়ালি
আজ দেখি না বনের ছায়া, ঝর্নার জলে
দল বেঁধে নেমেছে হরিণ ;
আজ আর দেখি না সবুজ মাঠ, তৃণভূমি,
কোথাও চারণক্ষেত্র
দেখি না উধাও শালবন,
গজারির ছায়া
সেইসব পাখি আর প্রজাপতি এখন দেখি না।
সেসব কোথায় গেলো, সেই মাতৃস্নেহের
মতো ভোর, স্নিগ্ধ জলাশয়,
আজ বুঝি ধু-ধু পাখিহীন হয়ে যায় চোখ।

এসেছি যেন চাইতে ক্ষমা

সরাজীবন কটিয়ে দিলাম এক ব্যর্থ প্রেমিক যেন
নারীর কাছে চাইনি কিছুই
মাত্র একটু স্নেহচ্ছায়া, মুগ্ধ হাসি, হয়তো এই
কপালের ঘাম মুছিয়ে দেয়া,
একটু কেবল চিবুক ছুঁয়ে বিদায় নেয়া
নারীর কাছে চাইনি কিছুই, চাইনি আকাশ
চাইনি নদী ;
চাইনি আমি বকুলফুলের একটি মালা,
গোপন চিঠি,
ভালোবাসা চাইনি আমি চেয়েছি তার
একটু ক্ষমা,
চেয়েছি এই দুহাত ভরে কুড়িয়ে নিতে শিশিরকণা
নারীর একটু সমর্থনের ছিটেফোঁটা,
কখনো যদি ভুলেও জানায় স্বীকৃতিটি :
কাটিয়ে দিলাম সারাজীবন এক ব্যর্থ প্রেমিক যেন
নারীর কাছে চাইতে আসি শুধুই ক্ষমা।

একটি কোণে আসন পেতে একলা বসে
কাটিয়ে দিলাম শূন্য হাতে—
অনেকটা ঠিক অপরাধীর মতন আমি
অনেকটা ঠিক বোকার মতো আবছা আলোর
মধ্যে একা,
কাটিয়ে দিলাম সারাজীবন দুচোখে এই
কুয়াশা যেন মেখে নিয়ে
এক ব্যর্থ প্রেমিক নারীর কাছে এসেছি যেন
চাইতে ক্ষমা।

বোধোদয়

পৃথিবীতে আর কবে যুদ্ধ বন্ধ হবে,
আর কবে থামবে হিংস্রতা,
আর কবে থামবে রক্তনদী, হিংসার চাষ—
কবে আর পৃথিবীতে নিভবে বারুদ!
একটি শতক শেষ হলো, অস্ত গেলো
বহু পূর্ণিমার চাঁদ,
মানুষ বুনলো কতো গোলাপের চারা,
স্বর্ণচাঁপা ছড়ালো বিস্তর
অনেক শান্তির গান গাইলো মানুষ—
সূর্য অস্ত গেলো, ডুবলো চাঁদ,
তবু এই মানুষের ক্রূরতা ঘুচলো না—
তবু এই থামলো না রক্তস্রোত, হত্যা ও
সন্ত্রাস।
আর কবে মানুষ বুদ্ধের শরণ নেবে
আর কবে ফেলে দেবে তীর ও ধনুক,
কবে আর ভুলবে সে কুটিল নিষাদবৃত্তি,
জল্লাদের পেশা!
আর কবে মানুষ শিখবে শোক,
বলো না শিখবে বিষণ্নতা
ভালোবাসা কবে আর শিখবে মানুষ
এক শতাব্দীর সূর্য ডুবে যায় ;
পৃথিবীতে আর কবে বন্ধ হবে যুদ্ধের
উন্মাদ নৃত্য,

রক্তনদী, সন্ত্রাসের থাবা—
কবে আর মানুষের বোধোদয় হবে,
মানুষের অশান্ত হৃদয় হবে শান্তস্নিগ্ধ
ভোর।

গাছগুলি

শিশুটির গালে মা যেমন স্নেহের চুম্বন
দেয় দেখি—
গাছগুলি এখনো তেমনি দেয় ছায়া,
বড়োই পুড়ছে রোদে, ক্ষত হচ্ছে নির্মম
কুঠারে
প্রত্যহ উজাড় হচ্ছে বনভূমি, বৃক্ষের বসতি,
তবু গাছগুলি ছায়া দেয় চিরশত্রু মানুষের ঘরে।
কেবল মানুষ ছাড়া আর কেউ
করে না বন্ধুর সর্বনাশ
বান্ধবের ক্ষতি মানুষ সবচে' ভালোবাসে :
প্রতিদিন মানুষের হাতে কীভাবে নিহত হচ্ছে
এই গাছগুলি—
মানুষের নির্দয় কুঠার বৃক্ষরক্তে মেটায় পিপাসা,
তবু এই দস্যুতা ও উৎপাত সয়ে বেঁচে আছে
প্রকৃতির আদিম সন্তান, এই গাছ ;
তার কাছে হৃদয়ের পাঠ নিতে পারে এখনো মানুষ
এখনো সে নিজের উদ্ধার যদি চায়, তাহলে
শিখতে পারে বৃক্ষের নীরব মাতৃভাষা
গাছগুলি নিজের বুকের রক্তে সঞ্জীবিত করে
দেখো অন্যের জীবন
ঘাতকের নিষ্ঠুর আঘাত বুকে নিয়ে
শান্ত করে মানুষের বুক,
গাছকে আমরা ভুলি, গাছগুলি আমাদের
ভালোবেসে যায়।

ভেতরে ভাঙন

কতো রক্তের সম্পর্ক সব ছিন্ন হলো
ভেঙে গেলো সুখের সংসার

কোথাও আর কিছুই থাকলো না,
এই পতনের যুগে শেষ হলো সব ;
বিকেলের আলো মিশে গেলো
সন্ধ্যার আঁধারে
সন্ধ্যার উজ্জ্বল তারা খসে পড়লো
রাত্রি শেষ হওয়ার আগেই ;
চাঁদ ডুবে গেলো, কোথাও আর
কোকিল ডাকলো না।
আজ ভেতরে ভাঙন
কোথাও আর কিছুই টিকলো না ;
এই শূন্য হাত আরো শূন্য হয়ে গেলো
খাঁখাঁ হয়ে গেলো বুক,
সব স্নিগ্ধ জলাশয় হয়ে গেলো
রুক্ষ মরুভূমি
একখণ্ড সজল মেঘ আকাশে থাকলো না।
যতো রক্তের সম্পর্ক সব
শেষ হয়ে গেলো,
আত্মীয়েরা হয়ে গেলো পর
বন্ধুরা এখন শত্রু হলো সব
কারো হাতে আর জল গড়ালো না।
মানুষ মানুষ থেকে দূরবর্তী হয়ে গেলো আজ
ভেঙে গেলো দেশ কেমন বদলে গেলো
দেশের মানচিত্র;
কতো রক্তের সম্পর্ক সব ছিন্ন হলো
ভেঙে গেলো ঘর,
কোনোখানে কিছুই থাকলো না।

ক্লান্ত মানুষ এবার তুমি ঘুমিয়ে পড়ো

সারাদুপুর হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত তুমি
বাড়ি ফিরেছো, ঘুমিয়ে পড়ো

কপালে ঘাম, শুষ্ক গলা,
অবসন্ন শরীর এখন

চোখের নিচে জমেছে কালো যেন
ভরা সাঁঝের আঁধার
বুকের এই কঠিন ভারী দুঃখ যেন
পাথর সমান!

এতোটা পথ একলা হেঁটে
এসেছো এই সন্ধ্যাবেলা
বুকে নিয়ে উপেক্ষা আর সবার
দারুণ অবহেলা ;
ঘর আরো উসকে দেবে দুঃখগুলো,
বেদনারাশি
ঘুমিয়ে পড়ো ক্লান্ত দুচোখ,
কোথাও কোনো স্নেহ পাবে না!

কোথাও কারো মায়া পাবে না, ছায়া
পাবে না রুক্ষ সময়
ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত তুমি অভিমানে
ছোঁওনি কিছুই
এখন তবে ঘুমিয়ে পড়ো আকাশে
মুখ আড়াল করে
ঘুমিয়ে পড়ো ক্লান্ত মানুষ, এখন তুমি
ঘুমিয়ে পড়ো ;

কেউ তোমাকে ঘুমপাড়ানী গান শোনাবে,
কপালের ঘাম মুছিয়ে দেবে
এমন তো নেই, এমন তো নেই!
তোমার দিকে তাকিয়ে দেখে কোথায় পাবে
মায়ের দুচোখ,
কোথায় পাবে স্নেহের দুহাত,
একটুখানি অনুভূতি ;

নদীর জলে মুখটি ধুয়ে ক্লান্ত মানুষ
ঘুমিয়ে পড়ো, হেঁটেছো অনেক,
এবার তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।
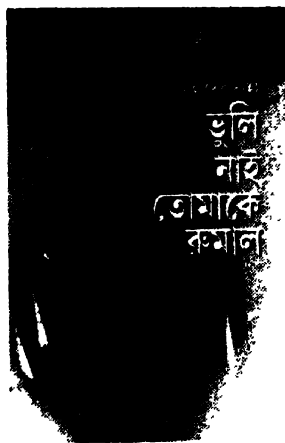
ভুলি নাই তোমাকে রুমাল

ভুলি নাই তোমাকে রুমাল

বুকে জমে আছে তোমার গোপন অশ্রু,
একফোঁটা ভোরের শিশির
মনে পড়ে তোমার ব্যথিত মুখ,
ভুলি নাই তোমাকে রুমাল, ভুলি নাই বিষণ্ন বকুল।
আমি এই পদ্মদিঘির কাছে গচ্ছিত রেখেছি সব
রেখেছি বনের কাছে সেইসব
মেঘের দুপুর,
চঞ্চল ঝর্নার বুকে রেখেছি অনেক স্বপ্ন
সবুজ মাঠের বুকে রেখেছি দুচোখ-ভরা জল,
তোমাকে রেখেছি মর্মে গেঁথে,
ভুলি নাই তোমাকে রুমাল।
তোমার ব্যথিত মুখ মনে পড়ে বিষণ্ন বকুল,
মনে পড়ে চন্দ্রমল্লিকা,
এই বুকে জমে আছে তোমার গোপন দুঃখ,
অভিমান, স্বপ্ন-বেদনা
আমি উদাস পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবি
সেইসব দিনরাত্রির কথা,
মনে পড়ে সেই সন্ধ্যা, ব্যাকুল বৃষ্টির দিন
ঝর্নার জলের ধারে বসে থাকা, দুএকটি
পাখি উড়ে যায়—
মনে হয় স্বপ্নগুলি যেন প্রজাপতি ;
ভুলিনি তোমার মুখ, ভুলি নাই
তোমাকে রুমাল।

নদীও অজ্ঞান বড়ো

নদীও অজ্ঞান বড়ো,
কিছুই বোঝে না
কেবল ভাসিয়ে নিয়ে যায় ;
যেতে যেতে এই কুয়াশা-ধূসর
পথে
পড়ে থাকে সামান্য কাঁকর

তোমার আঁচল ভরে তুলে রেখো
এই জলজ পাথর।
সব ধুয়ে যাক শুধু থাক
এই ভালোবাসা,
এই হৃদয়-জাগানো হাহাকার
নদীর চেয়েও এই স্রোতধারা
সর্বস্ব ভাসিয়ে নিতে পারে,
নদী কি অজ্ঞান বড়ো সগর্বে চলেছে!
শুকায় অশান্ত নদী, জাগে চর
আদিগন্ত খরা—
তবুও সজল-চির তোমার দুচোখ,
শুকায় না দুচোখের ধারা।

উদ্বাস্তু

এই আমি কোথায় থেকে
কোথায় এলাম
কোন বনে পথ হারালাম,
পথ হারালাম!

সেই যে রাতের বৃষ্টি নামা
ভিজে ফুলের মিষ্টি গন্ধ,
নদীর জলে সরপুঁটিদের লাফিয়ে পড়া
আম-কাঁঠালের স্নিগ্ধ ছায়ায়
সারাদুপুর বসে থাকা,
বসে থাকা।

কোথায় থেকে কোথায় এলাম
কোন নদীতে গা ভাসালাম,
মনে পড়ে না, কিছুই এখন
মনে পড়ে না।

কোথায় যাওয়ার কথা ছিলো
কোথায় এসে উঠে পড়েছি,

পথ চিনি না, ঘাট
চিনি না
কারো কোনো মুখ চিনি না,
অচেনা এই সব বাড়িঘর, শহর, মানুষ
এতো আলো তবু আঁধার যায় না কেন!
কোথায় থেকে কোথায় এলাম
কোন অচেনায় পা বাড়ালাম,
বাস্তুভিটা-মাটি ছেড়ে
ছন্নছাড়া কোথায় এলাম
রাত্তিরে গা শিউরে ওঠে
পথ চিনি না, মুখ চিনি না।

ফুলগুলি

ফুলগুলি কোথায় ফুটেছিলো? কাননে

না স্বচ্ছ সরোবরে? ফুলগুলি কি ফুটেছিলো
গীতবিতানের পাতায় নাকি শান্তিনিকেতনে?
ফুলগুলি সব ফুটেছিলো কোন আকাশের বুকে!
এ ফুলগুলি ছিলো তোমার অন্তরে অন্তরে

মনে-ফোটা ফুলগুলি আজ ফুটলো আমার ঘরে।

কেমন আছো, লেনা

বার্চবনে ঝরেছে সব পাতা ; মস্কো শহর
যায় না দেখে চেনা,
এখন তুমি কেমন আছো, লেনা?
তোমার কি সব মনে আছে কোথায় সে নোটখাতা
ঝরে গেছে ইতিহাসের অনেকগুলো পাতা।
তুমি যে সেই বাংলা বলো একটি যেন পাখি
ওলটপালট এতো যে সব কী করে খোঁজ রাখি!
ড্রয়ার খুলে দেখি তোমার বাংলা চিঠিগুলো
দুএকটি ভুল বানান লেখা, জমেছে বেশ ধুলো।

এখন তুমি কোথায় আছো, কেমন আছো, লেনা,
কেমন আছে মস্কো শহর,
যায় কি তাকে চেনা?

উপহার

এতো ফুল কোথায় রাখি নাই সে ফুলদানি
ছোট্ট ফ্রিজে ধরে না কেক,
আপেল অভিমানী!
কোথায় আমি রাখবো এতো ভালোবাসার মালা
তোমার দানে ভরে গেছে আমার শূন্য থালা ;
কোথায় রাখি এই উপহার, সাত আকাশের তারা
আর কিছু নেই আমার তো এই হৃদয়খানি ছাড়া।

যদি ভালোবাসো

যদি ভালোবাসো লোকলজ্জা
ঝেড়েমুছে ফেলো
ভুলে যাও সমাজ-সংসার
মিথ্যা কলঙ্কভয় নির্বাসন দাও ;

যদি ভালোবাসো ছিঁড়ে ফেলো
সমস্ত বন্ধন
ভুলে যাও অগ্নিসাক্ষী,
ভুলে যাও করেছো কবুল ;

যদি ভালোবাসো খুলে ফেলো
হাতের শৃঙ্খল
একবার সাহস করে বলো—
'লোকনিন্দা পরোয়া করি না' ;

যদি ভালোবাসো হও
বৈষ্ণব নায়িকা
সব ব্যবধান মুহূর্তে ঘোচাও—

দুহাতে জড়িয়ে বলো,
'আমি রাধা'।

নতুন জন্মের দিকে

এতোটা বছর আমি কি তবে কোকিলের কান্না
শুনলাম,
তোমরা শুনলে গান ; এতোটা বছর আমি কি
এই নিষ্ঠুর নদীর সব ধ্বংসের স্বাক্ষর দেখে দেখে
ফেরালাম চোখ
তোমরা দেখলে তার সজল করুণা, তোমরা
শুনলে তার কল্লোল-কোরাস!
এই ভূখণ্ডের যেখানে যতোটা আছে
স্নিগ্ধ বনভূমি,
যেখানে যতোটা আছে কামিনীফুলের চারা,
তোমরা দেখলে তার শোভা, তোমরা
বুঝলে সেই ঘ্রাণ ;
আমি কি কেবল এই কান্নাভেজা
পরাজয় নিলাম দুচোখে,
আমি কি নিলাম বুকে ব্যর্থতার বিষণ্ন পাথর!
তোমরা যখন দেখো জ্যোৎস্নায় ভরেছে উঠোন
তখনো আমি কাতর দুচোখ থেকে অন্ধকার সরাতে
পারি না—
এতোটা বছর আমি কোকিলের কান্না শুনলাম,
দেখলাম ফুলের মৃত্যু, নদীর বিষাদ
সবখানে দেখলাম ভীষণ দংশন ;
তবু এই কোকিলের কান্না আর ফুলের মৃত্যু
দেখেও আমি
তোমাকে নতুন জন্মের দিকে দেখো নিয়ে যাই।

একাবার তাকাও আমার দিকে

একবার তাকাও চোখের দিকে দেখো
কতো জমেছে শিশির
কতো যে জমেছে অশ্রু, জমেছে বিষাদ।

এতো মেঘ আকাশেও জমেনি কখনো,
আটলান্টিকেও নেই বুঝি এতো জল ;
আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে দেখো
মানুষের সব পরাজয় আমার
কপালে
সব ব্যর্থতার গ্লানি এই মুখটিতে।

তাই কি আমার মুখের দিকে চেয়ে
লজ্জায় ঢেকেছে মুখ
গোলাপবালিকা
বনসুন্দরীরা ভিন্ন পথে চলে গেছে, থেমে
গেছে নর্তকীর পায়ের ঘুঙুর, নেই ব্যালেরিনা...

আমি এই পরাজিত মুখটি আর দেখাবো না
কাউকে কখনো
কাউকে বলবো না আর কোনোদিন
এই ব্যর্থতার কথা
শুধু একবার তুমি আমার মুখের দিকে
সস্নেহে তাকাও
বুলাও আঙুল, আমি ভুলে যাই
সর্ব দুঃখশোক।

কোথাও যাবো না

অনেকটা পথ হেঁটে হেঁটে আমি এখন
ক্লান্ত বড়োই,
পিপাসায় বুক ফেটে যায়, পা চলে না ;

কবে থেকে হাঁটছি আমি,
ফুরোয় না পথ
শেষ হয় না চলা,
যাকে শুধাই কেবল বলে, আর একটু গেলেই
সেইটুকু পথ ফুরোয় না আর এই জীবনে।

একটু গেলেই বনভূমি, স্নিগ্ধ ছায়া, মায়া হরিণ,
একটু গেলেই রম্য নদী, স্বচ্ছ নিবিড় জলের ধারা,
স্বপ্নপুরী, মায়াকানন, একটু গেলেই
জনবসতি
হাঁটছি আমি কবে থেকে এইটুকু পথ
ফুরোয় না আর

ক্লান্ত দুচোখ ক্লান্ত শরীর
একটুও আর পা চলে না
ইচ্ছে করে শুয়ে পড়ি এইখানে এই
মাঝপথেই,
বটের ছায়ায় ;

কোথাও আমি যাবো না আর
ময়নামতি, মধুপুরে
সেই কবে শৈশবে না শুরু করেছি
দূরের যাত্রা—

গঞ্জে তখন চলছে মেলা, কার্নিভাল,
সাকার্সের পড়েছে তাঁবু,
কবে থেকে হাঁটছি এমন পথ যেন আর ফুরোয় না....
কারো সাথে লড়ার কিংবা বোঝাপড়ার
সামর্থ্য নেই
এখন আমি ভীষণ ক্লান্ত, অবসন্ন
এবার আমি পড়বো শুয়ে, মহুয়া বনে,
আখের ক্ষেতে, যেখানে পারি
ধুলোমাটির মধ্যে সটান এবার আমি
পড়বো শুয়ে, পড়বো শুয়ে।

দান

না চাইতেই দিয়েছো তুমি
পূর্ণ করে হাত
দিয়েছো তুমি এই জীবনে
জ্যোৎস্নাভরা রাত :

চাইনি তবু দিয়েছো ভরে
শূন্য আমার ঘর,
দিয়েছো তুমি আমাকে এই
বিশ্বচরাচর।

না চাইতেই দিয়েছো মেঘ
দিয়েছো জলধারা
আঁধারে তুমি জ্বেলেছো এই
হাজার রাতের তারা ;

চাওয়ার আগেই দিয়েছো সব
পূর্ণ করে তুমি,
ঢেলেছো জল শস্যশ্যামল
করেছো মরুভূমি।

দূরযাত্রা

আমি এক পা এক পা করে তোমার দিকে
যাচ্ছি—
এক জীবনে হয়তো সেই নীল পাহাড়ের চূড়াটাই
দেখতে পাবো না,
তবু আমি তোমার দিকেই যাচ্ছি, তোমার
দিকেই যাচ্ছি ;
তোমার দূরত্বে পৌছতে এক পা এগুনোও
কম কথা নয়,
এই এক পা এগুতেই সহস্র বছর কেটে গেলো
তোমার কাছে যেতে আরো কতো জীবন
লাগবে কে জানে!
এতো বছরে আমি কেবল এক পা এগুলাম
পুণ্যার্থীরা যেমন দূরে কোথাও স্নানে যায়,
আমিও সেভাবে সেই কবে তোমার কাছে
যাওয়ার জন্য বের হয়েছি
সেই কবে ছেড়েছি ঘরবাড়ি
চিরকালের এই ঝোলা কাঁধে আমি
চলেছি তোমার দিকে,

শিরদাঁড়া ভেঙে গেলো, পা দুটি
হয়ে গেলো অচল
পর্বতারোহী অভিযাত্রীর মতো
তবু আমি তোমার দিকেই যাচ্ছি...
খঞ্জ যেভাবে গিরি অতিক্রম করে
আমিও সেভাবে তোমার কাছে পৌছবো ;
তোমার কাছে যেতে হয়তো
আরো অনেক জীবন লাগবে,
তবু এই যে আমি এক পা এক পা করে
তোমার দিকে যাচ্ছি—
এক জীবনে এর চেয়ে বেশি
কোনো সফলতা আমি আশা করি না।

আহত কুসুম

ভেঙে দেখো সুন্দর গোলাপ
আজ কালো কীটে ভরা
কেমন সেখানে রক্ত, কেমন জমাট অন্ধকার!
গোলাপের বুকে বহুদিন আমি মমতার শিশির
দেখি না
মাতৃস্তনের মধুমাধুর্য দেখি না,
গোলাপ ভরেছে বিষে,
সে আজ আহত কুসুম :
আজ তার থইথই সৌন্দর্যের মাঝে
কেমন গভীর ঘৃণপোকা
খুলে দেখো গোলাপের বুকে
মৃত নদীর ক্রন্দন।
তার নরম পাপড়ির তলে
দগ্ধ ভস্মরাশি
গোলাপের বুকে কী যে ভীষণ ক্ষত
রক্ত ঝরে, ওই দেখো বিষণ্ন গোলাপ!
গোলাপের বুকে আজ প্রজাপতিদের
ছিন্নভিন্ন ডানা
নিঃশেষিত নদীর কাঁকর,

গোলাপ বলে না কিছু, সে আজ
আহত কুসুম।

বনভূমির দিকে

কতোদিন হয় না যাওয়া আর
বনভূমির দিকে
শাল, সেগুন ও গজারির পাতার ছায়ায়
হয় না এখন ডুবে যাওয়া
কোনো বৃক্ষপ্রেমিকের মতো ;
বনভূমি থেকে আজ বহুদূরে আছি।
বন তার শ্যামল ওড়না দিয়ে কেমন ঢেকেছে
মুখ দেখো
অদূরে উদার গ্রীন, শুয়ে আছে
দূরের আকাশ ;
ওইখানে গার্ডেনের পাশে বয়ে যায় খরস্রোতা নদী
দুএকটি ভ্রাম্যমাণ পাখি বসেছে গাছের ডালে,
বনভূমি ওই মানুষের শান্তিনিকেতন।
কতোদিন হয় না যাওয়া বনভূমির দিকে
পাখিদের কাছে শুনি না শুদ্ধ গান, বিশুদ্ধ আবৃত্তি,
দেখি না পাহাড়ী ঝর্নার নৃত্য
দূর বনভূমি শুধু ছায়া ফেলে মনে,
সত্তার ঊষর মাটিতে ;
তবু স্বপ্নঘোরে একাকী এখনো আমি বনভূমির দিকে
ছুটে যাই, ছুটে যাই।

বসতি বদল

বসতি বদল করে চলে যাচ্ছি ভিন্ন লোকালয়ে
ছেড়ে যাচ্ছি চেনা পথ, চেনা সব মানুষের
মুখ,
খুব দূরে নয় এই শহরেই
তবু মনে হয় চলেছি অচিন দেশে
কোন দূর অজানা-অচেনা দ্বীপে—

বুঝি অন্য কোনো জলবায়ু, নদনদী,
আকাশ সেখানে ;
এমন তো নয় যে যেখানে ছিলাম আমি
সেখানে সবার তুই-তোকারির বন্ধু,
ঘনিষ্ঠ বান্ধব, বড়োই আপনজন
প্রতিদিন আলাপচারিতা, মাখামাখি।

কজনইবা চিনতো আমাকে, চিনতো এই
ঘুরকুনো, দলছুট,
মুখচোরা, বেঢপ লোককে—
কিংবা ছিলাম না কারো তাস বা দাবার সঙ্গী,
যৌথ ব্যবসার অংশীদার, ক্লাব কিংবা
সঙ্ঘের সদস্য
নিতান্তই খাপছাড়া কেমন উদ্ভট এক
অচেনা মানুষ ;
প্রায় সকলেই বলা যায় মুখচেনা
খুববেশি লোকের নামও জানি না।

পাড়ার ছেলেরা যারা প্রতিদিন গুলতানি আর
আড্ডা দেয় রাস্তার মোড়ে
তাদেরও খুব আমাকে চেনার কথা নয়,
কাঁধে ঝুলিয়ে মলিন ঝোলাব্যাগ
আমি খুবই সসঙ্কোচে চলেছি রাস্তায়
আমাকে চেনার মতো এমন কিছুই নেই,
সামান্যই জানাশোনা, হয়তো
কুশল বিনিময়—
তবু আজ মনে হয় ছেড়ে যাচ্ছি নিজের নিবিড়
এই গ্রাম
একদিন সেই কবে যেমন এসেছি ছেড়ে :

আমি চলে যাবো কেউ শুধাবে না কেন যাচ্ছি,
কেউ পথ রোধ করে বলবে না, থাকো,
কেন যাবে?

তবু এই নির্বান্ধব বিমুখ পল্লীতে
সরু গলিটির কাছে,

ঘাসের হৃদয়ে, মাধবীলতার ঝোপে
কাক ও চড়ুইয়ের কাছে, পুকুরের জলে
আমিও জানি না আমি যে গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি আমাকে।

ছায়াসঙ্গী

এভাবেই একদিন জীবন হারিয়ে ফেলে সব
হয়ে পড়ে দুঃখের বেদীতে এক অসহায়
ব্যর্থ গায়ক
তার অধিকারে থাকে না কিছুই আর,
খুব দ্রুত চলে যায় জীবনের দিনরাতগুলি ;
কীভাবে বদলে যায় মাঠ, জীবনের বংশীবাদক
কেবল বাজিয়ে যায় অকৃত্রিম শব্দহীন
নিথর বাঁশিটি ;

জীবনের এই মুগ্ধ সরোবরে সতত সাঁতার কাটে
এই অদৃশ্য সাঁতারু ;
কিছুই লাগে না কাজে, পড়ে থাকে
উজ্জ্বল উদ্যান
সেখানে বসে না আর সুশীল
পাখিরা,
ফোটে না সেখানে আর সুচারু কুসুম ;
জীবনের মাঝমাঠে এভাবেই একদিন
অবান্তর হয়ে যায় বহু পরিচিত মুখ
বহু সুহৃদ-বান্ধব হয়ে যায় একদা জীবনে
বুঝি মৃত নদীর উপমা।

জীবনে কেমন দেখো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে অধিকাংশ
উদ্ধৃতি, অধ্যায়,
এভাবেই ফুরিয়ে যায় জীবনের বহু প্রয়োজন
সঙ্কুচিত হয়ে যায় পথ :
জীবন নিজের মতো বয়ে চলে,
কেউ নেই, শুধু নিজেই নিজের
বুঝি ছায়াসঙ্গী তার।

পাগলীদের জন্য

আমি তোদেরই উদ্দেশ্যে প্রিয় পাগলীরা আমার
তোমাদেরই জন্য আমার পাগলীরা,
শোনো লিখলাম নদীর নিকটে
এই উতলা ব্যাকুল চিঠি—
পাঠিয়ে দিলাম এই উদ্দাম সবুজ খাম
সুদূর হ্রদের কাছে,
পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বৃক্ষের কাছে,
তোদেরই জন্য প্রিয় পাগলীরা আমার
আমি বুদ্ধের চেয়েও বেশিদিন
ধ্যানমগ্ন বসে আছি একা।
প্রিয় পাগলীরা আমার,
শুধু তোমাদেরই জন্য লিখতে চাই
এই দুঃখের অডিসি
আয়ত্ত করতে চাই রুমির উজ্জ্বল পঙ্‌ক্তি,
গালিবের গভীর গজল।
শুধু তোমাদের জন্যে আমি এই একটি জীবন
ধ্যানী দরবেশের মতো
কাটিয়ে দিতে চাই
কিংবা ছড়াতে চাই আলুথালু
উদাসীন প্রেমিকের মতো
যেখানে সেখানে ;
প্রিয় পাগলীদের জন্য আমি
লিখে দিতে চাই এই অনন্ত আকাশ,
পৃথিবীর সমস্ত সোনার খনি, শুদ্ধ বনভূমি, সব
গোলাপবাগান আর অত্যাশ্চর্য নদী—
পাগলীদের জন্য আমি উৎসর্গ করতে চাই
এই প্রিয়তম মনুষ্যজীবন।

নৈঃশব্দ্যের ধ্যানে

আমার করার নেই কিছু শুধু এই
বিরহ যাপন করা ছাড়া

আজ শুধু এই নিঃসঙ্গ টানেলে বসে শুনি আমি
নৈঃশব্দ্যের গান
পাঠ করি আকাশের আদ্যোপান্ত, ধূসর দেয়াল
কোনো এক নগ্নিকার নির্জন স্নানের দৃশ্য,
তার যুগল অধীর স্তন ক্যানভাসে
ফুটে ওঠে গাঢ় তেলরঙে—
সেই ক্যানভাসের নির্জনতা, মুগ্ধ ধ্যান,
গাঢ় অশ্রুপাত
আজ আমি হৃদয়ে ধারণ করে আছি,
হৃদয়ে ধারণ করে আছি এক অপার্থিব
পাখির জীবনী ;
আমার করার নেই কিছু শুধু এই দেয়ালের
সঙ্গে চলে কথোপকথন
নীরব চোখের ভাব-বিনিময় ;
আমি আজ কল্যাণ প্রত্যাশা করি
এই দগ্ধ সময়ের কাছে
পাথরের কাছে সতত প্রার্থনা করি প্রেম ও
করুণাধারা
নিঃসঙ্গ টানেলে বসে কাটে দিন
নৈঃশব্দ্যের ধ্যানে।

কোনো কিছুতে মন বসে না

কোনো কিছুতে মন বসে না,
মন বসে না
মনটা যেন কেমন করে ;
উথালপাতাল, উড়ু উড়ু,
কোনদিকে যাই, বলতে পারো!

ভেতরে আজ ভাঙছে শুধু, ভাঙছে শুধু,
শব্দ শুনি মাতাল হাওয়ার
হাত বাড়িয়ে কেবল দেখি
দগ্ধ মাটি,
শূন্য আকাশ।

কোনো কিছুতে মন বসে না,
মন বসে না
ভেতরে সব দারুণ ফাঁকা, কেউ কাছে নেই,
আজ শুধু মনে পড়ে ফেলে-যাওয়া
স্মৃতির রুমাল
আবছা আবছা মনে পড়ে
পদ্মদিঘি, মুখটি তোমার
মনে পড়ে, মনে পড়ে, হয়তো কিছুই মনে
পড়ে না ;

আজ শুধু একলা বসে দেয়াল দেখি, দেয়াল দেখি
শূন্য এই পথের দিকে তাকিয়ে থাকি,
তাকিয়ে থাকি
ভেতর-বাহির শূন্য ফাঁকা,
কী শূন্যতা, কী শূন্যতা—
মন বসে না কোনো কিছুতে, মন বসে না।

বাড়িগুলি

এই বাড়ি বদলাতে বদলাতে
জীবনের অর্ধকোটি বছর কেটে গেলো—
এই শহরে কতো বাড়িতে যে থাকলাম,
প্রতিটি বাড়ির জন্য আমার
অপরিসীম মমতা!
আর প্রতিটি বাড়ির মালিকের জন্য
আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই,
কিছু অর্থের বিনিময়ে তাদের
স্বপ্নের বাড়িতে
আমার মতো নগণ্য লোককে থাকতে দিয়েছেন তারা ;

আমি দেয়ালের এই হালকা রঙের দিকে
চোখ ফেলে ভাবি
কতো যত্নেই না এখানে হাত বুলিয়েছে,
আমার থাকার জন্য এতো যত্ন আর শ্রমের

বিনিময়ে আমি যা-ই দেবো তা খুবই
সামান্য!

কতোদিন কতো স্বপ্নে কেউ আমার থাকার জন্য
এমন সুন্দর গৃহ তৈরি করেছে,
বসিয়েছে পাথরের শাদা ধবধবে বেসিন
আমার হাঁটার জন্য মেঝেতে এমন
কারুকাজ,
কতোদিন কতো স্বপ্ন আর কল্পনা মিশিয়ে
আমার থাকার জন্য নির্মিত হয়েছে
মরালের মতো গ্রীবা-বাড়ানো এই বাড়ি,
দিনরাত জেগে আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য
এই ব্যবস্থা ;

এর বিনিময়ে আমি কিছু টাকা দিই সত্যি,
তা হয়তো আমার সামর্থ্যের তুলনায় বেশ বেশিই
সেই কষ্টার্জিত অর্থের কথা ভুলে
আমি গৃহস্বামীর কথাই ভাবতে থাকি ;
কারণ আমার মনে হয় যিনি এমন যত্নে আমার জন্য
এই গৃহের ব্যবস্থা করেছেন
তার তুলনায় আমার অর্থ খুবই নগণ্য।

তাই একেকটি বাড়ি খুব বেশি
ভালোবেসে ফেলার আগেই
আমি সেখান থেকে চলে যাই।

নতুন বাড়িতে এসে

নতুন বাড়িতে এসে মনে হচ্ছে
এর কিছুই আমি চিনি না,
খুব সন্তর্পণে জলের কল খুলি
যদি সেখান থেকে মরুর শুষ্কতা
নেমে আসে—
সুইচে হাত দিই ভয়ে ভয়ে

যদি অন্ধকারে আলো না জ্বলে,
এমনকি এখানে এসে আকাশের দিকেও আমি
সসঙ্কোচে তাকাই—
যদি সেখানে একটি পরিচিত
তারা দেখতে না পাই ;
নতুন বাড়িতে এসে মনে হচ্ছে এর আমি
কিছুই চিনবো না,
এই মেঝে চিনবো না আমি—
এই দেয়ালের সঙ্গে বাক্যালাপ
হতে অনেকদিন লেগে যাবে ;

নতুন বাড়িতে এসে মনে হয় এই
আকাশ আমাকে চিনবে না,
এই কামিনীফুলের গাছ আমাকে চিনবে না :
যতোই এই পথ, এই পাড়া, এই গাছপালা
আমি আপন বলে ভাবতে চাই—
ততোই মনে হয় আমি এখানে আগন্তুক,
আমি এখানে অচেনা।

চলে যেতে চাই

খুব বেশি ভালোবেসে ফেলার আগেই
তোমার কাছ থেকে চলে
যেতে চাই—
না হলে আর যাওয়া হবে না কখনো,
আর বেরুনো হবে না।

জড়িয়ে পড়ার আগেই এই মোহ
আর মুগ্ধতা ভেঙে
চলে যেতে চাই, দূরে, খুব বেশি
দূরে।

তুমি যদি খুব বেশি ভালোবেসে
ফেলো,
তাহলে তোমার কথা ভেবে

আমার আর যাওয়াই হবে না—
তোমার একফোঁটা চোখের জলের কাছে
আজীবন বন্দী থেকে যাবো।

আরো বেশি জড়িয়ে পড়ার আগে
খুব বেশি ভালোবেসে ফেলার
আগেই—
তোমার কাছ থেকে তাই চলে যেতে চাই,
চলে যেতে চাই।

আমিই আমার সঙ্গী

কেউ নেই কেবল আমিই আমার সঙ্গী আজ,
আমিই আমার সহচর
কেবল নিজেই আমি
আমার বিষাদগাথা শুনি,
শুনি এই সুখদুঃখ, স্বপ্নের কাহিনী ;
মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে অন্তত কাউকে বলি—
দুই-একটি দুঃখের কথা, কারো কাছে ফেলি
একফোঁটা চোখের জল।

বড়োই ইচ্ছে করে ছায়াময় বৃক্ষ, তোমার শ্যামলপত্রে
লিখে রাখি আমার শৈশব,
বিস্তীর্ণ প্রান্তর, তোমার সবুজ ঘাসে
আমার বেদনা লেখা থাক—
কখনো কখনো ভাবি সুনীল আকাশ, তোমাকে
আমার এই দুঃখ কিছু বলি ;

মনটা খারাপ হলে খুব ভাবি চলে যাই
উদ্দাম নদীর কাছে
বলি তাকে সঙ্গোপনে আমার আখ্যান—
উন্মাদের মতো কীভাবে এলাম আমি
এতোখানি পথ
কীভাবে এমন ঘোরে সব ভুলে এলাম এখানে .

এই দূর বনে,
দূরতম দ্বীপে ;
বদ্ধ উন্মাদের মতো
ছুটলাম মায়া-মরীচিকার পেছনে
এই যে এতোটা কাল!

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে দূরের আকাশ, তোমাকে
আমার এই গল্প শোনাই ;
হয়তো হবে না এই তুচ্ছ কাহিনী কোনো
নাটকের যোগ্য বিষয়,
কোনো উপন্যাসেও পাবে না স্থান
আমার নীরব অশ্রু—
আমার জীবন আমি যাপন করেছি আমারই মতো
করে
তার কোনো দর্শনীয় অভিনয়,
শিরোপা জয়, চার বা ছয়ের মার নেই।

তাই আজ এই নিঃসঙ্গ টানেলে আমি
নিজেই কেবল নিজের
নিঃশ্বাসের শব্দ শুনি একা,
নিজেকেই নিজে করি পান, নিজেই নিজের এই
বিষপাত্র শূন্য করে ফেলি—
কেউ নেই মাত্র নিজেই নিজের সঙ্গী আজ,
নিজেই নিজেই সহচর।

একজীবনে

একজীবনে হবে না তো জানি
তোমার সাথে দুবার দেখা আর,
হারিয়েছি প্রিয় যে ফুলদানি
পাবো কি ফিরে তাকে পুনর্বার?

যে গেছে এই জীবন থেকে দূরে
কোথায় তাকে খুঁজে বলো পাবো?

সকাল গেলো, হয়তোবা দুপুরে
ঘুরে ঘুরে তারই কাছে যাবো!

নিছক এমন স্বপ্ন দেখা সার
দুবার দেখা কে পায় বলো কার।

ওভারব্রিজের নিচে

ওভারব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে আছি
এতোটা বছর—
তবু এই রাস্তা পার হওয়া হলো না।
লোকে দেখি কীভাবে তরতর করে
ওপরে উঠে যায়
আমার কেমন পা চলে না,
মনে হয় আমার কাঁধে পৃথিবীর সবচেয়ে
ভারী পাথর ;
একটি ব্রিজ পেরুতে আর
কতো সময় লাগে—
আমি বহু দিনরাত্রি অপেক্ষা করলাম
তবু আমার এই ওভারব্রিজ পেরুনো
হলো না।
ওভারব্রিজ পেরুনোর কথা মনে হলে
আমার কেন যে মনে হয় এক মেরু
থেকে আরেক মেরুতে
যেতে হবে—
ওভারব্রিজের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
আমি জীবন কাটিয়ে দিলাম
আমার এই পথ পেরুনো হলো না,
পথ পেরুনো হলো না।

তোমার মুখের দিকে

তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি
সহস্র বছর,
যদি একটু করুণা পাই, ভালোবাসা পাই।.

দয়ালু বৃক্ষের দিকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে
ক্লান্ত পথিক—
তৃষ্ণার্ত মানুষ যেভাবে তাকিয়ে থাকে
সজল মেঘের দিকে,
আমিও সেভাবে তাকিয়ে আছি তোমারই মুখের
দিকে শুধু।

অসহায় কাতর মানুষ যেভাবে তাকিয়ে থাকে
সদয় মুখের দিকে
উদ্ধারকারীর দিকে যেভাবে তাকিয়ে থাকে আর্ত মানুষ,
আমিও সেভাবে তোমারই মুখের দিকে
নিশ্চিন্তে তাকিয়ে আছি।
সবকিছু ছেড়ে তোমারই মুখের দিকে
তাকিয়ে আছি
এতোটুকু স্নেহের আশায়,
একটু মমতা পাবো বলে পৃথিবীর যাবতীয়
আকর্ষণ উপেক্ষা করেছি—
অন্য কোনো ডাকে কখনো দিইনি সাড়া,
অনাথ শিশুর মতো কেবল তাকিয়ে আছি
তোমার মুখের দিকে আমি।

আকাশের দিকে যেমন দুহাত তুলে
তাকিয়ে থাকে বিপন্ন মানুষ,
ঐশীবাণীর জন্য তাকিয়ে থাকে
সাধক দরবেশ—
আমিও তেমনি তোমারই মুখের দিকে
তাকিয়ে আছি সহস্র বছর।

তুমি ফিরে না তাকালে

তুমি ফিরে না তাকালে, একবার না শুধালে
আমার কুশল—
পৃথিবীর সবচেয়ে খরস্রোতা নদীগুলো বন্ধ হয়ে যায়,
কোথাও হয় না প্রদর্শনী, অপেরা-কনসার্ট ;
নাচের আসরে নেমে আসে গাঢ় নিস্তব্ধতা

তুমি না জানালে এই নববর্ষের শুভেচ্ছা,
প্রীতিসম্ভাষণ
থেমে থাকে নতুন বছর,
ক্যালেন্ডারে বৃথাই বদল হয়
পাতা।
তুমি ফিরে না তাকালে একটু আমার
দিকে—
গাছে গাছে হয় না কখনো আর নব
কিশলয়,
প্রকৃতিতে নেমে আসে অনন্ত বরফযুগ
বুঝি ;
তুমি একবার না শুধালে আমার কুশল
একটু না দিলে স্নেহের স্পর্শ—
চিরমরুভূমি হয়ে থাকে আমার জীবন,
কাটে না জীবনে আর
অপার রুগ্নতা।
যতোই মধ্যবাতে চলুক উদ্দাম নৃত্য,
শুরু হোক বর্ষবরণ
তোমার উপস্থিতি ছাড়া কীভাবে শুরু হবে
নতুন বছর।

তুমিই আমার শান্তিনিকেতন

এই মরুভূমির মধ্যে তুমিই আমার
শান্তিনিকেতন
তুমিই আমার অথই শ্রাবণ ;
তোমার চোখেই দেখি নববরষার
স্নিগ্ধ জলধারা—
দেখি সবুজ শস্যের স্বপ্ন,
তোমার দিকেই চেয়ে ফিরে পাই
জীবনের আলো—
না হলে কবেই হারিয়ে ফুরিয়ে
আমি যেতাম কোথাও,
হয়তো যেতাম মিশে পথের ধুলায়।

তুমিই আমার মুগ্ধ তপোবন
ছায়াতরু, জাহ্নবী-যমুনা
তোমার দুচোখে আমি ভবিষ্যৎ পৃথিবীর
স্বপ্ন দেখি শুধু।
এই দগ্ধ মরুর ভেতর মাত্র তুমিই
আমার শান্তিনিকেতন,
হৃদয়মথিত রবীন্দ্রসঙ্গীত
তুমিই আমার অষ্টমীর পুণ্যস্নান,
যুগল পূর্ণিমা ;
তুমিই আমার ভরা বর্ষার নদী,
শারদ আকাশ,
তোমার মুখের দিকে চেয়ে বুক ভরে
এই পৃথিবীকে ভালোবাসি আমি।

তোরে নিয়া যামু যমুনায়

যা কিছুই হোক উঠুক উত্তাল ঢেউ,
ছুটুক বা মাতাল বাতাস—
নামুক প্রবল মেঘ, ঝলসাক আকাশে বিদ্যুৎ
আমি তবুও প্রস্তুত আছি
তোরে নিয়া যামু যমুনায় ;

না, এ কোনো কথার কথা নয়
তোরে যে সঙ্গে নিয়ে যাবো দেশান্তরে
চিরনির্বাসনে
দূর সিন্ধুতীরে
এ আমার আজীবন লালিত স্বপ্ন যে!
যা কিছুই হোক আমি তোরে নিয়া
যামু যমুনায়—
যমুনার জল আনতে যাবো আমরা দুজন
যমুনার জল দেখতে যাবো আমরা দুজন ;

কিচ্ছু ভেবো না, আমি
তোকে নিয়ে যামু যমুনায় ;
প্রাণসজনী আমার, এবার তাহলে
এই মেঘে, এই অবেলায়

এই আলুথালু গোধূলিতে,
ভরা জ্যোৎস্নারাতে
তোরে নিয়া যামু যমুনায়,
দূর যমুনায়।

তুমি তো আমার দেবী

তুমি তো আমার দেবী,
তুমি তো আমার শকুন্তলা,
যা কিছুই বলি না কেন তুমি তার চে'ও বেশি।
তুমি আমার তৃষ্ণার জল,
ক্ষুধার অন্নথালা
এ জীবনে বাঁচার আশ্রয় ;
তুমি তো বর্ষার মেঘ, তুমি তো
আমার ঝর্নাধারা।
তুমিই আমার নাটোরের বনলতা সেন,
ঢাকার অনিন্দিতা—
বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বর্য-সুস্মিতা,
তুমিই আমার অপ্রকাশিত
কাব্যসমগ্র;
তুমি তো আমার দেবী, দেবযানী,
তুমি তো লাইলী
শিরি ঠিকই
তুমিই তো বর্ষার নদী, বিষাদপুরাণ।
তোমার জন্য আমি আমার মনুষ্যজন্ম
উৎসর্গ করেছি
তুমি তো আমার দেবী, তুমিই মানবী।

আমার নিভৃত গান

তুমি কি পাওনি এই গরিবের
নিভৃত মালাটি
যা আমি তোমার জন্য দীর্ঘ রাত জেগে
গেঁথেছি একলা বসে,

একটি একটি করে আমার হৃদয়
করেছি চয়ন ;

আলোকিত সুফীদরবেশ
যেভাবে তসবী করেন জপ
কিংবা জপমালা হাতে নিয়ে
ধ্যানমগ্ন থাকেন বসে
সিদ্ধপুরুষ
আমিও তেমনি কতো কোজাগরী
পূর্ণিমার রাত
শবেবরাতের সৌভাগ্য রজনী
তোমার ধ্যানেই কাটিয়ে দিলাম...

তোমারই জন্য সমর্পণ
করলাম আমি হৃদয়কুসুম
তুমি কি পেলে না এই গরিবের একটিও
সামান্য বকুল,
একগুচ্ছ স্বর্ণচাঁপা কিংবা এই
ভোরের শিউলি কোনো—
তোমারই জন্য পুষ্পময় করে তুলি
আমার হৃদয় ;
করি এই আলোকসজ্জা, সাজাই আঙিনা।

কেউ তো জানে না কেবল তোমার জন্য
এভাবে কাটিয়ে দিই কতো লক্ষ বিনিদ্র রজনী!
তুমি কি পাওনি গরিবের একটিও
ফুল, একটিও মালা
প্রাণের অর্ঘ্য,
তুমি কি শোনোনি একবারও
আমার এই
হৃদয়মথিত কান্না, নিভৃত গজল!

তোমার একটি নাম

তোমার একটি নাম গেঁথে আছে আমার অন্তরে
তাই সব নাম ভুলে যাই ; অন্য সব মুখ

দেখেও দেখি না যেন আমি, এমনকি ভুলে
যাই আজকাল বৃক্ষ ও পাখির নাম, নদীর
নামও বেশ ভুলে বসে থাকি ; শুধু মর্মে গাঁথা
তোমার একটি নাম, এই নাম কখনো ভুলি না।
এই নাম মিশে গেছে রক্তের ভেতরে, মর্মমূলে
এই নাম মনের আকাশ জুড়ে পূর্ণিমার চাঁদ
দুকূল-ছাপানো উথালপাতাল বর্ষার নদী
তোমার একটি নাম জপি আমি শুধু রাত্রিদিন।
আর সব নাম ভুলে যাই, মনেই পড়ে না যেন
কতো নাম প্রতিদিন শুনি, জানা হয় কতো নাম
তোমার একটি নাম হয়ে আছে গাঢ় শিলালিপি
হয়ে আছে অবিস্মরণীয় একটি গানের কলি
সব তারা নিভে যায়, ডুবে যায় যেন সব চাঁদ
তোমার একটি নাম শোভা পায় আমার আকাশে।

তোমার অভিমান

কেবল তোমার জন্য কতো সহস্র রাত
জেগে কাটালাম—
কতো দীর্ঘ শীতরাত্রি পাড়ি দিলাম,
সমুদ্রে ভাসালাম ভেলা—
কিন্তু তোমার অভিমান ঘুচলো না,
অভিমান ঘুচলো না।
সেই যে তুমি গেলে আসবো আসবো করে
আর ফিরে এলে না,
আমার বুকে কতো পাথর গলে জল হলো
ফুল ফুটলো, ঝরে গেলো,
শিশির ঝরে ঝরে ভিজিয়ে দিলো
মাটির তপ্ত বুক—
কিন্তু তুমি সেই যে গেলে আর ফিরে এলে না,
ফিরে এলে না।
কেবল তোমার জন্য কতো সহস্র শীতরাত্রি
এভাবে জেগে কাটালাম,
পাড়ি দিলাম কতো বরফযুগ—
সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলাম এই ছোট্ট ভেলা,

কিন্তু তোমার অভিমান ভাঙলো না,
অভিমান ভাঙলো না!

কথা

কথাগুলো অসম্পূর্ণ খুব
তাতে বহু ফাঁক থেকে যায়,
দূরত্ব ঘোচে না ;
তাই তো কথার চেয়ে আরো বেশি
চাই সকল ইন্দ্রিয়
স্পর্শেগন্ধে পেতে চাই পরিপূর্ণ
অর্থ ও ব্যঞ্জনা ;
বলে আর কতোটুকু বোঝাতে পারো
তোমার সামান্য স্পর্শে
পাই অনেক গভীর অর্থ,
দৃষ্টি-বিনিময়ে পাই অনেক উত্তর
সম্পূর্ণ মানুষ পেতে হলে তাই চাই তার
সকল ইন্দ্রিয় ;
চাই তার চক্ষু, কর্ণ, ওষ্ঠ ও শরীর।
কথা খুব সামান্যই পারে
এই হাতের নীরব ভাষা,
চোখের সামান্য দৃষ্টি
না-বলা সমস্ত কথা বলে দিতে পারে ;
একটু দেহের স্পর্শ দিতে পারে
অজানা উত্তর
শুধু কর্ণ নয়, যেতে চাই
অন্য সব ইন্দ্রিয়ের কাছে
স্পর্শে, ঘ্রাণে, দর্শনে তোমাকে আবিষ্কার
তাই তো করতে চাই আমি।

তুমিই কেবল পারো

তুমি যদি না পারো পাল্টাতে, না পারো
আমাকে দিতে পুনরায় নতুন জীবন,
তাহলে আর তো পারবে না কেউ

আনতে জীবনে কোনো ভোর,
ঘোচাতে আঁধার রাত্রি, জ্বালাতে পিদিম।
তুমি যদি না পারো বদলাতে
আমার এ পুরনো জীবন, না পারো
আনতে এই নদীতে জোয়ার, তুমি যদি
না পারো ভাসাতে ভেলা, না পারো
ফোটাতে নববসন্তের ফুল, তাহলে জীবনে
আর আসবে না কুসুমের ঋতু, মধুমাস :
এই মলিন জীবন তুমিই রাঙিয়ে
দিতে পারো, তুমিই কেবল পারো
করতে আমাকে এক উজ্জীবিত উদ্দীপ্ত মানুষ।

তুমিই অনন্ত উৎস

তোমার রহস্যালোকে

তোমার মধ্যে আমি কী দেখলাম, দুইচোখে
আর কিছুই দেখি না ; তোমার মধ্যে আমি
পৃথিবীর সমস্ত রহস্য দেখি, ফুলের জন্ম দেখি
নদীর উদ্ভব আমি দেখি ; দেখি এই চাঁদের
কিরণ, উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দেখি আমি তোমার
ভেতর ; তোমার মধ্যে আমি জন্মমৃত্যু দেখি ;

দেখি আমি তোমার ভেতর চিরঅনিন্দ্যসুন্দর,
এই সৌন্দর্যের অপরূপ কান্তি দেখি তোমার
ভেতরে। তোমাকে দেখার পর থেকে তাই
আর কোনোখানে কিছুই দেখি না ; তুমি
শুধু জুড়ে আছো আমার আকাশ, তুমি
ছাড়া আমার দুচোখে আর কোনো দৃশ্য নেই।

এমন কী দেখলাম তোমার মধ্যে বলো আমি
তোমারই রহস্যালোকে স্থির হয়ে গেলো দুইচোখ।
মুখ হলো বাক্যহারা, চোখ অন্ধ দৃষ্টিহীন
আজ কেবল তোমারই পানে চেয়ে আছি আমি :
আমার সত্তায় আজ উদ্ভাসিত কেবলই যে তুমি
তোমার মধ্যে আমি কী দেখলাম রহস্যের খনি।

পাথরে গড়ায় অশ্রু

পাথরে গড়ায় অশ্রু, দুইচোখ নিষেধ মানে না
কেঁদে ওঠে মর্মতল, ওইখানে ঘুমায় শাল্মলী,
জানি আমি শেষ হবে এইভাবে পুরনো প্রণয়
পাথরের চোখে অশ্রু কেউ তার দুঃখ বোঝে না :

একবার সব ফেলে পাথরের কাছে আমি যাবো
শুধাবো কুশল প্রশ্ন, ভালোবেসে মোছাবো দুচোখ,
এই পাথরও তো জল হয় ভালোবাসা পেলে
আমার কী দোষ বলো আমি এই সামান্য মানুষ ;
ভালোবাসা পেলে এই পাথরও মনুষ্যমূর্তি ধরে
দাঁড়ায় মর্মর মূর্তি, জোড়হাতে ঘুমন্ত অহল্যা।

মানুষ বোঝে না দুঃখ, হয়তোবা পাথরেও বোঝে
তার বুকে তাই তো খোদাই করে শোকের লিরিক,
মানুষ মমত্ব চায়. স্নেহমায়া, ভালোবাসা চায়
এই দুঃখে কাঁদে বুঝি একখণ্ড বিরহী পাথর।

সহস্র রাত্রির গল্প

কতো যে সহস্র রাত জেগে আছি
তোমার আশায়—
যদি তুমি একবার সম্ভাষণ করো।
সহস্র সহস্র রাত কাটিয়েছি আমি
কারারুদ্ধ মানুষের মতো
তোমার একটু মৃদু স্পর্শের আশায়,
একটি মধুর ডাক শুনবো বলে
আজন্ম বিরহী ;
জেগে আছি এই দীর্ঘ হিমরাত
জেগে আছি অধীর আগ্রহে
যদি তুমি একবার স্বপ্নজাগরণে
ধরা দাও ;
কতো যে সহস্র রাত জেগে কাটালাম
একলা দিলাম পাড়ি কতো
অন্ধরাত
আরব্যরজনীর সহস্র রাত্রির গল্প
কবে শেষ হলো—
তবু তুমি একবার দাঁড়ালে না এসে।

তোমার মুখের দিকে চেয়ে

তোমার মুখের দিকে কেন যে তাকিয়ে থাকি আমি
নিজেই বুঝি না, মনে হয় তোমার দুইটি চোখে
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা, বুঝি বা তোমারই মুখে
বেহেশ্‌তের সকল সৌন্দর্যরাশি. স্বর্গের অপ্সরা
আর এই বিশ্বসুন্দরীরা যেন হার মেনে যায়
তোমার মুখের কাছে ; আমি অভিভূত চেয়ে থাকি।

তোমার চোখের দিকে চেয়ে মনে হয় এই বুঝি
দাঁড়ালাম এসে আমি কোনো চিত্রশালার সম্মুখে
দাঁড়ালাম পাহাড়ী ঝর্নার কাছে, বৃক্ষের ছায়ায়,
উজ্জ্বল আলোর নিচে স্নিগ্ধ কোনো মনোরম ভোরে।

তোমার মুখের দিকে এভাবে তাকিয়ে আছি আমি
এককোটি একশো বছর ; আর তাই থেমে গেছে নদী,
চঞ্চল ঝর্নাধারা, তোমার মুখের দিকে চেয়ে
থেমে গেছে অনন্ত কালের গতি, থেমেছে আকাশ ;
পলক পড়েনি চোখে, দূরে ওই মুগ্ধ শালবন
তোমার মুখের দিকে চেয়ে গেলো একটি জীবন।

তুমি

তুমি আমার অরণ্যউদ্যান, স্নিগ্ধ শালবন
তুমি আমার ভরানদী, শ্রাবণ-বরিষণ :

তুমি আমার যুগল চাঁদের মুগ্ধ নীলাকাশ
মরুর বুকে শ্যামল ছায়া, সজল মধুমাস ;

তুমি আমার উদাস বাঁশি, রাখালিয়া গান
তুমি আমার স্বর্ণখনি, ক্ষেতের পাকা ধান।

তুমি আমার শান্ত ভোর, গভীর জলাশয়
তুমি আমার আলুথালু একখানি হৃদয় ;

তুমিই আমার নববর্ষ, বসন্ত-উৎসব
তুমি আমার মৌনতা আর মুখর কলরব।

তুমি কোন দূর নির্বাসনে

আর কি তোমার ঘরে ফেরা হবে না, সুন্দর
তুমি কোন দূর নির্বাসনে?

হবে না নিজের হাতে গড়ে তোলা স্বপ্নের উদ্যান
তোমার শিকল-পরা হাত কি কখনো
আর পাবে না জলের স্পর্শ,
গোলাপ, তোমার ওপর থেকে কোনোদিন
উঠবে না হুলিয়া'?
তুমি হেঁটে যাও দুই হাতে লোহার শিকল
পায়ে বেড়ি, বুকের ওপর দশমনী অচল পাথর
তোমার দুর্দশা দেখে বুক ফেটে যায়।

তুমি তো ফিরছো আজ নির্বাসনে,
কোথায় অজ্ঞাতবাসে
গোলাপ, তোমার দেহে আজ একী
ক্ষতচিহ্ন দেখি,
দেখি আগুনে ঝলসে গেছে তোমার শরীর :
সুন্দর, তোমার কি আর হবে না
নিজের ঘরে ফেরা'?
হবে না নদীর জলে মুখ ধোয়া,
গাছের ছায়ায় শরীর জুড়ানো'?

সুন্দর, তোমার আর কি হবে না
দুইচোখ মেলে তাকানো আকাশে!
আর কি তোমার কাটবে না বন্দিজীবন,
এই হাতে কড়া আর পায়ে বেড়ি নিয়ে
কতোদিন কাটাবে জীবন'?
কোন দূর নির্বাসনে হে সুন্দর,
হে প্রিয় গোলাপ!

চিরসত্য

সে-কথা ভালোই জানি আমাদের হবে না কখনো
আর বাসর রচনা
হবে না গোপন অভিসার,
দুজনে নিবিড় আলিঙ্গন
উন্মুক্ত উদ্যানে কোনোদিন হবে না চুম্বন।

পাস্তেরনাকের মতো দয়িতার শরীর জড়িয়ে
বৃষ্টিতে হবে না হাঁটা,
তোমার আমার মধ্যে দিনরাত্রির মতো
এই যে দূরত্ব, তা-ই সত্য ;
হবে না কখনো আমাদের যৌথজীবন
হবে না নিশীথে কোনো স্বপ্নোদ্যানে
আনন্দভ্রমণ।
হয়তো হবে না খুব মুখোমুখি বসা
অপলক তোমাকে তাকিয়ে দেখা,
হয়তো হবে না গাওয়া দুজনে এক
অন্তহীন নিঃশব্দ সঙ্গীত
তবুও আমরা খুব ভালোবাসি
একথা মিথ্যে নয়,
একথাও ওই দিনরাত্রির মতোই সত্য, চিরসত্য।

মনে পড়ে

মুখটা তোমার খুব মনে পড়ে, আমি তো মানুষ
ভুলতে ঠিকই চাই, কিন্তু কেন ভুলতে পারি না!
কতো নদী মরে গিয়ে হয়েছে চাষের জমি, মাঠ
মানুষ নদীর কথা একদিন মনেও রাখে না,
তবু এই মানুষ হয়েও আমি দেখো তোমাকে যে
ভুলতে পারিনি, ভুলতে পারবো না এও সত্য।

তোমার মুখটা খুব মনে পড়ে যায়, যদিও নদীর
কথা ভুলে যায় অনেক মানুষ, এটাই হয়তো
স্বাভাবিক, মনে রাখা খুবই কষ্টকর তাও জানি,
তবুও তোমার মুখ আজীবন মনে রেখে সুখ।

আমার জীবনে আমি তোমার মুখটি ছাড়া আর
মুখস্থ করিনি কিছু, পড়িনি একটি বর্ণ কিংবা বই,
যখনই তাকাই আমি দূরের আকাশে, লোকালয়ে
তোমার মুখটি ঠিক মনে পড়ে, আমিও মানুষ
মানুষের কাজই এই, মনে রাখে, কাঁদে, কষ্ট পায়।

কী হতে পারে তোমার যোগ্য নাম

তোমার নামটি আমি বদলে দেবো ভাবি
তার জন্য খুঁজি সমগ্র পুরাণ, প্রাচীন কাব্যের
পাতা তন্নতন্ন করে খুঁজে সারা হই, যদি
হৃদয়-ব্যাকুল-করা কোনো নাম পেয়ে যাই।

ফরাসী নামের প্রতি আমার বেশ দুর্বলতা আছে
আরবী নামও আমি তো পছন্দ করি খুব ; সংস্কৃত
কাব্যের একেকটি নামের দ্যুতি করে
আমাকে ব্যাকুল তাও জানি ; রুশ কিংবা হিসপানি
নামও আমি খুবই মর্মে গেঁথে রাখি,
ইংরেজি নামের আমি চিরদিনই খুব অনুরাগী।

সব ভাষাতেই মেয়েদের নাম খুব লাবণ্যমণ্ডিত
নদী ও ফুলের নাম খুবই হার্দ্য মনোমুগ্ধকর
কিন্তু কোথাও আমি তোমার যোগ্য একটি
নাম খুঁজেই পাই না, বাংলা নামই আমার
সর্বাধিক প্রিয়, তবু যে-কোনো ভাষা থেকে
আহরণ করতে চাই তোমার অন্য এক নাম ;

এই নাম হবে কেবলই আমার, অন্য কারো
মুখে এই নাম উচ্চারিত হবে না কখনো,
কথা-শেখা পাখির মতন রাত্রিদিন কেবল
ডাকবো আমি ; এই নাম বেজে যাবে আমার সত্তায়।

শরীর-রহস্য

আর কবে দেখা হবে ফারিহা তোমার সাথে
সাকুরায় সেই অপরাহ্নবেলা? সেদিনের মতো
আমরা দুজন মিলে ঘুরে দেখবো প্রদর্শনী সব,
চিত্রশালা থেকে যাবো গার্ডেনে বেড়াতে
সেদিন যেমন সারাটি সন্ধ্যা কাটলো মেঘনাপাড়ে বসে
তেমনি [illegible] যাবো ফয়েজ লেকের [illegible]

আমরা দেখলাম ঘুরে বনভূমি, টি-গার্ডেন, পাহাড়-অরণ্য
দেখলাম খোলা আকাশ-প্রকৃতি,
কেবল হলো না দেখা তোমাকে-আমাকে
আমাদের ভিতর-বাহির, শরীর-রহস্য
এতো জল পান করেও তাই এই তৃষ্ণা গেলো না।

তৃষ্ণা

যদি জহ্নুমুনির মতো গণ্ডূষে পান করি টাইগ্রিস,
মিসিসিপি, ব্রহ্মপুত্র-যমুনার জল,
শুষে নিই পুরো আটলান্টিক
তবু এই তৃষ্ণা যাবে না ; আমি জানি
কেবল এই তৃষিতকে তুমিই পারো দিতে শান্তিবারি।

নদী বা সমুদ্র খুব বড়ো, আমি চাই একটি গেলাস
চাই তৃষ্ণা মেটাবার মতো ছোটো মাটির কলস
কিংবা তারও চেয়ে কম কেবল তোমারই হাতখানি ;

কেবল তোমারই বুকে পেতে পারি অনন্ত সৌরভ
তোমারই ওষ্ঠে তৃষ্ণার শীতল পানীয়
আমি তাই কেবল তোমারই জলে চিরদিন তৃষ্ণা মেটাই।

যতোদিন বাঁচি গোলাপ ফোটাবো

তোমরা অমৃত নাও, আমি সংসারের সব বিষ নেবো
আমি নেবো কাঁটার আঘাত, গোলাপ তোমরা নাও,
তোমরা নাও সবুজ উদ্যান, শূন্যতা আমার থাক
আমি সংসারের সব অশ্রুজল, বিষকাঁটা নেবো।

আমার চাই না কোনো রম্য মরূদ্যান
আমি খাঁখাঁ মরুভূমিতেই আনবো বর্ষার মেঘ,
আনবো বৃক্ষের ছায়া, স্নিগ্ধ বনভূমি
যতোদিন বাঁচি এই বুকে আমি গোলাপ ফোটাবো।

তোমরা দুহাত ভরে নাও, আমি থাকি শূন্যহাতে
আমি সব দীর্ঘশ্বাস কেবল বহন করি একা,

বুকে সমস্ত পাথর আমি রাখি, রাখি সব দুঃখভার
তোমরা অমৃত নাও, বুক ভরে অনন্ত সুবাস।

তোমরা অমৃত নাও, আমি নেবো সংসারের বিষ,
যতোদিন বাঁচি এই অগ্নিতেও গোলাপ ফোটাবো।

তুমি আলোকিত করো

এই হাতে প্রত্যহ অনেক কালি জমে, বহু অপরাধ
জমা হয় অনেকের কাছে, চাইবো যে ক্ষমাভিক্ষা
তারও হয় না সময়, মানুষ চলে যায় পুবে ও পশ্চিমে
রজনীগন্ধার ঝাড় এই শীতে কেঁপে কেঁপে ওঠে ;
ইচ্ছে করে ফিরে যাই আবার তোমার কাছে সব দুঃখ নিয়ে
তুমি শুধু একবার ভালোবেসে বসাও তোমার কাছে।
তাহলে আমার সব অপরাধ দূর হয়ে যায়, ধুয়ে যায় কালি
আমি তো বিজয়ী হই, বেঁচে রই, তোমারই গৌরবে।

মানুষের হাত বড়ো আলোকিত নয়, সেখানে আঁধার
আছে, কালিঝুলি, অপরাধ আছে ; কেবল তোমার স্পর্শ পেয়ে
মানুষের কালিমাখা হাতে ফোটে স্বর্ণচাঁপা ও গোলাপ
তুমি দাও মানুষের দগ্ধ বুকে চিরদিন অনন্ত শুশ্রূষা,
আমি তাই তোমার কাছেই, দয়াময়ী, আমাকে সঁপেছি
এখানে আঁধার আছে বহু, তুমি তাকে আলোকিত করো।

তোমাকে ভালোবেসে জীবনকে ভালোবেসে ফেলি

তোমাকে ভালোবাসতে বাসতে এখন আমি
অপ্সরা-কিন্নরীদের দেখা পাই,
জলকন্যাদের সাথে দেখা হয় দূরের সমুদ্রে।
বনভূমির মধ্যে হঠাৎ আমাকে যেন ডেকে ওঠে
অপরূপ বনের বালিকা
সরোবরে স্নানরত দেবী না মানবী, ধীরপদে আসে বুঝি
ব্যালেরিনা—
মনে হয় সবকিছু তোমারই অনঙ্গ মূর্তি

আমি তার দরিদ্র পূজারী ;
তোমাকে ভালোবাসতে বাসতে এই আকাশ
আমার কাছে আসে,
আল্পস পর্বতমালা উঠে আসে ঘরে
ভূমধ্যসাগরের তলদেশে বসতি বানাই।
এই তোমাকে ভালোবাসতে বাসতে আমি
পৃথিবীকে সুস্থ করে তুলি
স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো থেকে রুগ্ন মানুষ সব
দ্রুত ঘরে ফিরে যায়,
তোমাকে ভালোবাসতে বাসতে আমি
এই জীবনকে ভালোবেসে ফেলি.
ভালোবেসে ফেলি।

তুমি এখন কেমন আছো

তুমি এখন কেমন আছো? কতোদিন হয়
তোমাকে দেখি না, কতোদিন হয়!
কতোদিন মানে একশো দুইশো নয়. এককোটি বছর
এককোটি বছর হয় তোমাকে দেখি না.
তোমাকে দেখিনা :
মন খুব খারাপ হয়ে যায়. কতোদিন হয়
তোমার মুখের একটি কথাও শুনি না আর.
বুকের মধ্যে পৌষের খড়-পোড়ার আগুন
ধিকিধিকি জ্বলে, কেঁদে ওঠে আত্মা
তোমার দেখা পাই না, এককোটি বছর দেখা পাই না
তোমার কথা মনে পড়ে যায়,
খুব মনে পড়ে যায়।

তুমি এখন কেমন আছো. কোথায় আছো.
মনে হয় তোমার জন্য সারা পৃথিবী
এক্ষুনি চষে বেড়াই—
জাতিসঙ্ঘের সদর দপ্তরের সামনে ধরনা দিই
পার হই দুর্গম গিরিশৃঙ্গ, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা
খরস্রোতা নদী,
তুমি এখন কেমন আছো শুধু এই কথাটা জানার

জন্যে বৃহত্তম নগরীগুলোর পথে পথে
ঘুরে বেড়াই,
এককোটি বার আইএসডি টেলিফোন ঘোরাই

তুমি এখন কেমন আছো? কতোদিন হয়
তোমাকে দেখি না, তোমাকে দেখি না
মন বড়ো খারাপ হয়ে যায়, বুকে তুষের
আগুন জ্বলে
আর কবে কোথায় তোমার দেখা পাবো?

আজ তোমার কথা খুব মনে পড়ে যায়

আজ হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ে গেলো,
খুব মনে পড়ে গেলো, সীতা
বুকের মধ্যে হুহু করে উঠলো এই সারাদুপুর
চোখের পাতা এক করিনি কাল সারারাত
তবে কি তুমিই ছিলে চোখের মধ্যে,
মনের মধ্যে!
আজ হঠাৎ এই সন্ধেবেলা তোমার কথা খুব
মনে পড়ে গেলো
কেঁদে উঠলো অন্তরাত্মা, সাক্ষী আছেন এই শীতরাত্রি
আমি একটিও মিথ্যে কথা বলিনি
তোমার জন্য আজ আমার ভেতর অনন্ত
অশ্রুপাত,
অনন্ত শিশির!
এই সন্ধেবেলা একলা ঘরে হঠাৎ তোমার
কথাই আবার মনে পড়ে যায়
বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে,
সেই পুরনো ব্যথাটা মোচড় দেয়
কিছুই ভালো লাগে না, আজ কোনো বিশেষ তারিখ
নয়,
মাঘীপূর্ণিমার রাত নয়, তবুও আজ এই বিষণ্ন সন্ধ্যায়
তুমি আমার নিভৃত সঙ্গীত হয়ে
আছো,

বেদনাবিধুর শ্রাবণ হয়ে আছো, কবিতা হয়ে
আছো !
আজ তোমার কথা হঠাৎ খুব মনে পড়ে যায়,
মনে পড়ে যায়।

ডাকবাংলো

লালইটের ডাকবাংলো ফুলজোড় নদীতে বুঝি
ডুবিয়েছে পা
এইখানে কে শুয়ে আছে অমন খালি গা!
আমি তাকে চিনতে পারি, নাও পারি, একই কথা
তাতে কারোর মনের ব্যথা
একটুও বাড়বে না, কমবে না,
ডাকবাংলো তেমনি তবু নদীর জলে
ডুবিয়ে রাখে পা।

ওই লালইটের ডাকবাংলো জুড়ে সন্ধ্যা নামে
হুহু করে মন,
দক্ষিণে দাঁড়িয়ে কাঁদে একলা ঝাউবন ;
পাকা রাস্তা চলে গেছে গঞ্জে-শহরে
কে গো তুমি চুল বাঁধোনি, সোয়ামি নাই ঘরে!
তাতে কার কী, ফুলজোড় নদীতে জল
বাড়বে না, কমবে না
লালইটের ডাকবাংলো তেমনি নদীর জলে
ডুবিয়ে রাখে পা।

সংখ্যাতত্ত্ব

ধীরে ধীরে সবই রূপান্তরিত হয়ে যাবে কি সংখ্যায়
সংখ্যাতত্ত্ব বিছিয়ে দেবে সম্মোহনী জাল ; তার পাদমূলে
সবকিছু নিশ্চিত হারিয়ে যাবে, কোকিলের গান
দয়িতার অপরূপ শোভা, মানুষ ও মূর্তি সবই
অবশেষে পর্যবসিত হবে কি সংখ্যায়? তাই ভেবে ভেবে
বিনয় মজুমদারের মুখ কি এমন বিষণ্ণ উজ্জ্বল হয়ে যায়
প্রেম ও কবিতা ভুলে তিনি ডুবে যান সাংখ্য-সাধনায়!

আসলে যে কী সত্য, সংখ্যা নাকি প্রেম, নাকি মনুষ্যহৃদয়
হয়তো মানুষ ক্রমে হৃদয়ের কাছ থেকে দূরে সরে যায়
সেও অবশেষে হয়ে ওঠে সংখ্যা মাত্র, সংখ্যাই বিজ্ঞান,
তারই কাছে ফিরে যেতে হবে মানুষের, তবু তার হৃদয় অমর
তবু তার প্রেম সত্য, গান সত্য, সত্য তার প্রেমের কবিতা।

ইচ্ছে করে

আমার বড়ো ইচ্ছে করে তোমার কাছে যাই,
তোমার ছায়ায় একটু বসি, পুরনো গান গাই।

তোমার জলে তৃষ্ণা মেটাই, জুড়াই দেহমন
তোমাকে দেই আমার এই মাটির সিংহাসন।

আমার বড়োই ইচ্ছে করে তোমার কাছে যেতে
ইচ্ছে করে বুকখানি দেই ঘাসের মতো পেতে।

তোমার কাছে একটু বসি, একটু শুনি গান
একটু দেখি তোমার মুখে গোপন অভিমান।

তোমার কাছে একটু শুনি দুঃখসুখের কথা,
হারিয়ে-যাওয়া দিনের সেই মুগ্ধ ব্যাকুলতা!

আজ বড়োই ইচ্ছে করে তোমার কাছে যেতে
তোমার ঘরের দাওয়ায় বসে দুমুঠো ভাত খেতে।

আজ বড়োই ইচ্ছে করে তোমার কাছে যাই,
পুরনো দিন যাপন করি, পুরনো গান গাই।

বসে আছি হিমঘরে

এতোটা সময় আমি বন্ধ ঘরে একা বসে আছি
মাঝখানে তুমি শুধু দুবার করেছো টেলিফোন
আর সারাক্ষণ চেপে আছে সহস্র শীতের রাত্রি,
হয়নি ফেরানো চোখ টিভির পর্দায় একবারও

ঘরে বসে ভাবি যাবো শীতবস্ত্র নিয়ে দূর হ্রদে
আমার হলো না গান, আমার হলো না পর্যটন।

কেবল কাটলো বেলা নৈঃশব্দ্যের গান শুনে একা
জীবনযাত্রার পূর্ব অভিজ্ঞতা বলো কার থাকে!
এতোটা সময় কাটালাম বন্ধ ঘরে ঘন কুয়াশায়
কিছুই হলো না দেখা, দেয়ালে তাকিয়ে থাকা ছাড়া ;

দেয়ালে ঘড়ির শব্দ, শোনা যায় ভিখিরির গলা
কিছুই ছিলো না জানা, শীতগ্রীষ্ম কীভাবে কাটাবো,
উত্তরে দারুণ খরা, মাটি চায় অঝোর বর্ষণ
বহুক্ষণ বসে আছি হিমঘরে তুমি তো এলে না।

তোমার ভাস্কর্য

কখনো তোমার দিকে চোখ তুলে তাকাইনি আমি
পাছে কেউ ভাবে কী দেখি অমন করে
কিংবা তোমার চোখে চোখ পড়ে যায় ; তুমি যদি
জানতে চাও কী দেখি তোমার দিকে
তার কোনো সদুত্তর আমি দিতে পারবো না জানি ;

তোমাকে দেখার চেয়ে এ মুহূর্তে আর কোনো পুণ্যকাজ নেই,
তবু তোমার দিকেই চোখ মেলে তাকানো হলো না—
যদিও ফেরাতে চোখ বড়ো কষ্ট হয়, আমার
অবাধ্য চোখ আটকে থাকে তোমার দেহের কারুকাজে,
তোমাকে বলতে পারি সুন্দরের অনন্য প্রতীক
তাই তোমারই ভাস্কর্য শুধু আমার হৃদয়ে ;

তোমার সুন্দর মুখ, দীর্ঘ কেশদাম, অপূর্ব
হাসির ছটা দেখে আমি শুধু মনে মনে গড়ে তুলি
স্বপ্নের প্রতিমা ; আমার দুচোখে শুধু ভাসে
তোমার প্রসন্ন মূর্তি ; আমি পদমূলে
তপস্যায় বসি, চোখ বুজে ধ্যান করি
তোমার দিব্যমূর্তি, দেখি দেবী তুমি,
তুমিই মানবী, তুমিই আমার অনন্ত আকাশ।

স্বপ্ন দেখি

আমার জন্যে কেউ কোথাও অপেক্ষা করে নেই
তবু আমি তার জন্যে অপেক্ষা করে আছি সারাজীবন,
আমি তার জন্য অপেক্ষা করে আছি শীতগ্রীষ্ম, বর্ষাশরৎ
অপেক্ষা করে আছি অনন্তকাল—
সে যদি কখনো আসে, ভালোবাসে, আমাকে বাঁচায়।

কখনো সে যদি আসে ভাঙা বুকে স্বপ্ন জাগাতে
খুলে দিতে এই বন্ধ শীতল দুয়ার,
দুহাতে মুছিয়ে দেয় জীবনের জরাব্যাধিজ্বালা
এই দগ্ধ বনে সে যদি ফোটায় এসে ফুল।
তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছি সারাটি জীবন
তারই জন্যে স্বপ্ন দেখি, তারই জন্যে শুধু বেঁচে থাকি।

দূরের পাহাড়ে

দূরের পাহাড়ে আমি এক মুহূর্ত দাঁড়াবো
তারপর চলে যাবো ঝর্নার ধারে,
আমি কতোদিন ঝর্নার শব্দ শুনিনি, জলে দিইনি সাঁতার।
আজ এই দূরের পাহাড়ে, বনে জাগে শিহরন
বহুকাল আগে এই শরীরে রোমাঞ্চ জেগেছিলো।

দূরের পাহাড়ে এই ঝর্নার জলে একটি অপূর্ব দিন,
সূর্যাস্তের আগে বনভূমি সামান্য বিষণ্ন মনে হয়
আমার ভীষণ সাধ জাগে এই অরণ্যবিহারে,
কতোদিন হয় ঝর্নার জলে স্নানার্থিনীরা আসে না
পাহাড় ঘুমিয়ে থাকে, তবু দেখে, তারই স্বপ্ন দেখে
দূরের পাহাড়ে আমি মাত্র এক মুহূর্ত দাঁড়াবো।

তুমিই অনন্ত উৎস

কবিতার জন্য আর যাই না ঝর্নার কাছে
দাঁড়াই না হাত পেতে বৃক্ষের নিকটে—
এখন জেনেছি জীবনের তুমিই অনন্ত উৎস,
তাই সবকিছু ছেড়ে ধ্যানজ্ঞান করেছি তোমাকে।

তোমাকে সঁপেছি এই জীবনের অখণ্ড প্রহর, দিনরাত্রি,
নিদ্রাজাগরণ
এখন তোমারই কাছে দাঁড়িয়েছি
পাবো সব আনন্দসম্ভার.
শব্দের উজ্জ্বল দ্যুতি বিচ্ছুরিত হবে তোমার দুচোখে
অনন্য উপমারাশি তোমার কাছেই আমি পাবো,
পৃথিবীর অজানা ঐশ্বর্য সব তোমার বুকেই রয়েছে লুকানো।
আজ যাই না স্বপ্নের খোঁজে দূর বনে,
উড়ি না আকাশে
জানি সব স্বপ্ন আর আনন্দের অপার উৎস তুমি
সব মণিমুক্তো, রহস্যের তুমিই ভাণ্ডার।
তাই আর ভাসাই না জাহাজ সমুদ্রে,
ছুটি না অসীম শূন্যে
তুমি সব স্বপ্ন আর আনন্দের অনিঃশেষ খনি
কবিতার তুমিই অনন্ত উৎস।
তাই তোমার কাছেই ফিরে আসি,
বারবার হাত পেতে এভাবে দাঁড়াই
আজ তোমার কাছেই খুঁজি জীবনের শেষ অর্থ,
পরম ব্যঞ্জনা
জানি স্বপ্ন আর কবিতার তুমিই অনন্ত উৎস,
এই বাঁচার প্রেরণা।

তার অগ্নি, তার জল

আমার কবিতা জুড়ে ফুটে আছে কেবল তোমার মুখ
তোমার দুইটি চোখ, কোমল দেহের শোভা,
তোমার নক্ষত্ররাজি ফুটে আছে আমার পঙ্‌ক্তিতে
এখন বলতে পারো তুমিময় এই শব্দ, ধ্বনি
কবিতার সুনীল আকাশে তুমি জলভরা মেঘ, অথই পূর্ণিমা
আমার কবিতা জুড়ে তোমার প্রকাশ, উপস্থিতি ;

কবিতার প্রতিটি অক্ষরময় তুমি আছো ছায়ার মতন
তোমারই সুচারু চোখ বাঙ্ময় হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ উপমায়,
আমার কবিতা জুড়ে বসন্তঋতুর মতো তুমি আছো ছেয়ে
বর্ষার সজল মেঘ হয়ে এই কবিতাকে দাও তুমি ছায়া
আমার হৃদয়ে কবিতা যে জাগে, তুমি তার অগ্নি, তার জল

মানবহৃদয়

প্রশ্ন করো না, নিজের হৃদয় খুলে পড়ো
পাঠ করো তোমার দুচোখ, পাঠ করো মনের আকাশ ;
দেখবে সেখানে লেখা আছে অমোচনীয় কালিতে লেখা নাম
সেই অন্তরের শিলালিপি, অম্লান অক্ষর
তার কাছ থেকে নাও জীবনের পরম আশ্চর্য পাঠ
গৌতম বুদ্ধের মতো লাভ করো আত্মজ্ঞান, বোধি।

তুমি কি জানতে চাও সারসত্য, সত্যমিথ্যা সব
প্রশ্নে তার কতোটুকু পাবে, করো ভেতরে সন্ধান,
জ্বালাও ভেতর-বাতি, অন্তরের আলো
লালনের মতো ভেতরে তাকাও, দেখো দ্যুতি ;
সেই মনের আলোতে সারসত্য খুঁজে পাওয়া যাবে
খুঁজে পাবে মনের মানুষ, এর বেশি কিছুই জানি না।

প্রশ্ন করো আগে নিজেকেই, আমারও তো ইচ্ছে হয়
জানি সুফীতত্ত্ব, পাঠ করি রুমির মসনবি,
আবার গালিব বা তকীর গজল আমাকে দেখায় আলো
প্রশ্ন করি রবীন্দ্রনাথের কাছে, রিলকের শরণাপন্ন হই,
খুলে বসি ব্যথিত ইয়েটস, তবু আরো বাকি থেকে যায়
তখন নিজেই আমি পাঠ করি অনন্ত আকাশ।

তোমারই মতন আমিও পাই না খুঁজে অনেক শব্দের অর্থ
অভিধান ব্যর্থ হয়, কতো যে সংশয় ভিড় করে আসে
কে দেবে উত্তর? আমিও তাকিয়ে থাকি হৃদয়ের দিকে
তার কাছ থেকে পাঠ নিই, বসি তারই নিভৃত ছায়ায়,
কানে কানে সে আমাকে বলে হৃদয়ই প্রকৃত সত্য
এই মানুষের উজ্জ্বল হৃদয় এর সত্যই তুলনা কিছু নেই।

পাথর

কবে থেকে এই অনড় পাথর
বুকে নিয়ে আছি পাইনি বিরাম
আজ আমি বড়ো তৃষ্ণাকাতর ;

তবু যদি কেউ ডাক দিয়ে কয়
একটু দাঁড়াও, জল মুখে দাও
তার সাথে করি ভাব-বিনিময়।

কারা ঘর বাঁধে, কারা চলে যায়
হয় নাই জানা, কেটেছে সময়
হাত নেড়ে কে ও জানায় বিদায়!

এইভাবে শুধু পাথর টানতে
শিথিল দুবাহু, থেমে আসে পা
শেষ কিছু তার পারি না জানতে ;

আর কতোদিন টানবো পাথর
ভীষণ তৃষ্ণা, আঁধার দুচোখ
শুষ্ক এ বুক সাহারা বা থর!

কোনোখানে কোনো ছায়া নেই আর
বৃক্ষ উজাড়, বন নিঃশেষ
শুধু মরুভূমি পায় বিস্তার।

বুকে নিয়ে আছি কঠিন পাথর
কেউ ডেকে তবু চায়নি কুশল
চক্ষু বন্ধ, হাত-পা নিথর।

রাখাল

মোষের পিঠে চড়ে বেড়াও সামনে খোলা মাঠ
হাতে তো ওই বাঁশি.
লোকে তোমায় রাখাল বলে
এখন পরবাসী!

ওই দিকে যে গ্রামটি ছিলো এখন উঠে গেছে
বইছে মরা নদী
মাঝিরা সব শ্যালো চালায়
এখন নিরবধি।

কে আর বলো গরু চরায়, রাখাল সে আর কই
ওখানে ট্রাক্টর
রাখাল গেছে ক্ষীর নদীতে
পায়নি অবসর!

এসব এখন রূপকথা যে মোষের বাথান নেই
রাখাল নিরুদ্দেশ,
ফুটপাতে অন্ন খোঁজে, বস্তিতে তার ঘর
রাখাল আছে বেশ!

তোমরা কি ডাকছো আমাকে

আমার কথা কি মনে আছে প্রিয় ভাঁটফুল, মনে আছে
ব্যথিত আকাশ
মনে আছে আহত বকুল,
গহন বর্ষার রাত?
আমার কথা কি তোমাদের কারো মনে আছে
উদাস বিষণ্ণ ঝাউবন,
দোয়েল, ফড়িং?
মনে আছে আমার কথা কি সজল বর্ষার নদী
চৈত্রের উদাসীন মাঠ, কচি লাউডাঁটা,
গহনার নাও, অষ্টমীর মেলা!
আমার কথা কি মনে আছে রাতজাগা চাঁদ
সবুজ শস্যের মাঠ—

ঘাসফুল, দুগ্ধবতী গাভী?
আমার কথা কি মনে আছে পদ্মপুকুর, সোনাবিল,
দিঘির শীতল জল
আলতা-পরা বউ, রাজহাঁস,
শাদা কাশবন!
আমার কথা কি মনে আছে নদীর এঁটেল মাটি,
হাটখোলা, ধুলো-ওড়া পথ
যখন একাকী আমি তোমাদের কথা ভাবি
মনে হয় তোমরা সবাই
হাতছানি দিয়ে ডাকছো আমাকে!

তার পরদিন

তার পরদিন, তার পরদিন
কবি ছিলো একা, কবি ছিলো উদাসীন ;
তার পরদিন মুখে পড়ে এসে আলো,
অজানা আবেগে হৃদয় কি ঝলসালো!

তার পরদিন তার পরদিন আর
হয় না কিছুই, কী যেন কী গুরুভার,
তার পরদিন, তার পরদিন
তোমাকেই নিয়ে কবি উদাসীন।

কেটে যায় দিন, সকাল-বিকাল
সাগরে-নদীতে ঢেউ উত্তাল,
ওইখানে দূরে কাঁপে ঝাউবন
কবি করে একা বিরহ যাপন।

তার পরদিন, তার পরদিন
ব্যথিত কবির মন বাধাহীন,
উড়ে চলে যায় দূরের আকাশে
শিশির জমেছে পাতায় ও ঘাসে।

তার পরদিন, তার পরদিন
তোমাকেই নিয়ে কাটে সারাদিন ;
তার পরদিন আর তারপর
এভাবেই কাটে হাজার বছর।

তোমার জন্য ভাঙছি পাথর

তোমার জন্য এই যে আমি সারাজনম ভাঙছি পাথর
কাটছি পাহাড়, খুঁড়ছি নদী, হচ্ছি এমন দুঃখে কাতর :
এই যে আমি তোমার জন্য সইছি এমন দুঃখদহন
রাত্রিদিন একলা আমি এই যাতনা করছি বহন।
তোমার জন্য প্রিয়তমা, এই যে আমি ডুবছি জলে
এই যে আমার তোমার জন্য জ্বলছে আগুন বুকের তলে

তোমার জন্য খুঁড়ছি মাটি, এই যে আমি ভাঙছি দেয়াল
জলোচ্ছ্বাসে দাঁড়িয়ে তবু তোমার ক্ষেতে বাঁধছি যে আল।

তোমার জন্য এই যে আমি সারাজীবন ভাঙছি পাথর
সে-কথাটি ভেবেও কেউ হয়নি একটু স্নেহকাতর
এই যে আমি তোমার জন্য মরুর বুকে ছোটাই নদী
সব দুঃখ ভুলতে পারি তুমি ফিরে তাকাও যদি ;
তোমার জন্য এই যে আমি ফেলছি এতো চোখের জল,
তবু কারো হয়নি মায়া, ফোটেনি কোনো হৃৎকমল।

যেদিকে দুচোখ যায়

কতোই ভেবেছি যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাবো
কিন্তু কোনোদিকে দুচোখ যায় না, রাস্তায় বেরুলে
রাস্তা শেষ হয়ে যায়, ঘুরতে ঘুরতে ফিরে আসি
আবার তোমারই কাছে ; এ-রকম কতোদিন যে হয়েছে
যেদিকে দুচোখ যায় ভেবে বের হয়ে বুঝেছি তখন
দুচোখ আসলে তোমার পাশেই ঘুরপাক খায়।

উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম করে যেদিকেই হাঁটি
দেখি আবার দাঁড়াই এসে তোমারই দোরগোড়ায়
দেখি চোখ যায় যতোদূর পর্যন্ত তোমাকে দেখা যায়
এই তো তোমাকে ছেড়ে দুইচোখ কোথাও গেলো না।
ভেবেছি মনের দুঃখে চলে যাবো যেদিকে সেদিকে
সামনে পিছনে কিছু ফিরে তাকাবো না ;

কিন্তু আর কোনো দিকে দুচোখ গেলো না
রাস্তায় দাঁড়ালে দুএকটি ঠিকানা কেবল মনে পড়ে,
মনে হয় এই এতো বড়ো শহরের কিছুই চিনি না
ঘুরে ফিরে দুএকটিই নাম মনে পড়ে ; দুচোখ এমনি
অন্ধ কেবল তোমাকে ছাড়া কিছুই দেখে না
দুই পা গেলেই দেখে রাস্তা আর যায় না কোথাও ;

আমার কোথাও হলো না যাওয়া, এই চোখ
তোমার সীমার বেশি কিছুই দেখে না—
এখন বুঝেছি আমার চোখের দৃষ্টি খুব সীমাবদ্ধ

তোমার বাইরে তার দেখার ক্ষমতা নেই,
তাই যেদিকে দুচোখ যায় তার মানে বারবার
তোমার কাছেই আসা, তোমার কাছেই ফিরে আসা।

ওই দূরের প্রাসাদে

আজকাল কোনো কোনো রাতে এক মরমী সাধক
আমার মাথায় রেখে হাত শোনান অভয়বাণী
তার মুখে ফুটে ওঠে দিব্যজ্যোতি ; গেরুয়া বসন
থেকে তার পাই যেন স্বর্গীয় সুঘ্রাণ
আমি তার কাছে নিবেদন করি: আমি এক দীন কবি
আমাকে দেখান তিনি দূরে এক প্রাসাদের চূড়া।
তার পাশে বয়ে যায় দেখি মায়া-সরোবর
আমি সেই পুণ্যাত্মার দিকে চেয়ে থাকি পরম বিস্ময়ে :

কিছুই জানি না আমি কী আছে ওখানে ওই স্ফটিক-প্রাসাদে
ওই সরোবরে খেলা করে কোন অশরীরী মাছ,
কোন মায়াবী হরিণ ওইখানে জল পান করে
জানি না প্রাসাদশীর্ষে ওড়ে কোন মরমী পতাকা।
তবু কেন সেই সিদ্ধপুরুষ আমাকে দেখান ওই চূড়া
আমার মাথায় হাত রেখে কেন ওদিকে তাকান!

আমি কিছুই বুঝি না অপার বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে
একান্ত বিনীতভাবে বলি: কী আছে ওখানে ওই দূরের প্রসাদে'?
তিনি মৃদু হেসে জলদগম্ভীর স্বরে বলেন একটি শব্দ,
বলেন নির্লিপ্ত চোখে ওদিকে তাকিয়ে: স্বপ্ন
তারপর সেই সাধকপুরুষ অন্তর্ধান হন।
আমি ভাবি আমি তো জীবনভর করেছি স্বপ্নের খোঁজ
স্বপ্ন ছাড়া আমার কী আর চাওয়ার আছে
আমি তো স্বপ্নেরই লোক, বাস্তবের কেউ নই।

মল্লিকা, তোমার মুখ মনে পড়ে যায়

আজ কতো কথা মনে পড়ে যায়, এই গোধূলিবেলায়
আমি তো এখন আর সে-রকম নেই

দিনরাত ডুবে আছি পদ্যের সাগরে,
ভালোমন্দ, হলো কি হলো না, এসব কিছুই আর
একদম মনেই আসে না ; আমি লিখে যাই
যেখানে মানুষ আর দেখে না কিছুই, শোনে না
কারোর কথা ; সেই নৈঃশব্দ্যের তীরে, নদীর কিনারে
মধ্যরাত্রে আমি এই তরণী ভাসাই, খেয়া বাই
শোনাই আমার এই অশ্রুজলরাশি,
রাত্রিবেলা ভালোবেসে ভোরের সানাই ;
কাকে ভালোবেসে কবে উল্টো দিকে দৌড় দিয়েছি
ভালোবাসা বেসে আমি মরে যেতে পারি।
কোথায় ডুবলে তুমি ভালোবাসা দূরের পুকুরে
মাঝরাতে এ-রকম হতেই পারে, আমার
এখন মনে পড়ে বৃষ্টি ও নদীর নাম, ভালোবাসা,
পাহাড়ে বেড়ানো, একবার মধ্যরাতে
জাপানী মেয়ের সাথে সমুদ্র ভ্রমণ
কিংবা কোনোরাতে বেজে ওঠে অভিমানী দূর টেলিফোন।
নারী কী জানতে চায় পুরুষের কাছে,
নারীকে বানানো যায় দেবীমূর্তি কিন্তু সে মানবী
তার জলতৃষ্ণা পায় ; আমি তবু
প্রিয় নারীদের দিয়ে যাবো হৃদয় আমার
রেখে যাবো স্বপ্নের সবুজ উদ্যান,
আজ এই অপরাহ্নে, গোধূলিবেলায়
মল্লিকা, তোমার মুখ মনে পড়ে যায়।

আর কী পরীক্ষা নেবে

আর কী পরীক্ষা নেবে তুমি, বাকি আছে আর কী পরীক্ষা
বলো কীভাবে বোঝাবো আমি ভালোবাসি ;
দুইহাতে বহু ভেঙেছি পাথর, নদী সেচে নিঃশেষ করেছি,
একটি সুদীর্ঘ শীতকাল একবস্ত্রে কাটিয়েছি আমি।
এই হাতে পাহাড় কেটেছি, বনবাসে কাটিয়েছি কাল
তোমাকে যে ভালোবাসি আর কী পরীক্ষা দেবো আমি।

কতোবার সাঁতরে হয়েছি পার ভূমধ্যসাগর
শতমনী পাথর নিয়েছি তুলে বুকে,

সয়েছি সহস্র বর্ষ অবিরাম কাঁটার আঘাত
আর কী পরীক্ষা দেবো, তোমার জন্য দেখো এই অশ্রুপাত।
চোখের জলের চেয়ে আর কী পরীক্ষা বলো চাও,
জলে বা আগুনে যেখানে দাঁড়াতে বলো অনায়াসে পারি।

কিছুই থাকবে না

যা গেছে তা নিয়ে বস্তুত বলার দরকার কিছু নেই
আমার অনেক অংশ গেছে, বাকি আছে যেটুকু অঞ্চল.
সেখানে গড়তে হবে নিখুঁত বসতবাটি এবং উদ্যান
প্রতিবার আমজাম, আরো ভালো রবিশস্য হবে।
যা কিছু গিয়েছে তাকে ফেরানো যাবে না
আমারও তো গেছে ডালপাতা, কাণ্ডখানি আছে,
শেকড়বাকড় সব উল্টেপাল্টে গেছে বহু আগে
কাউকে জানানো দরকার নেই আত্মার বিষাদ।

আমার চোখের জল পৃথিবীর মানুষ জানে না
জানানোও অর্থহীন, আড়ম্বর আমার সাজে না,
সবাই সবার মতো আমিও যেমন, তাই হয়
শুধু ভালোবাসা বাঁচিয়ে রাখবে আমাদের।
আর সব নষ্টভ্রষ্ট ছাইভস্ম হয়ে টয়ে যাবে
কবিতা ও প্রেম ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই থাকবে না।

তুমি যে ফিরিয়ে নেবে মুখ

তুমি মুখ ফিরিয়ে নিতেই পারো, আমি যোগ্য নই
আমি তোমার পথের ধারে একগুচ্ছ তৃণ
বিছাতে পারিনি ;
দুফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারিনি আমি
পথের দক্ষিণ প্রান্তে
গড়তে পারিনি সেতু, কোনো ফুল ফোটাতে পারিনি,
তুমি মুখ ফিরিয়ে নিতেই পারো তাতে
কোনো দোষই দেখি না।
আমি তো তোমার জন্য পারিনি যোগাতে
কোনো তৃণের আসন,

হৃদয়ের কোনো গান করিনি রচনা
তুমি মুখ ফিরিয়ে নিতেই পারো, আমি যোগ্য নই।
এতোদিন তুমি যে যাওনি ছেড়ে, দাওনি
ভাসিয়ে
সে তোমার অপার করুণা,
অসীম ঔদার্য ;
আমি সামান্য একটি তৃণও বিছাতে
পারিনি পথে
ঢালতে প'রিনি এতোটুকু জল,
তুমি যে ফিরিয়ে নেবে মুখ সে আমি জানিই।

কতোদিন হয়

কতোদিন পূর্ণিমারাতে বাঁশবনের মাথায়
গোল চাঁদ দেখা হয় না,
জ্যোৎস্নার মাঠে ঘুরে বেড়ানো হয় না
ছিপ ফেলা হয় না নদীর জলে ;
কতোদিন ডুব-সাঁতার হয় না পুকুরঘাটে
মাছ ধরা হয় না বিলে,
আজ আমার কেবলই মনে হয় এসবই হারিয়ে গেলো।

কতোদিন হয় নতুন ধানের গন্ধ শোঁকা হয় না
গন্ধভাদুলী তুলে আনা হয় না বাড়িতে,
সকালবেলায় দুধ দোয়ানোর শব্দ শোনা হয় না
কতোদিন হয় এসব কিছুই হয় না ;

মা-বোন আপনজনদের স্নেহ পাওয়া হয় না
কতোদিন মুখ ধোয়া হয় না নদীর জলে,
দুচোখ ভরে পূর্ণিমারাত আর আকাশ দেখা হয় না।

একদিন সন্ধ্যায়

আবার সন্ধ্যায় একদিন বকুল কুড়াতে যাবো
তোমাকে নিয়ে
দুজনে সারাসন্ধ্যা পার করে দেবো বকুলতলায়

তখন দূরে বেজে উঠবে গির্জার ঘণ্টা,
আমরা আকাশ দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরবো।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ভজন শুনতে যাবো
তোমাকে নিয়ে
মাথার ওপরে জ্বলবে অসংখ্য তারার প্রদীপ,
আমরা পরস্পর দুজনে দুঃখের কথা
বলতে বলতে বাড়ি ফিরবো।

আবার সন্ধ্যায় একদিন তোমাকে নিয়ে
আমি নদীর ধারে যাবো জল দেখতে,
একদিন পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে,
বাঁশবনের ধারে পুকুরঘাটে ;
আমরা যখন চাঁদ দেখে ফিরবো তখন পূর্ণিমার চাঁদ
অনেক দূর উঠে আসবে—
সেই চাঁদের আলোয় আমরা আমাদের
স্বপ্ন ও ভালোবাসাব কথা
বলতে বলতে বাড়ি ফিরবো।

তোমার উদ্দেশে এই গান

তোমার উদ্দেশে এই নিবিড় পঙ্ক্তিমালা
সমর্পণ করি
যেভাবে করেন সুফী দরবেশ তার হৃদয় অর্পণ ;
আর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সে-মুখমণ্ডল
চোখের তারায় ফুটে ওঠে উজ্জ্বল নক্ষত্র,
আমি সেই আত্মগত দরবেশের মতন
তোমারই উদ্দেশে এই দীন
পঙ্ক্তিমালা সমর্পণ করি।
চাই না তোমার কাছে শ্রেষ্ঠ উপহার,
আমার যা কিছু বিত্ত, যা কিছু ফসল
তোমারই দয়ার্দ্র হাতে তুলে দিতে চাই।
দিতে চাই আমার স্বপ্নের আরক্ত কুসুমগুলি
তোমার পুষ্পিত হাতে,
চাই সেই আশিক-মাশুক আর ধ্যানী আউলিয়ার মতন

আমাকে উজাড় করে দিতে ;
তোমারই উদ্দেশে সমর্পণ করি দীনের যা কিছু
বিত্ত, প্রাণের ফসল
আমার হৃদয় তার যোগ্য বিনিময় হতে পারে
কেবল তোমার সঙ্গে
আজ তোমারই উদ্দেশে সমর্পণ করি
আমার এ দীন পঙ্‌ক্তিমালা,
এই নিভৃত নির্জন গানগুলি।
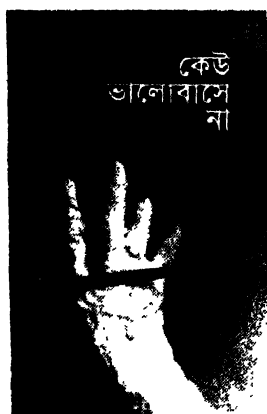
কেউ ভালোবাসে না

কেউ ভালোবাসে না

কেউ ভালোবাসলো না, কেউ কাছে ডাকলো না,
কোথায় থেকে কোথায় এলাম,
কেন এলাম
না এলেই ভালো ছিলো,
এতো দুঃখ সইতে হতো না ;
কেউ ভালোবাসলো না, কাছে ডাকলো না,
তবু কেন এই ভালোবাসার জন্য
নদী পেরুলাম, মাঠ ভাঙলাম,
পাহাড় ডিঙালাম
ছিঁড়ে এলাম পায়ের বেড়ি,
হাতের শিকল
কেউ ভালোবাসলো না, ভালোবাসলো না,
কেউ দেখালো আঁচল,
কেউ দেখালো চিবুক
কেউ মায়ামৃগ,
তারই পিছনে ছুটলাম,
কেবল ছুটলাম
অনেক হয়েছে, এবার বসে
পড়ি,
থপ করে বসে পড়ি,
জবুথবু বসে পড়ি, হাঁটুর মধ্যে মাথা
হাত নেই, পা নেই,
পা থেকে খসে গেছে পা,
রেলগাড়ি থেকে রেলগাড়ি
এখন নিথর ইস্টিশনের মতো শুয়ে থাকি,
শুয়ে থাকি :
কোথায় চলে গেছে স্লেজগাড়ি,
আমি এই বরফের নদীতে ডুবে
থাকি,
আপাদমস্তক ডুবে থাকি,
কেবল ডুবে থাকি।
কেউ ভালোবাসলো না, কেউ ভালোবাসবে না
কেউ দেখালো ঊরু, কেউ দেখালো ভুরু,

এই মিথ্যে ভালোবাসার জন্য
কেন একটি জীবন উজাড় করে দিলাম'?
ঘর থেকে এলাম রাস্তায়,
রাস্তা থেকে বনে,
কোথাও ভালোবাসা পাওয়া যায় না,
না শহরে, না বনে
কেবল স্বর্গের কথা জানি না,
স্বর্গের কথা জানি না
আমি পৃথিবীর কথা বলতে পারি,
কেউ ভালোবাসে না, কেউ ভালোবাসে না

আমাকে কিনতে পারো একটি মুদ্রায়

মাত্র একটি মুদ্রায় আমাকে
কিনতে পারো
স্বর্ণমুদ্রা নয়,
ডলার-পাউন্ড নয়,

বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের কড়কড়ে একটি
নোটও নয়
শুধু সামান্য একটি কটাক্ষ দিয়ে
চিরদিনের জন্য কিনে
নিতে পারো
আমাকে
ভালোবাসা নামক হৃদয়-মুদ্রায়
অনায়াসে কিনে নিতে পারো,
আমাকে কেনার জন্য একটিও
পয়সা লাগবে না।
শুধু একটি কটাক্ষ, একবার
গোপন চাহনি
দুইটি ওষ্ঠের মাত্র একটি চুম্বন,
দুফোঁটা চোখের জল
মাত্র একটি হৃদয়-মুদ্রা ভালোবাসা
পেলে
আমি তোমার কেনা হয়ে যাবো!

ঘর-গেরস্থালি

লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে
ঘর গেরস্থালি,
উল্টে পড়ে আছে কবিতার খাতা
বলপেন চিৎ হয়ে আছে ;
এই ঘর-গেরস্থালি, অভ্যাস,
উদ্যোগ
কিছুই সচল নেই আর
জীবন
জীবন নেই আর,
বিকল যন্ত্রের মতো
পড়ে আছি একা,
পাথরের চেয়েও পড়ে আছি একা ;
জীবনধারণের জন্যে হয়তো
আহার করি
হয়তো আলস্যবশে নিদ্রা যাই,
ধুলো পড়ে গেছে এই শরীরে, শয্যায়
ঘর-গেরস্থালির
পাতায়,
পাতায়।
ছাড়তে পারিনি তবু এই
গেরস্থালি,
এই সংসারজীবন
জানি এই দুঃখের মধ্যেই
সংসারী মানুষ বেঁচে থাকে
সুখ পায়,
তবু বেঁচে থেকে সুখ পায়!
আমিও রয়েছি বেঁচে দুঃখসুখে,
এই দুঃখসুখে।

ছায়ামঞ্চে চলে যাই

অনেক তো হলো, এবার অন্ধকারে ছায়ামঞ্চে চলে যাই,
এই পোড়ামুখ কোথাও লুকাই

কোথাও নদীর জলে ডুবে যাই, ডুব দিয়ে থাকি।
অনেক তো হলো, এবার চলে যাই সুদূরে কোথাও
না-জানা নির্জন দ্বীপে,
লোকালয় ছেড়ে পাখির সমাজে, বনে, উদ্ভিদের দেশে
রঙিন মাছের সঙ্গে তাদের বাড়িতে
অনেক তো হলো থাকা এই পাকা ঘর ও বাড়িতে
খাটে মশারি টানিয়ে শোয়া,
দেখলাম আত্মীয়ের মুখ, হলো জামাইআদর, হলো
বহু পায়েসান্ন খাওয়া
অনেক তো হলো রোদমাখা, বৃষ্টিভেজা
কটু, তিক্ত, মিষ্টি গন্ধ শোঁকা।
অনেক তো হলো বকুল কুড়ানো, মালা গাঁথা,
ফুলদানি সযত্নে সাজানো
অনেক তো হলো হাঁটাহাঁটি, পিছু ছোটা,
লম্বা সাঁতার :
আর কতো, অনেক তো হলো ডাকাডাকি, কড়া নাড়া,
দুয়ারে দুয়ারে ঘোরা
অনেক তো হলো দুচোখ ভেজানো, অনেক তো
হলো এভাবে অপেক্ষা,
অনেক তো হলো রোদ, বৃষ্টি, ঘাম শরীরে শুকানো
অনেক তো মাড়ানো হলো পথ, অনেক তো
কুড়ানো হলো নুড়ি।
অনেক তো হলোই এসব, আড্ডা হলো, পানাহার হলো
দেখা হলো মেঘ, নারী, অথই সমুদ্র
অনেক তো হলো ঘোরাঘুরি, দৌড়ঝাঁপ,
হাঁকডাক করা ;
এবার তাহলে ছায়ামঞ্চে চলে যাই, আলো-আঁধারীর মধ্যে
চলে যাই,
পায়ে হেঁটে চলে যাই নিস্প্রদীপ শহরে কোথাও
হয়তো মাছের দেশে, পাখির পাড়ায়,
প্রকৃত লবণহ্রদে,
গাড়ি-ট্রেনহীন ফাঁকা রাস্তা দিয়ে, ইস্টিমারহীন জলপথে
নক্ষত্রের বিমানবন্দরে
অনেক তো হলো, এবার তাহলে চলে যাই ছায়ামঞ্চে,
দূরে, অন্ধকারে।

আমি একটু ভালোবাসা চাই

আমিও একটুখানি ভালোবাসা চাই,
একটি স্নেহের চুম্বন চাই যখন অতিথি
হয়ে আসি ;
আত্মীয়ের ঘরে একটুখানি সমাদর-আপ্যায়ন চাই,
এর বেশি মানুষের আর কী চাওয়ার
আছে
এইটুকু ভালোবাসা ছাড়া,
স্নেহস্পর্শ ছাড়া!
আমিও একটুখানি ভালোবাসা চাই,
তৃষ্ণার একটু সামান্য জল চাই,
যত্ন করে দুটি শাক-অন্ন চাই—
জল চাই একটি কাঁসার গ্লাসে ;
জামবাটি ভরা দুধ, আমি এতো কখনো চাইবো না
আমি শুধু স্নেহের আহ্বানে কাঠের
পিঁড়িতে বসতে চাই,
একটুখানি ভালোবাসা চাই আমি
কাঙালের মতো ;
সন্তানের কাছে চাই বুক-জুড়ানো
সম্বোধনটুকু,
তোমার নিকটে চাই নদীর ধারার মতো
এই মাতৃস্নেহ,
কাঁসার থালায় দুটো ভাত।
দেখো না কাঙাল আমি ভালোবাসা চাই,
বুক উজাড় করে সন্তানের কাছে চাই
একটু মধুর ভালোবাসা—
সংসারের কাছে চাই আমি
শুধু এই দুকূল-ছাপানো
স্নেহধারা।

এখানে যে-পাখি গান গাইতো

এখানে যে-পাখি গান গাইতো সে এখন বন্দী
কেউ তার গান শুনতে পায় না :

এখানে যে-ফুল ফুটতো তার চোখে এখন টিয়ারগ্যাস
কেউ তার হাসি দেখতে পায় না ;

এখানে যে-তরুণ বিদ্যাভ্যাস করতো সে এখন পুলিশের হাতে আহত
কেউ তার কণ্ঠ শুনতে পায় না ;

এখানে যে-নদী বয়ে যেতো তার বুকে এখন রক্তস্রোত
কেউ তার ছায়া পায় না ;

এখানে যে-সবুজ মাঠ হাতছানি দিতো সে এখন মরুভূমি
কেউ তার স্পর্শ পায় না ;

এখানে যে-প্রেমিক ফুল দিতো হাতে হাতে সে এখন পলাতক
কেউ তার সান্নিধ্য পায় না ;

এখানে যে-কবি ভালোবাসার কবিতা লিখতো সে এখন ফেরারী
কেউ তার কবিতা শুনতে পায় না ;

এখান থেকে সুন্দর এখন পলাতক
প্রেম এখন নির্বাসিত,

এখানে এখন ফুল ফোটে না, পাখি গান
গায় না, গান গায় না।

বাংলাদেশ, তোমার বিষাদগাথা

আর কতোবার ভাসবে তুমি রক্তগঙ্গায়
বলো কতোবার ভাসাবে দুচোখ,
বাংলাদেশ, আর কতোবার তুমি রক্তে ভেসে যাবে!
তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি আজ
লিখি এই বিষাদকাহিনী,
আমি আজ অসংখ্য মায়ের বুক খালি করা
আর্তনাদ শুনি ;

দুপুরে এখন নেমে আসে ঘোর কালোরাত
বাংলাদেশ এখন তোমার বুক বিদ্ধ করে .

ঘাতক বুলেট,
তোমাকে আহত করে খুনী রাইফেল
হঠাৎ জ্বালিয়ে দেয় তোমার বস্তির ঘর,
ছিন্নভিন্ন করে মধ্যাহ্নে তোমার ছাত্রাবাস
তবু তোমার মুখের দিকে চেয়ে বিদ্রোহী মার্চের কথা
মনে পড়ে যায়।

বাংলাদেশ, আর কতোকাল ছুঁড়বে তোমার চোখে
এভাবে টিয়ার গ্যাস,
কতোকাল কাঁটাতার ঘিরবে তোমাকে
আর কতোকাল চন্দ্রমল্লিকার বন তছনছ হবে,
জারি হবে গোলাপের বিরুদ্ধে হুলিয়া!
বাংলাদেশ, তোমার মুখের দিকে যখন তাকাই
দেখি শোকাচ্ছন্ন চট্টগাম, ব্যথিত রংপুর
সিরাজগঞ্জের গ্রামে ফুলজোড় তীরে
পুত্রহারা জননীর কান্নার রোল ;

বাংলাদেশ, তোমার বিষাদগাথা আমি লিখে রেখে
যাই নক্ষত্রবীথির কাছে,
নীলিমার কাছে, নির্জন নদীর কাছে,
স্বর্ণচাঁপা, শাপলা, দোয়েল, ভবিষ্যৎ মানুষের কাছে।
পুত্রহারা শোকার্ত জননী, মেহেদীর রঙমাখা নববধূ,
অসহায় বৃদ্ধ পিতা, কিশোর ভাইয়ের শোকে
কাতর ব্যথিত বোন
তোমাদের প্রিয় পুত্র, ভাই ও স্বামীর জন্য
আমি লিখতে পারিনি আমার চোখের দুফোঁটা
পবিত্র অশ্রু ছাড়া
আর কোনো যোগ্য এপিটাফ!

কবির লানত

আমার কবিতাগুলি বাকরুদ্ধ আজ
যখন শিশুর বুকে বিঁধেছে বুলেট-
তরতাজা সতেজ কিশোর যখন হয়েছে লাশ

যখন মায়ের কোলে ফেরেনি সন্তান ;
আমাকে পাঠানো তোমার গোলাপগুলি
রক্তে ভিজে গেছে,
যখন সংবিধান রক্ষার নামে মানুষের বুকে
চলেছে বেদম গুলি—
যখন টিয়ার গ্যাস প্রাণোচ্ছল তরুণীর চোখে
ঝরিয়েছে জল,
যখন হয়েছে বন্দী এখানে বিবেক।

তোমার জন্য আমার এই হৃদয়-নিঙড়ানো
পঙ্‌ক্তিগুলি ব্যর্থ হয়ে গেছে,
যখন সকল গ্রামে উঠেছে কান্নার রোল—
যখন হয়েছে খালি এখানে মায়ের বুক
পিতৃহীন হয়েছে শিশুরা, নববধূ মুছেছে মেহেদী।

আমার কবিতাগুলি ফেলেছে চোখের জল
তোমার উদ্দেশে লেখা আমার লিরিকগুচ্ছ
লজ্জায় হয়েছে ম্লান,
যখন সবুজ ঘাস রক্তে ভিজেছে—
যখন দীর্ঘশ্বাস ছেড়েছে বৃদ্ধ পিতা, শোকার্ত জননী
ভাসিয়েছে বুক ;

উথালপাতাল প্রেমের কবিতাগুলি বড়োই বিষণ্ন মুখে
উড়িয়েছে শোকের পতাকা,
তোমার গোলাপগুলি হয়ে গেছে বিবর্ণ হলুদ
যখন পড়েছে ঢলে রাজপথে আহত কিশোর,
যখন নদীর জলে মিশেছে রক্তের ধারা
সবুজ উদ্যান বিষময় করেছে বারুদ—
যখন ঘাতক বুলেট নিয়েছে কেড়ে মানুষের প্রাণ।

আমার হৃদয়-নিঙড়ানো কবিতারাশি আজ
লজ্জায় ঢেকেছে মুখ
লজ্জায় ঢেকেছে মুখ তোমার গোলাপ ;
হে ঘাতক, দাম্ভিক শাসন, তোমার উদ্দেশে এই
কবির লানত।

বাংলাদেশ রক্তে ভাসে

বাংলাদেশ রক্তে ভাসে, কোলে তার
সন্তানের লাশ—
দুচোখে টিয়ার গ্যাস পায়ে
তার দীর্ঘ কালো বেড়ি,
এখানে ক্রন্দন ছাড়া আজ আর কোনো গান
নেই ;
বাংলাদেশ আজ এক অন্তহীন মৃতের নগরী।
যেদিকে দুচোখ মেলে চাই দেখি
কাঁটাতার, বুলেট-বারুদ
এই সেই বাংলাদেশ বুকে যার চিতার আগুন
গোর-খোদকেরা আজ অতিশয় উল্লাসে
মেতেছে :
এখানে এখন নদীতে রক্তের স্রোত, বাতাসে
বারুদ
ভীষণ আঁধারে ঢাকা সমস্ত আকাশ।
বাংলাদেশ রক্তে ভাসে, বাংলাদেশ রক্তে
ভেসে যায়...
রক্তে আজ ভিজে যায় সংবিধানের পাতা,
স্বদেশের মাটি—
গণতন্ত্র কারারুদ্ধ, অপবিত্র সংসদভবন
আমারই ইথাকা জুড়ে আজ শুধু মিথ্যার উৎসব।
বাংলাদেশ রক্তে ভাসে, কোলে প্রিয়
সন্তানের লাশ...
বাংলাদেশ রক্তে ভাসে, বাংলাদেশ রক্তে
ভেসে যায়।

আমি আর কোথায় পালাবো

আমি আর কতো পালাবো, আমি আর
কোথায় পালাবো—
সেই জন্মের পর থেকে শুরু হয়েছে পালানো :
আমার মা আমাকে বুকের মধ্যে আগলে রেখেছে
রাতদিন

যুদ্ধের খবর, দাঙ্গার খবর, দেশত্যাগ...
পালাতে পালাতে সেই ছায়াঘেরা শান্ত গ্রাম থেকে
এই এককোটি মানুষের শহরে,
তবু আজ এই বয়সেও আমার দৌড়ানো
শেষ হলো না।

কেন আমি পালাবো, এই আকাশ কি আমার নয়,

আমি কি এই আকাশ ও নদীর কাছে
এতোটা জীবন গচ্ছিত রাখিনি?

তবু কেন কোথাও আমার জায়গা নেই,
আমি কথা বললেই ওরা আমার কণ্ঠ রোধ
করতে চায়—
আমাকে গাল দেয় একটি খারাপ শব্দে?
আমার চেয়ে কে আর এই আকাশকে বেশি
ভালোবাসে,
কে এই ফুল ও পাখিদের অধিক আপন ভাবে,
তবু আমাকে পালাতে হবে কেন,
পালাতে হবে কেন?

এই বয়সে আমি কোথায় যাবো...
তাহলে কি ভ্রূণ হয়ে আবার মাতৃগর্ভে ফিরে
যাবো আমি?

পথিকেরে

একমাত্র তুমিই দেখাতে পারো পথ পথিকেরে
তুমিই দেখাতে পারো আলো, শুধু তোমার দিকেই
উন্মুখ তাকিয়ে আছি দিগ্‌ভ্রান্ত বিষণ্ন পথিক ;
এই গভীর অরণ্যে তুমি নব কপালকুণ্ডলা
একবার সস্নেহে শুধাও যদি 'পথিক তুমি কি'...
ব্যাকুল পথিক আমি ফিরে পাই নতুন জীবন।

সংবিৎ হয়েছে প্রায় লোপ, চোখে ধু-ধু মরুভূমি
কোথায় বাড়াবো হাত, চারদিকে অনন্ত শূন্যতা,

আমার কিছুই নেই, যোগসূত্র ছিন্ন আজ সব
এই সুদূর বিচ্ছিন্ন দ্বীপে তুমি একমাত্র সাঁকো।

ধসে-পড়া একটি জীবন চায় তোমার আশ্রয়
তোমার সাহায্য প্রার্থনা করে বিধ্বস্ত মানুষ :
দেখো আমি উন্মুখ তাকিয়ে আছি তোমার দিকেই
পথিকেরে একবার একটু দেখাও তুমি পথ।

কবির উত্তর

কবিকে শুধায় এই ব্যথিত গোলাপ
কেন রক্ত ফুলের পাপড়িতে,
স্বচ্ছতোয়া নদী বলে,
তার বুকে কেন রক্তস্রোত'?

উদার আকাশ প্রশ্ন করে
কেন বাতাস বিষাক্ত এতো,
দোয়েল-শালিক বলে,
কেন ওই বিকট আওয়াজ!
উদ্ভিদ জানতে চায়
কেন রক্তে ভিজে যায় মাটি,
মৃত্তিকা কবিকে বলে
এখানে খুঁড়বে কতো গহীন কবর'?

কবির বলার নেই কিছু,
ম্লান মুখে শুধু চেয়ে থাকে,
একবার কেবল দেখায় তার বুক
যার নাম অনন্ত এলিজি!

গরিবের ঘর

তুমি মন খারাপ করে আছো খুব, বাগানে যাওনি
বেড়াওনি লনে, দেখোনি ফুলের নৃত্য ;
ঘরে আগোছালো পড়ে আছে সব, পড়েনি তোমার হাত

সারাদিন চুপচাপ বসে আছো একা
কখনো বা শুনছো তন্ময় হয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত।

আমারও অস্থির খুব মন, কোথায় গুঁজবো মাথা
পরিশেষে হয়তো দাঁড়াতে হবে পথে—
যেদিকে তাকাই মনে হয় জমেছে জঞ্জাল
গরিবের ঘরে এই প্রিয় গ্রন্থরাজি শুধু অকারণ বোঝা ;
এসব কিছুই প্রাসঙ্গিক নয় আর শুধু তুমি ছাড়া,
তবু কেন যে বোকার হদ্দ জঞ্জালেই ভরেছি জীবন।

উপাসনা

কেবল তোমারই ধ্যানে মগ্ন থাকা ছাড়া উপাসনা নেই
যোগাসনে বসে আছি তোমার মুখের ধ্যানে ;
কেবল তোমারই নাম জপমন্ত্র করেছি আমার—
তোমার নিবিড় ধ্যান ছাড়া আমার উদ্ধার কিছু নেই,
বুঝেছি তোমারই জন্য তপোবন আমার হৃদয় :

তোমার নিবিড় ধ্যান ছাড়া আমার তপস্যা কিছু নেই
তুমি ছাড়া নেই কোনো মহার্ঘ সম্পদ,
আমার যা কিছু বিত্ত যা কিছু বৈভব সব তুমি
মরেও মরি না আমি তুমি আছো তাই,
তুমিই মৃতের চিরসঞ্জীবনীধারা—
জানি না তপস্যা কোনো কেবল তোমারই ধ্যান শুদ্ধ উপাসনা

এক অক্ষম পিতার উক্তি

তোদের মুখের দিকে তাকালে আমার কষ্ট হয়
এভাবে আর কতো ভেসে বেড়াবি তোরা,
পরীক্ষা নষ্ট হচ্ছে, টিউটোরিয়াল কামাই যাচ্ছে,
আমার কিছুই করার নেই—
আমি বুঝি আমি খুব অক্ষম মানুষ।

এই এতো বড়ো শহরে কোথায় থাকতে দিই তোদের
আমার এই বুক ছাড়া তোদের জন্য
একখণ্ড সবুজ জমি নেই কোথাও—

তোরা কেবল ভাসছিস, তোরা কেবল ভাসছিস,
তোরা কি জানিস তোরা দুজন এই অক্ষম পিতার
দুচোখের মণি!

আমি কি চাই না, তোদের এই শহরের
সবচেয়ে সুন্দর বাড়িটিতে রাখি,
সেজন্যই বুকের মধ্যে স্বপ্ন দিয়ে বানিয়ে রেখেছি
তোদের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাড়ি ;

এই অক্ষম পিতার কী আর করার আছে
তোদের জন্য স্বপ্নভরা বুকখানি বাড়িয়ে দেয়া ছাড়া।

তোরা তো জানিস, সন্তানের জন্য বাঙালী কবির
চিরদিন দুধভাতের প্রার্থনা :

আমার পাখাও নেই যে তোদের দুজনকে
দুপাখায় নিয়ে আমি বিশ্বচরাচর উড়ে বেড়াবো....
উড়তে উড়তে উড়তে উড়তে এই পৃথিবীর সীমা
ছাড়িয়ে
আরেক নতুন স্বপ্নের পৃথিবীতে চলে যাবো আমরা।

আমি মানুষ আমি এই মাটির পৃথিবীকে ভালোবাসি
আকাশ আমার গৃহ নয়, অনন্ত মহাকাশ
আমার আবাসভূমি নয়—
আমি এই পৃথিবীর এককোণে তোদের জন্য
একটু নিরাপদ আশ্রয় চাই।

স্বপ্নের কাছে

এখন আমার ফেরা দরকার। রাত কতো
ঘড়ির কাঁটা উল্টে রেখেছে দেবদূত
দুই হাত খালি: তুমি দুফোঁটা অশ্রু ফেলতে পারো।
অবিবাহিত যে-মেয়েটি গোলাপ এনেছিলো
সে এখন ফুটেছে উদ্যানে—

এখন তার জন্য নদী কাঁদে, শালবন কাঁদে.
আরও কেউ কেউ ফেলে দীর্ঘশ্বাস...

এসব এমন বলার কথা নয়। তবু বলি
তবু জ্যোৎস্না, মেঘ, দিগন্তরেখাকে বলি,
আমার এখন ফেরা দরকার। কিন্তু কেন'?
কিন্তু কোথায়'? কিন্তু কোথায়'?
সেই মেয়েটির কাছে —যাকে আমি কখনো দেখিনি
শুনেছি সে নাকি আমাকে খুব ভালোবাসে...

তাকে মাত্র একবার স্বপ্নে দেখেছি।

এইভাবে

এইভাবে যদি কিছু জ্ঞানবুদ্ধি হয়.
হয় সামান্য ঔচিত্যবোধ, কাণ্ডজ্ঞান
ঠেকে যদি শেখা হয় কিছু. হয়
জানা কতো ধানে হয় কতো চাল ;

এইভাবে যদি হয় বোধবুদ্ধি পাকা
দিতে জানি যার য্যা উচিত প্রাপ্য, নিতে
পারি নিজের পাতের দিকে ঝোল,
নিজেকে করতে পারি সকলের মতো।

এতোদিনে জ্ঞানবুদ্ধি হয়নি কিছুই
এইভাবে যদি হয় আখের গোছানো,
এর চেয়ে বেশিকিছু নীতিকথা নেই
এখন বুঝেছি নেই মহত্ত্ব কোথাও ;

এইভাবে যদি কিছু হয় তাই ভালো
যেভাবে বরাত খোলে, আত্মোন্নতি হয়।

সংসারধর্ম

এসব কথাও কাউকে না কাউকে বলাই ভালো
ছাতিম গাছের মিথ্যে গল্প নয়, সত্যি সত্যি

এই যুদ্ধ, আত্মীয়, সংসারধর্ম
কতো লক্ষ নদীর জল শুকালো দুচোখে
ঝাউবন দেখেও দেখলো না ;

মানুষকে তাই বিরহপর্বের কথা বলি...

নারী নিয়ে পুরুষের কিছু উত্তেজনা আছে
এই লজ্জার কথা সে কাউকে বলে না,
বুকের মধ্যে কেবল পাতা ঝরায়, পাতা ঝরায় ;

মাথা খারাপ, এসব কি কেউ কখনো বলে,
নারীপুরুষ রাত্রি জাগে, আকাশ অস্ত যায়
একটু দূরেই বরফ পড়ে, শীত নামে সন্ধ্যায়... ।

কবির সত্তায়

আমার বুকের মধ্যে দেখি প্রত্যহ ধ্বনিত হয়
ইলিয়াড-অডিসি ও গ্যেটের ফাউস্ট, রামায়ণ,
ব্যাসের পুরাণগাথা, দান্তে আর শেক্সপীয়রের
রচনাসমগ্র, গ্রীক ও হিসপানি কাব্য, রুমি, তকী,
গালিব-খৈয়াম, রুশ ও ফরাসী পঙ্‌ক্তিমালা
মাইকেল কেমন ছড়ান আলো আমার সত্তায় :

সাতাশ খণ্ডের রবীন্দ্ররচনা, জীবনানন্দ-
সমগ্র কী ত্রিশোত্তর সমস্ত কবিতা, এমনকি
তরুণ কবির না-লেখা কবিতারাশি দেখি এই
মনের আকাশে রাত্রিদিন কেমন ঝলসে ওঠে।
কেমন আওড়াই আমি পাহাড়ের গোপন মৌনতা
উচ্ছল ঝর্নার শব্দ, কলধ্বনি, পাখির কূজন ;

প্রত্যহ আমার মনে তাই তো রচিত হয় দেখি
সূর্যাস্তের দৃশ্যাবলী, আকাশের নীরব মূর্ছনা,
আমার বুকের মধ্যে ফুটে ওঠে সমস্ত নক্ষত্র
শোভা পায় চাঁদ, বয়ে যায় খরস্রোতা নদী।

লেখা হয় পৃথিবীর সর্বশেষ কাব্যের চরণ
আমার মনেই এভাবে রচিত হয় পদ্যরাশি ;

আকাশের সমস্ত তারার চেয়ে বেশি, পৃথিবীর
যাবতীয় ফুলের চেয়ে বেশি এইসব গান,
প্রতিটি মুহূর্তে এই আমার অন্তরে বাজে সুর
হয় নৃত্যের মহড়া, ফোটে অক্ষরের দ্যুতি,
বাজে রবীন্দ্রনাথের গান, অতুল-রজনীকান্ত
এই বুক জানি পৃথিবীর সব কবির হৃদয় ;

আমার ভেতরে এই যে কাব্যের জন্ম, মেঘরৌদ্র
এই যে জ্যোৎস্নাধারা, স্বপ্নময় নদীর উত্থান,
মুহূর্তে আমার মন ভরে যায় তারায় তারায়
আমার হৃদয় হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের বুক,
বাংলার সজল মেঘ, গহন বর্ষার রাত
এই মনেই রচিত হয় মুগ্ধ বৈষ্ণব কবিতা ;

এই আমার মনেই নিঃশব্দে রচিত হয় গান
নিঃশব্দেই ফুটে ওঠে ফুল, এখানে আকাশ দেয়
নিরন্তর আলো, স্বপ্ন রাশি রাশি এখানে ছড়ায়
দেবদূত ; পৃথিববী অলিখিত কবিতাসমগ্র
গোপনে লুকিয়ে থাকে এই বুকে, অগ্রন্থিত এই
পঙ্ক্তিমালা পাঠ করে আরক্তিম প্রেমিক-প্রেমিকা।

প্রিয় নারী

কে আমার প্রিয় নারী? হৃদয়েশ্বরী কে আমার?
কাকে ধ্যান করি আত্মমগ্ন ধ্যানীর মতন আমি,
কার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা হয়
আমার হৃদয়? কার জন্য এতো স্বপ্ন দুই চোখে?
কার জন্য পাণ্ডুলিপি ভরে ওঠে কানায় কানায়
কে আমার সেই প্রিয় মুখ, সেই প্রিয়তমা নারী?

কে আমার সেই সুখস্বপ্ন, মনে হলে যার মুখ
এখনো আবেগে প্রসারিত হয় বুক, উদ্ভাসিত

হয়ে ওঠে হৃদয় আনন্দে, কেমন উজ্জ্বল হয়
এই চোখ, তপ্ত বুকে নেমে আসে গহন বরষা।

আমি কি পেয়েছি তার দেখা, চাক্ষুষ দেখেছি তাকে,
শুনেছি কি তার প্রিয়বাক্য? কিছুই পড়ে না মনে
কে আমার প্রিয় নারী? সে কি শকুন্তলা, দেবযানী?
কোনো দেবী না মানবী? মনে মনে গড়ি সে প্রতিমা।

আমি চাই

আমি সমস্ত পাহাড় ও প্রস্তরখণ্ডের বদলে
আহরণ করি একফোঁটা অশ্রুজল। তার জন্য
আমার কোনো দুঃখ নেই ; পৃথিবীর সব
স্বর্ণখনির চেয়ে একফোঁটা অশ্রু বেশি মূল্যবান।
আমি কোলাহলের পরিবর্তে তাই আহরণ করি
স্তব্ধতা, শস্যের বদলে মাটি। আকাশ যদি
শূন্যতা হয় আমি জেনেশুনে তার দিকেই
হাত বাড়াই। আমি শান্ত নদী আর শস্যক্ষেত
পেছনে ফেলে শূন্য মাঠের দিকে যাই। আমি
প্রেমের বদলে বিরহগাথাই অনুবাদ করি।

আমি অনেক নদীর মরে যাওয়া ঠেকাতে
পারিনি, কিন্তু বাঁচিয়ে রেখেছি চোখের জল,
আমি আকাশ দূষণমুক্ত রাখতে পারিনি
সত্য, কিন্তু আমি দূষণ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি
হৃদয়। আমি তাই সুইস ব্যাঙ্কের সব সঞ্চয়ের
বদলে অম্লান রাখতে চাই একটু বৃক্ষছায়া।

আমি উৎসবরাত্রির সমস্ত আলোকসজ্জার বদলে
আহরণ করতে চাই একটি জ্যোৎস্নারাত্রি; রাশি রাশি
স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে আমি গচ্ছিত রাখতে চাই
চারটি অক্ষরের একটি শব্দ ভালোবাসা ;
তাই সুউচ্চ পর্বতমালা আর অথই সমুদ্রের বদলে
আমি আহরণ করি ভরা চোখের একফোঁটা অশ্রু

কার জন্য

আমি কঠিন দেয়ালে মাথা ঠুকে মরি কার জন্য?
কার জন্য নিজ হাতে তুলে নিই সেঁকো বিষ,
সারাটা জীবন আমি কার জন্য করি অশ্রুপাত
কার জন্য দগ্ধ হই, কার জন্য ফেলি দীর্ঘশ্বাস?
কার জন্য এই পায়ে বেড়ি, হাতে লোহার শিকল
আমি সর্বস্ব বিলেয়ে দিই কার জন্য? কার জন্য?

কার জন্য এই দীর্ঘ কারাবাস, স্বেচ্ছানির্বাসন
কার জন্য কাঁটার আঘাত সই, রক্ত তুলি মুখে
বুক পেতে দিই আমি কার জন্য, ঘুরি পথে পথে,
পার হই একলক্ষ বার হিম ইংলিশ চ্যানেল?

কার জন্য তুষারের নদী আমি অতিক্রম করি
পাহাড় ডিঙাই, হেঁটে পাড়ি দিই তপ্ত মরুভূমি?
কার জন্য ছিন্নভিন্ন করি আমি সমস্ত জীবন—
এই উত্তাল সমুদ্রে নামি কার জন্য? কার জন্য?

নাম

কার নাম লিখবো এখানে?
অটোগ্রাফ?
সমস্ত নামের আগে গ্রীবা তোলে
আশ্চর্য জিরাফ!

কবির স্বাক্ষর

স্বাক্ষর করতে গিয়ে নাম ভুলে যাই, ভুলে যাই
নামের বানান, হয়তো নিজের নাম ভুলে গিয়ে
লিখি কোনো উদ্ভিদের নাম, লিখি পাখি কিংবা দিই
নদীর স্বাক্ষর, হয়তোবা অবিকল কপি করি
আকাশের নিজ হস্তাক্ষর, নিজের নামের স্থলে
লিখে ফেলি বুঝি কোনো এক নির্জন দ্বীপের নাম,
হয়তো নামের স্থানে আঁকি একটি করুণ চোখ
এপ্রিলের খণ্ড চাঁদ, শালবন, শ্রাবণের মেঘ!

স্বাক্ষর কর়ার আগে প্রতিটি অক্ষর জুড়ে
তুমি উপস্থিত ; আমি স্বাক্ষর করতে গিয়ে তাই
নামের বদলে আঁকি তোমার যুগল ভুরু, আঁকি
চিবুকের সূক্ষ্ম তিল ; ওই দুটি লাস্যময় ঠোঁট,
লিখি নামের ভেতরে নাম, এক শুদ্ধ আদি নাম,
স্বাক্ষর করতে গিয়ে দেখি তুমি এই অক্ষরের প্রাণ।

কবির ঘর

গরিব কবির ঘরে নেই মেহগনি,
নেই ঝাড়বাতি, পর্দার শোভা
ফুল সাজানোর মতো দামী ফুলদানি
নেই, নেই নরম গালিচা ;
ইতস্তত পড়ে আছে ছন্নছাড়া কাগজের
স্তূপ, বই, কাঁথা, বিছানা-বালিশ
এই ঘরে শুধু খানখান ভাঙার শব্দ
গুমট বাতাস আর ঝাঁঝালো দুপুর
কবির বিষণ্ন ঘরে নেই টুং টাং
পিয়ানোর সুর, পূর্ণিমা রাতের স্নিগ্ধতা।
এখানে কেবল চৈত্রের খরতাপ, মরুর
নিঃশ্বাস আর গ্রীষ্মের রুক্ষতা,
এখানে মদির বাতাস নেই, বনের মুগ্ধতা নেই,
নববরষার সজল বর্ষণধারা নেই ;
খাঁখাঁ এই যে কবির ঘর, তবু চায়
একখানি স্নেহময় কোমল হাতের স্পর্শ,
চায় একবিন্দু জলকণা, একটু শিশির
চায় একটু শ্যামল মেঘ, বেলী ও বকুল।

অপেক্ষা

তোমার একটু দেখা পাবো বলে
এককোটি বছর দাঁড়িয়ে আছি
এই চৌরাস্তায়

শুধু একবার দেখবো তোমাকে
শুধু তার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা
এই ঢেউ গোনা ;

কতো অশ্রুজল শুকালো দুচোখে
কতো শীতগ্রীষ্ম পার হয়ে গেলো
অপেক্ষা ঘুচলো না,

এক ঝলক দেখার জন্য হদ্দ গেঁয়োর মতো
দাঁড়িয়ে আছি রাস্তার ওপর
চক্ষুলজ্জা নেই ;

তোমার একটু দেখা পাবো বলে
জীবনের সবকিছু ফেলে
এখানে এলাম

দাঁড়ালাম মাঝপথে পাগলের মতো
পথে পথে ছড়ালাম ফুল
বিছালাম তৃণ ;

তোমাকে দেখার জন্য এই অনন্ত অপেক্ষা
দীর্ঘ পর্যটন, দীর্ঘ পথ হাঁটা
পথে পথে ঘুরে মরা,

তোমাকে একটু দেখতে পাবো বলে
বুদ্ধের মতন আমি ঘরছাড়া
পথের বাউল ;

শুধু একবার তোমার দেখা পাবো
তাই এককোটি বছর এখানে দাঁড়ানো
এখানে অপেক্ষা।

আমার মাথায় তুমি ছায়াময় একটি আকাশ

এই জীবনের নেপথ্যে কখন যে এসে দাঁড়ায়
এক স্বপ্নলোকের মানবী

যার বুকে বয়ে যায় অনন্ত ভালোবাসার নদী,
যার চোখে পৃথিবীর সমস্ত মমতা, যার অন্তরে
অশেষ করুণাধারা ;
এই ভালোবাসাটুকু ছাড়া, স্নেহচ্ছায়াটুকু ছাড়া,
জীবন কখন যে মরুভূমি হয়ে যেতো।

এই শ্যামল কোমল ছায়াটুকু ছাড়া
এই অধীর গভীর ব্যাকুলতাটুকু ছাড়া,
এই শ্রাবণ প্লাবন বর্ষণটুকু ছাড়া,
এ জীবন হয়ে যেতো দগ্ধ মরুভূমি,
হয়ে যেতো এক বিরান অঞ্চল ;

আজ জীবনে যেটুকু ছায়া তার নাম তুমি,
আজ জীবনে যেটুকু স্নিগ্ধতা তার নাম তুমি,
যেটুকু পূর্ণতা আর যেটুকু সঞ্চয় তার
নামও তুমি—
আমার মাথায় তুমি ছায়াময় একটি আকাশ।

গ্রীষ্মের কবিতা

গরিব কবির ঘরে গ্রীষ্মে তুমি প্রিয় হাতপাখা
মাটির ঘড়ায় জল দাওয়ায় শীতল মাদুর,
কেবল তুমিই জানি এই গ্রীষ্মে গহন বরষা
দগ্ধ সব বনাঞ্চল, শুধু তুমি স্নিগ্ধ ছায়াতরু :
নদীও শুকায় গ্রীষ্মে তুমি মাত্র পূর্ণ জলাশয়
খররৌদ্রে কেবল তুমিই মাথায় গ্রীষ্মের ছাতা।

গ্রীষ্ম খুব দুর্বিষহ, অতিশয় ঝাঁঝালো দুপুর
কিন্তু তুমি বর্ষারাত, ছায়াঘেরা শান্ত মধুপুর ;
সারাটি জীবন আমি তোমারই প্রসন্ন মুখ দেখে
গ্রীষ্মের রুক্ষতা যতো অনায়াসে অগ্রাহ্য করেছি।

এই গ্রীষ্মে নেই কোনো দূরে কাছে বন্ধু শালবন,
শুধু তুমি সদ্যভোর, আঙিনায় একখণ্ড মেঘ :

তুমি এই নেবুপাতা, গাঢ় তাজা তরমুজের ঘ্রাণ
তুমি এই বনভূমি, তুমি এই গ্রীষ্মের কবিতা।

কে নেবে আমার ভার

কে নেবে আমার ভার. নদী নিরুত্তর,
মেঘ ভাবলেশহীন,
নক্ষত্র দেয় না সাড়া, বৃক্ষ চেয়ে থাকে
জাতিসঙ্ঘ যুদ্ধবিরতির ব্যর্থ চুক্তি সম্পাদন
নিয়ে ব্যস্ত—
এই ভাঙাচোরা ব্যথিত জীবন নিয়ে কার কাছে যাবো
কে দেবে মুছিয়ে এই দুচোখ-ভাসানো অশ্রু,
আমি জানি তোমার হৃদয় ছাড়া আর কোনো
অনাথআশ্রম তার নেই ;

তুমি ছাড়া কেউ নেই এই দীন ভিক্ষুকের আর
শুধু তুমি তার নিয়েছো সকল ভার, দিয়েছো আশ্রয়!
তাই তুমি ছাড়া আর কে নেবে আমার ভার, কে নেবে
আমার সব বোঝা—
আমি কেবল তোমারই কাছে হাত পাতি, তুমি পিপাসার
অনন্ত অসীম জলধারা
আমার মাথায় তুমি শান্তিবারি অনিঃশেষ
জলপ্রপাতের মতো ;
কে নেবে আমার ভার, কে নেবে আমার
এই বোঝা
এই এলোমেলো ব্যথিত জীবন, এই ভাঙা বুক,
তপ্ত অশ্রুজল,
সমুদ্রের কাছে গেলে সেও তো ফিরিয়ে নেয় মুখ
বনভূমি তার কাছে গিয়ে দেখি এই দগ্ধ বুক
জুড়াবার মতো ছায়া নেই—
অনন্ত আকাশ সেও তো বোঝে না দুঃখ নদী,
বয়ে যায়...
বলো তুমি ছাড়া কে আর দুহাত ভরে আনে
স্নিগ্ধ ছায়া,

পরম আদরে কে আর মাথায় রাখে হাত
দৈববাণীর মতো কার ব্যগ্র টেলিফোন বাজে!
কে নেবে আমার ভার, এই আকাশ নেবে না,
এই অরণ্য নেবে না...
কেবল তোমারই মুখের দিকে চেয়ে আছি,
তোমারই মুখের দিকে চেয়ে আছি।

আমি এক অপূর্ণ মানুষ

আমি এক অপূর্ণ মানুষ, অসম্পূর্ণ
আমার জীবন,
পূর্ণতার দাবি নেই কোনো, আমি এক
খণ্ডিত মানুষ ;
আমার চোখের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, সীমিত গলার স্বর
নাকের ডগায় দেখো না আটকে যায়
দুইটি চোখের দৃষ্টি
আমার গলার স্বর এখান থেকেই ওখানে পৌঁছে না
আমি তো ভালোই জানি দূরদৃষ্টি
কতোটা দূরের হতে পারে।
আমি আর ভাবি না কখনো এ জীবনে
দেখে যাবো অত্যাশ্চর্য কিছু
খুলে যাবে স্বপ্নের দরজা—
আমি জানি ফোটাতে পারবো না আমি
লালপদ্ম হৃদয়ে হৃদয়ে ;
হাতের ছোঁয়ায় উঠবে না কখনো জীবন্ত হয়ে পারুল-শিমুল।
যে কিশোরী প্রচণ্ড হৃদয়ভারে হয়েছে কাতর,
যে তরুণ ভীষণ পড়েছে ভেঙে—
আমি তাদের কারোর মনে পারবো না
গজিয়ে তুলতে নবকিশলয়,
আকাশ-উপচানো স্বপ্ন ;

আমার দুইটি হাত বড়োই দুর্বল, খুবই নাজুক
আমার দুখানি পা,
আমি এমনকি পিঁপড়ের সাথে সাঁতরে
পারি না—

এতোবার খরগোশ আর কচ্ছপের গল্প শুনেও
আমি সকলের পিছে পড়ে থাকি।
আমি জানি দৌড়ে অদক্ষ আমি,
সাঁতারে অপটু
আমি পেরুতে পারি না সোঁতা, অতিক্রম
করতে পারি না বাড়ির উঠোন,
আমি কোনোদিন শিরোপা জয়ের আশা ভুলেও করি না।
আমি জানি ব্যর্থতাই আমার জীবন
আমাকে নিয়ে লেখা প্রচ্ছদকাহিনীর একমাত্র
যোগ্য শিরোনাম ব্যর্থ মানুষ,
আপাদমস্তক ঢাকা ব্যর্থতাই আমার পোশাক
আমার কপালে খোদাই করা রাজতিলক
এই ব্যর্থতা।
এই সমস্ত ব্যর্থতা আর অসম্পূর্ণতার
অনন্ত বেদনা নিয়ে
কেবল তোমারই কাছে যাই, তুমি যদি
একটু প্রশ্রয় দাও
ফিরে চাও, তোমার আঙুল এই
কপালে ছোঁয়াও—
তাহলে আমার সব অসম্পূর্ণতা ঢাকা পড়ে যায়,
এই অপূর্ণ জীবন পূর্ণ হয়
কানায় কানায়।

না

না শুনতে শুনতে বুক হিম পাথর হয়ে যায়
যার কাছে যাই সে-ই না বলে....
টিকেট কাউন্টার, বিমান বন্দর, বেইলী রোড
যেখানেই যাই মাথা নেড়ে একটি ছোট্ট না বলে দেয়।
প্রতিটি দরোজা আমাকে না বলে
পার্ক ও পর্যটনকেন্দ্রে শুনতে হয়—না,
গেটের পাশে-বসা দারোয়ান আমাকে দেখেই না-না
করে ওঠে
নদী আমাকে গলা বাড়িয়ে না বলে দেয়
আকাশ গম্ভীর মুখে এই না শব্দটিই উচ্চারণ করে।
পৃথিবীতে কি কোথাও এই না ছাড়া আর কোনো

শব্দ নেই'?
কোকিল তার গানে আমাকে না কথাটিই শুনিয়ে দেয়
বাড়ির পোষমানা ময়না না ছাড়া কিছুই বলে না,
এই একটি শব্দ কতোখানেই যে শুনলাম!

বাগানে ফুটে-থাকা গোলাপ মুখ তুলে বলে, না,
প্রিয়বন্ধুও কীভাবে অনায়াসে ঠোঁট বাঁকিয়ে না বলে
নার্সিংহোম, রেস্তরাঁ, ভিসা অফিস না বলে দেয় আমাকে
প্রদর্শনী, শপিংসেন্টার, শিউলি ফুল
সবার কাছে এই একটি শব্দই শুনতে হয় ;
দিঘির কাছেও এখন আর না ছাড়া কিছুই শুনি না
পাখির গানেও না-র প্রতিধ্বনি—
পানশালা, নক্ষত্র ও চাঁদ বেশ স্বচ্ছন্দে না বলে দেয়,
কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনকভাবে হাসিমুখে না বলো তুমি
আর তখনই আমি না কথাটির যথার্থ তাৎপর্য অনুভব করি।

তোমার কথা মনে হলে

তোমার কথা মনে হলে পুরনো দিনের
প্রিয় গানগুলো মনে পড়ে যায়
কে যেন বুকের মধ্যে মেলে ধরে গীতবিতান
বহুদিন পর খরা শেষে বৃষ্টি নামে...

তোমার কথা মনে হলে চোখের সামনে
সত্যজিতের ছবির দৃশ্য ভেসে ওঠে,
পেছন থেকে শুনতে পাই হারানো সুরে সুচিত্রার কণ্ঠ
তোমার কথা মনে হলে আমার সব
প্রিয় ছায়াছবির দৃশ্যগুলো ভাসতে থাকে ;

তোমার কথা মনে হলে সব শোক-দুঃখ
অভাবের কথা ভুলে যাই,
হঠাৎ কেমন এক ভালো লাগার
শিহরন বইতে থাকে
যেন নদী বইতে থাকে, ঝর্না বইতে থাকে
আমার ভেতর...

তোমার কথা মনে হলে আমার কাছে ফিরে
আসে অটাম,
ফিরে আসে শারদপূর্ণিমা, সেই
কবে শোনা বাঁশি
তোমার কথা মনে হলে আমার মধ্যে
ধীরে ধীরে ভোর হতে থাকে
পাখির কলকাকলি শুনতে পাই ;

শহরের ব্যস্ত রাস্তায় তোমার কথা ভাবতে ভাবতে
আমি যখন পথ চলি,
আমার সামনে দেখতে পাই এক সোনালি স্বপ্নের দ্বীপ,
এক শান্ত তপোবন ;
তোমার কথা মনে হলে আমার চোখের সামনে
স্বপ্নের দরজা খুলে যায়।